

আল ইফাদাত

শরহে

মিব্বাকাত

আরবি-বাংলা



ইসলামিয়া কুতুব খানা ♦ ঢাকা

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম.
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য [MRP]

হাদিয়া : ১৩০.০০ টাকা মাত্র।

[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নিৰ্ধারিত]

প্রচ্ছদ

কালার ক্রিয়েশন
১৩১, ডি,আই,টি এক্সটেনশন রোড
ফোন : ৮৩১৬৫৮৬

মুদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মানতিক পরিচিতি	৫	পরিচ্ছেদ : مفرد কখনো অন্য বস্তুনে বিভক্ত হয়	৩৯
নামকরণ	৫	العلم -এর পরিচয়	৩৯
মানতিকের আলোচ্য বিষয়	৫	المتواطي -এর পরিচয়	৩৯
ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য	৬	المشكك -এর পরিচয়	৩৯
ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা	৬	مفرد তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ	৩৯
ইলমে মানতিকের ইতিহাস	৬	পরিচ্ছেদ : একাধিক অর্থ বিশিষ্ট শব্দকে	
কতিপয় মানতিক সম্রাটের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬	কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়	৪১
মিরকাত গ্রন্থকারের জীবনী	৭	مشتك -এর অর্থ	৪১
الرحيم ও الرحمن -এর মাঝে পার্থক্য	৯	منقول -এর অর্থ	৪২
حمد -এর সংজ্ঞা	১০	منقول -এর প্রকারভেদ ও তাদের পরিচয়	৪৪
الصلوة -এর অর্থ	১০	حقيقت -এর পরিচয় ও নামকরণ	৪৪
نبى -এর অর্থ	১১	مجاز -এর পরিচয় ও নামকরণ	৪৪
ভূমিকা	১২	مركب -এর পরিচয়	৪৫
العلم -এর পরিচয়	১৩	مركب -এর প্রকারভেদ	৪৬
العلم -এর প্রকারভেদ	১৩	الخبر -এর পরিচয়	৪৬
تصديق -এবং تصور -এর অর্থ	১৪	الانشاء -এর পরিচয়	৪৬
পরিচ্ছেদ : تصور দু' প্রকার	১৮	مركب ناقص -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৪৭
পরিচ্ছেদ : দালালত সম্পর্কে	২৮	مركب اضافى -এর পরিচয়	৪৭
الدوال الاربع -এর আলোচনা	৩০	পরিচ্ছেদ : مفهوم তথা যা স্মৃতিতে উদয় হয়	৪৮
دلالة لفظية وضعية গুরুত্ব দেওয়ার কারণ	৩২	পরিচ্ছেদ : كلى কয়েক ভাগে বিভক্ত	৫০
الدلالة التضمنية -এর আলোচনা	৩৩	পরিচ্ছেদ : দু' কلى -এর মধ্যকার	
দালালতকারী শব্দ হয়ত مفرد হবে		نسبت প্রসঙ্গে	৫৩
বা مركب হবে	৩৫	পরিচ্ছেদ : کثرى -এর অন্য অর্থ	
مفرد -এর অর্থ	৩৫	বর্ণনা করা হয়	৫৫
مركب -এর অর্থ	৩৬	পরিচ্ছেদ : كليات পাঁচটি	৫৬
اسم -এর পরিচয়	৩৬	কلى -কে পাঁচ প্রকারে সীমিত করণের কারণ	৫৬
كلمة -এর পরিচয়	৩৬	পরিচ্ছেদ : نوع -এর বর্ণনায়	৫৭
ادوات -এর পরিচয়	৩৬	পরিচ্ছেদ : جنس -এর বিন্যাস প্রসঙ্গ	৫৭
মানতিক শাস্ত্রের كلمة ও নাহ শাস্ত্রের		পরিচ্ছেদ : جنس عالى দশটি	৫৯
فعل -এর পার্থক্য	৩৭		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ : نوع -এর বিন্যাস সম্পর্কে	৫৯	পরিচ্ছেদ : قضية شرطية -এর বা	
পরিচ্ছেদ : তৃতীয় کلی হচ্ছে	৬১	নমুনার বর্ণনা	১০১
পরিচ্ছেদ : চতুর্থ کلی হচ্ছে	৬৪	পরিচ্ছেদ : شرطية -এর দু'টি দিক	১০৩
পরিচ্ছেদ : পঞ্চম کلی হচ্ছে	৬৪	পরিচ্ছেদ : تناقض -এর বর্ণনা প্রসঙ্গ	১০৫
عرض عام کلی হচ্ছে		পরিচ্ছেদ : عكس مستوی	১১৪
এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৬৬	পরিচ্ছেদ : عكس نقیض	১১৯
لازم -এর প্রকারভেদ	৬৮	পরিচ্ছেদ : قياس	১২২
لازم بین -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৬৮	পরিচ্ছেদ : قياس اقترانی	১২২
عرض مفارق -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৬৯	পরিচ্ছেদ : قياس اقترانی	১২২
পরিচ্ছেদ : সংজ্ঞাসমূহের বর্ণনা	৬৯	পরিচ্ছেদ : قياس اقترانی	১২২
দ্বিতীয় অধ্যায় : দলিল ও তার সংশ্লিষ্ট বিয় সম্পর্কে		পরিচ্ছেদ : এক সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	১২৫
পরিচ্ছেদ : قضية প্রসঙ্গ	৭১	পরিচ্ছেদ : قياس استثنائي	১৪১
পরিচ্ছেদ : দু' قضية حملية প্রকার	৭৩	পরিচ্ছেদ : قياس استقراء	১৪৩
পরিচ্ছেদ : موضوع হিসেবে		পরিচ্ছেদ : التمثيل প্রসঙ্গ	১৪৩
قضية -এর প্রকার	৭৫	পরিচ্ছেদ : البرهان ও তার আনুঙ্গিক	
سور -এর সংজ্ঞা	৭৮	বিয় সম্পর্কে	১৫০
পরিচ্ছেদ : حملیه -এর অন্য এক প্রকার	৮১	পরিচ্ছেদ : برهان দু' প্রকার	১৫৯
কাযিয়ায়ে মুয়াজ্জাহার প্রকারভেদ	৮২	পরিচ্ছেদ : قياس جدلی	১৬১
পরিচ্ছেদ : مركبات প্রসঙ্গ	৮৯	পরিচ্ছেদ : قياس خطابی	১৬৩
শর্তিয়া কাযিয়াসমূহের অধ্যায়		পরিচ্ছেদ : قياس شعری	১৬৫
شرطية -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ	৯৬	পরিচ্ছেদ : قياس سفسطی	১৬৮
متصلة -এর প্রকারভেদ	৯৭	পরিচ্ছেদ : ত্রুটির কারণ প্রসঙ্গ	১৭০
علاقة -এর সংজ্ঞা	৯৭	পরিচ্ছেদ : অর্থগত কারণে ভ্রমসমূহের প্রসঙ্গ	১৭৪
পরিচ্ছেদ : شرطية منفصلة -এর প্রকার	৯৯	পরিচ্ছেদ : অষ্টশির প্রসঙ্গ	১৯৪
		এক নজরে মিরকাত	১৯৭

تَعْرِيفُ الْمَنْطِقِ

মানতিক পরিচিতি

مَعْنَى الْمَنْطِقِ : مَنطِقٌ -এর শাব্দিক অর্থ : حَرْبَ-এর মাসদার। তখন তার "م" টি হবে মাসদারে মীমী। অর্থ হচ্ছে- التَّكَلُّمُ তথা কথা বলা, মনের ভাব প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা ইত্যাদি।

অথবা مَنطِقٌ শব্দটি اسْمٌ ظَرْفٌ-এর وَاجِدٌ-এর সীপাহ। বাবে حَرْبَ মূলবর্ণ (ن. ط. ق.) অর্থ কথা বলার স্থান বা সময়।

কুরআন মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ এভাবে দেখা যায়। যথা- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ *

مَعْنَى الْمَنْطِقِ : مَنطِقٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন- الْمَنْطِقُ هُوَ عِلْمٌ يَقْوَانِينَ نَعَصَمُ مَرَاعَاتِهَا الذِّهْنُ عَنِ الْخَطَا فِي الْفِكْرِ অর্থাৎ মানতিক এমন কতিপয় নীতিমালা জানার নাম যার অনুসরণে ذَهْن বা মস্তিষ্কে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- الْمَنْطِقُ هُوَ عِلْمٌ يَنْعَصِمُ مَرَاعَاتِهَا الذِّهْنُ عَنِ الْخَطَا فِي الْفِكْرِ অর্থাৎ মানতিক এমন একটি শাস্ত্র, যা মন-মস্তিষ্কে ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে সংরক্ষণ করে।

৩. সুলামুল উলুম গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন- أَنَّهُ عِلْمٌ يُوْزَنُ بِهِ الْفِكْرُ وَالنَّظَرُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ خَطَا

৪. প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী (র.) বলেন- الْمَنْطِقُ هُوَ الْقَانُونُ الَّذِي بِهِ يَمَيَّزُ صَحِيحُ الْحَدِّ وَالْقِيَاسِ عَنِ كَاسِدِهِمَا অর্থাৎ মানতিক এমন বিধি-বিধানমূলক শাস্ত্র, যা দ্বারা ভ্রান্ত-বিকৃত সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে বিশুদ্ধ সংজ্ঞা ও ধারণাকে পৃথক করা যায়। ফলে প্রত্যয়ী জ্ঞান থেকে অপ্রত্যয়ী বিষয়গুলো আলাদা করা যায়।

মোটকথা হলো, চিন্তা ও গবেষণা করতে গিয়ে মানুষ ভুল-ত্রুটির সম্মুখীন হয়ে থাকে, আর যে সকল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়, তাকেই মানতিক বলে।

مَعْنَى الْمَنْطِقِ : مَنطِقٌ -এর সংজ্ঞা : এ যোগ্যতা বা শক্তিকে বলে যা দ্বারা কোনো বিষয়কে জানা ও বুঝা যায়।

مَعْنَى الْمَنْطِقِ : مَنطِقٌ -এর সংজ্ঞা : فِكْرٌ হলো জানা বিষয়কে এমনভাবে সাজানো যার দ্বারা অজানা বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করা যায়।

مَعْنَى الْمَنْطِقِ : مَنطِقٌ -এর সংজ্ঞা : وَجْهٌ التَّسْمِيَةِ (নামকরণ) : এ শাস্ত্রকে মানতিক বলে নামকরণের কারণ হলো, مَنطِقٌ অর্থ- কথা বলা ও বাক্যলাপন করা। যেহেতু এ শাস্ত্রের নিয়মাবলি نَطَقٌ ظَاهِرٌ এবং نَطَقٌ بَاطِنٌ তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথাবার্তার মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কেননা, যিনি এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিনি খুবই বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতার সাথে কথা বলতে পারবেন। যা মানতিকে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তদ্রূপ একজন مَنطِقِي ব্যক্তি বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু সচেতন; একজন জাহেল তার দ্বারপ্রান্তেও নেই। এদিকে ইঙ্গিত করেই মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ فَلِتَأْيِيدِهِ فِي النَّطْقِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ - অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথাবার্তার মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করার কারণে একে মানতিক বলে নামকরণ করা হয়েছে।

অবশ্য মানতিককে কখনো কখনো মীযানও বলা হয়। আর এর কারণ হচ্ছে- مِيزَانٌ অর্থ-পাল্লা। আর মানতিক- শাস্ত্র জ্ঞান, বুদ্ধির এমন একটি পাল্লা যার দ্বারা সঠিক চিন্তার ও ভ্রান্ত চিন্তার পরিমাপ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং ভুল ও নির্ভুলের মাঝে পার্থক্য করা যায়।

مَعْنَى الْمَنْطِقِ : مَنطِقٌ -এর সংজ্ঞা : مَوْضُوعُ الْعِلْمِ الْمَنْطِقِ : মানতিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় : ইলমের মধ্যে যার প্রাসঙ্গিক বিয়বস্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয় তা-ই সে ইলমের আলোচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। যথা- جَسَدُ الْإِنْسَانِ (মানুষের শরীর) তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বা مَوْضُوع কেননা, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানুষের শরীরের সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, বিধায় جَسَدُ الْإِنْسَانِ টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তদ্রূপ ইলমে নানুর আলোচ্য বিষয় হলো كَلِمَةٌ ও كَلَامٌ বা শব্দ ও বাক্য। কেননা, ইলমে নানুর মধ্যে كَلِمَةٌ (শব্দ) ও كَلَامٌ (বাক্য)-কে নিয়েই আলোচনা করা হয়।

ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে মানতেকীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে হক খায়রাবাদী (র.) বলেন- مَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ الْمَعْلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ وَالتَّصَدِيقِيَّةُ لَكِنْ لَا مَوْضُوعٌ لَهَا مَوْضِعٌ إِلَى الْجَعْدِ لِلِالتَّصَوُّرِ وَالتَّصَدِيقِ - অর্থাৎ মানতিকশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, একক বিষয়ের জ্ঞাত তথ্যাদি এবং বচনভিত্তিক জ্ঞাত তাৎপর্যাদি। কিন্তু এ দুটি শর্তহীন নয়; বরং জ্ঞাত তথ্যাদির দ্বারা অজ্ঞাত তথ্যাদি এবং জ্ঞাত তাৎপর্যাদির দ্বারা অজ্ঞাত তাৎপর্যাদির উপলব্ধি হতে হবে।

২. কারো কারো মতে, মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো, مَعْقُولَاتٌ ثَانِيَّةٌ (দ্বিতীয় মা'কূলাত)।

৩. আবার কারো কারো মতে, مَطْلَقٌ مَعْقُولَاتٌ (সাধারণ মা'কূলাত)।

উল্লেখ্য যে, مَعْقُولَاتٌ أُوْلَى : ১. مَعْقُولَاتٌ ثَانِيَّةٌ ২. مَعْقُولَاتٌ ثَانِيَّةٌ বলা হয় মস্তিষ্কে কোনো বস্তুর জ্ঞান অর্জিত হওয়া, তাতে গুণের বিচার-বিবেচনা থাকবে না; তবে مَعْقُولَاتٌ ثَانِيَّةٌ -এর মধ্যে গুণের বিচার-বিবেচনা হয়ে থাকে :

৪. আবার কারো কারো মতে, মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো- **الْإِنْفَاطُ مِنْ حَيْثُ الدَّالُّ عَلَى الْمَعْنَى** অর্থাৎ 'অর্থ প্রকাশের জন্য যে সকল শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে তাই মানতিকের আলোচ্য বিষয়।' তবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তারা আলোচ্য বিষয়ের সংস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।
৫. **مَطْلَعُ** গ্রন্থকার বলেন, মানতিকের আলোচ্য বিষয় হলো- **مَعْلُومَاتٌ تَصَوُّرِيَّةٌ** এবং **تَصَدِيقِيَّةٌ** [মিরকাতের লিখকেরও এই অভিমত]। অর্থাৎ তাদের মতে মানতিকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে- **مَعْلُومَاتٌ أَوَّلَى** চাই **أَعَمُّ الْمَعْقُولَاتِ** হোক বা **مَعْقُولَاتٌ ثَانِيَّةٌ** হোক। আর যার দ্বারা **مَعْلُومٌ تَصَوُّرِيٌّ وَتَصَدِيقِيٌّ** -কে **مَجْهُولٌ تَصَوُّرِيٌّ وَتَصَدِيقِيٌّ** -এর দিকে পৌঁছে দেয় তা মানতিকের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে যা দ্বারা **مَجْهُولٌ تَصَوُّرِيٌّ** -এর দিকে পৌঁছা যায় তাকে **مَعْرُوفٌ** বলে এবং যার দ্বারা **مَجْهُولٌ تَصَدِيقِيٌّ** -এর দিকে পৌঁছা যায় তাকে **مَجْهُولٌ** বলে। **مَعْرُوفٌ** ও **مَجْهُولٌ** -কেও ইলমে মানতিকের আলোচ্য বিষয় বলা যেতে পারে।

عَرَضُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ : মানতিকের উদ্দেশ্য :

১. প্রতিটি বিষয় বা শাস্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। আর মানতিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- **الْإِصَابَةُ فِي الْفِكْرِ وَحِفْظُ الرَّأْيِ عَنِ الْخَطِإِ فِي النَّظَرِ**। অর্থাৎ চিন্তাশক্তির বিস্মৃদ্ধতা অর্জন ও যুক্তির ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হতে মতামতকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।
২. আর কেউ কেউ বলেন, ইলমে মানতিকের **عَرَضُ** বা উদ্দেশ্য হলো- **صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطِإِ فِي الْفِكْرِ** অর্থাৎ চিন্তার ভুলভ্রান্তি হতে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা।

ضَرُورَةُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ : ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তা : ইসলামের মধ্যে মানতিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ কথা বুঝাবার জন্য ইমাম গায়যালী (র.)-এর নিম্নোক্ত উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। কেননা, তিনি বলেন- **الْمَنْطِقُ نِعَمُ الْعَرَفِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَنْطِقَ فَلَا يُفْقَهُ لَهُ فِي الْعِلْمِ كَلِمَةً** অর্থাৎ মানতিক কতই না উত্তম সাহায্যকারী। যে ব্যক্তি মানতিকশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ তার সকল ইলমের মধ্যে কোনোরূপ নির্ভরতা নেই।

এ ছাড়াও মানতিকে পাণ্ডিত্য অর্জনকারী ব্যক্তি **نُطْقٌ بَاطِنِيٌّ** (প্রকাশ্য কথাবার্তা) ও **نُطْقٌ ظَاهِرِيٌّ** (অপ্রকাশ্য কথাবার্তা) তে এত বেশি পটু ও শক্তিশালী হয় যা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। মানতিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বস্তু ও বিষয়ের **حَقِيقَتٌ** (সত্তা) ও **مَاهِيَّتٌ** (প্রকৃতি) সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা রাখে, যা মানতিকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাখতে সক্ষম নন। এ কারণেই তো মানতিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর ও সুনিপুণ হয়ে থাকে।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন- **الْمَنْطِقُ مَعْيَارُ الْعِلْمِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ لَا يَرْتَقِي بِعِلْمِهِ** অর্থাৎ মানতিক হলো ইলমের মাপকাঠি। যে তা সম্পর্কে অজ্ঞ তার ইলমে কোনোরূপ ভরসা করা যায় না।

পূর্বযুগের অধিকাংশ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম ছিল মানতিকশাস্ত্র সম্পর্কীয়। তাই সে সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে প্রথমেই মানতিকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। এতএব উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মানতিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

تَارِيخُ عِلْمِ الْمَنْطِقِ

ইলমে মানতিক ইতিহাস

মানতিকের প্রথম আবিষ্কারক ও জনক ছিলেন হাকীম আরাস্তাতালীস। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হতো আরাস্তু। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইস্কান্দার রুমীর নির্দেশে মানতিকশাস্ত্রের কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন। অতঃপর এগুলোকে কিতাব আকারে জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ কারণেই তাঁকে মানতিক **أَوَّلُ مَعْلَمٍ** তথা প্রথম জনক বলা হয়। ইতিহাসে তিনি এরিস্টোটল নামে পরিচিত।

এরপর ইমাম ফারাবী আরাস্তুর লিখিত মানতিকী নীতিমালার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উক্ত শাস্ত্রকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেন। তাই তাঁকে মানতিক শাস্ত্রের **ثَانِي مَعْلَمٍ** তথা দ্বিতীয় জনক বলা হয়।

কালের চক্রের বিবর্তনের সাথে সাথে ইমাম ফারাবীর সুবিন্যস্ত মানতিকগুলোও একদিন বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে পরবর্তীতে ইমাম আবু আলী ইবনে সীনা পুনরায় মানতিকশাস্ত্রকে বিস্তারিতভাবে লিখে প্রচার করেন। তাই তাঁকে মানতিকশাস্ত্রের **ثَالِثُ مَعْلَمٍ** বা তৃতীয় জনক বলা হয়। এরপর থেকে অদ্যাবধি সেই আবু আলী ইবনে সীনার রচিত মানতিক-ই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলে আসছে।

কতিপয় মানতিক সম্রাটের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. **أَرِسْطَاطَالِيْسُ [আরাস্তাতালীস বা এরিস্টোটল] :** তাঁর নাম আরাস্তাতালীস, ইংরেজিতে বলা হয় Aristotle সংক্ষেপে আরাস্তু বলা হয়। উপাধি **أَوَّلُ مَعْلَمٍ** (প্রথম শিক্ষক)। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মকদুনিয়া শহরের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জৈনিক জ্যোতিষের পরামর্শে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন (Plato)-এর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এথেন্স শহরে গমন করেন। আফলাতুনের স্কুলে বিশ বছর যাবৎ পড়াশুনা করে শিক্ষাকোর্স শেষ করার পর বাদশাহ ফিলিপস-এর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি এ দায়িত্ব ছেড়ে পুনরায় এথেন্স শহরে চলে যান এবং সেখানে আফলাতুনের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর খ্যাতি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিপস যুবরাজ

ইস্কান্দারের (Alexander) শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তাকে মকদুনিয়া শহরে ডাকলেন। প্রায় আট বছর যাবৎ এই কাজে নিয়োজিত থাকার পর, আবার তিনি এথেন্স শহরে ফিরে যান। এবার তিনি নিজেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন, যা পরবর্তীতে আফলাতুনের প্রতিষ্ঠানের চেয়েও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অগণিত ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করে। তাঁর পালকীর পিছনেও অগণিত শিষ্য জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে চলত। এ জন্য তাঁর অনুসারীদেরকে **مَسَانِين** তথা পদব্রজে গমনকারী বলা হয়। যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রকে রূপ দান করেছেন এবং মানব সমাজে তার বিকাশ ঘটিয়েছেন, তাই তাকে **الْمُعَلِّمُ الْأَوَّلُ** বলা হয়। তাঁর গুস্তাদ ছিলেন আফলাতুন (প্লেটো), আর আফলাতুনের গুস্তাদ ছিলেন সক্রেটিস, সক্রেটিসের গুস্তাদ ছিলেন পীথাগোরাস, পীথাগোরাসের গুস্তাদ হলেন তালীস এবং তালীসের গুস্তাদ ছিলেন হাকীম লোকমান।

হাকীম আরাস্তু শেষ পর্যন্ত নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা দানে রত থাকেন। অতঃপর বায়ট্রি বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। কারো মতে, তিনি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছেন; আর কেউ বলেন, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি জীবনে বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন। তন্মধ্যে **كِتَابُ الْعَالَمِ - كِتَابُ الْمَسَائِلِ الْإِلَهِيَّاتِ - كِتَابُ الْبَيِّنَاتِ - الْفَيْسُ وَالتَّقَرُّرُ** প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. ফারাবী [ইমাম ফারাবী বা প্লেটো] : তাঁর উপনাম আবু নসর। নাম মুহাম্মদ ইবনে তরকান। বংশগতভাবে ফার্সি ভাষা-ভাষী ছিলেন। তিনি ফারাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ আলিম ছিলেন। অধিকাংশ সময় তাকে প্রবাহিত নালা অথবা ঘন বাগানের পাশে দেখা যেত। যেহেতু মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে আফলাতুন এবং আরাস্তু-এর কথার সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাদানকারী ফারাবীই ছিলেন। তাই তাকে মানতিকশাস্ত্রের **مُعَلِّمُ ثَانِي** তথা দ্বিতীয় উস্তাদ বলা হতো। তাঁর লিখিত অনেক গ্রন্থ আছে। তিনি আকবাসী খেলাফত আমলে ৮০ বছর বয়সে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

৩. ইবনে সীনা [ইবনে সীনা] : শায়খ আবু আলী হোসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সীনা বুখারার নিকটে নখলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি হামাদানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বড় আলিম এবং চিকিৎসক ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কুরআনে-হাফেজ ছিলেন। ৩৭০ হিজরিতে তার জন্ম এবং ৪৪৮ হিজরিতে আকবাসী আমলে ইন্তেকাল করেন। কানুনে শিফা, ইশারাত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব তাঁরই লিখিত।

৪. ইমাম রায়ী [ইমাম রায়ী] : তিনি ছিলেন ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে জিয়াউদ্দীন ইবনে ওমর রায়ী। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তার নাম মুহাম্মদ ইবনে ওমর। তিনি ৫৪৪ হিজরি সালে 'রাখা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় তিনি তাঁর পিতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কামাল সুময়ানী হতে হাদীস ও ফিক্হ-এর শিক্ষা গ্রহণ করেন, আল্লামা মজদুদ্দীন হতে তিনি দর্শন শিক্ষা করেন। তিনি এত অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন যে, ইসলামি জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের হাজার হাজার মাইল দূর হতে লোক তাঁর নিকট আসত। তাঁর সাথে অনেক আলিম-ওলামা ও জ্ঞানী-গুণী লোক থাকতেন। তিনি শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর লিখিত কিতাবাদির মধ্যে তাফসীরে কাবীর, আসাসুতাকদীস, কিতাবুল মাহাসিল, হাদায়েকুল ওমর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিখ্যাত মনীষী ৬০৬ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের দিনে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

মিরকাত গ্রন্থকারের জীবনী

নাম ও পরিচয় : মিরকাত কিতাবের গ্রন্থকার ছিলেন মাওলানা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী। যিনি আল্লামা ফযলে খায়রাবাদী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতা মুহাম্মদ আরশাদ একজন ফেরেশতা চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর বংশের যোগসূত্র বত্রিশতম মাধ্যমের পর হযরত ওমর ফারুক (রা.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং পনেরতম মাধ্যমের পর হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

জন্ম : তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের সীতাপুর জেলায়র অন্তর্গত খায়রাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি শাহজাহানপুরে বসবাস করেন। তাই তিনি শাহজাহানপুরী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

জ্ঞানার্জন : আল্লামা খায়রাবাদী একজন মেধাবী, বিচক্ষণ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। অনেক বিদ্বৎ পণ্ডিত আলিমের নিকট হতে তিনি ইলমে দীন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উস্তাদদের মধ্যে যার নিকট হতে তিনি বেশি উপকৃত হয়েছেন তিনি হলেন মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল ওয়াজেদ কিরমানী খায়রাবাদী (র.)।

কর্মজীবন : আল্লামা খায়রাবাদী ভারতের দারুল হকুমাত দিল্লীতে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রধান বিচারপতির পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁর জীবনের নানা ব্যস্ততা এবং চাকরির দায়িত্ব পালনের পরও তিনি সর্বদা অধ্যাপনা এবং লেখনীর কাজ অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন দক্ষতা ও যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তাঁর পাঠে একবার বসার পর কোনো ছাত্র অন্য কারো কাছে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করত না।

ছাত্রবৃন্দ : অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করে স্বীয় জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

১. তাঁর পুত্র ফযলে হক, ২. মুফতী সদরুদ্দীন খান, ৩. মৌলভী সালাউদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ শফী, ৪. শাহ গাউস আলী প্রমুখ।

আধ্যাত্মিকতা : আল্লামা ফযলে ইমাম তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাধনা করেছেন। তাকওয়া ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তিনি উচ্চস্তরের একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মাওলানা সালাহউদ্দীন সাফাভীর শিষ্য ছিলেন। তা ছাড়া তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এবং মাওলানা শাহ আব্দুল কাদির (র.)-এর সমসাময়িক ছিলেন।

রচনাবলি : আল্লামা ফযলে ইমাম অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো— ১. মিরকাত, ২. তালখীসুশ শিফা, ৩. আমদ নামা, ৪. হাশিয়ায়ে মোল্লা জালাল, ৫. হাশিয়ায়ে উফুকল মুবীন, ৬. হাশিয়ায়ে মীর যাহেদ, ৭. নুখবাতুস্সির ইত্যাদি।

ইন্তেকাল : আল্লামা ফযলে ইমাম ১২৪০ হিজরি মোতাবেক ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জিলহজ ইহধাম ত্যাগ করেন। হযরত শায়খ মাখদুম শামসুদ্দীন (র.)-এর মাজারে তাঁর দাদা উস্তাদ আল্লামা সিক্কতী এবং মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ কিরমানী খায়রাবাদী (র.)-এর পার্শ্বে তাকে দাফন করা হয়।

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

হামদ ও সালাতের পর এগুলো মান্তিক শাস্ত্রের এমন কয়েকটি পরিচ্ছেদ; যা শিক্ষানবিশদের মধ্য হতে যারা এগুলো স্মরণ রাখতে আগ্রহী তাদের জন্য মুখস্থ রাখা ও স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করা একান্ত আবশ্যিক। ভরসা আল্লাহর উপরই এবং তিনি সাহায্য প্রার্থনা করার উপযুক্ত সত্তা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হায্জতুল্লাহু আলাইহিস সালাম : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, اِسْم শব্দের প্রথমে আগত ا অক্ষটি هَمْزَةٌ لِلْوَصْلِ যা প্রথমে সাকিনযুক্ত শব্দের প্রথম গঠনের সুবিধার জন্য নেওয়া হয়।

লিসানুল আরব গ্রন্থে اسم শব্দটির পাঁচটি কেরাত উল্লেখ হয়েছে। যথা—

১০. **اللَّهُ** শব্দটির মূলত কি ছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রখ্যাত নাহ্ববীদ সীবওয়াইহ
 ম, **اللَّهُ** শব্দটি মূলত **لَا** ছিল। এর প্রথমে আলিফ-লাম যোগ করে **اللَّهُ** শব্দ গঠন করা হয়েছে। ইমাম কিসায়ী ও ফাররা (র.)
 ম, **اللَّهُ** শব্দটি মূলত **الْأَل** ছিল। মূল হামযাকে বিলুপ্ত করে **اللَّهُ** করা হয়েছে। **جَنَّسٌ** বা জাতিবাচক শব্দ। শব্দটি হক ও
 লের সকল প্রকার উপাস্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তবে **اللَّهُ** শব্দটি একটি স্বরণীয় ব্যতিক্রম শব্দ। অতএব **الْأَل** শব্দোদ্ভূত হওয়ার
 এর দ্বারা হক ও বাতিলের উপাস্যকে বুঝানো যায় না; বরং একমাত্র হক উপাস্যের ক্ষেত্রেই **اللَّهُ** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর **اللَّهُ**
اللَّهُ عِلْمٌ لِّذَاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمَسْتَجْمَعِ لِبَعْضِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّ عَنْ سِمَاتِ النَّقِصِ وَالرَّوَالِ

اسْمٌ فَاعِلٌ -এর ওয়ানে এবং فَعْلَانٌ -এর ওয়ানে : قَوْلُهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

এর মাঝে পার্থক্য : رَحِيمٌ وَ رَحْمَنٌ : الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ

৫. ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন, **الرَّحْمَنُ** বলতে আল্লাহর সে সকল অনুগ্রহ নির্দেশ করা হয়েছে, যা মুসলিম-অমুসলিম, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু **الرَّحِيمُ**-এর অনুগ্রহ বা দয়া কেবলমাত্র মুমিনদের জন্য।

- বিসমিল্লাহ প্রারম্ভে আনার কারণ : গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ আনার কারণ হলো রাসূল ﷺ বলেছেন-

এ নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য

অবস্থা (مَامَت) আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হবে।

تَغْرِيفُ الْحَمْدِ : এর সংজ্ঞা :

১. আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে, حَمْد-এর অর্থ হলো- هُوَ الثَّنَاءُ وَالنِّدَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ مِنْ نِعْمَةٍ وَغَيْرِهَا -

অর্থাৎ কারো অর্জিত গুণাবলির প্রশংসা করা- চাই তাই উত্তম নিয়ামতের বিনিময়ে হোক বা নিয়ামত ছাড়াই হোক।

আল্লামা যামাখশারী (র.) আরো বলেন- الْحَمْدُ بِاللِّسَانِ وَحَدَهُ অর্থাৎ হামদ এমন প্রশংসাকে বলে যা শুধুমাত্র মুখের ভাষার মাধ্যমেই উচ্চারিত হয়।

২. আল্লামা কাযী বায়যাহী (র.) বলেন- الْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ الْأَخْيَارِ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا -

অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে কারো অর্জিত গুণাবলির প্রশংসা করা। চাই তা কোনো অনুগ্রহের বিনিময়ে হোক বা অনুগ্রহ ব্যতীত হোক।

৩. আল্লামা তাফতাহানী (র.)-এর মতে- هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ وَزَوْدُ الْحَمْدِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللِّسَانِ - অর্থাৎ কাউকে সম্মানের উদ্দেশ্যে মুখ দিয়ে প্রশংসা করার নামই হচ্ছে হামদ। [এতে বুঝা গেল- যে প্রশংসা মুখে উচ্চারিত হয় না, তা হামদ নয়।]

حَمْدُ ও مَدْح-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. حَمْد জীবিতের সাথে খাস বা নির্দিষ্ট, আর مَدْح জীবিত এবং মৃত উভয়ের জন্য আম।

২. حَمْد আলিমের সাথে খাস, আর مَدْح আলিম ও জাহিল উভয়ের জন্য আম।

৩. حَمْد হয় صِفَاتٌ كَمَالِيَّةٌ [সিফতে কামালিয়া]-এর উপর, আর مَدْح হয় صِفَاتٌ كَمَالِيَّةٌ [সিফতে কামালিয়া] ও صِفَاتٌ كَمَالِيَّةٌ [সিফতে কামালিয়া] -এর উপর।

৪. حَمْد ভালোবাসার সাথে হয়, আর مَدْح ভালোবাসা ছাড়াও হতে পারে।

৫. حَمْد ইয়াকীনের সাথে খাস, আর مَدْح ইয়াকীন এবং ধারণা উভয়ের জন্য আম।

حَمْد ও شُكْر-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. নিয়ামত পেয়ে বা না পেয়ে মুখ দিয়ে যে প্রশংসা করা হয়, তাকে حَمْد বলে। আর নিয়ামতের পরিবর্তে মুখ বা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যে প্রশংসা করা হয়, তাকে شُكْر বলে।

২. حَمْد-এর বিপরীত লাউম বা তিরস্কার ও ভরসনা আসে, আর شُكْر-এর বিপরীত কুফর আসে। যেমন আল্লাহর বাণী-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا

৩. شُكْر ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ধমক আছে কিন্তু حَمْد ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ধমক নেই। যেমন আল্লাহর বাণী-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

৪. আবুল আব্বাস এবং মুবাররাদ (র.)-এর মতে, حَمْد ও شُكْر-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়টি একই অর্থবোধক।

وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ -এর বিশ্লেষণ : اَبْدَعَ শব্দটি اَبْدَعَ মাসদার হতে বাবে اَفْعَالُ-এর ওজনে ব্যবহৃত। সীপাহ গَائِبٌ

বহু ইতিবাচক ফعل ماضى معروف -এর অর্থ- তিনি দৃষ্টান্তহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

পরিভাষা اَبْدَعَ হলো- اَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ بِغَيْرِ مَادَّةٍ - সূতরাং প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য দৃষ্টান্তের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর বাণী- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

اَفْلَاقُ এবং اَلْأَرْضَيْنِ শব্দদ্বয়কে جَمْع বা বহুবচন নেওয়ার কারণ : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা

তালাকে ইরশাদ করেছেন- اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَتْلُوهُنَّ - 'আল্লাহ তা'আলা সপ্তাকাশ ও অনুরূপ সাত জমিনকে সৃষ্টি

করেছেন।' উক্ত আয়াতে কারীমায় সাতটি আসমান ও সাতটি জমিনের কথা বলা হয়েছে। আর গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) আকাশ ও জমিন সাতটি হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই এখানে اَلْأَرْضَيْنِ এবং اَفْلَاقُ শব্দ দ্বয়কে جَمْع বা বহুবচনের শব্দ দিয়ে উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ এখানে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন এভাবে যে, اَلْأَرْضَيْنِ ও اَفْلَاقُ-এর মাঝে ৭টি অক্ষর বিদ্যমান। আর আকাশ ও পৃথিবীর সংখ্যাও সাতটি। এ কারণেই গ্রন্থকার এখানে উক্ত শব্দ দু'টি বহুবচনরূপে নিয়ে এসেছেন। যাতে করে পাঠক বুঝতে পারে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সংখ্যাও অনুরূপ সাতটি।

صَلَاة-এর আভিধানিক অর্থ : صَلَاة শব্দটি اَفْعَالُ-এর ওজনে বাবে تَفْعِيلُ-এর মাসদার। صَلَى মাদ্দাহ থেকে

নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ-বাকাকাষ্ঠ আওনে পুড়িয়ে সোজা করা। তা صَلَّيْتُ الْمَرْءَ عَلَى النَّارِ হতে নেওয়া

হয়েছে। صَلَاة শব্দের নেসবতের বিভিন্নতার কারণে তার অর্থেরও বিভিন্ন রূপ হয়। যেমন- صَلَاة-এর নেসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে

হলে তার অর্থ হবে 'অনুগ্রহ'। ফেরেশতাদের দিকে হলে এর অর্থ হবে 'ক্ষমা প্রার্থনা করা'। আর মানুষের সাথে সম্বন্ধ হলে এর অর্থ হবে

প্রার্থনা করা। আর অন্যান্য প্রাণীর দিকে صَلَاة-এর নেসবত হলে অর্থ হবে গুণকীর্তন করা। কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে صَلَاة

শব্দটি প্রথমোক্ত তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর তা'আলার বাণী-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

الصَّلَاة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে কিয়াম, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর গুণকীর্তন করাকে **صَلَاة** বলা হয়।

আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে-**الشَّرِيعَةُ** আল্লাহ তা'আলার বাণী- অর্থাৎ সালাত এমন একটি বিশেষ ইবাদতের নাম, যার সময়সীমা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত।

أَنْبِيَاء-এর আভিধানিক অর্থ : **نَبِيٍّ** শব্দটি **نَبَأ** শব্দমূল থেকে নির্গত। এটা একবচন, বহুবচনে-**أَنْبِيَاء**-এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে অভিধানবেত্তাদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-

১. কারো মতে, এটা **نَبِيٍّ** শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ-সংবাদ বাহক।
২. কারো মতে, এর মূল হচ্ছে **نَبَوَ** অর্থ-উচ্চ মর্যাদাবান ও উন্নত মান-সম্মান সম্পন্ন।
৩. আযহারীর মতে, এটা **نَبِيٍّ** হতে নির্গত। এর অর্থ-পন্থা ও রাস্তা প্রদর্শক।

نَبِيٍّ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি পরিভাষায় বলা হয়-

مَنْ يَصْطَفِيهِ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِ وَلِكُنْ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ অর্থাৎ 'নবী হলো মানবজাতিকে হেদায়াত করার জন্য মহান আল্লাহ মানুষের মধ্য হতে যাকে মনোনীত করেছেন, কিন্তু তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়নি।' এখানে নবী দ্বারা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁকেই আদম (আ.) সৃষ্টির বহু আগেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মূলত রাসুলও বটে। উল্লেখ্য, প্রত্যেক রাসূলই নবীর মর্যাদায় ভূষিত, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল হিসেবে স্বীকৃত নন।

قَوْلُهُ وَأَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ-এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আদম (আ.) পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে, আদম (আ.)-এর জন্ম না হওয়ার পূর্ববর্তী সময়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর জন্মের পূর্বেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবী ছিলেন। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

قَوْلُهُ وَعَلَى آلِهِ-এর আলোচনা : **أَل** শব্দটি মূলত **أَهْل** ছিল। কেননা, এর **تَضْفِير** আসে **أَهْبَل** আর **تَضْفِير** দ্বারা মূল হরফের পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর **عَلَى** কে **خِلَافَ قِيَاسٍ** (খিলাফে কিয়াস) আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

أَهْل ও **أَل**-এর মধ্যে পার্থক্য : **أَهْل** ও **أَل**-এর পার্থক্য নিম্নরূপ-

১. **أَل** শব্দটি **حَاض** যা শুধুমাত্র সন্ত্রাস্ত বংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চাই দুনিয়ার দিক দিয়ে হোক কিংবা আখিরাতের দিক দিয়ে হোক। আর **أَهْل** শব্দটি **عَام** সম্মানী ও অসম্মানী সকল বংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
২. **أَل** শব্দের সম্বোধন **ذَوِي الْعُقُولِ**-এর দিকে হয়। আর **أَهْل** শব্দের সম্বোধন **ذَوِي الْعُقُولِ** ও **غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ** সবার দিকে হয়।
৩. **أَل** শব্দটি পুরুষের দিকে, আর **أَهْل** শব্দটি পুরুষ-মহিলা উভয়ের দিকে হয়।
৪. **أَل**-এর **إِصَافَت** ইসমে **ظَاهِر**-এর দিকে। আর **أَهْل**-এর **إِصَافَت** ইসমে **ظَاهِر** ও ইসমে **ضَمِير** উভয়ের দিকে হয়।

قَوْلُهُ أَصْحَاب-এর আলোচনা : এখানে **أَصْحَاب** শব্দটি **صَحْب**-এর বহুবচন এবং **صَحْب** শব্দটি **صَاحِب**-এর বহুবচন। মাদ্দাহ (ص. ح. ب) আর **صَحَابِي** সেই ব্যক্তি, যিনি ঈমান অবস্থায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লামা সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র.)-এর ভাষায়-

الصَّحَابِيُّ هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ .

قَوْلُهُ بَعْدَ-এর আলোচনা : **بَعْدَ** শব্দটি **طُرُقَ زَمَانِيَّة**-এর অন্তর্ভুক্ত। এর **مُضَافٌ إِلَيْهِ** নিয়তে উহ্য থাকে। সুতরাং এটা পেশের উপর **مَبْنِي** হয়েছে, মূল ইবারত হলো-**بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ** আরব ঐতিহাসিকদের মতে, সর্বপ্রথম কুস ইবনে সায়েদা পণ্ডিত তাঁর বক্তব্যে **أَمَّا بَعْدُ** শব্দের ব্যবহার করেন।

قَوْلُهُ فُهِدَ-এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখানে **فُهِدَ** দ্বারা ইলমে মানতিকের কাল্পনিক মাসআলাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলো অত্র কিতাবে আলোচিত হবে। এতে **إِمَّا تَوْحِيدٌ**-এর ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। **إِمَّا**-এর অর্থ হলো 'যদিও'। এখানে প্রকৃতপক্ষে **أَمَّا** শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু এরূপ স্থানে সাধারণত **إِمَّا** নেওয়া হয়ে থাকে। আর **إِمَّا**-এর জবাবে যেহেতু **فُهِدَ** নেওয়া হয়, সেহেতু এখানে **فُهِدَ** নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ عِلْمُ الْمِيزَانِ-এর আলোচনা : আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, **عِلْمُ الْمِيزَانِ** দ্বারা **عِلْمُ مَنْطِق** কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, **عِلْمُ مَنْطِق** এটা **عَقْل**-এর জন্য পাল্লাস্বরূপ, যা দ্বারা সহীহ বা শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা, পরিমাপ ও ভ্রান্ত ধারণার ত্রুটি-বিচ্ছাদিত ইত্যাদি জানা যায়। আর পরিমাপ করার যন্ত্রকে আরবিতে **مِيزَان** বলা হয়। সুতরাং **عِلْمُ مَنْطِق** জ্ঞান ও আকলের জন্য পাল্লা বা পরিমাপ যন্ত্র বিশেষ বিধায় এটাকে **عِلْمُ الْمِيزَانِ** বলা হয়েছে। শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

۱. **وَأَقْبِمُوا الرِّيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسَرُوا الْمِيزَانَ .**

۲. **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .**

۳. **وَالسَّامَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ .**

حَفِظَهَا বা **حَفِظَهَا** বা **حَفِظَهَا** : আলোচ্য শব্দদ্বয় তথা **حَفِظَهَا** ও **حَفِظَهَا**-এর মধ্যকার , যমীর দুটিই এর পূর্বের **فُضِّلَ**-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এর অর্থ- এ পরিচ্ছেদগুলো মুখস্থ করা এবং সংরক্ষণ করা অত্যাাবশ্যক।

مَقْدَمَةٌ

ভূমিকা

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أُولَاهَا
حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ ثَانِيهَا
الصُّورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْلِ
ثَالِثُهَا الْحَاضِرُ عِنْدَ الْمُدْرِكِ رَابِعُهَا
قَبُولُ النَّفْسِ لِيَتْلِكَ الصُّورَةَ خَامِسُهَا
الْإِضَافَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُومِ .
وَيَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ
لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيهَا يُعْبَرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ
أَمَّا التَّصَوُّرُ فَهُوَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ
الْإِذْرَاكَ الْخَالِيَّ عَنِ الْحُكْمِ وَالْمَرَادُ
بِالْحُكْمِ نِسْبَةُ أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ إِنْجَابًا أَوْ
سَلْبًا وَإِنْ شُكَّتْ قُلْتُ إِبْقَاعًا أَوْ إِنْتِرَاعًا وَقَدْ
يُقَسَّرُ الْحُكْمُ بِوُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وَقُوعِهَا
كَمَا إِذَا تَصَوَّرْتَ "زَيْدًا" وَحَدَّهُ أَوْ "قَائِمًا"
وَحَدَّهُ مِنْ دُونِ أَنْ تُثَبِّتَ الْقِيَامَ لِزَيْدٍ أَوْ
تَسْلِبَهُ عَنْهُ .

সরল অনুবাদ : জেনে রাখো যে, عِلْم শব্দটি
বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো- কোনো
জিনিসের আকৃতি অন্তরে অর্জিত হওয়া। দ্বিতীয়টি হলো-
ঐ আকৃতি যা কোনো জিনিস হতে অন্তরে অর্জিত হয়।
তৃতীয়টি হলো- বোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিষয়।
চতুর্থটি হলো- ঐ (ধারণকৃত) আকৃতিটিকে অন্তর কর্তৃক
গ্রহণ করা। পঞ্চমটি হলো- ঐ সম্পর্ক যা عَالِم (জ্ঞানী) ও
مَعْلُوم (জ্ঞাত) বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

আর তা (عِلْم حُصُولِي حَادِث) আবার দু' ভাগে
বিভক্ত। তন্মধ্যে একটিকে বলা হয় تَصَوُّر এবং
দ্বিতীয়টিকে বলা হয় تَصْدِيق। সুতরাং تَصَوُّر হলো এমন
ইলম যা হকুমশূন্য, আর হকুম বলতে এক বস্তুর সাথে
অপর বস্তুর ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্ককে বুঝানো
হয়েছে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, একটি
বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন (إِبْقَاع)
করা বা দূরীভূত (إِنْتِرَاع) করা। কখনো حُكْم-এর ব্যাখ্যা
'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক না হওয়া'র দ্বারাও করা হয়।
যথা- তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া বা না হওয়ার গুণ
সাব্যস্ত ব্যতীত শুধু যায়েদ বা শুধু দণ্ডায়মান হওয়ার কল্পনা
করলে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : ইচ্ছা করে জানা যে, عِلْم শব্দটি বিভিন্ন অর্থের ক্ষেত্রে
প্রয়োগ হয়। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো- অর্জিত হওয়া। কোনো জিনিসের আকৃতি অন্তরে অর্জিত হওয়া
দ্বিতীয়টি হলো- ঐ আকৃতি যা কোনো জিনিস হতে অর্জিত হয় অন্তরে অর্জিত হয়।
তৃতীয়টি হলো- উপস্থিত বিষয় বোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিষয়।
চতুর্থটি হলো- ঐ (ধারণকৃত) আকৃতিটিকে অন্তর কর্তৃক গ্রহণ করা।
পঞ্চমটি হলো- ঐ সম্পর্ক যা عَالِم (জ্ঞানী) ও مَعْلُوم (জ্ঞাত) বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান।
আর তা আবার বিভক্ত দু' ভাগে। প্রথমটি হলো تَصَوُّر এবং দ্বিতীয়টি হলো تَصْدِيق।
সুতরাং تَصَوُّر হলো এমন ইলম যা শূন্য হকুম হতে বলা হয়। তন্মধ্যে একটিকে
বলা হয় تَصَوُّر এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় تَصْدِيق। সুতরাং تَصَوُّر হলো এমন
ইলম যা হকুমশূন্য, আর হকুম বলতে এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর ইতিবাচক বা
নেতিবাচক সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, একটি
বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন (إِبْقَاع) করা বা দূরীভূত (إِنْتِرَاع)
করা। কখনো حُكْم-এর ব্যাখ্যা 'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক না হওয়া'র দ্বারাও করা হয়।
যথা- তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া বা না হওয়ার গুণ সাব্যস্ত ব্যতীত শুধু যায়েদ বা
শুধু দণ্ডায়মান হওয়ার কল্পনা করলে।

وَإِنْ فُتِنْتَ فَلَنْتَ إِجَابًا أَوْ سَلَبًا ইতিবাচক বা নেতিবাচক (إِنْفَاع) করা বা দূষ্কৃত এভাবেও বলা যেতে পারে যে, (إِنْفَاعًا أَوْ إِنْغِرَافًا) একটি বিষয়ের সাথে অপর একটি বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা বা দূষ্কৃত (إِنْغِرَاف) করা (إِنْفَاع) 'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক ন' হওয়ার দ্বারাও (إِنْغِرَاف) করা হয়। وَكَذَلِكَ يُفَسِّرُ الْحَكَمُ (إِنْغِرَاف) 'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক ন' হওয়ার দ্বারাও (إِنْغِرَاف) করা হয়। وَكَذَلِكَ يُفَسِّرُ الْحَكَمُ (إِنْغِرَاف) 'সম্পর্ক স্থাপন' বা 'সম্পর্ক ন' হওয়ার দ্বারাও (إِنْغِرَاف) করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : প্রশ্ন থাকে যে, مُقَدِّمَةٌ -এর সীমাহ, বাবে تَفْعِيل থেকে ব্যবহৃত। অর্থ- ভূমিকা, পূর্বাভাস, যা মূল আলোচ্য বিষয়ের পূর্বে উল্লেখ করা হয়। যাতে মূল বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয় এবং যা দ্বারা মূল বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এখানে مُقَدِّمَةٌ শব্দটি هُذِيَ উহা মুবতাদার খবর। এটি مُقَدِّمَةُ الْجَبِيش হতে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সৈন্যদের ঐ দল যারা সৈন্যদের পূর্বে যুদ্ধের মাঠে পৌঁছে পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। অতঃপর مُقَدِّمَةٌ দু' প্রকার। ১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ১০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ১১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ১২. مُقَدِّমَةُ الْكِتَابِ ১৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ১৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ১৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ১৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ১৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ১৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ১৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ২০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ২১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ২২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ২৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ২৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ২৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ২৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ২৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ২৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ২৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৩০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৩১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৩২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৩৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৩৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৩৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৩৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৩৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৩৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৩৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৪০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৪১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৪২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৪৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৪৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৪৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৪৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৪৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৪৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৪৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৫০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৫১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৫২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৫৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৫৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৫৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৫৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৫৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৫৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৫৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৬০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৬১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৬২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৬৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৬৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৬৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৬৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৬৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৬৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৬৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৭০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৭১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৭২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৭৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৭৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৭৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৭৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৭৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৭৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৭৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৮০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৮১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৮২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৮৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৮৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৮৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৮৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৮৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৮৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৮৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৯০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৯১. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৯২. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৯৩. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৯৪. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৯৫. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৯৬. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৯৭. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ৯৮. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ ৯৯. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ ১০০. مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

এর আলোচনা :

আস্তিধানিক অর্থ : سَمِعَ -এর মাসদার। মাদ্দাহ (ع . ل . م) জিনসে صَبِيح ইংরেজি প্রতিশব্দ Knowledge. এটা একবচন, বহুবচনে عُلُوم; আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১. إِذْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَقَائِقِهِ তথা কোনো কিছুকে যথার্থরূপে পাওয়া বা সে সম্বন্ধে জানা।
২. لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمَنَا - যেমন আল্লাহর বাণী -
৩. تَعْلِيمُ তথা উপলব্ধি করা।
৪. التَّعَقُّلُ তথা হৃদয়ঙ্গম করা।
৫. الْبَيِّنَاتُ তথা দৃঢ়বিশ্বাস।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- عِلْمٌ هُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ অর্থাৎ ইলম হলো কোনো বস্তুর আকার-আকৃতি স্মৃতিপটে অঙ্কিত হওয়া।
২. শরহে তাহযীব গ্রন্থকার বলেন- عِلْمٌ هُوَ الصُّورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْلِ অর্থাৎ ইলম হলো স্মৃতিতে অঙ্কিত কোনো বিষয়ের প্রতিচ্ছবি।
৩. আল্লামা মাতুরীদী (র.) বলেন- عِلْمٌ هُوَ صِفَةٌ بَسِيطَةٌ ذَاتُ إِضَافَةٍ إِلَى الْمَعْلُومِ অর্থাৎ ইলম হচ্ছে এমন একটি সুপ্রশস্ত গুণ, যা জ্ঞাত বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।
৪. মিরকাত প্রণেতা عِلْمٌ -এর পাঁচটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা- ক. عِلْمٌ هُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ তথা কোনো বস্তুর আকৃতি স্মৃতিপটে অঙ্কিত হওয়া। খ. عِلْمٌ هُوَ الصُّورَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ الشَّيْءِ عِنْدَ الْعَقْلِ তথা স্মৃতিতে অঙ্কিত কোনো কিছুর প্রতিচ্ছবি। গ. عِلْمٌ هُوَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْمَعْلُومِ তথা বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিষয়। ঘ. عِلْمٌ هُوَ الْقَبُولُ لِلشَّيْءِ بِحَقَائِقِهِ তথা ঐ ধারণকৃত আকৃতিতে স্মৃতি কর্তৃক গ্রহণ করা। ঙ. عِلْمٌ هُوَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْمَعْلُومِ তথা জ্ঞানী ও জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যকার অর্জিত সম্পর্কটি হলো ইলম।
৫. কারো কারো মতে- عِلْمٌ هُوَ نَوْدٌ يَهْدِي بِهِ النَّاسُ مِنَ الْجَهَالَةِ অর্থাৎ ইলম হচ্ছে এমন একটি আলো যা দ্বারা মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার হতে সঠিক পথের সন্ধান পায়।
৬. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন- عِلْمٌ هُوَ مِمَّا يَجْلِي الْبَدِيهِيَّاتِ অর্থাৎ ইলম হচ্ছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট বস্তু, যাতে ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই।

এর প্রকারভেদ :

عِلْمٌ هُوَ حُصُولُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الْعَقْلِ এ উভয়টি আবার দু'ভাগে বিভক্ত ১. قَدِيم ২. حَدِيث ৩. قَدِيم ৪. حَدِيث ৫. قَدِيم ৬. حَدِيث ৭. قَدِيم ৮. حَدِيث ৯. قَدِيم ১০. حَدِيث ১১. قَدِيم ১২. حَدِيث ১৩. قَدِيم ১৪. حَدِيث ১৫. قَدِيم ১৬. حَدِيث ১৭. قَدِيم ১৮. حَدِيث ১৯. قَدِيم ২০. حَدِيث ২১. قَدِيم ২২. حَدِيث ২৩. قَدِيم ২৪. حَدِيث ২৫. قَدِيم ২৬. حَدِيث ২৭. قَدِيم ২৮. حَدِيث ২৯. قَدِيم ৩০. حَدِيث ৩১. قَدِيم ৩২. حَدِيث ৩৩. قَدِيم ৩৪. حَدِيث ৩৫. قَدِيم ৩৬. حَدِيث ৩৭. قَدِيم ৩৮. حَدِيث ৩৯. قَدِيم ৪০. حَدِيث ৪১. قَدِيم ৪২. حَدِيث ৪৩. قَدِيم ৪৪. حَدِيث ৪৫. قَدِيم ৪৬. حَدِيث ৪৭. قَدِيم ৪৮. حَدِيث ৪৯. قَدِيم ৫০. حَدِيث ৫১. قَدِيم ৫২. حَدِيث ৫৩. قَدِيم ৫৪. حَدِيث ৫৫. قَدِيم ৫৬. حَدِيث ৫৭. قَدِيم ৫৮. حَدِيث ৫৯. قَدِيم ৬০. حَدِيث ৬১. قَدِيم ৬২. حَدِيث ৬৩. قَدِيم ৬৪. حَدِيث ৬৫. قَدِيم ৬৬. حَدِيث ৬৭. قَدِيم ৬৮. حَدِيث ৬৯. قَدِيم ৭০. حَدِيث ৭১. قَدِيم ৭২. حَدِيث ৭৩. قَدِيم ৭৪. حَدِيث ৭৫. قَدِيم ৭৬. حَدِيث ৭৭. قَدِيم ৭৮. حَدِيث ৭৯. قَدِيم ৮০. حَدِيث ৮১. قَدِيم ৮২. حَدِيث ৮৩. قَدِيم ৮৪. حَدِيث ৮৫. قَدِيم ৮৬. حَدِيث ৮৭. قَدِيم ৮৮. حَدِيث ৮৯. قَدِيم ৯০. حَدِيث ৯১. قَدِيم ৯২. حَدِيث ৯৩. قَدِيم ৯৪. حَدِيث ৯৫. قَدِيم ৯৬. حَدِيث ৯৭. قَدِيم ৯৮. حَدِيث ৯৯. قَدِيم ১০০. حَدِيث

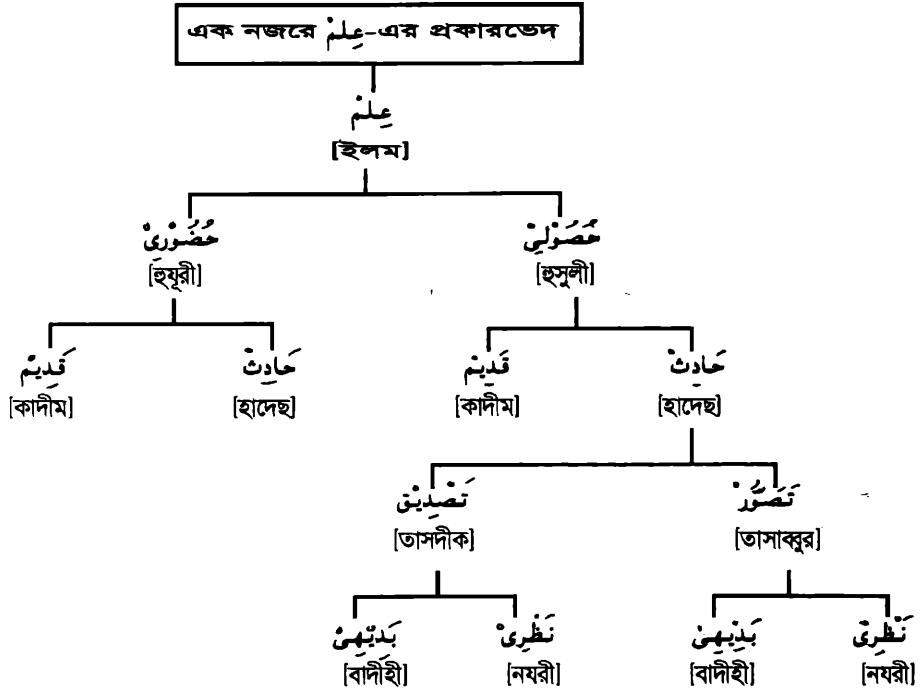
সাঁর কথা হলো, যে হুকুম তিনটি **تَصَدِّق**-এর সাথে সম্পৃক্ত, তাকে **تَصَدِّق** বলে।

قَوْلُهُ عَنِ الْحَكَمِ الْخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে حَكْم-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার (র.) বলেন, حَكْم চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- ১. إعتقاد جازم ২. نسبة تقييدية ৩. نسبة خبرية ৪. نسبة حكمية

و-نَسَبَتْ إِذْعَانِي এটাকে إِذْعَانِي প্রযোজ্য। এটাকে إِذْعَانِي বলা হয়। এ নিসবত পুনরায় দু'প্রকার। যথা- ১. إيجابي (ইতিবাচক) যথা- زَيْدٌ قَائِمٌ এখানে- زَيْد-এর জন্য-إِيجَابٍ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২. سلبی (নেতিবাচক) যথা- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ এখানে- زَيْد-কে-قَائِم-থেকে সلب তথা দূর করা হয়েছে।

تَصَوُّر-এর উপর-تَصَوُّر-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ : تَصَوُّر-এর উপর-تَصَوُّر-কে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেন-لِعَلَّاهُ طَبْعًا لِأَنَّ كُلَّ تَصَدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّصَوُّرِ অর্থাৎ স্বভাবগতভাবে تَصَوُّর-টি-تَصَدِيق-এর উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কারণ, تَصَدِيق-এর জন্য تَصَوُّর আবশ্যিক।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ النَّسَبَةُ أَوْ لَا وَقَوْلُهَا -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে-মুসান্নিফ (র.) نسبة সংগঠিত হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এখানে মুসান্নিফ (র.) حَكْم দ্বারা দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় অর্থ প্রযোজ্য নয়। কেননা, দ্বিতীয় অর্থে تَصَوُّর-এর মধ্যেও হকুম পাওয়া যায়। যেমন- কল্পনা (تَخْيِيل), সন্দেহ (شَكٌّ) ও ধারণা (وَقَم) যুক্ত বাক্যেও حَكْم পাওয়া যায়। অথচ এ সবগুলোই হচ্ছে تَصَوُّর।



قَوْلُهُ كَمَا إِذَا تَصَوَّرْتَ زَيْدًا وَخَذَهُ الْخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতের মাধ্যমে শুধুমাত্র تَصَوُّر مُفْرَد-এর এক প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া تَصَوُّর-এর আরো কয়েকটি প্রকার রয়েছে। যেমন-

১. تَصَوُّرٌ نَسَبَةٌ حَاضِرَةٌ অর্থাৎ কোনো প্রকার নَسَبَةٌ ছাড়াই تَصَوُّর।

২. এমন বিষয়ের تَصَوُّর যাতে নَسَبَةٌ تَامَّةٌ হবে না; বরং নَسَبَةٌ تَاكِيدِي হবে। যেমন- غُلَامٌ زَيْدٌ -এর تَصَوُّর।

৩. এমন বিষয়ের تَصَوُّর যাতে নَسَبَةٌ تَامَّةٌ হয়েও নَسَبَةٌ أَنْشَائِي হবে, তবে নَسَبَةٌ خَبَرِي হবে না। যেমন- اضْرَبْ

৪. এমন বিষয়ের تَصَوُّর যাতে নَسَبَةٌ تَامَّةٌ خَبَرِي হয়ে শَكِّي হবে, কিন্তু إِذْعَانِي হবে না।

أَمَّا التَّصْدِيقُ فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الْحُكَمَاءِ
 عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْمَقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ
 فَالتَّصَوُّرَاتُ الثَّلَاثَةُ شَرْطٌ لَوْجُودِ التَّصْدِيقِ
 وَمِنْ كُمْ لَا يَوْجَدُ التَّصْدِيقُ بِلَا تَصَوُّرٍ
 وَالْإِمَامُ الرَّازِيُّ يَقُولُ إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ
 الْحُكْمِ وَتَصَوُّرَاتِ الْأَطْرَافِ فَإِذَا قُلْتُ زَيْدٌ
 قَائِمٌ وَأَذَعَنْتَ بِقِيَامِ زَيْدٍ تَحْصُلُ لَكَ عُلُومٌ
 ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا عِلْمُ زَيْدٍ وَثَانِيهَا إِدْرَاكَ مَعْنَى
 قَائِمٍ وَثَالِثُهَا عِلْمُ الْمَعْنَى الرَّابِطِي الَّذِي
 يُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْفَارِسِيَّةِ بِهَسْتِ فِي
 الْإِنْجَابِ وَنِيَسْتِ فِي السَّلْبِ وَبَيْ وَنَهَيْسِ
 فِي الْهِنْدِيَّةِ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ
 تَارَةً وَالنِّسْبَةُ الْحَكِيمِيَّةُ أُخْرَى فَإِذَا اتَّفَقَتْ
 مَا عَلَّمْنَاكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكَمَاءَ يَزْعُمُونَ
 أَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ إِلَّا إِدْرَاكَ الْمَعْنَى
 الرَّابِطِي وَالْإِمَامُ يَزْعُمُ أَنَّ التَّصْدِيقَ مَجْمُوعُ
 الْإِذْرَاكَاتِ الثَّلَاثَةِ أَعْنَى تَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ
 عَلَيْهِ وَتَصَوُّرِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَإِذْرَاكَ النِّسْبَةِ
 الْحَكِيمِيَّةِ الْمُسَمَّى بِالْحُكْمِ -

সরল অনুবাদ : সুতরাং তَصْدِيق তা হুকামাদের

মতানুসারে এমন হুকুম যা تَصَوُّر সমূহের সাথে সম্পৃক্ত।
 অতএব, تَصَوُّرَات ثَلَاثَةٌ বা তাসাব্বুরত্রয় তَصْدِيق-এর
 অস্তিত্বের জন্য শর্ত। এ কারণেই تَصَوُّر ব্যতীত تَصْدِيق
 লাভ হয় না। আর ইমাম রাযী (র.)-এর মতে-تَصْدِيق হচ্ছে
 হুকুমের সমষ্টি ও تَصَوُّرَاتِ اطْرَافٍ তথা বাক্যের সংশ্লিষ্ট
 বিষয়ের নাম। কাজেই যখন তুমি বল যে, 'যায়েদ
 দণ্ডায়মান' এবং তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়ার বিশ্বাসও রাখ'
 তখন তোমার তিনটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে।

১. যায়েদের জ্ঞান, ২. 'দণ্ডায়মান'-এর অর্থের জ্ঞান।

৩. সংযোগ রক্ষাকারী বিষয়ের জ্ঞান। যাকে ফারসিতে
 نِيَسْت ইতিবাচকের ক্ষেত্রে هَسْت এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে
 بِই এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে نَهَيْس দ্বারা এবং উর্দুতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে
 بِই এবং নেতিবাচকের ক্ষেত্রে نَهَيْস দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আর এ সংযোগ রক্ষাকারী
 বিষয়কে কখনো হুকুম এবং কখনো نِسْبَة حَكِيمِيَّة বলা
 হয়। সুতরাং যখন আমরা তোমাকে যা জানালাম তা দৃঢ়ভাবে
 বিশ্বাস করলে, তখন জেনে রাখো যে, হুকামাদের ধারণা মতে
 تَصْدِيق সংযোগ রক্ষাকারী অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ব্যতীত আর
 কিছুই নয়। আর ইমাম রাযী (র.)-এর মতে تَصْدِيق তিনটি
 জ্ঞানের সমষ্টির নাম অর্থাৎ مَحْكُوم عَلَيْهِ এবং مَحْكُوم
 عَلَيْهِ এবং نِسْبَة حَكِيمِيَّة যাকে حُكْم বলে নামকরণ করা
 হয়েছে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : تَصْدِيق তা হুকামাদের মতানুসারে عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ
 عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْمَقَارِنِ لِلتَّصَوُّرَاتِ বা এমন হুকুম যা تَصَوُّর সমূহের সাথে সম্পৃক্ত
 তাসাব্বুরত্রয় তَصْدِيق-এর অস্তিত্বের জন্য শর্ত وَمِنْ كُمْ لَا يَوْجَدُ التَّصْدِيقُ
 بِلَا تَصَوُّرٍ বা তাসাব্বুরত্রয় তَصْدِيق-এর অস্তিত্বের জন্য শর্ত
 না তَصَوُّর ব্যতীত تَصْدِيق হচ্ছে عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْحُكْمِ
 হুকুমের সমষ্টি وَتَصَوُّرَاتِ اطْرَافٍ এবং تَصَوُّرَاتِ اطْرَافٍ তথা বাক্যের সংশ্লিষ্ট
 বিষয়ের নাম قُلْتُ কাজেই যখন তুমি বল যে, 'যায়েদ
 দণ্ডায়মান' এবং তুমি যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়ার বিশ্বাসও রাখ
 তখন তোমার লাভ হয়ে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : -قَوْلُهُ الْإِمَامُ يَزْعَمُ الْخ

ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে ﷺ দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম রাযী (র.)-কে বুঝিয়েছেন। ইমাম রাযীর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। তিনি ফখরুদ্দীন রাযী নামেই সমধিক পরিচিত। জীবনের সূচনাতেই তাঁকে আর্থিক দৈন্যদশার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাঁর জীবনের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে একটি সচ্ছল জীবিকা অর্জনের পথ খুলে যায়। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানসহ দর্শন এবং আকাইদশাস্ত্রেও অধিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় তিনি ছিলেন অনলবধী বক্তা। তিনি ৫৪৩ মতান্তরে ৫৪৪ হিজরিতে জনগ্রহণ করেছিলেন এবং ৬০৬ হিজরিতে ঈদুল ফিতরের দিন ইহাম ত্যাগ করেন।

فَصَلِّ : التَّصَوُّرُ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا
بَدِيهِيٌّ أَيْ حَاصِلٌ بِلَا نَظَرٍ وَكَسْبٌ .
كَتَّصَوُّرِنَا الْحَرَارَةَ وَالْبَرُودَةَ وَيُقَالُ لَهُ
الصُّرُورِيُّ أَيْضًا وَثَانِيهِمَا نَظَرِيٌّ أَيْ يَحْتَاجُ
فِي حُصُولِهِ إِلَى الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ كَتَّصَوُّرِنَا
الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَةَ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ
هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ
نَظَرٍ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِيُّ أَيْضًا وَالتَّصْدِيقِيُّ
أَيْضًا قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا الْبَدِيهِيُّ الْحَاصِلُ
مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَكَسْبٌ وَثَانِيهِمَا النَّظَرِيُّ
الْمُفْتَقِرُ إِلَيْهِ مِثَالُ الْأَوَّلِ الْكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ
الْجُزْءِ وَالْإِثْنَانِ نِصْفُ الْأَرْبَعَةِ وَمِثَالُ
الثَّانِي الْعَالَمُ حَادِثٌ وَالصَّانِعُ مُوجُودٌ
وَنَحْوُ ذَلِكَ .

সরল অনুবাদ : পৰিচ্ছেদ : তَصَوُّর (কল্পনা) দু'প্রকার : তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো- অর্থাৎ বা নَظَر ও কَسْب তথা চিন্তা ও শ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়। যেমন- আমাদের গরম ও ঠাণ্ডার তَصَوُّর বা কল্পনা। তَصَوُّর-কে তَصَوُّরُ صُرُورِي বলে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো- অর্থাৎ বা অর্জন করতে চিন্তা ও যুক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। যেমন- জিন ও ফেরেশতার ব্যাপারে আমাদের তَصَوُّরَات-এর তَصَوُّর বা কল্পনা। কেননা, আমরা এ সকল তَصَوُّরَات-এর ব্যাপারে চিন্তা-শক্তিকে কষ্টে লিপ্ত করতে এবং যুক্তিকে সাজাতে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। আর এরূপ তَصَوُّর-কে তَصَدِيق বলে। আর তَصَدِيق দু'প্রকার। প্রথমটি হলো- তَصَدِيقُ بَدِيهِي বা অর্জন করতে চিন্তা ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়টি হলো- তَصَدِيقُ نَظَرِي বা অর্জনের ব্যাপারে চিন্তা শ্রমের মুখাপেক্ষী হয়। প্রথমটির তথা তَصَوُّরُ بَدِيهِي-এর উদাহরণ الْكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ (পূর্ণ জিনিস তার অংশ হতে বড়) (দুই চারের অর্ধেক) দ্বিতীয়টির তথা তَصَوُّরُ نَظَرِي-এর উদাহরণ الْعَالَمُ حَادِثٌ (জগত নশ্বর) وَالصَّانِعُ مُوجُودٌ (সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান) ইত্যাদি।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ : التَّصَوُّرُ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا بَدِيهِيٌّ তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো- বাদীহী অর্থাৎ বা নَظَر ও কَسْب তথা চিন্তা ও শ্রম ব্যতীত অর্জিত হয়। যেমন- আমাদের গরম ও ঠাণ্ডার তَصَوُّর বা কল্পনা। তَصَوُّর-কে তَصَوُّরُ صُرُورِي বলে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো- অর্থাৎ বা অর্জন করতে চিন্তা ও যুক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। যেমন- জিন ও ফেরেশতার ব্যাপারে আমাদের তَصَوُّর (কল্পনা) তَصَوُّরَات-এর ব্যাপারে চিন্তা-শক্তিকে কষ্টে লিপ্ত করতে এবং যুক্তিকে সাজাতে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকি। আর এরূপ তَصَوُّর-কে তَصَدِيق বলে। আর তَصَدِيق দু'প্রকার। প্রথমটি হলো- তَصَدِيقُ بَدِيهِي বা অর্জন করতে চিন্তা ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়টি হলো- তَصَدِيقُ نَظَرِي বা অর্জনের ব্যাপারে চিন্তা ও শ্রমের মুখাপেক্ষী হয়। প্রথমটির তথা তَصَوُّরُ بَدِيهِي-এর উদাহরণ الْكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ (পূর্ণ জিনিস তার অংশ হতে বড়) (দুই চারের অর্ধেক) দ্বিতীয়টির তথা তَصَوُّরُ نَظَرِي-এর উদাহরণ الْعَالَمُ حَادِثٌ (জগৎ নশ্বর) وَالصَّانِعُ مُوجُودٌ (সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান) ইত্যাদি।

এ-এর আলোচনা : **الصَّانِعُ مَوْجُودٌ** (সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান) -এর জ্ঞান অর্জন করতে যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন হয়। যেমন- সাধা আশ্রয় বাক্য (صَفَرِي) **الصَّانِعُ مَوْجُودٌ فِي الْمَصْنُوعَاتِ** পক্ষ আশ্রয় বাক্য **وَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي الصَّانِعِ** দুটি যুক্তিবাক্য সাজালে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হলো **فَالصَّانِعُ** সত্তরাং এ সকল নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যুক্তি, চিন্তা ও সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম অন্য কোনো পদ্ধতি হলে তাকে **فاسد** বলা হবে।

وَلَا أَظُنُّكَ شَاكًّا فِي أَنَّ أَحَدَ الْفِكْرَيْنِ
صَحِيحٌ حَقٌّ وَالْآخَرُ فَاسِدٌ غَلَطٌ وَإِذَا كَانَ قَدْ
وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ فَعَلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ
الْفِطْرَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ غَيْرَ كَافِيَةٍ فِي تَمَيُّزِ الْخَطَأِ
مِنَ الصَّوَابِ وَامْتِيزَارِ الْقَشِيرِ عَنِ اللَّبَابِ فَجَاءَ
بِالنَّحَاجَةِ فِي ذَلِكَ إِلَى قَانُونٍ عَاصِمٍ عَنِ
الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ يُبَيِّنُ فِيهِ طُرُقَ اكْتِسَابِ
الْمَجْهُولَاتِ عَنِ الْمَعْلُومَاتِ وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ
الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانُ أَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ
فَلِتَأْثِيرِهِ فِي النَّطْقِ الظَّاهِرِيِّ أَعْنَى التَّكَلُّمِ إِذِ
الْعَارِفُ بِهِ يَقْوِي عَلَى التَّكَلُّمِ بِمَا لَا يَقْوِي
عَلَيْهِ الْجَاهِلُ وَكَذَا فِي الْمَنْطِقِ الْبَاطِنِيِّ أَعْنَى
الْإِذْرَاقِ لِأَنَّ الْمَنْطِقِيَّ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ
وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَقُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَ
لَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا بِخِلَافِ الْغَافِلِ عَنْ هَذَا
الْعِلْمِ الشَّرِيفِ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ فَلِأَنَّهُ
قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ يُوزَنُ بِهِ الْأَفْكَارُ الصَّحِيحَةُ
وَيُعْرَفُ بِهِ نَقْصَانُ مَا فِي الْأَفْكَارِ الْفَاسِدَةِ
وَإِخْتِلَالُ مَا فِي الْأَنْظَارِ الْكَاسِدَةِ وَمِنْ ثُمَّ يُقَالُ
لَهُ الْعِلْمُ الْأَلِيُّ لِكُونِهِ إِلَهَ لِكُلِّ شَيْءٍ الْعُلُومِ
لَأَسَمًا لِلْعُلُومِ الْحَكِيمِيَّةِ -

সম্মল অনুবাদ : এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, উপরিউক্ত দু'টি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি সঠিক নয়। যখন জ্ঞানীদের গবেষণা ও বিবেকে ভ্রান্তি ও ত্রুটি আছে প্রমাণিত হলো, এতে বুঝা গেল যে, মানব প্রকৃতি ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্যকরণে এবং শস্য হতে আবরণ পৃথকী করণে যথেষ্ট নয়। অতঃপর (উল্লিখিত চাহিদা মিটানোর জন্য) এমন একটি নিয়ম-নীতির প্রয়োজন দেখা দিল যা ফকর তথা চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুল-ত্রুটি হতে রক্ষা করে, যেই নিয়ম-নীতির মধ্যে জানা বিষয় দ্বারা অজানা বিষয় জানার পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে। আর এই নিয়ম-পদ্ধতির নামই হলো - মِيزَان এবং مَنْطِق - আর এ পদ্ধতিকে 'نطق ظاهري' নামকরণের কারণ হলো - এটি 'نطق ظاهري' তথা বাহ্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করার কারণে। কেননা, এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনার উপর এ পরিমাণ শক্তি রাখে, যে পরিমাণ শক্তি এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নেই। অনুরূপ 'نطق باطني' তথা অনুভূতির মধ্যেও এ শাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে। কেননা, মানতিকে পারদর্শী ব্যক্তি 'حقائق' অর্থাৎ বস্তুসমূহের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত এবং 'لوازم' লক্ষণাদি, 'فصول' জাতসমূহ, 'اجناس' আবশ্যকীয় বিষয়াদি ও 'خواص' বৈশিষ্ট্যসমূহ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে। কিন্তু এ ইলম হতে অমনোযোগী ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম। আর 'মানতিক' কে 'مِيزَان' এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, মানতিক 'عقل' বা জ্ঞানের জন্য পাল্লাস্বরূপ। যা দ্বারা সহীহ ধ্যান-ধারণা পরিমাপ করা যায় এবং ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অচল উপক্রমণিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা যায়। আর এ জন্যই এ শাস্ত্রকে 'علم الالهي' বলা হয়। কেননা, এটি সমস্ত 'علم' তথা শাস্ত্রের জন্য 'إله' বা যন্ত্রবিশেষ। বিশেষ করে ইলমে হিকমতের জন্য।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : وَلَا أَظُنُّكَ شَاكًّا فِي أَنَّ أَحَدَ الْفِكْرَيْنِ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সঠিক 'صَحِيحٌ حَقٌّ' ও অপরটি সঠিক নয় 'وَالْآخَرُ فَاسِدٌ غَلَطٌ' যখন ভ্রান্তি ও ত্রুটি আছে প্রমাণিত হলো 'وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ' এতে বুঝা গেল 'الْفِطْرَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ' যে, মানব প্রকৃতি 'كَافِيَةٍ' যথেষ্ট নয় 'فِي تَمَيُّزِ الْخَطَأِ' ভুল পার্থক্যকরণে 'مِنَ الصَّوَابِ' ভুল হতে আবরণ পৃথকীকরণে এবং শস্য হতে আবরণ পৃথকীকরণে 'وَالْمِيزَانُ' অতঃপর (উল্লিখিত চাহিদা মিটানোর জন্য) প্রয়োজন দেখা দিল 'إِلَى' এমন একটি নিয়ম-নীতির 'عَاصِمٍ' যা রক্ষা করে 'فَكْرٍ' তথা চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ভুল-ত্রুটি হতে 'يُبَيِّنُ' যে নিয়ম-নীতির মধ্যে বর্ণনা করা হবে 'طُرُقَ اكْتِسَابِ الْمَجْهُولَاتِ' অজানা বিষয় জানার পদ্ধতি 'عَنِ الْمَعْلُومَاتِ' জানা বিষয় দ্বারা 'أَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ' আর এ 'نطق ظاهري' মানতিক এবং 'مِيزَان' মীযান 'نطق باطني' আর এ

পদ্ধতিকে **مَنْطِقٌ** নামকরণের কারণ হলো **فَلْيَأْتِيَهُم** এটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করার কারণে নৃতকে যাহিরীতে **عَلَى التَّكَلُّمِ** তথা বাহ্যিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে **إِذِ الْعَارِفُ بِهِ** কেননা, এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি **يَقْوَى عَلَى التَّكَلُّمِ** যে পরিমাণ শক্তি এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির **بِمَا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ الْجَاهِلُ** অনুক্রম নৃতকে বাতিনীর **أَعْنَى الْأَدْرَاكِ** তথা অনুভূতির মধ্যেও এ শাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে **لِأَنَّ الْمَنْطِقِيَّ** এবং বস্তুসমূহের জাতিসমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে **وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَلَوَازِمَهَا وَخَوَاصَّهَا** লক্ষণাদি, প্রকারাদি আবশ্যকীয় বিষয়াদি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ **وَأَمَّا تَسْمِيَّتُهُ بِالْمِيزَانِ** এ মহৎ ইলম হতে **عَنْ هَذَا الْعِلْمِ الشَّرِيفِ** আর **يُؤَنِّدُ بِهِ** আর **نُقْصَانُ مَا فِي الْأَفْكَارِ** যা দ্বারা সহীহ ধ্যান-ধারণা পরিমাপ করা যায় **وَيُعَرِّفُ بِهِ** এবং যা দ্বারা জানা যায় **وَالْأَفْكَارُ الصَّحِيحَةُ** আত্মা দ্বারা ধ্যান-ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি **وَأَخْتِلَالُ مَا فِي الْأَنْظَارِ الْكَاسِبَةِ** ও অচল উপক্রমণিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি **وَمِنْ تَمَّ** আর এ **عُلُومٍ لِيَجْمَعَ الْعُلُومَ** সমস্ত **يَكُونُ لَهُ** কেননা, এটি **أَلَهُ** বা যন্ত্রবিশেষ **لِلْمَعْلُومِ الْحَكِيمَةِ** ইলমে হিকমতের জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا أَطَّلَعُ شَيْئًا -এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, **إِسْتَعْوَا طَرْفَيْنِ** -কে, অর্থাৎ কোনো বিষয়ের হওয়া না হওয়া উভয় দিক সমান হওয়া। আর যদি কোনো বিষয়ের এক দিক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে প্রবল হয়, তবে তাকে **طَنْ** বলে। আর যদি কোনো বিষয়ের হওয়া বা না হওয়ার দিক নিশ্চিত হয়, তবে তাকে **يَقِين** বলে।

قَوْلُهُ الْفِطْرَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ -এর আলোচনা : **فَطَرَتْ إِنْشَائِيَّةً** -এর অর্থ হলো মানতিক প্রকৃতি মানবিক বিবেক বিবেচনা। যার মাধ্যমে মানুষ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং বিষয়ের প্রতি মন্তব্য গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ إِلَى قَانُونِ الْخ -এর আলোচনা : **قَانُون** -এর আভিধানিক অর্থ হলো- রুলার। মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায় এমন নীতিমালাকে **قَانُون** বলে, যা তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে যে কোনো এককের হুকুম জানার মাধ্যমে অন্যান্য এককের হুকুমও অবগত হওয়া যায়। যার নিয়ম এই যে, নীতিমালার **مَوْضُوع** -কে কোনো এককের **مَحْمُول** বানিয়ে **صُغِرَى** সাব্যস্ত করা হবে। আর সেই নীতিমালাকে **كُمُرَى** সাব্যস্ত করা হবে। যেমন- নাহ্বীদদের উক্তি **كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ** (প্রত্যেক ফاعিল পেশবিশিষ্ট হবে) এটি একটি নীতিমালা। এ নীতিমালায় **مَوْضُوع** তথা **فَاعِل** -কে আমাদের উক্তি- **صَرَبَ زَيْدٌ** -এর মধ্যে **مَحْمُول** বানিয়ে **صُغِرَى** বানানো হবে এবং বলা হবে- **زَيْدٌ فَاعِلٌ وَكُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ** অতঃপর এর **نَتِيجَةٌ** বা ফলাফল হবে **زَيْدٌ مَرْفُوعٌ** কেননা, **زَيْدٌ** হলো **فَاعِلٌ** সুতরাং **زَيْدٌ** এটি **فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ** -এর এক অঙ্গ হিসেবে তার হুকুম জানা গেল।

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَسْمِيَّتُهُ بِالْمَنْطِقِ الْخ -এর আলোচনা : **مَنْطِقٌ** -কে মানতিক নামকরণের কারণ : গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) আলোচ্য বর্ণনায় **مَنْطِقٌ** -কে মানতিক নামকরণের কারণ বর্ণনা করেছেন। **مَنْطِقٌ** শব্দের অর্থ-বাক্যলাপ, যেহেতু এ শাস্ত্র দ্বারা **تَنْطِقُ ظَاهِرِي** তথা বাহ্যিক কথাবার্তার ব্যাপারে সহায়তা করে। আমরা দেখতে পাই মানতিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে পরিমাণ বাকপটু মানতিকশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সে পরিমাণ বাকপটু হয় না। অনুক্রম এটা **تَنْطِقُ بَاطِنِي** তথা বস্তু জগতের **حَقِيقَتٌ** অনুধাবন করার ব্যাপারে সহায়তা করে। অতএব, আমরা দেখতে পাই একজন **مَنْطِقِي** বস্তুর হাকীকত **نَوْعٌ**, **فَصْلٌ**, **جِنْسٌ** ইত্যাদি ব্যাপারে যেরূপ দক্ষতা রাখে একজন **غَيْرِ مَنْطِقِي** সেরূপ দক্ষতা রাখে না।

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَسْمِيَّتُهُ بِالْمِيزَانِ -এর আলোচনা : **مَنْطِقٌ** -কে মীযান নামকরণের কারণ : **مَنْطِقٌ** -কে মীযান নামকরণের কারণ হলো, **عِلْمُ مَنْطِقٍ** জ্ঞানের জন্য মীযান তথা পাল্লাস্বরূপ। পাল্লা হওয়ার অর্থ হলো **مَنْطِقٌ** দ্বারা জ্ঞান বিতৃদ্ধ ধ্যান-ধারণা ও অশুদ্ধ ধ্যান-ধারণার মাঝে পরিমাপ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যেভাবে পাল্লা দ্বারা মাপের কমবেশি নির্ণয় করা হয়।

قَوْلُهُ يُعَرِّفُ حَقَائِقَ الْخ -এর আলোচনা : মানতিকী দাবি এই যে, তারা **حَقَائِقَ أَشْيَاءٍ** তথা বিষয়বস্তুর মূলতত্ত্ব জানে- এ কথাটি ঠিক নয়। কেননা আবু আলী ইবনে সীনা তাঁর **تَعْلِيلَاتٌ** গ্রন্থে বলেছেন যে, আমরা শুধু জিনিসের **خَوَاص** এবং **لَوَازِم** জানি- **زَمِينٌ**, **أَسْمَانٌ**, **نَفْسٌ نَاطِقَةٌ**। কেননা, আমরা **وَأَجِبُ الْوُجُودِ** সহ কিছুই হাকীকত জানি না।

نُطْقٌ -এর বর্ণনা : মানতিকশাস্ত্রের নিয়ম-নীতি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ধরনের **نُطْقٌ** তথা কথাবার্তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার করে, **تَنْطِقُ ظَاهِرِي** বলতে প্রকাশ্য কথাবার্তাকে বুঝানো হয়। আর **تَنْطِقُ بَاطِنِي** বলতে **أَوْرَاقٌ** বা অনুভূতিকে বুঝানো হয়। মানতিকশাস্ত্র অনুভূতি ও বিবেকের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করে।

পরিস্বেদ : মানতিকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনায় যা আলোচনা করেছি, তাতে সম্ভবত তুমি ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা জানতে পেরেছ। তথা মানতিক এমন কতিপয় বিধি-বিধানকে বলা হয়, যেগুলোর অনুসরণ-অনুকরণ মস্তিষ্কে চিন্তা-গবেষণায় ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পরিচিতি : তাঁর নাম আরাস্তাতালীস, সংক্ষেপে আরাস্তু বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Aristotle হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মকদুনিয়া শহরের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা নামক এক পল্লিতে তাঁর জন্ম হয়। উল্লেখ্য, জনৈক জ্যোতিষীর পরামর্শে তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন (প্লেটো)-এর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে এথেন্স শহরে আগমন করেন। সেখানে আফলাতুনের স্কুলে বিশ বছর সময়কাল ব্যাপী পড়াশোনার পর বাদশা ফিলিপসের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছু দিন এ দায়িত্ব পালন করার পর তা ছেড়ে দিয়ে পুনরায় এথেন্স শহরে চলে আসেন এবং সেখানে আফলাতুনের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর প্রতিভার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিপ যুবরাজ ইক্ষান্দার [আলেকজান্ডার]-এর শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তাঁকে মকদুনিয়া শহরে ডেকে পাঠান। প্রায় আট বছর যাবৎ এ কাজে নিয়োজিত থাকার পর পুনরায় তিনি এথেন্স শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। এবার তিনি নিজেই

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীতে আফলাতুনের প্রতিষ্ঠানের চেয়েও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করত। তাঁর ভ্রমণের সময় পালকীর পেছনেও অগণিত শিষ্য জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে পথ অনুসরণ করত। আর এজন্য তাঁর অনুসারীদেরকে মাশশাঈন তথা পদব্রজে গমনকারী বলা হয়। যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রে রূপদান করেছেন এবং মানব সমাজে তার বিকাশ সাধনে ভূমিকা রেখেছেন, তাই তাঁকে এ শাস্ত্রের মুয়াল্লিমে আউয়াল বা প্রথম শিক্ষক বলা হয়। এরিস্টোটলের শিক্ষক হলেন প্লেটো (আফলাতুন), তাঁর শিক্ষক হলেন সক্রেটিস, তাঁর শিক্ষক হলেন পীথাগোরাস, তাঁর শিক্ষক হলেন তালীস, তাঁর শিক্ষক হলেন লোকমান হাকীম। এরিস্টোটল মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাদানে রত ছিলেন।

মৃত্যু : ৬২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে, তিনি পানিতে ডুবে মারা গেছেন। কেউ বলেন, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

রচনাবলি : আরাস্তাতালীস তাঁর দর্শনজীবনে বহু প্রসিদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে স্বীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. كِتَابُ السَّمَاءِ ২. كِتَابُ جَرَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ৩. كِتَابُ النَّبَاتِ ৪. كِتَابُ الْإِلَهَاتِ ৫. اَلْعَالَمُ ইত্যাদি।

দুই. ফারাবী :

পরিচিতি : তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু নসর, পিতার নাম তারখান। নিসবতী নাম ফারাবী। তিনি পারস্যের ফারাব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শনশাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। স্বভাবগতভাবে একাকী থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। তিনি আফলাতুন ও আরাস্তুর পরিত্যক্ত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করেন এবং দর্শনশাস্ত্রকে সুসজ্জিত করে মানব সমাজে উপস্থাপন করেন। এ জন্য তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের দ্বিতীয় শিক্ষক বলা হয়।

মৃত্যু : ৩৩৯ হিজরিতে আকাসীয় যুগে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রচনাবলি : তিনি অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

۱. مَقَالَةٌ فِي الْعَقْلِ ২. تَعْوِيلُ السَّعَادَةِ ৩. أَرَاءُ الْمَدَنِيَّةِ الْفَاضِلَةِ ৪. كِتَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ ৫. قَبْلُ الْفَلَسَفَةِ

তিন. ইবনে সীনা :

পরিচিতি : তাঁর নাম হোসাইন, উপনাম আবু আলী, পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সীনা। ৩৭০ হিজরিতে বুখারার অন্তর্গত আখশানা নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ আবু আলী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা, দর্শন, সাহিত্য, জ্যামিতি ইত্যাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ইউনানী চিকিৎসা আজ পর্যন্ত বিশ্বে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসেবে সমাদৃত।

রচনাবলি : তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বহু গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে- ১. إِشَارَاتُ ২. قَانُونُ النَّجَاتِ ৩. إِشْفَاءُ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু : তিনি ৪৪৮ হিজরিতে আকাসীয় যুগে মৃত্যুবরণ করেন।

চার. ইক্ষান্দার রুমী : ইক্ষান্দার রুমী আলেকজান্ডার নামে পরিচিত। তিনি একজন প্রভাবশালী বাদশা ছিলেন। তিনি রোম ও পারস্য দখল করেছিলেন। তিনি ছিলেন এরিস্টোটলের দর্শনের ভক্ত। তাঁর আবেদনের পরিশ্রমের ফলেই এরিস্টোটল এ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কারো মতে, এরিস্টোটল তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় তিনশ বছর পূর্বে তিনি বাদশা ছিলেন। তাঁকে সিকান্দর গ্রীক, মকদুন, রুমী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হতো। তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য দখল করেন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা।

এক আলোচনা : কিতাবের আলোচ্য বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইলমে মানতিকের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা হতেই বিচক্ষণ ছাত্রগণ ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা অবগত হয়েছে, তারপর -لَعَلَّكَ عَلِمْتَ-এর ইঙ্গিতের দ্বারা মধ্যম স্তরের ছাত্রগণকেও ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা অবগত করানো হয়েছে। এরপর এখানকার বর্ণিত সংজ্ঞা -عَلِمَ بِتَوَاقُنٍ- দ্বারা সাধারণ ছাত্রগণকে ইলমে মানতিকের সংজ্ঞা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থকার ছাত্রদের তিনটি স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। স্তর তিনটি হচ্ছে- ১. دَرَجَةُ বা তীক্ষ্ণ, ২. مُتَوَسِّطٌ বা সাধারণ মেধাবী, ৩. غَيِّبٌ বা স্কুল সাধারণ।

فَصَلِّ : مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يَبْحَثُ فِيهِ
عَنْ عَوَارِضِهِ الدَّائِبَةِ لَهُ كَبَدَنِ الْإِنْسَانِ
لِلطَّبِّ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ لِعِلْمِ النَّحْوِ
فَمَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ الْمَعْلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةُ
وَالْتَّصَدِيقِيَّةُ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ مِنْ حَيْثُ
أَنَّهَا مُوصَلَةٌ إِلَى الْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِيِّ
وَالْتَّصَدِيقِيِّ .

فَائِدَةٌ : إَعْلَمَ أَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ وَصَنَاعَةٍ
غَايَةً وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا وَالْجِدُّ فِيهِ
لَغْوًا وَغَايَةُ عِلْمِ الْمِيزَانِ الْإِصَابَةُ فِي
الْفِكْرِ وَحِفْظُ الرَّأْيِ عَنِ الْخَطَا فِي النَّظَرِ .
فَصَلِّ : لَا شُغْلَ لِلْمَنْطِقِيِّ مِنْ حَيْثُ
أَنَّهُ مَنْطِقِيٌّ يَبْحَثُ الْأَلْفَاظَ كَيْفَ وَهَذَا
الْبَحْثُ بِمُعْزِلٍ عَنْ غَرَضِهِ وَغَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ
فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَحْثِ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى
الْمَعَانِي لِأَنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ مَوْقُوفَةٌ
عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ يُقَدِّمُ بَحْثَ الدَّلَالَةِ وَالْأَلْفَاظِ
فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ .

সম্বল অনুবাদ : পরিশ্লেদ : প্রত্যেক ইলম বা
শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো ঐ জিনিস যা তার **عَوَارِضِ الدَّائِبَةِ** যা তার স্বভাবগত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ঐ ইলমের মধ্যে
আলোচনা করা হয়। যথা- মানুষের দেহ, চিকিৎসাশাস্ত্রের
বিষয়বস্তু। **كَلِمَةٍ** এবং **كَلَامٍ** হচ্ছে ইলমে নাহর বিষয়বস্তু।
সুতরাং ইলমে মানতিকের বিষয়বস্তু হচ্ছে **مَعْلُومَاتُ**-
تَصَوُّرٍ এবং **تَصَدِيقٍ** তথা জানা **تَصَوُّرٍ** এবং জানা **تَصَدِيقٍ**
সমূহ। কিন্তু **مَعْلُومَاتُ تَصَدِيقٍ** এবং **مَعْلُومَاتُ تَصَوُّرٍ**
সরাসরি ইলমে মানতিকের **مَوْضُوع** বা বিষয়বস্তু নয়; বরং এ
হিসেবে যে, এরা **تَصَوُّرٍ وَ تَصَدِيقٍ** তথা
অজ্ঞাত **تَصَوُّرٍ** ও **تَصَدِيقٍ**-এর দিকে পৌঁছে দেয়।

ফায়দা : জেনে রেখো যে, প্রত্যেক ইলমের কোনো
না কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে, অন্যথায় সে ইলমের
অন্বেষণ অনর্থক হয় এবং তার জন্য সাধনা অর্থহীন হয়। আর
ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য হলো- চিন্তাশক্তি যাতে সঠিক হয়
তাকে অর্জন করা এবং ধ্যান-ধারণার ভুল-ভ্রান্তি হতে
সিদ্ধান্তকে রক্ষা করা।

পরিশ্লেদ : মানতিকশাস্ত্রবিদগণ মানতিকশাস্ত্রবিদ
হিসেবে শাদিক আলোচনার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক
নেই। আর তা কি করে হতে পারে? বস্তুত শাদিক আলোচনা
তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পৃথক ব্যাপার; তা সত্ত্বেও
মানতিকশাস্ত্রবিদগণের জন্য এমন শাদিক আলোচনা আবশ্যিক
যা অর্থকে বুঝায়। কেননা, অপরের থেকে উপকার অর্জন করা
এবং অপরকে উপকার পৌঁছানো শব্দের অর্থ বুঝানোর উপর
নির্ভর করে। এ জন্যই **دَلَالَةٍ** এবং **أَلْفَاظٍ**-এর আলোচনাকে
মানতিক শাস্ত্রের কিতাবের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

শাদিক অনুবাদ : **فَصَلِّ** পরিশ্লেদ **مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ** প্রত্যেক ইলম বা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় **مَا يَبْحَثُ فِيهِ** যাতে
আলোচনা করা হয় **عَنْ عَوَارِضِهِ الدَّائِبَةِ لَهُ** তার স্বভাবগত প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে **كَبَدَنِ الْإِنْسَانِ** যথা- মানুষের দেহ **لِلطَّبِّ**
চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয়বস্তু **النَّحْوِ** **لِعِلْمِ** **الْكَلِمَةِ** **وَالْكَلَامِ** আর **كَلِمَةٍ** ও **كَلَامٍ** হচ্ছে ইলমে নাহর বিষয়বস্তু **الْمَنْطِقِ**
সুতরাং ইলমে মানতিকের বিষয়বস্তু হচ্ছে **مَعْلُومَاتُ التَّصَوُّرِيَّةِ** **وَالْتَّصَدِيقِيَّةِ** জানা **تَصَوُّرٍ** এবং জানা **تَصَدِيقٍ** সমূহ **لَكِنْ لَا مُطْلَقًا**
কিন্তু সরাসরি ইলমে মানতিকের বিষয়বস্তু নয় **بَلْ مِنْ حَيْثُ** বরং এ হিসেবে যে **أَنَّهَا مُوصَلَةٌ إِلَى الْمَجْهُولِ** এরা পৌঁছে দেয়
إِلَى **تَصَوُّرٍ** এবং **تَصَدِيقٍ** অজ্ঞাত **تَصَوُّرٍ** ও **تَصَدِيقٍ**-এর দিকে। **فَائِدَةٌ** ফায়দা **إَعْلَمَ** জেনে রাখো **وَصَنَاعَةٍ** **وَصَنَاعَةٍ**
যে, প্রত্যেক ইলমের কোনো না কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে **وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا** অন্যথায় সে ইলমের অন্বেষণ অনর্থক হয়
وَالْجِدُّ فِيهِ **لَغْوًا** এবং তার জন্য সাধনা অর্থহীন হয় **عِلْمِ الْمِيزَانِ** আর ইলমে মানতিকের উদ্দেশ্য হলো **الْفِكْرِ**
চিন্তাশক্তি যাতে সঠিক হয় তাকে অর্জন করা **وَحِفْظُ الرَّأْيِ** এবং সিদ্ধান্তকে রক্ষা করা **عَنِ الْخَطَا فِي النَّظَرِ**
হতে। **فَصَلِّ** পরিশ্লেদ **لَا شُغْلَ لِلْمَنْطِقِيِّ** মানতিকশাস্ত্রবিদগণের কোনো সম্পর্ক নেই **مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَنْطِقِيٌّ** সে একজন

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ١- عَرَفَ عِلْمَ الْمَنْطِقِ مَعَ بَيَانِ مَوْضُوعِهِ وَعَرَضِهِ ثُمَّ أَذْكَرَ وَجْهَ تَسْمِيَةِهِ بِالْمَنْطِقِ .
- ٢- عَرَفَ الْمَنْطِقَ ثُمَّ بَيَّنَّ لِمَ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَلِمَ سُمِّيَ بِهِ ؟ وَمَا مَوْضُوعُهُ وَعَرَضُهُ ؟ بَيْنَ مُفْصَلًا .
- ٣- مَا مَعْنَى الْعِلْمِ لَفْظًا وَاصْطِلَاحًا ؟ بَيْنَ أَقْسَامِهِ بِالتَّمْيِيزِ وَالْتَفْصِيلِ .
- ٤- عَرَفَ التَّصَوُّرَ وَالتَّصَدِيقَ . ثُمَّ بَيَّنَّ أَقْسَامَهُمَا مَعَ بَيَانِ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَ الْعُكْمَاءِ وَالْإِيمَانِ الرَّازِي فِي تَعْرِيفِ التَّصَدِيقِ .
- ٥- الْإِمَامُ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ "مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ مَا يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَاضِلِ الدَّائِيَةِ لَهُ" فَصَلَّ الْمَقَامَ حَقَّ التَّفْصِيلِ .

فَصَلِّ فِي الدَّلَالَةِ : الدَّلَالَةُ لُغَةً هُوَ الْإِرْشَادُ أَيْ
رَأَهُ نَمُوذَنْ وَفِي الْإِصْطِلَاحِ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنَ
الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ وَالدَّلَالَةُ قِسْمَانِ لَفْظِيَّةٌ
وَعَبْرُ لَفْظِيَّةٌ وَاللَّفْظِيَّةُ مَا يَكُونُ الدَّالُّ فِيهِ اللَّفْظُ
وَعَبْرُ اللَّفْظِيَّةُ مَا لَا يَكُونُ الدَّالُّ فِيهِ اللَّفْظُ وَكُلُّ مَنَّهُمَا
عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ أَحَدُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ كَدَّلَالَةِ
لَفْظِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ

দল্যল্ : দল্যল্ সম্পর্কে : দল্যল্-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পথ প্রদর্শন করা, রাস্তা বলে দেওয়া। আর পরিভাষায়- কোনো বস্তুর এমন হওয়া যাতে তা জানার ফলে অন্য বস্তুও জানা যায়। ১. দল্যল্ টি দু' প্রকার। ১. লফ্‌যি' বলা হয়, যাতে নির্দেশক লফ্‌য বা শব্দ হয়। আর লফ্‌যি' এ দালালতকে বলা হয়, যাতে নির্দেশক লফ্‌য বা শব্দ হয় না। এর প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার। প্রথমটি লফ্‌যি' লফ্‌যি' যেমন- زَيْد শব্দের দালালত নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : দল্যল্ সম্পর্কে : দল্যল্-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পথ প্রদর্শন করা অর্থানুসারে রাস্তা বলে দেওয়া আর পরিভাষায়- কোনো বস্তুর এমন হওয়া যাতে তা জানার ফলে হয়ে যায় অন্য বস্তু জানা যায়। ১. লফ্‌যি' বলা হয়, যাতে নির্দেশক লফ্‌য বা শব্দ হয়। আর লফ্‌যি' এ দালালতকে বলা হয়, যাতে নির্দেশক লফ্‌য বা শব্দ হয় না। এর প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার। প্রথমটি লফ্‌যি' লফ্‌যি' যেমন- زَيْদ শব্দের দালালত নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দল্যল্-এর আভিধানিক অর্থ : দল্যল্ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। মূলবর্ণ (د. ل. ل.) জিনসে مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي তার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Cuidence, Direction. আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ- (ক) মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া। (খ) মিসবাহ গ্রন্থকার বলেন, رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো ও পথ নির্দেশ করা। (গ) আল-মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো। (ঘ) কারো মতে, সঠিক পথ দেখানো। (ঙ) কারো মতে, رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো।

দল্যল্-এর সংজ্ঞা প্রদানে মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রথম বস্তুটি যা দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুটির জ্ঞান অর্জিত হয়, তাকে دَالٌ আর (দ্বিতীয় বস্তুর) অর্জিত জ্ঞানকে مَدْلُولٌ বলা হয়।

২. কৃত্রী গ্রন্থকার বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

৪. আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতযানী (র.) বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

৫. মীযানুল মানতিক গ্রন্থের টীকায় দল্যল্-এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিষয় এভাবে হওয়া, যার অভিজ্ঞতা অন্য বিষয়ের অভিজ্ঞতাকে আবশ্যক করে। যেমন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

৭. আল-মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

৮. আল-মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- رَأَاهُ تَدُلُّ عَلَى سَبِيلِهِ অর্থানুসারে রাস্তা দেখানো বা সং পরামর্শ দেওয়া, যার জ্ঞান অর্জিত হলে অন্য বস্তুর জ্ঞানও আবশ্যক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও প্রথমটি دَالٌ আর দ্বিতীয়টি مَدْلُولٌ হবে।

আর মানতেকীগণ **الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الرَّضْعِيَّةُ** সম্পর্কে আলোচনা করেন। কেননা, অন্যকে উপকার পৌঁছানো এবং অন্য হতে উপকৃত হওয়া **الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الرَّضْعِيَّةُ** দ্বারা সহজে অর্জিত হয়। কিন্তু অন্যান্য **الدَّلَالَةُ**-এর অবস্থা এর ব্যতিক্রম। কেননা, **الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الرَّضْعِيَّةُ** ব্যতীত অন্যান্য **الدَّلَالَةُ** দ্বারা উপকার পৌঁছানো এবং উপকৃত হওয়া কঠিন বা সমস্যামুক্ত নয়।

[illegible]

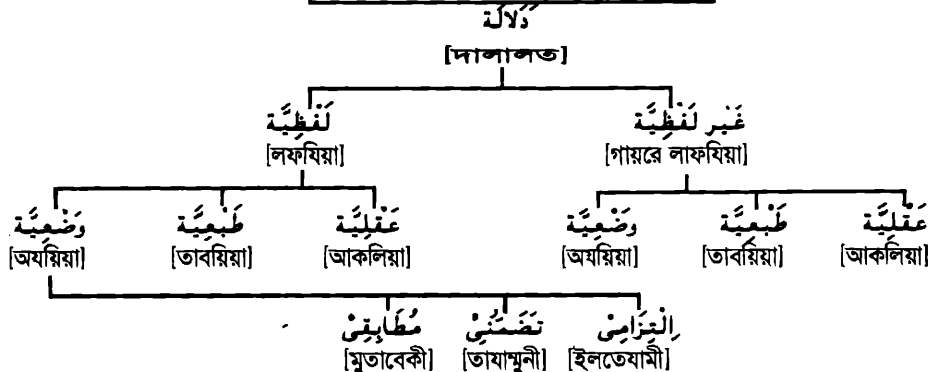
সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الدَّوَالُ الْأَرْبَعَةُ -এর আলোচনা : এর অর্থ হলো দালালতকারী চতুষ্টয়। এ চারটি হলো- ১. **خَطُوطٌ** তথা দাগ বা রেখাসমূহ; যা বিশেষ কোনো কিছু বুঝায়। ২. **نُصُبٌ** বা দাঁড় করানো প্রতীক জাতীয়। যেমন- রাস্তার মাইল পোষ্ট, যাতে মাইলের সংখ্যা বর্ণিত থাকে এবং দুই মাইলের মধ্যবর্তী স্থান নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। ৩. **عُقُودٌ** বা গিরাসমূহ। যেমন- হাতের আঙুলের দাগসমূহ ইত্যাদি যা সংখ্যা বুঝায়। ৪. **إِشَارَاتٌ** আর **إِشَارَاتٌ** শব্দটি **إِشَارَةٌ** -এর বহুবচন, এটি ইঙ্গিত বিশেষ, কোনো অর্থ বুঝায়। এগুলো শব্দ না হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট অর্থ বুঝায় বিধায় এদের **دَلَالَةٌ** হলো **الدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبَعِيَّةِ**

قَوْلُهُ صُهَيْلُ الْفَرَسِ -এর আলোচনা : এটি **الدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبَعِيَّةِ** -এর উদাহরণ। ঘোড়া পানি ও ঘাসের প্রয়োজনে বিশেষ আওয়াজ দিয়ে থাকে। ঘোড়া মুক, ভাষাহীন প্রাণী হিসেবে -এর আওয়াজ শব্দ নয়; বিধায় ঘোড়ার আওয়াজ **الدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ** হবে এবং এটি তার স্বভাবের কারণে হয় বিধায় এই **دَلَالَةٌ** টি **الدَّلَالَةُ غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ الطَّبَعِيَّةِ** ও বটে।

- قَوْلُهُ فُلُهُ بِتِ دَلَالَاتِ الْخ** -এর আলোচনা : মানতিক প্রণেতাদের ভাষা মোতাবেক ছয় প্রকার দালালতের সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো-
১. **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ** -এর পরিচয় : **دَلَالَةٌ** অর্থানং শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থের প্রতি নির্দেশ করলে তাকে **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ** বলে। যেমন- **زَيْدٌ** শব্দ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার নাম **زَيْدٌ** রাখা হয়েছে।
 ২. **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ طَبَعِيَّةٌ** -এর পরিচয় : আল্লামা তাফতয়ানী (র.) বলেন- **الطَّبْعُ حُذُوثُ الدَّالِّ عِنْدَ عُرُوضٍ** অর্থানং শব্দ গঠনগত অর্থ না বুঝিয়ে স্বভাবগত অর্থ বুঝালে, তাকে **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ طَبَعِيَّةٌ** বলে। যেমন- **أُحٌ**, **أُحٌ** শব্দ দ্বারা মনের ব্যথ্যা প্রকাশ করা; যদিও এগুলো দুঃখ, ব্যথ্যা বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়নি।
 ৩. **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ** -এর পরিচয় : যদি শব্দটি নিজ **مَذْلُومٌ**-এর উপর **وَضَعٌ** ও **طَبِيعَةٌ**-এর দৃষ্টিতে **دَلَالَةٌ** না করে বিবেকের চাহিদানুপাতে নির্দেশ করে, তখন এ **دَلَالَةٌ**-কে **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- কেউ দেয়ালের পেছনে **دَيْرٌ** শব্দ উচ্চারণ করলে **عَقْلٌ** তথা বিবেক এটা বুঝাবে যে, সেখানে কেউ রয়েছে।
 ৪. **دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ** -এর পরিচয় : **دَالٌ** বা নির্দেশকারী যদি শব্দ না হয় এবং গঠনগত দিক থেকে স্বয়ং **مَذْلُومٌ**-এর উপর নির্দেশ করে, তবে তাকে **دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **دَوَالُ الْأَرْبَعَةِ** বা চারটি দিক নির্দেশকারী। আর সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে **خَطُوطٌ** বা রেখা, **عُقُودٌ** বা গিরাসমূহ, **نُصُبٌ** বা নির্দিষ্ট চিহ্ন, **إِشَارَاتٌ** বা ইঙ্গিত। **دَوَالُ الْأَرْبَعَةِ** দ্বারা এমন চার প্রকার বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলো শব্দ নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি কোনো একটি অর্থ বুঝানোর উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে।
 ৫. **دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٌ طَبَعِيَّةٌ** -এর পরিচয় : **دَالٌ** বা নির্দেশকারী যদি শব্দ না হয় এবং স্বীয় **مَذْلُومٌ**-এর উপর স্বাভাবিকভাবে নির্দেশ করে, তবে তাকে **دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٌ طَبَعِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **صُهَيْلُ الْفَرَسِ** বা ঘোড়ার হি হি শব্দ তার ক্ষুধা লাগার উপর দালালত করে।
 ৬. **دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ** -এর পরিচয় : **دَالٌ** বা নির্দেশকারী যদি শব্দ না হয় এবং স্বীয় **مَذْلُومٌ**-এর উপর **عَقْلٌ** বা বুদ্ধির ভিত্তিতে নির্দেশ করে, তবে তাকে **دَلَالَةٌ غَيْرُ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **دَلَالَةُ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ** বা অনেক দূরে ধোয়া দেখতে পাওয়া সেখানে আগুন আছে বলে **دَلَالَةٌ** করে।
- قَوْلُهُ هَذَا** -এর আলোচনা : **هَذَا** শব্দটি **حُذُ** কিংবা **إِحْطَظْ** উহা **فَعْلٌ**-এর **مَفْعُولٌ بِهِ** সূত্রানুসারে এর অর্থ হবে- হে পাঠক! তুমি উপরিউক্ত কথগুলো গুরুত্বের সাথে গ্রহণ কর বা মুখস্থ কর।

একনজরে দালালত -এর প্রকারভেদ



উক্ত ছয় প্রকারের সীমাবদ্ধতার কারণ : দালালত ছয় প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, **دَالٌ** বা নির্দেশক শব্দ হবে কিংবা হবে না। যদি **دَالٌ** বা নির্দেশক শব্দ হয়, তাহলে তার তিন অবস্থা। হয়তো উক্ত শব্দটি কোনো গঠনকারী নির্দিষ্ট কোনো অর্থের জন্য গঠন করবে, অথবা মেজাজের তাড়নায় উক্ত অর্থ বুঝা যাবে কিংবা বিবেক দ্বারা তা বুঝা যাবে। প্রথমটির নাম **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ** দ্বিতীয়টির নাম **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ طَبَعِيَّةٌ** এবং তৃতীয়টির নাম **دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ** আর যদি **دَالٌ** শব্দ না হয়, সেক্ষেত্রেও তার তিনটি অবস্থা। এ কারণেই ছয় প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْعَاءٍ الْخ -এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.)-এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, যে দালালতের মধ্যে دال-টি শব্দ হয় এবং গঠনের দৃষ্টিতে دال-কে বুঝায়, তাকে دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ বলে। গ্রন্থকার এর তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। যথা- ১. دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ বা পূর্ণ নির্দেশনা, ২. دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ বা আনুষঙ্গিক নির্দেশনা, ৩. دَلَالَةٌ اِتِّزَامِيَّةٌ বা আবশ্যিক নির্দেশনা।

১. دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ -এর পরিচয় : মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.)-এর ভাষায়- وَهِيَ أَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى الْمَوْضُوعِ كَمَا وَضَعَ لَهُ অর্থাৎ দালালতকারী শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে তা যদি সম্পূর্ণরূপে সেই পূর্ণাঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ বলা হয়। যেমন- إِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা حَيَوَانٌ نَاطِقٌ বুঝালে তা دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ হবে।

২. دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ -এর পরিচয় : মিরকাত প্রণেতার মতে- وَهِيَ أَنْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى جُزْءٍ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ كَمَا وَضَعَ لَهُ অর্থাৎ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, যদি ঐ অর্থের আংশিক বুঝায়, তাহলে তাকে دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- إِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা যদি শুধু حَيَوَانٌ বা শুধুমাত্র نَاطِقٌ উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ হবে। কেননা, حَيَوَانٌ বা نَاطِقٌ শব্দটি إِنْسَانٌ-এর পূর্ণ অর্থ নয়; বরং অর্থের অংশ মাত্র।

৩. دَلَالَةٌ اِتِّزَامِيَّةٌ -এর পরিচয় : মিরকাত প্রণেতার মতে- وَهِيَ أَنْ لَا يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَى الْمَوْضُوعِ كَمَا وَضَعَ لَهُ وَلَا عَلَى جُزْءٍ অর্থাৎ শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, সে অর্থ বুঝাবে না তার অংশবিশেষও বুঝাবে না; বরং এমন একটি অর্থ বুঝাবে, যা তার জন্য অত্যাৱশ্যক এ ধরনের দَلَالَةٌ-কে دَلَالَةٌ اِتِّزَامِيَّةٌ বলা হয়। যেমন- إِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা كَاتِبٌ বা লেখক উদ্দেশ্য করা। যেহেতু মানুষ ছাড়া লেখক হওয়ার যোগ্যতা অন্য কিছু নেই।

নামকরণ : তিনটিকে তিনটি নামে নামকরণের কারণ নিম্নরূপ-

১. دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ -এর দ্বারা পূর্ণ مَوْضُوعٌ বুঝানো হয়। তাই এ দَلَالَةٌ-এর মধ্যে وَضَعَ (গঠন) বুঝানো বা دَلَالَةٌ مُطَابِقٌ বলায় তাকে دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ নাম করণ করা হয়।

২. دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ -এর দ্বারা বুঝানো অর্থটি مَوْضُوعٌ-এর تَضَمُّنٌ-এর অংশ বিধায়, তাকে دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ নামে নাম করণ করা হয়।

৩. دَلَالَةٌ اِتِّزَامِيَّةٌ -এর দ্বারা বুঝানো অর্থটি مَوْضُوعٌ-এর বহির্ভূত হলেও তা مَوْضُوعٌ-এর জন্য لَازِمٌ বা আবশ্যিক বিধায় তাকে دَلَالَةٌ اِتِّزَامِيَّةٌ নামকরণ করা হয়।

এর আলোচনা : আলোচ্য ইবারতে গ্রন্থকার একটি উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি دَلَالَةُ الْعَمَى عَلَى الْبَصَرِ বা অংশ, তাই الْبَصَرُ عَلَى الْبَصَرِ-এর جُزْء বা অংশ, এ দৃষ্টিহীনতাকে সুতরাং عَمَى শব্দটি بَصَرٌ বা অংশ, তাই الْبَصَرُ عَلَى الْبَصَرِ দালালতে ইলতিযামীর দৃষ্টান্ত হতে পারে না; বরং তা دَلَالَةٌ تَضَمُّنِيَّةٌ-এর দৃষ্টান্ত হবে। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, عَمَى যদি عَدَمٌ ও بَصَرٌ-এর সমষ্টির নাম হয়, তাহলে প্রশ্ন ঠিক হবে; কিন্তু عَمَى যখন بَصَرٌ (দৃষ্টিহীনতা)-এর নাম হয়, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না।

دَلَالَةٌ مُطَابِقَةٌ-এর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ : দَلَالَةٌ মোট ছয় প্রকার। কিন্তু যে কোনো অর্থ অন্যকে বুঝানো বা অন্য হতে নিজে বুঝে নেওয়া دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ দ্বারা যতটুকু সহজ, অন্যান্য দَلَالَةٌ দ্বারা ততটুকু সহজ নয় বিধায় মানতিকীদের নিকট এর গুরুত্ব অপরিসীম। কবির ভাষায় دَلَالَةٌ لَفْظِيَّةٌ وَضَعِيَّةٌ-এর প্রকারসমূহকে এভাবে সাজানো হয়েছে-

دلالت سه قسم است منطق تمام * تطابق تضمن دگر التزام -

অর্থাৎ মানতিকশাস্ত্রে দালালত তিন প্রকার। যথা- মুতাবেকী, তাযাশুনা ও ইলতেযামী।

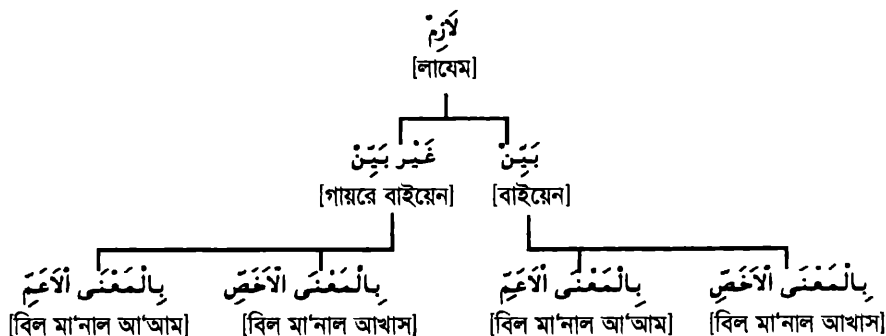
জ্ঞাতব্য : ১. عَقْلِيٌّ ও ২. عُرْفِيٌّ

১. عَقْلِيٌّ : দৃষ্টি-প্রকার। যথা- لَازِمٌ تَطَابِقٌ বা প্রচলনগতভাবে লَازِمٌ হওয়া।

২. عُرْفِيٌّ : জ্ঞানের দৃষ্টিতে লَازِمٌ হওয়া। অতএব, إِنْسَانٌ-এর দَلَالَةٌ ইলমের যোগ্য ব্যক্তির উপর হওয়া লَازِمٌ عَقْلِيٌّ-এর উদাহরণ। আর عَمَى শব্দের দালালত বَصَرٌ-এর উপর হওয়া লَازِمٌ عُرْفِيٌّ-এর উদাহরণ।

যদি তুমি বল যে, কোনো অর্থ لَزِمٌ বিহীন রয়েছে, তা আমরা মেনে নিতে পারি না, কেননা, প্রতিটি অর্থের জন্য কোনো না কোনো لَزِمٌ অবশ্যই রয়েছে। অন্তত পক্ষ এতটুকুতো অবশ্যই রয়েছে যে, এ অর্থটি একমাত্র এ জন্যই নির্দিষ্ট, তাহলে আমি বলবো যে, لَزِمٌ বলতে এখানে بَيِّنَةٌ لَزِمٌ বুঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে— যে শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত-ই খেয়াল যে لَزِمٌ -এর দিকে ধাবিত হয়। আর তোমার কথা لَزِمٌ لَيْسَ غَيْرُهُ ‘এ অর্থটি ব্যতীত অন্য কিছু না’ এটা لَزِمٌ নয়। কেননা, আমরা অনেক সময় অনেক অর্থের কল্পনা করে থাকি; কিন্তু ঐ সকল অর্থ ব্যতীত অন্য শব্দের অর্থ আমাদের হৃদয়ে কখনো আসে না, আর لَيْسَ غَيْرُهُ এটি কল্পনায় আসা তো অনেক দূরের কথা।

ইস. আশ্রিত মিরকাত-৫



فَصَلِّ : اللَّفْظُ الدَّالُّ إِمَّا مُفْرَدٌ وَإِمَّا مُرَكَّبٌ
فَالْمُفْرَدُ مَا لَا يَقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءٍ
مَعْنَاهُ كَدَلَالَةِ هَمْزَةِ الْإِسْتِفْهَامِ عَلَى مَعْنَاهُ وَ
دَلَالَةِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ وَ دَلَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى
الْمَعْنَى الْعِلْمِيِّ وَالْمُرَكَّبُ مَا يَقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ
عَلَى جُزْءٍ مَعْنَاهُ كَدَلَالَةِ زَيْدٍ قَائِمٍ عَلَى مَعْنَاهُ وَ
دَلَالَةِ رَامِي السَّهْمِ عَلَى فَخْوَاهُ ثُمَّ الْمُفْرَدُ عَلَى
أَنْحَاءٍ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ مُسْتَقِيلاً
بِالْمَفْهُومِيَّةِ أَيْ لَمْ يَكُنْ فِي فَهْمِهِ مُحْتَاجاً إِلَى
ضَمِّ صَمِيمَةٍ فَهُوَ إِسْمٌ إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى
بِزَمَانٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ وَكَلِمَةٌ إِنْ اقْتَرَنَ بِهِ وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِيلاً فَهُوَ أَدَاءٌ فِي عَرَفِ
الْمِيزَانِيِّينَ وَحَرْفٌ فِي إِصْطِلَاحِ التَّحْوِيلِيِّينَ هَذَا .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দালালতকারী
শব্দ হয়তো **مُفْرَدٌ** হবে বা **مُرَكَّبٌ** হবে। **مُفْرَدٌ**
এমন শব্দকে বলা হয় যার অংশ দ্বারা তার অর্থের
অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য হয় না। যেমন-
هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ -এর দালালত তার অর্থের উপর
এবং **زَيْدٌ** শব্দের দালালত তার **مُسَمَّى**-এর উপর
এবং **عَبْدُ اللَّهِ** -এর দালালত তার নাম বাচক অর্থের
উপর। আর **مُرَكَّبٌ** ঐ শব্দকে বলা হয় যার অংশ দ্বারা
তার অর্থের অংশের উপর দালালত করা উদ্দেশ্য
হবে। যথা- **زَيْدٌ قَائِمٌ** (যায়েদ দণ্ডায়মান)-এর
দালালত তার অর্থের উপর এবং **رَامِي السَّهْمِ** (তীর
নিক্ষেপকারী)-এর দালালত তার ভাবার্থের উপর।
অতঃপর **مُفْرَدٌ** আবার তিন ভাগে বিভক্ত এজন্য-যে,
যদি তা স্বীয় অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তথা তার অর্থ
বুঝতে অন্য কিছু মিলানোর প্রয়োজন না হয়; তবে
তাকে **إِسْمٌ** বলা হবে- যদি ঐ অর্থটি তিন কালের
কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। আর যদি
কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে
তাকে **كَلِمَةٌ** বলা হবে। আর যদি স্বীয় অর্থ প্রকাশে
পরের মুখাপেক্ষী হয়, তবে তাকে মানতিকী পরিভাষায়
حَرْفٌ বলা হবে, আর নাহবীদের পরিভাষায় তাকে
বলা হবে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : **فَصَلِّ** পরিচ্ছেদ **الدَّالُّ** দালালতকারী শব্দ **مُفْرَدٌ** হয়তো **إِمَّا مُفْرَدٌ** হবে বা **وَإِمَّا مُرَكَّبٌ** হবে। **مُفْرَدٌ** হলে **مُفْرَدٌ** মুফরাদ এমন শব্দকে বলা হয় **لَا يَقْصَدُ** উদ্দেশ্য হয় না **بِجُزْئِهِ** যার অংশ দ্বারা **الدَّلَالَةُ** দালালত করা **عَلَى جُزْءٍ** তার অর্থের অংশের উপর যেমন- **هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ** হামযায়ে ইসতিফহামের **مَعْنَاهُ** তার অর্থের উপর **عَبْدُ اللَّهِ** এবং **زَيْدٌ** শব্দের দালালত তার **مُسَمَّى**-এর উপর এবং **دَلَالَةُ** **عَبْدِ اللَّهِ** তার অর্থের উপর **الْمَعْنَى** নামবাচক **وَالْمُرَكَّبُ** আর **مُرَكَّبٌ** ঐ শব্দকে বলা হয় **يَقْصَدُ** উদ্দেশ্য হবে **بِجُزْئِهِ** যার অংশ দ্বারা **الدَّلَالَةُ** দালালত করা **عَلَى جُزْءٍ** তার অর্থের অংশের উপর যেমন- **دَلَالَةُ** **زَيْدٍ** যায়েদ দণ্ডায়মান-এর উপর **رَامِي السَّهْمِ** তীর নিক্ষেপকারী-এর উপর **فَخْوَاهُ** তার ভাবার্থের উপর **ثُمَّ الْمُفْرَدُ** অতঃপর **مُفْرَدٌ** আবার **ثَلَاثَةً** তিন ভাগে বিভক্ত **لِأَنَّهُ** নিশ্চয়ই **إِنْ كَانَ** যদি তা স্বীয় অর্থ প্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় **مُفْرَدٌ** প্রকাশে **بِالْمَفْهُومِيَّةِ** প্রকাশে **أَيْ لَمْ يَكُنْ** তথা না হয় **فِي فَهْمِهِ** তার অর্থ বুঝতে **مُحْتَاجاً** মুখাপেক্ষী **إِلَى ضَمِّ صَمِيمَةٍ** মিলানোর **أَيْ** অন্য কিছু **فَهُوَ إِسْمٌ** তবে তাকে **إِسْمٌ** বলা হবে **إِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ** যদি সম্পৃক্ত না হয় **ذَلِكَ الْمَعْنَى** ঐ অর্থটি **بِزَمَانٍ** কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় **وَكَكَلِمَةٍ** আর তাকে **كَلِمَةٌ** বলা হবে **إِنْ اقْتَرَنَ بِهِ** যদি সম্পৃক্ত হয় **مُفْرَدٌ** আর যদি স্বীয় অর্থ প্রকাশে না হয় **مُفْرَدٌ** স্বয়ংসম্পূর্ণ **فَهُوَ أَدَاءٌ** তবে তাকে **أَدَاءٌ** বলা হবে **فِي عَرَفِ الْمِيزَانِيِّينَ** মানতিকীদের পরিভাষায় **وَحَرْفٌ** আর **حَرْفٌ** বলা হয় **فِي إِصْطِلَاحِ التَّحْوِيلِيِّينَ** নাহবীদের পরিভাষায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে **مُفْرَدٌ** শব্দের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। তা দু' প্রকার ১. **مُفْرَدٌ** ২. **مُرَكَّبٌ**
এ-এর আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে **مُفْرَدٌ** শব্দটি বাবে **إِعْفَالٌ** এবং **أَفْرَادٌ** মাসদার হতে **مُفْعَلٌ** এবং **إِسْمٌ** নামের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। তা দু' প্রকার ১. **مُفْرَدٌ** ২. **مُرَكَّبٌ**
সীগাহ। এর অর্থ হলো- **وَاحِدٌ** বা এক। যথা- **حَجٌّ أَفْرَادٌ** : আবার এর অর্থ **الْوَحِيدُ** বা একক। যথা, আল্লাহ বাগী- **رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا**

৩. **أَدَاتٌ-এর পরিচয় :** মিরকাত শ্রেণের মতে, যে **مَفْرُوعٌ** অন্যের সাহায্য বা আশ্রয় ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে মানতিকীদের পরিভাষায় **أَدَاتٌ** বলা হয়। নাহবিদদের পরিভাষায় এটাকে **حُرٌّ** বলা হয়। যেমন: **عَلِمَا** শব্দটি **عَدُوٌّ** উহা **يُفْعِلُ**-এর মাফউল এর অর্থ হলো- স্বরণ রাখো বা মুখস্থ করে নাও। অথবা এখানে **فَا** শব্দটি **يُفْعِلُ**-এর অর্থ **عَدُوٌّ** আর ইসমে ইশারা **ذَا** মাফউল। সুতরাং উভয় অবস্থায় একই অর্থ হবে।

فَصَلِّ : اِعْلَمَنَّ اَنَّهُ قَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ اَنَّ الْكَلِمَةَ
عِنْدَ اَهْلِ الْمِيزَانِ هِيَ مَا يَسْتَمِي فِي عِلْمِ النَّحْوِ
بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ فَاِنَّ الْفِعْلَ اَعْمُ
مِنَ الْكَلِمَةِ اَلَا تَرَى اَنْ نَحْوَا اضْرَبُ وَنَضْرِبُ
وَامْثَالَهُ فِعْلٌ عِنْدَ النُّحَاةِ وَلَيْسَ بِكَلِمَةٍ عِنْدَ
الْمَنْطِقِيِّينَ . لَآَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ اَقْسَامِ الْمُفْرَدِ
وَنَحْوَا اضْرَبُ مَثَلًا لَيْسَ بِمُفْرَدٍ بَلْ هُوَ مُرَكَّبٌ
لِدَلَالَةِ جُزْءِ اللَّفْظِ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فَاِنَّ الْهَمْزَةَ
تَدُلُّ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ وَض . ر . ب . عَلَى الْمَعْنَى الْحَدِيثِ

সম্মল অনুবাদ : পরিশ্লেষদ : তোমরা জেনে রাখো যে, কোনো কোনো লোকের ধারণা মানতিক- শাস্ত্রবিদদের মতে যা কَلِمَة তাকেই নাহশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় فِعْل বলা হয়। বস্তুত এ ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা, فِعْل এটি কَلِمَة -এর তুলনায় ব্যাপক। কি দেখ না! যে উদাহরণতَ اضْرَبُ وَنَضْرِبُ এবং এদের অনুরূপ শব্দ নাহশাস্ত্রবিদদের মতে ফে'ল, অথচ তা মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে কَلِمَة [কালিমা] নয়। কেননা, কালিমা মুফরাদের প্রকার। আর অনুরূপ উদাহরণتَ اضْرَبُ শব্দটিও مُفْرَد নয়, বরং তা مُرَكَّب; শব্দের অঙ্গ অর্থের অঙ্গের উপর করার কারণে। কেননা, هَمْزَة টি مُتَكَلِّم উপর مُتَكَلِّم করে। আর ب . ر . ب মূলধাতু مُتَكَلِّم উপর দালাল করে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ পরিশ্লেষদ : তোমরা জেনে রাখো যে, কোনো কোনো লোকের ধারণা মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে مَا يَسْتَمِي ফে'ল তাকেই বলা হয়। নাহশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় فِعْل বলা হয়। বস্তুত এ ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা, فِعْل এটি কَلِمَة -এর তুলনায় ব্যাপক। কি দেখ না! যে উদাহরণতَ اضْرَبُ وَنَضْرِبُ এবং এদের অনুরূপ শব্দ ফে'ল, অথচ তা কালিমা নয়। কেননা, কালিমা মুফরাদের প্রকার। আর অনুরূপ উদাহরণتَ اضْرَبُ শব্দটিও مُفْرَد নয়, বরং তা مُرَكَّب; শব্দের অঙ্গ অর্থের অঙ্গের উপর করার কারণে। কেননা, هَمْزَة টি مُتَكَلِّম উপর مُتَكَلِّম করে। আর ب . ر . ب মূলধাতু مُتَكَلِّম উপর দালাল করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِعْلَمَنَّ اَنَّهُ قَدْ ظَنَّ الخ -এর আলোচনা : مُفْرَد -এর প্রকারের মধ্যে কَلِمَة -এর ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো যে, মানতিকীদের নিকট যা কَلِمَة নাহবিদদের মতে তা فِعْل গ্রন্থকার এখানে এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলে বর্ণনা করেন এবং ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, মানতিকী পরিভাষায় مُفْرَد হলো যার অংশ অর্থের অংশের উপর দালাল করা উদ্দেশ্য নয়। আর নাহবিদদের পরিভাষায় فِعْل যথা اضْرَبُ ইত্যাদির অংশ অর্থের অংশের উপর দালাল করে; বিধায় তা مُفْرَد নয়; বরং مُرَكَّب কেননা, اضْرَبُ -এর হামযাহ مُتَكَلِّম বুঝায় এবং ضَرَبُ এটি مُتَكَلِّম বুঝায়। সুতরাং মানতিকী কَلِمَة নাহবী ফِعْل নয়।

قَوْلُهُ فَاِنَّ الْفِعْلَ اَعْمُ مِنَ الْكَلِمَةِ -এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, মানতিকশাস্ত্রে যাকে কَلِمَة বলা হয় তা-ই কিন্তু নাহশাস্ত্রে ফِعْل নয়। কেননা, মানতিকীদের নিকট যা কَلِمَة তা مُفْرَد -এর প্রকার। আর নাহবিদগণের মতে যা فِعْل যথা- اضْرَبُ এবং نَضْرِبُ ইত্যাদি মানতিকীদের নিকট কَلِمَة নয়; বরং এগুলো مُرَكَّب কেননা, এ সকল فِعْل -এর মধ্যে শব্দের অংশ অর্থের অংশ বুঝায়। যথা- اضْرَبُ -এর মধ্যে هَمْزَة টি مُتَكَلِّম (উত্তম পুরুষ) এবং ب . ر . ب মূলধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। তদ্রূপ مُضَارِع -এর মধ্যম পুরুষের পদসমূহ। কাজেই এগুলো مُرَكَّب হবে, কَلِمَة হতে না, যা مُفْرَد -এর প্রকার। অবশ্য কোনো কোনো ফِعْل কখনো কَلِمَة হবে। যথা- অতীতকালের পদ ضَرَبُ ইত্যাদি। কাজেই এ কথা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, মানতিকীদের কَلِمَة ও নাহবিদদের ফِعْل -এর মধ্যে عَام خَاص مُطْلَق -এর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, মানতিকীদের প্রতিটি কَلِمَة নাহবিদদের ফِعْل কিন্তু নাহবিদদের প্রত্যেক ফِعْل -ই মানতিকীদের নিকট কَلِمَة নয়; বরং কোনো কোনো ফِعْل মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে কَلِمَة; এ ছাড়াও নাহবিদগণের মতে যা ফِعْل তা সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে, অথচ مُفْرَد কখনো সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে না, বিধায় তা مُرَكَّب হবে। উল্লেখ্য, যে সকল مُفْرَد শব্দে কোনো কাল নেই, যথা- ضَجَرَ অথবা কাল আছে কিন্তু তা নির্ধারিত তিনকালের কোনো কাল নয়, যথা- زَمَانٌ, وَقْتُ অথবা নির্দিষ্ট কাল আছে তবে তা গঠনগত দিক হতে নয়, যথা- اِسْم فَاعِلٍ ও اِسْم مَفْعُول ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায় اِسْم টি مُفْرَد হবে।

জাতব্য যে, عِلْم -এর জন্য مُتَكَلِّم ও اِسْمَة -এর জন্য مُتَكَلِّম না হওয়ার শর্ত সম্মানিত গ্রন্থকার করেছেন। কেননা, عِلْم টা ব্যাপকতা মুক্ত হওয়া আবশ্যিক, কিন্তু اِسْم -এর মধ্যে অঙ্গ অর্থের অঙ্গের উপর দালাল করে।

فَصَلَ : قَدْ يَنْقَسِمُ الْمَفْرَدُ بِتَقْسِيمٍ آخَرَ
وَهُوَ أَنَّ الْمَفْرَدَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا أَوْ
يَكُونَ كَثِيرًا وَالَّذِي لَهُ مَعْنَى وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةِ
أَضْرِبٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى
مُتَعَيِّنًا مُشَخَّصًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَالْأَوَّلُ يُسَمَّى عِلْمًا
كَزَيْدٍ وَهَذَا وَهُوَ وَالْأَوَّلَى أَنْ يُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ
بِالْجُزْئِي الْحَقِيقِيِّ وَالثَّانِي أَيْ مَا لَا يَكُونُ
مَعْنَاهُ الْوَاحِدَ مُشَخَّصًا بَلْ يَكُونُ لَهُ أَفْرَادٌ
كَثِيرَةٌ هُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صِدْقُ ذَلِكَ
الْمَعْنَى عَلَى سَائِرِ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِوَاءِ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَتَفَاوَتْ بِأَوَّلِيَّةٍ أَوْ أَوَّلِيَّةٍ أَوْ أَشَدِّيَّةٍ أَوْ
أَزِيدِيَّةٍ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْمُتَوَاطِي لِتَوَاطُؤِ
أَفْرَادِهِ وَتَوَافُقِهَا فِي تَصَادُقِ ذَلِكَ الْمَعْنَى
الْعَامِ كَالْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَكَرٍّ -

ثَانِيَهُمَا أَنْ لَا يَكُونُ صِدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى
الْعَامِ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِوَاءِ بَلْ
يَكُونُ صِدْقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ
بِالْأَوَّلِيَّةِ أَوْ الْأَشَدِّيَّةِ أَوْ الْأَوَّلِيَّةِ وَصِدْقُهَا عَلَى
الْبَعْضِ الْآخَرِ بِاضْدَادِ ذَلِكَ كَالْوُجُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى
الْوَاجِبِ جَلٍّ مَجْدُهُ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُمْكِنِ
وَكَالْبَيَاضِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَجِ وَالْعَاجِ وَيُسَمَّى
هَذَا الْقِسْمُ مُشَكِّكًا لِأَنَّهُ يُوقِعُ النَّاطِرَ فِي الشَّكِّ
فِي كَوْنِهِ مُتَوَاطِيًا أَوْ مُشْتَرِكًا -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কখনো
অন্য বস্তুতে বিভক্ত হয়, আর তা এটি যে -এর
হয়তো এক অর্থ হবে অথবা অনেক অর্থ হবে। আর
ঐ মফ্রদ যার অর্থ একটি হবে তা তিন প্রকার। এ
জন্য যে, মফ্রদ দু'টি অবস্থা হতে (একত্রে) মুক্ত হবে
না; অর্থটি হয়তো মুতَعَيِّن مُشَخَّص তথা নির্দিষ্ট
হবে, অথবা নির্দিষ্ট হবে না। প্রথমটিকে عِلْم [আলাম]
বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ এবং هُوَ তবে এ
প্রকারের নাম جُزْئِي حَقِيقِي রাখাই উত্তম। আর
দ্বিতীয়টি অর্থাৎ যার একটি অর্থ হয়ে নির্ধারিত হবে না;
বরং তার অনেক أَفْرَاد হবে, তা দু' প্রকার : এ
দু'টির একটি হলো এই যে, এ অর্থটি তার সকল
أَفْرَاد বা সংখ্যার উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে।
এদের মধ্যে প্রাথমিকতা, উত্তমতা, কঠোরতা ও
আধিক্যতার কোনো পার্থক্য হবে না। আর এ ব্যাপক
অর্থটি প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে তার أَفْرَاد বা সাম
স্য হওয়ার কারণে একে مُتَوَاطِي বলে। যেমন-
كَرٍّ- عَمْرٍو- زَيْدٌ সংখ্যা أَفْرَاد- إِنْسَان
ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে- ঐ ব্যাপক অর্থ যা তার সমুদয়
أَفْرَاد-এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয় না; বরং তার
কিছু أَفْرَاد-এর উপর প্রথমতা, উত্তমতা ও
আধিক্যতা হিসেবে প্রযোজ্য হয়। আর অবশিষ্ট أَفْرَاد
-এর উপর উল্লিখিত অবস্থার বিপরীতভাবে প্রযোজ্য
হয়। যথা- الْوُجُودُ (অস্তিত্ব)। আল্লাহর শাস্ত অস্তিত্ব
এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব হিসেবে এবং الْبَيَاضُ
(শুভ্রতা) বরফ ও হস্তীদন্ত হিসেবে। এ প্রকারকে
مُشَكِّك বলা হয়। কেননা, এটি দর্শককে এই
সন্দেহে নিপতিত করে যে, এটি مُتَوَاطِي নাকি
مُشْتَرِك

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلَ : কখনো পরিচ্ছেদ : الْمَفْرَدُ মুফরাদ অন্য বস্তুতে বিভক্ত হয়

وَهُوَ أَنْ يَنْقَسِمَ الْمَفْرَدُ بِتَقْسِيمٍ آخَرَ : আর
তা এই الْمَفْرَد-এর যে একটি অর্থ হবে অথবা অনেক অর্থ হবে
তাহার অর্থ وَاحِدًا অথবা كَثِيرًا অথবা أَفْرَاد-এর যে একটি অর্থ হবে অথবা অনেক অর্থ হবে
তা তিন প্রকার : ১. أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَاحِدًا ২. أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ كَثِيرًا ৩. أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَفْرَادًا
এ জন্য যে, لَا يَخْلُو মুক্ত হবে না

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর সীগাহ। -وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ-এর اسم فاعِل-এর শব্দটি مُفَكِّكٌ-এর আভিধানিক অর্থ : جينسه تَفْعِيلِ বাবে مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيّ; এর আভিধানিক অর্থ- ১. সম্ভেহ পোষণকাৰী, ২. সংশয়কাৰী। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Doubtable.

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মানভিকীদের পরিভাষায়-

هُوَ مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ مُتَعِدًّا أَوْ لَهُ أَفْرَادٌ كَثِيرَةٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِوَاءِ .

অর্থাৎ 'মُفْرَد' শব্দ একটি মাত্র অর্থ দেবে এবং তার অধীনে অনেক 'مُفْرَد' থাকবে; কিন্তু প্রত্যেক 'فَرْد'-এর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য না; বরং মর্যাদা অনুযায়ী হবে। যেমন- 'وَجُودٌ' - 'إِسْمٌ مُفْرَدٌ' ; এর দু'টি 'فَرْد' যথা- ক. وَاجِبُ الْوُجُودِ খ. مُمَكِّنُ الْوُجُودِ উভয় প্রকার 'وَجُود'-এর উপর প্রযোজ্য হয় বলেই এটাকে 'مُشْكِكٌ' বলে।

ع-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, 'مُفْرَد' -এর অর্থ তার অনেক 'أَفْرَاد' -এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো- 'مُفْرَد' -এর সেই ব্যাপক অর্থটি যার 'أَفْرَاد' -এর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য না হওয়া। এরূপ 'مُفْرَد' -কে 'مُشْكِكٌ' বলা হয়।

এ-এর আলোচনা : 'مُفْرَد' -এর অর্থ তার 'أَفْرَاد' সমূহের উপর প্রযোজ্য না হওয়ার ব্যাপারে চারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ১. 'أَوَّلِيَّة' প্রাথমিকভাবে। এর বিপরীত হলো 'ثَانَوِيَّة' তথা দ্বিতীয়ভাবে। ২. 'أَوَّلِيَّة' অর্থ- উত্তমভাবে, এর বিপরীত হলো 'أَدْنَانِيَّة' অনুত্তমভাবে। ৩. 'أَشَدِّيَّة' কঠোরভাবে, এর বিপরীত 'أَضْعَفِيَّة' দুর্বলভাবে। ৪. 'أَزِيدِيَّة' আধিক্যতার সাথে, এর বিপরীত 'أَنْقُصِيَّة' অনাধিক্যতার সাথে।

১. 'أَوَّلِيَّة' -এর অর্থ হলো- 'كُلِّي' কোনো কোনো অর্থের উপর প্রযোজ্য হওয়া অপর অর্থের উপর প্রযোজ্য হওয়ার জন্য 'عَلَّة' হবে। তথা যতক্ষণ সে কোনো 'أَفْرَاد' -এর উপর প্রযোজ্য না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপর 'أَفْرَاد' -এর উপর প্রযোজ্য হওয়া 'مَعَال' বা অসম্ভব হবে।

২. 'أَوَّلِيَّة' -এর অর্থ হলো 'كُلِّي' -এর প্রযোজ্য হওয়া কোনো কোনো 'أَفْرَاد' -এর উপর সত্তাগতভাবে হবে তথা 'كُلِّي' তার 'أَفْرَاد' -এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক মধ্যস্থতার আবশ্যক হবে না। আর অপর 'أَفْرَاد' -এর উপর 'كُلِّي' -এর প্রযোজ্য হওয়া প্রাসঙ্গিক হবে তথা তার উপর 'كُلِّي' প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রাসঙ্গিকতার মধ্যস্থতা আবশ্যক হবে। যেমন- 'وَجُود' একটি 'كُلِّي' তার 'أَفْرَاد' হলো 'وَاجِبُ الْوُجُودِ' এবং 'مُمَكِّنُ الْوُجُودِ' উভয়টি কিন্তু 'وَجُود' এটি 'وَاجِبُ الْوُجُودِ' তথা সৃষ্টির উপর, তা দ্বিতীয়ভাবে প্রযোজ্য হয়। কেননা, 'وَجُود' একটি 'مُمَكِّن' -এর জন্য 'عَلَّة' বিশেষ। আর 'পাওয়া যাওয়ার পূর্বে 'مَعْلُول' পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া 'وَجُود' 'وَاجِبُ الْوُجُودِ' তথা সৃষ্টির উপর কোনো প্রসঙ্গ ছাড়াই প্রযোজ্য হয়। আর 'مُمَكِّنُ الْوُجُودِ' তথা সৃষ্টির উপর 'وَجُود' মধ্যস্থতার সাথে প্রযোজ্য হয়। কেননা, প্রত্যেক সৃষ্টি তার অস্তিত্বের ব্যাপারে তার সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী।

৩. 'أَشَدِّيَّة' তথা 'كُلِّي' তার কোনো কোনো 'فَرْد' -এর উপর 'شَدْتُ' বা কঠোরভাবে হয়। আর কোনো কোনো 'فَرْد' -এর উপর 'ضَعْف' বা দুর্বলভাবে হয়ে থাকে।

৪. 'أَزِيدِيَّة' -এর অর্থ হলো এই যে, 'كُلِّي' -এর প্রকাশ তার কোনো কোনো 'فَرْد' -এর মধ্যে অধিক ; আর কোন 'فَرْد' -এর মধ্যে কম হবে। যেমন- 'بَيَاض' একটি 'كُلِّي' এর প্রকাশ বরফের মধ্যে অধিকভাবে হবে, আর হাতির দাঁতের মধ্যে দুর্বলভাবে হবে। কেননা, হাতির দাঁতের তুলনায় বরফের শুভ্রতা দ্বিগুণ, তিন গুণেরও অধিক।

বি. দ্র. 'أَشَدِّيَّة' এবং 'أَضْعَفِيَّة' -এর সম্পর্ক 'كَيْفِيَّات' বা অবস্থা-এর সাথে হবে। আর 'أَزِيدِيَّة' ও 'أَنْقُصِيَّة' -এর সম্পর্ক 'كَتَبَات' পরিমাণের সাথে হবে।

এ-এর আলোচনা : এখানে লেখক 'مُشْكِكٌ' -এর নামকরণে এ কথার উল্লেখ করেছেন যে, 'أَفْرَاد' -এর প্রতি দৃষ্টিকারী যখন দৃষ্টি করে, তখন 'مُشْكِكٌ' -কে 'مُتَعِدِّ النَّعْمَى' দেখে তাকে 'مُتَوَاتِرٌ' মনে করবে, না এটি এর 'أَفْرَاد' -এর উপর প্রযোজ্য হওয়ার মতভেদ দেখে একে 'مُشْتَرِكٌ' মনে করবে ; এই সন্দেহে পড়ে। আর দৃষ্টিকারীকে এ সন্দেহে নিপতিতকারী 'مُشْكِكٌ' বলেই 'مُشْكِكٌ' -কে 'مُشْكِكٌ' বলে নামকরণ করা হয়েছে।

বি. দ্র. 'مُفْرَد' তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ : 'مُفْرَد' দ্বারা হয়তো কোন বিষয়ের 'خَبَر' (সংবাদ) দেওয়া যাবে বা যাবে না। যদি সংবাদ দেয়া না যায়, তবে তা 'أَدَا' বা 'حَرْف' আর যদি তা দ্বারা সংবাদ দেয়া যায়, তবে তার দু'অবস্থা, হয়তো তা তিনকালের কোন এককালের সাথে সম্পৃক্ত হবে বা হবে না। যদি কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা 'فَعْل' বা 'كَلِمَة' আর যদি কালের সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে তা 'إِسْم' হবে।

সম্মত অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : একাধিক অর্থ বিশিষ্ট

فَصْلٌ : الْمُتَكَثِّرُ الْمَعْنَى لَهُ أَقْسَامٌ
عِدِيدَةٌ وَجْهُ الْحَصْرِ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي كَثُرَ
مَعْنَاهُ إِنْ وُضِعَ ذَلِكَ اللَّفْظُ لِكُلِّ مَعْنَى
إِبْتِدَاءً بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى حِدَةٍ يُسَمَّى
مُشْتَرِكًا كَالْعَيْنِ وَضِعَ تَارَةً لِلذَّهَبِ وَتَارَةً
لِلْبَاصِرَةِ وَتَارَةً لِلرُّكْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَوْضَعْ لِكُلِّ
إِبْتِدَاءً بَلْ وُضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنَى ثُمَّ اسْتَعْمِلَ
فِي مَعْنَى ثَانٍ لِأَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا إِنْ
اسْتَهْرَ فِي الثَّانِي وَتَرَكَ مَوْضُوعَهُ الْأَوَّلَ
يُسَمَّى مَنْقُولًا .

শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। সীমিতকরণের কারণ-
যে শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে, সে শব্দটি যদি প্রথম হতেই
প্রত্যেক অর্থের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠন করা হয়, তবে
তাকে **مُشْتَرِكٌ** বলা হবে। যথা-**الْعَيْنُ** শব্দটিকে কখনো
স্বর্ণের অর্থ বুঝানোর জন্য, আবার কখনো চক্ষুর অর্থ
বুঝানোর জন্য, আবার কখনো হাঁটুর অর্থ প্রদানের জন্য গঠন
করা হয়েছে। আর যদি প্রত্যেক অর্থের জন্য প্রথম হতেই
গঠন না করা হয়; বরং প্রথমে এক অর্থের জন্য গঠন করা
হয়েছিল পরবর্তীতে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পারস্পরিক
সম্পর্কের কারণে। এ অবস্থায় শব্দটি যদি দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে
অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং প্রথম অর্থকে ছেড়ে দেওয়া
হয়, তবে তাকে **مَنْقُولٌ** বলা হবে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : পরিচ্ছেদ **فَصْلٌ** **الْمُتَكَثِّرُ الْمَعْنَى** একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দকে **أَقْسَامٌ** কয়েকভাগে ভাগ করা
যায় **عِدِيدَةٌ** সীমিতকরণের কারণ **أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي كَثُرَ مَعْنَاهُ** অনেক অর্থ রয়েছে **وَضِعَ** যদি গঠন করা হয় **ذَلِكَ**
يُسَمَّى ভিন্ন ভিন্নভাবে **إِبْتِدَاءً** প্রথম হতেই **بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ** বিভিন্নরূপে **لِكُلِّ مَعْنَى** প্রত্যেক অর্থের জন্য **الْمَعْنَى** সে শব্দটি
তবে তাকে বলা হয় **مُشْتَرِكًا** যুগ্মতারিক **كَالْعَيْنِ** যথা- [চক্ষু] শব্দটি **وَضِعَ** গঠন করা হয়েছে **تَارَةً** কখনো **لِلذَّهَبِ** স্বর্ণের অর্থ বুঝানোর
জন্য **وَتَارَةً** আবার কখনো **لِلْبَاصِرَةِ** চক্ষুর অর্থ বুঝানোর জন্য **وَتَارَةً** আবার কখনো **لِلرُّكْبَةِ** হাঁটুর অর্থ প্রদানের জন্য **وَلَمْ يَوْضَعْ** আর
যদি গঠন না করা হয় **بَلْ وُضِعَ** বরং গঠন করা হয়েছিল **أَوَّلًا** প্রথমে **لِمَعْنَى** এক অর্থের
জন্য **ثُمَّ اسْتَعْمِلَ** পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয়েছে **فِي مَعْنَى ثَانٍ** অন্য অর্থে **لِأَجْلِ مُنَاسَبَةٍ** পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে **بَيْنَهُمَا** উভয়ের
মাঝে **اسْتَهْرَ** যদি প্রসিদ্ধি লাভ করে **فِي الثَّانِي** দ্বিতীয় অর্থের ক্ষেত্রে **وَتَرَكَ** ছেড়ে দেওয়া হয় **مَوْضُوعَهُ الْأَوَّلَ** প্রথম অর্থকে
তবে তাকে বলা হয় **مَنْقُولًا** [মানকূল]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক অর্থবিশিষ্ট **مُفْرَدٌ**-এর প্রকার বর্ণনা করার পর গ্রন্থকার একাধিক
অর্থবিশিষ্ট **مُفْرَدٌ**-এর প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একাধিক অর্থবিশিষ্ট **مُفْرَدٌ** চার প্রকার। যথা- ১. **مُشْتَرِكٌ**, ২. **مَنْقُولٌ**, ৩.
৪. **مَجَازٌ** এগুলোর পরিচয় বর্ণিত হলো-

১. **مُشْتَرِكٌ**-এর আভিধানিক অর্থ : **مُشْتَرِكٌ** শব্দটি বাবে **إِفْتِعَالٌ**-এর **الْإِشْتِرَاكُ** মাসদার থেকে **إِسْمٌ مَنْقُولٌ**-এর **وَاحِدٌ**
مُذَكَّرٌ-এর সীগাহ। মূলবর্ণ (ش. ر. ل.) জিনসে সহীহ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Compound আভিধানিক অর্থ- ১. অংশীদারিত্বপূর্ণ,
দ্বৈত অর্থবোধক, ২. **مَا لَهُ أَكْثَرُ مِنْ مَعْنَى** তথা যার একাধিক অর্থ রয়েছে, ৩. লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন-
تَشْتَرِكُ فِيهِ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ তথা যাতে অনেক অর্থ রয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত গ্রন্থকার বলেন-

هُوَ الْمُفْرَدُ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي كَثُرَ مَعْنَاهُ إِنْ وَضِعَ ذَلِكَ اللَّفْظُ لِكُلِّ مَعْنَى ابْتِدَاءً بِأَوْضَاعٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى حِدَةٍ.

অর্থাৎ যুগ্মতারিক ঐ মুফরাদকে বলা হয়, যে শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে এবং সে শব্দটি প্রথম হতেই প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্নরূপে পৃথক পৃথকভাবে গঠন করা হয়েছে।

মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন-

উদাহরণ : **مُشْتَرِكٌ** শব্দটি **عَيْنٌ** কেননা, তা চক্ষু, ঝর্ণা, স্বর্ণ, গুপ্তচর এরকম প্রায় ৬০টি অর্থ প্রকাশ করে। আর এ সকল অর্থ প্রকাশের জন্য সূচনা থেকে **عَيْنٌ** শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠন করা হয়েছে।

مَنْقُولٌ-এর আভিধানিক অর্থ : **مَنْقُولٌ** শব্দটি বাবে **نَصَرَ** থেকে **اسْمٌ مَفْعُولٌ**-এর **وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ**-এর সীগাহ। এটা **مَنْقُولٌ** মাদ্দাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। জিনসে সহীহ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Changed. আভিধানিক অর্থ- ১. পরিবর্তন, ২. **الْمَنْقُولُ** তথা স্থানান্তরিত, ৩. **حَوْلَ الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ** অর্থাৎ, বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ক. **مَنْقُولٌ**-এর সংজ্ঞায় মিরকাত গ্রন্থকার বলেন-

إِنْ لَمْ يَوْضَعْ لِكُلِّ ابْتِدَاءٍ بَلْ وَضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنَى ثُمَّ اسْتَعْمِلَ فِي مَعْنَى ثَانٍ لِأَجْلِ مَنَاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا إِنْ اشْتَهَرَ فِي الثَّانِي وَتَرَكَ مَوْضِعَهُ الْأَوَّلَ يُسَمَّى مَنْقُولًا.

অর্থাৎ **مَنْقُولٌ** টি যদি **مُشْتَرِكٌ**-এর মতো না হয়; বরং এটাকে যদি দু'টি অর্থের কোনো একটির জন্য গঠন করা হয়, অতঃপর দ্বিতীয় অর্থে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এ দ্বিতীয় অর্থটিই প্রসিদ্ধি লাভ করায় প্রথম অর্থকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তাকে **مَنْقُولٌ** বলে।

খ. কুতবী গ্রন্থ প্রণেতা বলেন-

أَنْ تُخَلَّلَ بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَانِي نَقْلٌ فَمَا أَنْ يَتْرَكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ أَوْ لَا فَإِنْ تَرَكَ يُسَمَّى لَفْظًا مَنْقُولًا.

গ. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন-

إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ وَضِعَ لِأَحَدِهِمَا فَنُقِلَ إِلَى الثَّانِي فَحَبِطَ إِذَا تَرَكَ مَوْضِعَهُ الْأَوَّلَ يُسَمَّى مَنْقُولًا.

অর্থাৎ একাধিক অর্থবিশিষ্ট যে **مُفْرَدٌ**-কে প্রথম থেকেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জন্য গঠন করা হয়নি; বরং প্রথমত এক অর্থের জন্য গঠিত হয়েছিল পরে তা অন্য অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রথম অর্থটি পরিত্যক্ত হয়েছে, তবে তাকে **مَنْقُولٌ** বলে।

উদাহরণ : **صَلَوَاتُ** শব্দটিকে প্রথমে **دُعَاءٌ** অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে ইসলামি শরিয়তে এটাকে **أَرْكَانُ حَقَائِقُ**-এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটা **مَنْقُولٌ**-এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

حَقِيقَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : **فَعِيلَةٌ** শব্দটি **فَعِيلَةٌ**-এর ওয়নে সিফাতের সীগাহ। এটি একবচন, বহুবচনে **حَقَائِقُ**; এর আভিধানিক অর্থ- ১. প্রকৃত ও মূল, ২. **خَالِصَةٌ** বা বিশুদ্ধ, ৩. **الشَّيْءُ الثَّابِتُ بَقِيَّتًا** তথা অকাট্যভাবে স্যাবস্ত বস্তু।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন-

إِنْ لَمْ يَتْرَكَ يُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةً. অর্থাৎ যার একাধিক অর্থ রয়েছে এবং প্রথমে এক অর্থের জন্য এবং পরে অন্য অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে, তবে দ্বিতীয় অর্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং প্রথম অর্থটিও বর্জিত হয়নি, তখন প্রথম অর্থে শব্দ ব্যবহার করাকে **حَقِيقَةٌ** বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন- **أَسَدٌ** শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। ১. হিংস্র জন্তু সিংহ, ২. বাহাদুর মানুষ। শব্দটি যদি তার প্রকৃত অর্থ তথা সিংহ অর্থে ব্যবহার হয় তখন তা হচ্ছে **حَقِيقَةٌ**।

مَجَازٌ-এর আভিধানিক অর্থ : **مَجَازٌ** শব্দটি বাবে **نَصَرَ**-এর মাসদার। **جَوَزٌ** শব্দমূল থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ- অতিক্রম করা, স্থানান্তর করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- অর্থাৎ মাজাজ হলো এমন একাধিক অর্থবিশিষ্ট **مُفْرَدٌ** যাকে প্রথমে এক অর্থের জন্য এবং পরে অন্য অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় অর্থটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি এবং প্রথম অর্থটিও বর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায় শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করাকে **مَجَازٌ** বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন- কারো বীরত্বের কারণে যদি তাকে **أَسَدٌ** বা সিংহ বলা হয়, তখন এটা হবে **مَجَازٌ** বা রূপক।

আর এক অর্থের জন্য গঠিত হওয়া **مُنْرَدٌ** অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ না হয় এবং প্রথম অর্থটি ছেড়ে দেওয়া হয়নি এবং শব্দটি একবার প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং একবার দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় ; তখন প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে শব্দটিকে **حَقِيقَةٌ** বলা হয়। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে শব্দটিকে **مَجَازٌ** বলা হয়। যেমন— **أَسَدٌ** এটি **حَيَوَانَ مُفْتَرِسٌ** তথা হিংস্র প্রাণী অর্থে এবং বীর পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে একে **حَقِيقَةٌ** বলা হয় এবং দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে একে **مَجَازٌ** বলা হয়।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَجَاز -এর নামকরণ : যেহেতু مَجَاز শব্দটি তার مَعْنَى مَوْضُوع لَهُ বা গঠনমূলক অর্থকে অতিক্রম করে অন্য অর্থে ব্যবহার হয়, বিধায় তাকে مَجَاز বলা হয়।

পরিচ্ছেদ : مُرْكَبٌ تَامٌ বা পূর্ণ যৌগিক আবার দু' প্রকার, তার একটিকে خَبَرٌ বা قَضِيَّةٌ বলা হয়। আর তা হচ্ছে— এমন مُرْكَبٌ যার দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা উদ্দেশ্য করা হয় এবং তাতে সত্য মিথ্যার অবকাশ থাকে। বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী উভয়টিই বলা যেতে পারে। যথা— اَلسَّمَاءُ قَرُونًا (আকাশ আমাদের উপর), اَلْعَالَمُ عَادِيٌ (পৃথিবী ধ্বংসশীল)। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের উক্তি اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللّٰهُ বাক্যটি قَضِيَّةٌ এবং خَبَرٌ তবে এতে মিথ্যার কোনোই সম্ভাবনা নেই। জবাবে বলবো— যদি مَخْكُومٌ عَلَيْهِ এবং مَخْكُومٌ بِهِ—এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এতে মিথ্যার সম্ভাবনা নেই, তবে শব্দগতভাবে তাতে মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রকারকে اِنشَاءٌ বলা হয়। اِنشَاءٌ আবার কয়েক প্রকার : ১. اَمْرٌ ২. نَهْيٌ ৩. تَمَيُّنٌ ৪. تَرْجِيٌّ ৫. نِدَاءٌ ৬. اِسْتِفْهَامٌ

[illegible]

এ-এর আলোচনা : পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার একাধিক অর্থবিশিষ্ট একক শব্দের আলোচনা করেছেন। এ পরিচ্ছেদে একার্থবোধক একাধিক শব্দের আলোচনা করেছেন। যেমন- **مِرَادٍ** এ শব্দটি **وَاحِدٌ مَذْكُورٌ**-এর **اسْمٌ فَاعِلٌ**-এর সীগাহ। এর মনিক অর্থ হচ্ছে- একে অপরের সাহায্যকারী, পেছনে আগমনকারী।

আর মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়, যদি একাধিক শব্দের একটি অর্থ থাকে, তবে তাকে مُرَادٍ বা সমার্থক বলা হয়। যেমন-الْيَتُّ وَ الْآسَدُ- দুটি শব্দের একই অর্থ। তা হচ্ছে 'সিংহ'। সুতরাং آسَدٌ এবং লাইস শব্দ দুটি একটি অপরটির مراد।

আলোচনা : مُرَكَّبٌ -এর প্রকারভেদ : গ্রন্থকার পূর্বের পরিচ্ছেদে مُفْرَدٌ -এর প্রকারভেদের আলোচনা শেষে আলোচ্য ইবারতে مُرَكَّبٌ -এর প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, مُرَكَّبٌ প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. مُرَكَّبٌ تَامٌ বা পরিপূর্ণ যৌগিক, ২. مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ বা অসম্পূর্ণ যৌগিক।

নাম-স্মরণের আভিধানিক অর্থ : নাম শব্দের অর্থ হলো- পরিপূর্ণ আর স্মরণ শব্দের অর্থ- যৌগিক। সুতরাং নাম-স্মরণ-এর অর্থ হচ্ছে- পরিপূর্ণ যৌগিক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতা مُرَكَّبُ تَامٍ-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-
 করার পর শ্রোতার জন্য তার উপর চপ থাকা শুদ্ধ হয়।
 مُرَكَّبُ تَامٍ অর্থاً الْمُرَكَّبُ التَّامُ مَوْماً يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ হলো যা শ্রবণ

২. কারো কারো মতে—مُرْكَبٌ مِمَّا يُعِيدُ الْمُخَاطَبَ فَاِذَةً تَامَةً فَلَا يَسْتَلُ عَنْهُ অর্থাৎ যে مُرْكَبٌ-টি শ্রোতাকে পূর্ণ উপকারিতা প্রদান করে এবং যা বুঝতে কোনোরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না, তাকেই مُرْكَبٌ বলা হয়। যেমন—كَانَ (খালিদ একজন লেখক) অথবা جَابِرٌ عَالِمٌ (জাবির বিদ্বান)। এতে কোনো প্রকার প্রশ্নের অবকাশ নেই।

‘مَرْكَبٌ’-এর আভিধানিক অর্থ : ‘مَرْكَبٌ’ শব্দের অর্থ হলো- অপূর্ণাঙ্গ আর ‘مَرْكَبٌ’ শব্দের অর্থ- যৌগিক। সুতরাং ‘مَرْكَبٌ’-এর অর্থ হচ্ছে- অপূর্ণাঙ্গ যৌগিক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- **مَرَمًا لَا يَصْعُقُ السُّكُونُ عَلَيْهِ** অর্থাৎ যার উপর চুপ থাকা শুদ্ধ হয় না।

উদাহরণ : যেমন- غلام زيد বাক্যটির ভাব অসম্পূর্ণ থাকায় শ্রোতার মনে প্রশ্ন থেকে যায়, তাই এটা مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ

জ্ঞাতব্য বিষয় : শ্রোতা চূপ হওয়ার অর্থ হলো, **مُرْكَبٌ** টি শ্রবণ করার পর শ্রোতা বক্তার বক্তব্য পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারা এবং তার মনে কোনোরূপ সংশয় না থাকা। আর শ্রোতার চূপ থাকা ভখনই শুদ্ধ যখন বক্তব্যে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গত বিষয়টি উল্লেখ থাকে। অন্যথায় তাকে **مُرْكَبٌ نَاقِضٌ** তথা অপূর্ণ যৌগিক বলা হয়।

এর আলোচনা : - قَوْلُهُ مُرَكَّبُ التَّامِّ الْغ

১. **الْمُرْكَبُ التَّامُ** **هُوَ مَا بَصَحَ السُّكُوتُ عَلَيْهِ** -এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- **مُرْكَبٌ** এক্কার **شَرَحَ التَّهْدِيبِ** শ্রোতার জন্য তার উপর চূপ থাকা সঠিক হয়, তাকেই **مُرْكَبٌ تَامٌ** বলে।

২. কারো কারো মতে- **هُوَ عِبَارَةٌ مِّنْ يُّنْبِئُ الْمَخَاطِبَ لَائِدَةً تَأْتِي فَلَا يَسْتَلْ عَنْهُ** অর্থাৎ যে **مُرْكَب** টি শোতাকে পূর্ণ উপকারিতা দান করে এবং যা বুঝতে কোনোরূপ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না, তাকেই **تَأْتِي** **مُرْكَب** বলা হয়। যথা- **يُخْرِكُكَ** অর্থাৎ বকর একজন লেখক।

الْإِنشَاءُ ۲. الْخَبَرُ ۱- যথা- দু' প্রকার مُرَكَّبٌ تَامٌ : এর প্রকারভেদ- مُرَكَّبٌ تَامٌ

۵. **إِنْ أَحْتَمَلَ الصَّدَقُ** -হয়- **خَبَرَ** বলা হয়- **أَخْبَرَ** হলো- সংবাদ। **خَبَرَ** শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো **خَبَرٌ** -এর পরিচয়। **وَالْكَذِبُ فَهُوَ عَمَرٌ** অর্থঃ **زَيْدٌ حَاضِرٌ** অর্থঃ যাদের উপস্থিত। **مَرَكٌ تَامٌ** টি যদি সত্য-মিথ্যার অবকাশ রাখে, তবে তাকে **خَبَرَ** বলে। যথা-

২. **إِنشَاء** এর পরিচয় : **إِنشَاء** শব্দটি বাবে **إِعْمَال** -এর মাসদার। এর অর্থ হলো- **أَلْخَلْقُ** বা সৃষ্টি করা। পরিভাষায় **إِنشَاء** বলা হয় **مَرَمًا لِيُصَحَّحَ أَنْ يُقَالَ لِقَائِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَذِبٌ** অর্থাৎ যার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার কোনো অবকাশ নেই। **إِنشَاء** (ভূমি যারদেকে সাহায্য করে) এখানে বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলার কোনোই অবকাশ নেই।

এ-এক আলোচনা : অর্থাৎ বাক্যটি এমন যে সত্যবাদী অথবা মিথ্যাবাদী বলা যেতে পারে। যেমন কেউ বলল, **قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الصَّدَقُ الْخ** (আকাশ আমাদের উপর)। এখন এ ব্যক্তিকে আমরা বলত পারি যে, সে সত্য বলেছে। এমনভাবে কেউ বলল, **الْإِنْسَانُ** (হুই হিন্দ অর্থে)। এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে, সে মিথ্যা বলেছে। পক্ষান্তরে **عِنْدَهُمُ النَّارُ** (তবে তাকে আমরা সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটিই বলতে পারবো না। যেমন- কেউ হিন্দ বলে)

এক আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো, **قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَكُنْ** বা **قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ** অনুযায়ী **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** কে **قَوْلُهُ** বা **قَوْلُهُ** বলা যাবে না। কারণ, এতে মিথ্যার সম্ভাবনাই নেই। অথচ এটি সর্বসম্মতিক্রমে **قَوْلُهُ**।

এর উত্তরে কহ **قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** হু প্রত্য তথা **وَمَعَكُمْ رَبِّكَ** -এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করলে অবশ্য বলতেই হবে যে, এতে মিথ্যার সম্ভবনাই **لَيْسَ** কিন্তু **بِإِذْنِ رَبِّكَ** সম্ভবতাবে এতেও মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহর সন্তা, মা'বুদের অর্থ ও সংবাদদাতার সত্যতার প্রতি লক্ষ্য করলে ঐ সম্ভবনাই হইত **قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** -কেও **وَمَعَكُمْ رَبِّكَ** বলা হবে।

সরল অনুবাদ : পরিশুদ্ধ : مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ
কয়েক প্রকার : ১. مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ যথা- غَلَامٌ زَيْدٌ
[যায়েদের দাস]। ২. مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِيٌّ যথা-
مُرَكَّبٌ غَيْرُ تَقْيِيدِيٍّ [জ্ঞানী ব্যক্তি]। ৩. مُرَكَّبٌ غَيْرُ تَقْيِيدِيٍّ
যথা- فِي الدَّارِ [ঘরের মধ্যে]। আপাতত এখানে শব্দের
আলোচনা শেষ হলো, এখন তোমাকে অর্থসমূহের
আলোচনার দিকে পথ দেখাবো।

١- مَا هِيَ الدَّلَالَةُ لُغَةً وَأَصْطِلَاحًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا؟ فَصِّلْ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمَثِيلِ.
٢- مَا هِيَ الدَّلَالَةُ لُغَةً وَأَصْطِلَاحًا؟ ثُمَّ بَيِّنْ أَقْسَامَ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ مُمَثِّلًا وَمُفَصَّلًا.
٣- عَرِّفِ الْمُفْرَدَ ثُمَّ بَيِّنْ أَقْسَامَهُ مُفَصَّلًا وَمُمَثِّلًا.
٤- الْمُفْرَدُ مَا هُوَ؟ ثُمَّ اذْكُرْ أَقْسَامَ الْمُفْرَدِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الْمُتَّحِدِ بِالتَّمَثِيلِ.
٥- كَمْ قِسْمًا لِلْمُفْرَدِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الْمُتَكَثِّرُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا وَمُمَثِّلًا.
٦- عَرِّفِ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ. ثُمَّ بَيِّنْ أَقْسَامَ الْمُرَكَّبِ بَيَانًا نَاميًا.
٧- مَا هُوَ الْمُرَكَّبُ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمَثِيلِ.
٨- مَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمَثِيلِ.

পারিচ্ছেদ : **كُلِّي** আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- এমন **كُلِّي** যার **أَفْرَادٌ** বাস্তবে পাওয়া অসম্ভব। যথা- **لَا شَيْءٌ** (কোনো কিছুই নয়), **لَا مَنَكِبِينَ** (অসম্ভব), **لَا مَوْجُودٌ** (অস্তিত্বহীন)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- যার **أَفْرَادٌ** বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব ; তবে পাওয়া যায় না। যথা- **الْعَنَقَاءُ** (এক জাতীয় পাখি), ইয়াকুত পাথরের পাহাড়। তৃতীয়টি হচ্ছে- যার **أَفْرَادٌ** পাওয়া যাওয়া সম্ভব, তবে একটির অধিক পাওয়া যায় না। যথা- **الشَّمْسُ** (সূর্য), **الرَّوَابِجُ تَعَالَى** (আল্লাহ তা'আলা)। চতুর্থটি হচ্ছে- এমন **كُلِّي** যার অনেক **أَفْرَادٌ** আছে, হয়তো তা **مُتَنَامٍ** বা সীমিত হবে। যথা- **الْكَوَاكِبُ السَّجَّارَةُ** (পরিভ্রমণকারী গ্রহ), কেননা এগুলো মোট সাতটি- ১. সূর্য, ২. চন্দ্র, ৩ মঙ্গল গ্রহ, ৪. শুক্র গ্রহ, ৫. শনি গ্রহ, ৬. বুধ গ্রহ, ৭. বৃহস্পতি গ্রহ। অথবা **غَيْرُ مُتَنَامٍ** বা অগণিত হবে। যথা- মানুষ, ঘোড়া, ছাগল, গরু ইত্যাদির এককসমূহ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصَلَ পরিচ্ছেদ মাকহুম অর্থাৎ যা উদয় হয় فِي الدِّهْنِ স্মৃতিতে তা দু' প্রকার أَحَدُهَا جَزْئِيٌّ ১. জুযমী وَالْآخَرُ كُلِّيٌّ ২. কুল্লী الْجَزْئِيُّ এঁ ফ়েহু কে-বলে مَا يَمْتَنِعُ যা বাধা প্রদান করে وَهَذَا كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو একাধিক বিষয়ের উপর عَلَى كَثِيرِينَ যথা- যামেদ, আমর এবং شَاكِرٌ وَمَنْعَةُ الْفَرْسِ এমন মাকহুম مَا لَا يَمْتَنِعُ যা বাধা প্রদান করে না وَأَمَّا الْكُلِّيُّ আর كُلِّيٌّ হচ্ছে فَهَوُاْ এমন মাকহুম عَلَى كَثِيرِينَ এবং شَاكِرٌ হওয়াকে কোনো জিনিসের অংশীদারিত্বকে عَنْ وَقَوْمِ الشَّرْكَةِ فِيهِ যার কল্পনা একাধিক বিষয়ের উপর كَانَ نَسَانٍ وَالْفَرْسِ যথা- মানুষ ও ঘোড়া وَقَدْ يُنْسَرُ আবার কখনো পরিচয় দেওয়া হয় كَلْبِيٍّ وَالْجَزْئِيُّ কুল্লী تَكْفُرُهُ مَا جَوَّزَ الْعَقْلُ فَهَوُاْ এমন মাকহুমকে বলে بِتَفْسِيرَيْنِ أُخَرَينِ অন্যভাবেও أَمَّا الْكُلِّيُّ আর কুল্লী

ইস. আশিম মিরকাত-৭

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. মিরকাত প্রণেতার মতে— **هُوَ مَا لَا يَمْتَنِعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وَقْعِ الشَّرَكَةِ فِيهِ وَعَنْ صَدِّقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ** অর্থাৎ যে **مَنْهُم** একাধিক বিষয় শরিক হওয়াকে নিষেধ করে না এবং অনেকের উপর প্রযোজ্য হয়, তাকে **كُلِّي** বলে।
২. সুন্নাহুল উলূম গ্রন্থকার বলেন— **الْمَنْهُمُ أَنْ جَوَزَ الْعَقْلُ تَكْفُرَهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَوُّرُ فُكِّلِي** অর্থাৎ নিজস্ব সত্তার দিক থেকে **مَنْهُم** যদি একাধিক এককের উপর প্রযোজ্য হয়, তবে তাকে **كُلِّي** বলে।
৩. মীযানুল আখবার প্রণেতার মতে— **إِنْ مَنَعَ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وَقْعِ الشَّرَكَةِ فِيهِ فَهُوَ كُلِّي** অর্থাৎ যে **مَنْهُم** তার উপর আরোপিত অংশীদারিত্বকে নিষেধ করে না, তাই **كُلِّي**।
৪. কারো কারো মতে, যার কল্পনা কোনো জিনিসের অংশীদারিত্বকে এবং একাধিক বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হওয়াকে বাধা দেয় না, তাই **كُلِّي**।

উদাহরণ : যেমন— **رَزِدَ . بَكَرَ . رَأَيْدَ** শব্দটি **إِنْسَان** সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

قَيْد দ্বারা যেসব **كُلِّي** বের হয়ে **نَفْسُ تَصَوُّرِهِ**-এর সংজ্ঞায়— **جُزْنِي**-এর বর্ণনা : **قَيْد**-এর সংজ্ঞায় **كُلِّي**-এর **جُزْنِي** গেছে যা বাস্তবে অংশীদারিত্ব মুক্ত, কিন্তু কল্পনাগত দিক থেকে অংশীদারিত্ব মুক্ত নয়। আর **كُلِّي**-এর সংজ্ঞায় **نَفْسُ تَصَوُّرِهِ**-এর **قَيْد** দ্বারা ঐ সব **كُلِّي** অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা বাস্তবে অংশীদারিত্ব মুক্ত। যেমন— **وَاجِبُ الوجود**

উল্লেখ্য, অত্র আলোচনায় **جُزْنِي** ও **كُلِّي**-এর সংজ্ঞায় একটু ভিন্নতর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা উপরোল্লিখিত বর্ণনার ব্যতিক্রম হলেও উভয় সংজ্ঞার মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

قَوْلُهُ الْكُلِّيُ أَقْسَامُ الْخ-এর আলোচনা : এখানে **كُلِّي**-এর প্রকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর **كُلِّي**-এর **أَفْرَاد** বাস্তব ও অবাস্তব এবং কম বা বেশি ও সীমিত ও সীমাহীন হওয়ার দিক দিয়ে **كُلِّي** চার প্রকার। এদের সার এই যে, **كُلِّي**-এর **أَفْرَاد**-এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে বা যাবে না। **أَفْرَاد** পাওয়া না গেলে প্রথম প্রকার। আর পাওয়া গেলে এর সংখ্যা এক হবে বা অধিক হবে। এক হলে এটি দ্বিতীয় প্রকার। আর **أَفْرَاد** অধিক হলে সীমিত হবে বা সীমাহীন হবে সীমিত হলে এটি তৃতীয় প্রকার। অন্যথায় চতুর্থ প্রকার।

قَوْلُهُ أَحَدًا يَمْتَنِعُ الْخ-এর আলোচনা : **كُلِّي**-এর প্রথম প্রকার ঐ **كُلِّي** যার কোনো **فَرْد** (একক) **خَارِج** (বাস্তবে) পাওয়া যাবে না। যেমন— **لَا مَسْكَنَ . لَا مَرْجُودَ . لَا شَيْءَ** এ তিনটি **كُلِّي** কিন্তু এগুলোর কোনোটির কোনো **فَرْد** বা একক বাস্তবে পাওয়া যেতে পারে না। কেননা, বাস্তবে যা পাওয়া যায় তাকে **شَيْءٌ مَسْكَنٌ** এবং **شَيْءٌ مَرْجُودٌ** বলা হয়। অতঃপর **لَا مَرْجُودَ . لَا شَيْءَ** ও যদি বাস্তবে পাওয়া যায়, তাহলে এটি **اجْتِمَاعٌ نَقِضَيْنِ** (দু' বৈপরীত্যের একত্রিকরণ) জরুরি হবে, যা অসম্ভব।

قَوْلُهُ كَالْعَيْنَاءِ-এর আলোচনা : এটি **كُلِّي**-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। **كُلِّي**-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো— যার **أَفْرَاد** বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু তার একটি **فَرْد** পাওয়া যায় না। যেমন— **عَفَاء**-এর **مَنْهُم** এবং ইয়াকুতের পাহাড়ের **مَنْهُم** কেননা, **عَفَاء**-এর ব্যাপারে কথিত আছে যে, তা এমন একটি পাখি যার চারটি পা আছে, দু'টি ডানা আছে, একটি ডানা **مَشْرِق**-এ এবং একটি ডানা **مَغْرِب**-এ থাকে। এমন পাখি বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। অনুরূপ ইয়াকুতের পাহাড় পাওয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ وَتَالَيْهَا مَا أَمَكْتُ الْخ-এর আলোচনা : **كُلِّي**-এর তৃতীয় প্রকার যার **أَفْرَاد** পাওয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু বাস্তবে মাত্র একটি **فَرْد** পাওয়া যাবে। এরূপ **كُلِّي** দু' প্রকার :

১. **كُلِّي**-এর এক **فَرْد**-এর অধিক বাস্তবে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন— **وَاجِبٌ تَعَالَى** যার শুধু একমাত্র একক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বাস্তব, বাস্তবে যার অন্য কোনো সংখ্যা নেই। কেননা, তার অন্য কোনো সংখ্যা থাকলে শিরক হবে যা অসম্ভব।
২. যার এক **فَرْد** বাস্তবে পাওয়া যায় তবে একাধিক **فَرْد** পাওয়া যাওয়াও সম্ভব। যেমন— **الشَّمْسُ** (সূর্য যার) একটি **فَرْد** পাওয়া যায়। একাধিক পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারেও **عَفَاء** কোনো আপত্তি নেই।

قَوْلُهُ وَرَأَيْهَا مَا وَجَدْتُ الْخ-এর আলোচনা : চতুর্থ প্রকার ঐ **كُلِّي** যার অনেক **أَفْرَاد** বাস্তবে পাওয়া যায়। তবে তা দু' প্রকার— ১. যার **أَفْرَاد** বাস্তবে সীমিত। যেমন— **كَوَكِبُ سَيَّارَةٍ** যার **أَفْرَاد** বাস্তবে অনেক পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে **عَفَاء** কোনো আপত্তি নেই। তবে বাস্তবে শুধু সাতটি পাওয়া যায়, যা **سَبْعُ سَيَّارَةٍ** নামে অপরিচিত। এরা হলো— **زُهْرَاءَ . عَطَّارَةَ . مَرْيَمَ . رَحَلَ . مُشْتَرِي . عَالَمَ** ২. যার **أَفْرَاد** বাস্তবে সীমাহীন, যেমন— **إِنْسَان** এবং **فَرَس** ইত্যাদির **أَفْرَاد** বাস্তবে **غَيْرُ مُتَنَاهٍ** তবে যারা **عَالَمَ** কে-**عَالَم** বলে তাদের মতে **إِنْسَان** সীমিত বা **مُتَنَاهٍ** হবে। আর আমাদের উদাহরণ ঐ সকল বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে যারা **عَالَمَ** বলা হয়।

وَقَدْ أوردَ عَلَى تَعْرِيفِ الْكَلْبِيِّ وَالْجَزْنِيِّ سُؤَالَ
تَقْرِيرِهِ أَنَّ الصُّورَةَ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُعَيَّنَةِ
وَالشَّيْبَةِ الْمَرْنِيِّ مِنْ بَعِيدٍ وَمَحْسُوسِ الطِّفْلِ فِي
مَبْدَأِ الْوَلَادَةِ كُلُّهَا جُزْئِيَّاتٌ مَعَ أَتَى يَصْدُقُ عَلَيْهَا
تَعْرِيفُ الْكَلْبِيِّ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَرَضُ صِدْقِهَا
عَلَى كَثِيرِينَ غَيْرِ مُمْتَنِعٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ
بِصِدْقِ الْمَفْهُومِ فِي تَعْرِيفِ الْكَلْبِيِّ هُوَ الصِّدْقُ
عَلَى وَجْهِ الْاجْتِمَاعِ وَهَذِهِ الصُّورُ أَعْنَى صُورَةَ الْبَيْضَةِ
الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّمَا يَصْدُقُ عَلَى كَثِيرِينَ بَدَلًا لَا
اجْتِمَاعًا فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَأْخُودَةٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ضَرُورَةً
أَنَّهَا مَأْخُودَةٌ مِنْ مَادَّةٍ مُعَيَّنَةٍ جُزْئِيَّةٍ وَلَوْلَا فِيهَا
اعْتِبَارُ التَّوْحِيدِ لَكَانَتْ كَلْبِيَّةً مِنْ غَيْرِ لُزُومٍ أَشْكَالٍ هَذَا
فَصَلَّى فِي النَّسَبَةِ بَيْنَ الْكَلْبِيِّ : اِعْلَمْ أَنَّ النَّسَبَةَ
بَيْنَ الْكَلْبِيِّ تَتَصَوَّرُ عَلَى أَنْهَاءٍ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّكَ إِذَا
أَخَذْتَ كَلْبِيَّيْنِ فَأَمَّا أَنْ يَصْدُقَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى مَا صَدَقَ
عَلَيْهِ الْآخَرُ فَهَمَّا مُتَسَاوِيَانِ كَالْإِنْسَانِ وَالنَّاطِقِ لِأَنَّ
كُلَّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ وَكُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ أَوْ يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا
عَلَى مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَلَا يَصْدُقُ الْآخَرُ عَلَى
جَمِيعِ أَفْرَادٍ أَحَدِهِمَا فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقًا
كَالْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ فَيَصْدُقُ الْحَيَوَانُ عَلَى كُلِّ مَا
يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَلَا يَصْدُقُ الْإِنْسَانُ عَلَى كُلِّ
مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانُ بَلْ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ لَا يَصْدُقُ
شَيْءٌ مِنْهُمَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ
فَهَمَّا مُتَبَايِنَانِ كَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ

সম্মত অনুবাদ : আর জুজনি-এর সংজ্ঞার উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণ হলো, নির্দিষ্ট ডিমের অর্জিত আকৃতি, দূর হতে অবলোকিত আকৃতি এবং শিশু জন্মের প্রাথমিক অবস্থায় অনুভূত আকৃতি- এসব কিছুই জুজনি অথচ এগুলোর উপর কলী-এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কেননা, এ অবস্থায় এদের একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

উত্থাপিত প্রশ্নটির উত্তর এই যে, কলী-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে কোনো বিষয় প্রযোজ্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে- তার ব্যাপারে সমষ্টিগতভাবে প্রযোজ্য হওয়া, আর নির্দিষ্ট একটি ডিমের আকৃতি এবং আরো যা কিছু রয়েছে এগুলো একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় বদল বা পরিবর্তন হিসেবে সমষ্টিগত হিসেবে নয়। কেননা, এ সকল আকৃতি হচ্ছে জুজনি এবং নির্দিষ্ট বস্তু হতে সংগৃহীত বিধায় এগুলোর মধ্যে এককত্ব রয়েছে। আর যদি এগুলোর মধ্যে এককত্বের বিবেচনা না হতো, তবে বিনা প্রশ্নেই এগুলো কলী হিসেবে ধর্তব্য হতো।

পরিচ্ছেদ : দু' কলী-এর মধ্যে নস্বে-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে। জেনে রাখো যে, দু'টি কলী-এর মধ্যে চার প্রকারের নস্বে কল্পনা করা যায়। কেননা, যখন তুমি দু'টি কলী গ্রহণ করবে, তখন হয়তো উভয়ের প্রত্যেক কলী ঐ সকল অফ্রাদ-এর উপর প্রযোজ্য হবে যাদের উপর অপর কলী প্রযোজ্য হবে। তখন এ উভয় কলী-কে-মুসাবান বলা হবে। যেমন-নাস্তিক এবং নাস্তিক কেননা, প্রত্যেক নাস্তিক-ই নাস্তিক এবং প্রত্যেক নাস্তিক-ই নাস্তিক অথবা উভয় কলী-এর একটি কলী এমন সকল অফ্রাদ-এর উপর প্রযোজ্য হবে যাদের উপর অপর কলী প্রযোজ্য হয় ; কিন্তু অপর কলী প্রথম কলী-এর সকল অফ্রাদ-এর উপর প্রযোজ্য হবে না। এরূপ দু' কলী-এর মধ্যে নস্বে হবে।-এমম খুসুস মুতলক যেমন-যেমন এবং হিবান সুতরাং কলী-এর উপর প্রযোজ্য হবে না; বরং তাদের অংশের উপর প্রযোজ্য হবে। অথবা দু' কলী-এর কোনো কলী ঐ সকল অফ্রাদ সমূহ হতে কোনো কলী-এর উপর প্রযোজ্য হবে না যার উপর অপর কলী প্রযোজ্য হবে। আর এ দু' কলী-কে-মুসাবান বলা হবে। যেমন-নাস্তিক এবং কলী

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বিতীয় প্রশ্ন : দূর হতে কোনো একটি আকৃতি দেখে দর্শক মনে করে তা ছাগল। তারপর কিছু নিকটবর্তী হয়ে মনে করে তা গাভী। তারপর আরো নিকটবর্তী হয়ে সে মনে করে তা মহিষ। এখানে একই বস্তু একাধিক বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে, বিধায় একে **কُلِّي** বলা হবে- অথচ এটি **جَزْنِي**। এতেও **جَزْنِي** টা **كُلِّي**-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। ফলে **كُلِّي** ও **جَزْنِي** উভয়টির সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে।

তৃতীয় প্রশ্ন : ছোট শিশু যখন মায়ের কোলে যায়, তখন তাকে নিজের মা মনে করে এবং তার ধারণায় একটি আকৃতি অর্জিত হয়। তারপর মায়ের কোল হতে খালা বা ফুফীর কোলে যখন যায় তখন তাদেরকেও মা-ই মনে করে। এখানেও একটি নির্দিষ্ট বস্তু একাধিক বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে; বিধায় একেও **كُلِّي** বলা হবে। এখানেও **جَزْنِي** টা **كُلِّي**-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, যার ফলে **كُلِّي** ও **جَزْنِي**-এর উভয় সংজ্ঞাই অসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

উল্লিখিত প্রশ্নত্রয়ের সমাধান : গ্রন্থকার উপরিউক্ত প্রশ্নত্রয়ের একটি উত্তর দিয়েছেন। তা হচ্ছে- **كُلِّي**-এর সংজ্ঞায় একই বিষয় একাধিক বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা যা বলা হচ্ছে, তার মৌলিক অর্থ হলো- সমষ্টিগতভাবে প্রযোজ্য হওয়া, পরিবর্তনের দ্বারা নয়। আর উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে একই বস্তু একাধিক বস্তুর জন্য প্রযোজ্য হয়েছে, সমষ্টিগতভাবে নয়; বরং পরিবর্তনের মাধ্যমে। অতএব, এগুলোকে **كُلِّي** বলা হবে না। আর এতে **كُلِّي** ও **جَزْنِي**-এর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত থেকে যাবে।

এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, মানতিকশাস্ত্রে দু'টি **كُلِّي**-এর মধ্যে চার প্রকারের **نِسْبَة** বা সম্পর্ক হতে পারে। যথা- ১. **نِسْبَة التَّسَاوِي** [সমতা সম্পর্ক] ২. **نِسْبَة التَّبَايُن** [বৈপরীত্যের সম্পর্ক] ৩. **نِسْبَة الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مُطْلَق** [সাধারণভাবে সমতামূলক সম্পর্ক] ৪. **نِسْبَة الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهِ** [ক্ষেত্র বিশেষ সমতামূলক সম্পর্ক]। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

نِسْبَة التَّسَاوِي-এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিতে **نِسْبَة** শব্দের অর্থ- সম্পর্ক। আর **تَّسَاوِي** শব্দটি বাবে **تَّفَاعُل**-এর মাসদার। অর্থ হলো- পরস্পর সমতা অর্জন করা। এর পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে মীযানুল মানতিক প্রণেতা বলেন-

إِنْ صَدَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ

অর্থাৎ দু'টি **كُلِّي**-এর একটি অপরটির সকল **أَفْرَاد**-এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য হলে, তাকে **نِسْبَة التَّسَاوِي** বলে। যেমন- **إِنْسَان** এবং **أَفْرَاد**-এর সমস্ত **إِنْسَان** (মানুষ) **كُلِّي** টি **نَاطِق**-এর সমস্ত **أَفْرَاد**-এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য, অনুরূপ **إِنْسَان** টি **نَاطِق**-এর সমস্ত **أَفْرَاد**-এর উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন, বলা হয়- **كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ**; আবার এটাও বলা যায় যে, **كُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ**; কাজেই এটা **نِسْبَة** হলো।

نِسْبَة الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مُطْلَق-এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিতে **عَام** শব্দটি একবচন, বহুবচনে **عُمُوم** অর্থ- ব্যাপক। আর **خَاص** শব্দটিও একবচন, বহুবচনে **خُصُوص** অর্থ-নির্দিষ্ট। **مُطْلَق** সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, বাক্যটির সমষ্টিগত অর্থ হলো-সাধারণ ব্যাপকতা ও সাধারণ বিশেষত্বের সম্পর্ক। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা-

إِنْ صَدَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى كُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ

অর্থাৎ যদি দু'টি **كُلِّي**-এর একটি অপরটির সকল **فَرْد**-এর উপর প্রযোজ্য হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি অপরটির সকল **فَرْد**-এর উপর প্রযোজ্য না হয়, তবে তাকে **نِسْبَة الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مُطْلَق** বলে। যথা- **إِنْسَان** এবং **حَيَوَان** দু'টির মধ্যকার সম্পর্ক। কেননা, **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** বা সকল মানুষ প্রাণী কথাটি প্রযোজ্য হয়; কিন্তু সকল প্রাণী মানুষ এ কথা প্রযোজ্য হয় না, তাই বলা হয়- **كُلُّ حَيَوَانٍ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ** অর্থাৎ সকল প্রাণী মানুষ নয়।

এর আলোচনা :

نِسْبَة التَّبَايُن শব্দের আভিধানিক অর্থ : **تَّفَاعُل**-এর মাসদার। অর্থ- পারস্পরিক বৈপরীত্য, বিচ্ছিন্ন। এটা **نِسْبَة التَّسَاوِي**-এর বিপরীত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত প্রণেতার মতে-

إِنْ لَا يَصْدُقُ شَيْءٌ مِنْهُمَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ

অর্থাৎ যদি দু'টি **كُلِّي**-এর কোনো একটি অপরটির **أَفْرَاد**-এর উপর প্রযোজ্য না হয়, তাহলে উক্ত দু'টির মধ্যকার সম্পর্ককে **نِسْبَة التَّبَايُن** বলে।

উদাহরণ : **إِنْسَان** (মানুষ) এবং **فَرَس** (ঘোড়া) এখানে মানুষ এবং ঘোড়া দু'টি যা একটি অপরটির উপর প্রযোজ্য হয় না। অতএব বলা যায়- **أَحَدٌ مِنَ الْفَرَاسِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ** অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কেউ ঘোড়া নয়। অনুরূপ **أَحَدٌ مِنَ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ** অর্থাৎ কোনো ঘোড়া মানুষ নয়।

أَوْ يَصْدُقُ بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى
بَعْضٍ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَبَيْنَهُمَا
عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ كِنَايَةِ
وَالْحَيَوَانُ فِي الْبَطِّ يَصْدُقُ كُلُّ مِنْهُمَا وَفِي
الْفِيلِ يَصْدُقُ الْحَيَوَانُ فَقَطْ وَفِي الثَّلَجِ
وَالْعَاجِ يَصْدُقُ الْآبِيضُ فَقَطْ فَهَذِهِ أَرْبَعُ
نُسَبٍ . التَّسَاوِيُ وَالتَّبَايُنُ وَالْعُمُومُ
وَالْخُصُوصُ مُطْلَقًا وَالْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ
مِنْ وَجْهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ .

সরল অনুবাদ : অথবা দু' কِلِّي' -এর এক কِلِّي' ঐ সকল অফ্রাদ্ সমূহ হতে কিছু অফ্রাদ্ -এর উপর প্রযোজ্য হবে, যার উপর অপর কِلِّي' প্রযোজ্য হবে। এরূপ দু' কِلِّي' -এর মধ্যে عُمومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجِهٍ -এর نِسْبَةٌ হবে। যেমন- حَيَوَانٌ اَبْيَضٌ এবং حَيَوَانٌ اَسْوَدٌ। অতঃপর بَطٌ তথা حَيَوَانٌ মধ্যে حَيَوَانٌ এবং اَبْيَضٌ উভয় কِلِّي' প্রযোজ্য হবে। আর اَلْفَيْلُ তথা হাতির মধ্যে শুধু حَيَوَانٌ প্রযোজ্য হবে এবং اَلْعَجَاجُ তথা বরফ ও اَلْعَجَاجُ তথা হাতির দাঁতের উপর শুধু اَبْيَضٌ প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এরা চারটি ১. نِسْبَةُ تَبَايُنٍ ২. نِسْبَةُ تَسَاوٍ ৩. نِسْبَةُ عَامٍ وَخَاصٍّ مِنْ وَجِهٍ ৪. نِسْبَةُ عَامٍ وَخَاصٍّ مُطْلَقٌ তাদের স্বরণ রাখ।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : قَوْلُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ الْخ

১৩. **عَمَّ** -এর আভিধানিক অর্থ : **عَمَّ** শব্দটি বহুবচন, একবচনে **عَام** অর্থ- ব্যাপক। অনুরূপ **خُصَّصَ** শব্দটি বহুবচন, একবচনে **خَاص** অর্থ- বিশেষ। **عَمَّ**-এর অর্থ- আংশিক। **عَمَّ** ও **خُصَّصَ** -এর অর্থ- ব্যাকাংশের অর্থে আংশিক ব্যাপকতা এবং আংশিক বিশেষত্বের সম্পর্ক।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : মিরকাত প্রণেতা বলেন-

অর্থঃ দুই أَنْ يَصْدُقَ بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ .
বলে। عام خاص من وجه -এর প্রত্যেকটি অপরটির কতিপয় أفراد-এর উপর আংশিকভাবে প্রযোজ্য হলে, তাকে

উদাহরণ : যেমন- **أَبِصْرٌ** (সাদা) এবং **حَبْرًا** (প্রাণী) শব্দদ্বয় একে অপরের উপর আংশিকভাবে প্রযোজ্য। কেননা, কোনো কোনো প্রাণী সাদা, আবার কোনো কোনো প্রাণী সাদা নয় এবং কোনো কোনো সাদাও প্রাণী নয়।

মোটকথা, দু'টি **كُنْزِي**-এর প্রথমটি যদি দ্বিতীয়টির উপর আংশিকভাবে এবং দ্বিতীয়টি যদি প্রথমটির উপর আংশিকভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহলে সে সম্পর্কে **نَسَبَةٌ عَامٌّ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ** বলে।

আর جَزْنِي اِصَافِي এটি প্রত্যেক এ اَعْمَى কে বলে, যা اَعْمَى-এর অধীনে হবে। চাই তার مَفْهُوم-এর تَصَوُّر (কল্পনা)-এর উপর প্রযোজ্য হোক বা না হোক। যেমন- اِنْسَان এটি اَقْرَاد-এর উপর প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও حَيَوَانَ-এর অধীনে হওয়ায় এটি جَزْنِي اِصَافِي হবে। তদ্রূপ حَيَوَانَ ও جِسْم نَامِي-এর অধীনে হওয়ায় এটিও جَزْنِي اِصَافِي তদ্রূপ جِسْم نَامِي এটি جِسْم مُطْلَق-এর অধীনে হওয়ায় এটিও جَزْنِي اِصَافِي হবে। তবে جَوهر এটি جَزْنِي اِصَافِي হবে না। কেননা, এটি অন্য কোনো عَام-এর অধীনে হয়নি।

সরল অনুবাদ : পরিশ্বেদ : كَيْفَاتُ
পাঁচটি। প্রথমটি হলো جِنْسُ [জাতি] তা ঐ كَيْفُ যা
مُ দ্বারা প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন حَقِيقَةً সম্পন্ন অনেক বস্তু
বা বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন— حَيَوَانُ [প্রাণী]
তা إِنْسَانُ [মানুষ], فَرَسٌ [ঘোড়া], غَنَمٌ [বকরি]—এর
উপর বলা যায়। যখন এদের সম্পর্কে مَا هِيَ দ্বারা প্রশ্ন
করা হয় এবং বলা হয় যে الْإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ مَا هُمَا
তথা মানুষ এবং ঘোড়া এরা কি ? এর উত্তরে বলা হবে
حَيَوَانُ [প্রাণী]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جنس [জিনস] ।

فَصَلِّ فِي تَرْتِيبِ الْأَجْنَاسِ: الْجِنْسُ إِمَّا سَافِلٌ
وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ تَحْتَهُ جِنْسٌ وَيَكُونُ فَوْقَهُ جِنْسٌ
بَلْ إِمَّا يَكُونُ تَحْتَهُ النَّوْعُ كَالْحَيَوَانِ فَإِنَّ تَحْتَهُ
الْإِنْسَانَ وَهُوَ نَوْعٌ وَفَوْقَهُ الْجِسْمُ النَّامِيُّ وَهُوَ جِنْسٌ
فَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ سَافِلٌ وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ وَهُوَ مَا يَكُونُ
تَحْتَهُ جِنْسٌ وَفَوْقَهُ أَيْضًا جِنْسٌ كَالْجِسْمِ النَّامِيِّ
فَإِنَّ تَحْتَهُ الْحَيَوَانَ وَفَوْقَهُ الْجِسْمَ الْمُطْلَقُ وَإِمَّا
عَالٍ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ فَوْقَهُ جِنْسٌ وَيُسَمَّى بِجِنْسِ
الْأَجْنَاسِ أَيْضًا كَالْجَوْهَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ جِنْسٌ
وَتَحْتَهُ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ وَالْجِسْمُ النَّامِيُّ وَالْحَيَوَانُ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : পঞ্চ **كُنَى**-এর
দ্বিতীয়টি হলো **نَوْع** বা উপজাতি। আর তা একই হাকীকত
বা সত্তা বিশিষ্ট একাধিক বস্তুর উপর **مَاوَر** দ্বারা প্রশ্ন করলে
জবাবে যে **كُنَى** আসে, তাকে **نَوْع** (উপজাতি) বলা হয়।
نَوْع (উপজাতি)-এর আরো একটি অর্থ রয়েছে, তাকে **نَوْع**
إِصَافِي (সম্বন্ধবাচক উপজাতি) বলা হয়। তা **ع** **مَاوِبَة**
(প্রকৃতি)-কে বলা হয় যার সাথে অন্য এক **مَاوِبَة** যোগ
করে **مَاوَر** দ্বারা প্রশ্ন করলে তার জবাবে **جِنْس** (জাতি)
প্রযোজ্য হয়। **نَوْع** **إِصَافِي** ও **نَوْع** **حَقِيقِي**-এর মধ্যে
عُمُوم-এর সম্পর্ক। কেননা, উভয়টি
وَجِب **خُصُوص** **مِنْ وَجِب**-এর সঙ্গত। কেননা, উভয়টি
نَوْع **حَقِيقِي** **تَا** **إِنْسَان**-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।
نَوْع **إِصَافِي** ব্যতীত **نُقْطَة** [বিন্দু]-এর জন্য প্রযোজ্য হয়, আর
نَوْع **حَقِيقِي** **تَا** **نَوْع** **إِصَافِي** ব্যতীত **حَيَوَان**-এর জন্য
প্রযোজ্য হয়।

পরিচ্ছেদ : جنس [জাতিসমূহের বিন্যাস প্রসঙ্গে] جنس
হয়তো নিম্নস্তরের হবে। তা ঐ জিনসকে বলা হয়, যার নিচে
আর কোনো جنس থাকে না, তার উপরে جنس থাকে।
তার নিচে কেবল نوع (উপজাতি) থাকে। যেমন- حيوان
(প্রাণী) তার নিচে انسان (মানুষ) তার نوع আর তার উপরে
حيوان (বর্ধনশীল দেহ) তা جنس। অতএব حيوان
(প্রাণী) جنس سافل (সর্বনিম্ন জিনস) অথবা متوسيط
(মধ্যবর্তী) হবে। তা ঐ জিনস যার নিচেও جنس আবার
উপরেও جنس যেমন- جنس نامي (বর্ধনশীল দেহ) তার
নিচে حيوان (প্রাণী)। আর তার উপরে جنس مطلق
(সাধারণ দেহ)। অথবা তা عالي (উর্ধ্বতন) হবে। তা ঐ
جنس-কে বলা হয় যার উর্ধ্বে আর কোনো جنس নেই।
একে جنس الاجناس (সর্বোচ্চ জাতি) বলা হয়। যেমন-
جوف (মূলধাতু)। কেননা, তার উর্ধ্বে কোনো জিনস নেই।
তবে নিচে جنس مطلق, جنس نامي ও حيوان (প্রাণী) রয়েছে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ الْاَنْثَايِ পঞ্চ কুলী-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো النَّوْعُ উপজাতি وَهُوَ كُلُّی আর তা ঐ কুলী
 مَاهُو - فِیْ جَوَابِ مَاهُو বিশিষ্ট একই হাকীকত বা সত্তা بِالْحَقَائِقِ উপর একাধিক বস্তুর উপর كَفِیْرَتِینْ যা আসে
 النَّوْعُ الْاِضَافِیُّ তাকে বলা হয় وَمَقَالٌ لَهُ আরো একটি অর্থ وَلِلنَّوْعِ উপজাতি-এর রয়েছে جَوَابِ উপজাতি-এর রয়েছে
 অন্য এক مَاهُو - فِیْ جَوَابِ مَاهُو তা ঐ مَاهِیة (প্রকৃতি)-কে বলা হয় وَعَلَى غَیْرِهَا যার সাথে প্রযোজ্য হয় وَعَلَى غَیْرِهَا
 আর وَتَمِّنُ النَّوْعِ الْحَقِیقِیُّ দ্বারা প্রশ্ন করলে তার জবাবে النَّوْعِ الْحَقِیقِیُّ জাতি الْجَنْسُ যোগ করে
 উমূম ওয়া খুসূস মিন ওয়াজহিন-এর সম্পর্ক نَوْعٌ اِضَافِیٌّ وَ النَّوْعُ الْاِضَافِیُّ -এর মধ্যে عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ
 টা প্রযোজ্য হয় نَوْعٌ حَقِیقِیٌّ - وَصَدَقَ الْحَقِیقِیُّ عَلَى الْاِنْسَانِ এর ক্ষেত্রে كَیْفِیَّتِیْنِ উভয়টি প্রযোজ্য হয়
 نَوْعٌ اِضَافِیٌّ - وَصَدَقَ الْاِضَافِیُّ عَلَى الْاِنْسَانِ এর জন্য نَوْعٌ حَقِیقِیٌّ - وَصَدَقَ الْاِضَافِیُّ
 টা প্রযোজ্য হয় نَوْعٌ اِضَافِیٌّ - وَصَدَقَ الْاِضَافِیُّ
 جِنْسٌ إِمَّا بِتَرْتِیبِ الْاَنْثَايِ জাতি সমূহের বিন্যাস প্রসঙ্গে فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَفِی الْحَقِیقِیِّ
 جِنْسٌ আর কোনো জিনস مَاهُو তা ঐ জিনসকে বলা হয় وَهُوَ جِنْسٌ هَیْثُو نِیْمَسْتَرের হবে جِنْسٌ
 هَیْثُو নীমস্টের হবে جِنْسٌ

৯. অর্থাৎ ফে'ল ১০, ফিরোজ মিলক **فَصَلَ** পরিচ্ছেদ **الْأَنْوَاعِ** নো' (উপজাতি) সমূহের বিন্যাস সম্পর্কে **اعْلَمَ** জেনে রাখো **أَنَّ** **فَالنَّوْعَ** উপর হতে নিচের দিকে **مُعْتَازِلُهُ** কোনো কোনো সময় বিন্যাসিত হয়ে থাকে **قَدْ تَرْتَبُّ** (উপজাতি) সমূহ **النَّوْعِ** যে, **النَّوْعِ** কোনো কোনো **نَوْعٍ** (উপজাতি) এমন হয় **نَوْعٍ** যার নিম্নে **تَحْتَهُ** থাকে **نَوْعٍ** কিন্তু উর্ধ্বে কোনো **نَوْعٍ** **وَلَا يَكُونُ فَوْقَهُ** **نَوْعٍ** থাকে **نَوْعٍ** **قَدْ يَكُونُ تَحْتَهُ** আর একে **فَهُوَ النَّوْعُ الْعَالِي** **عَالِي** বলা হয় **يَكُونُ** **وَقَدْ يَكُونُ** আর কোনো কোনো সময় **نَوْعٍ** **تَحْتَهُ** -এর নিম্নেও থাকে না

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

جِسْمٌ مُطْلَقٌ -এর উদাহরণ : উল্লেখ্য যে, যে نَوْعٌ -এর উপরে نَوْعٌ নেই তবে নিচে نَوْعٌ আছে, তাকে نَوْعٌ عَالِيٌّ বলে। যেমন- جِسْمٌ مُطْلَقٌ -এর উপরে কোনো نَوْعٌ নেই। তবে এর নিচে حَيَّوَانٌ . جِسْمٌ نَامِيٌّ ইত্যাদি نَوْعٌ আছে। আর যে نَوْعٌ -এর উপরে ও নিচে نَوْعٌ আছে, তাকে نَوْعٌ مُتَوَسِّطٌ বলে। যেমন- حَيَّوَانٌ এবং جِسْمٌ نَامِيٌّ এরা نَوْعٌ مُتَوَسِّطٌ - কেননা, এদের নিচে إِنْسَانٌ এবং উপরে جِسْمٌ مُطْلَقٌ আছে এবং এরা نَوْعٌ -এর উপরে نَوْعٌ আছে, কিন্তু নিচে نَوْعٌ নেই, তাকে نَوْعٌ سَافِلٌ বলে। যেমন- إِنْسَانٌ -এর নিচে نَوْعٌ নেই। তবে এর উপরে جِسْمٌ مُطْلَقٌ . جِسْمٌ نَامِيٌّ . حَيَّوَانٌ আছে।

نُوع -এর সাথে فَضْل -এর একটি সম্পর্ক রয়েছে। আর
 এ হিসেবে فَضْل -কে مُقَوِّم বলা হয়। কেননা, فَضْل এটি
 نُوع -এর فَضْل প্রতিষ্ঠাকারী ও حَبِيقَةُ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।
 আর فَضْل -এর একটি সম্পর্ক হলো جِنْس -এর সাথে এবং
 সে হিসেবে فَضْل -কে مُقَسِّم বলা হয়। কেননা, فَضْل এটি
 جِنْس -কে বিভক্ত করে এবং جِنْس -এর জন্য প্রকার সৃষ্টি
 করে। যেমন - إِنَّسَانٌ এটি نَاطِقٌ -এর জন্য مُقَوِّم কেননা,
 حَيَوَانٌ হলে نَاطِقٌ আর حَيَوَانٌ এটি نَاطِقٌ -এর জন্য
 مُقَسِّম কেননা, حَيَوَانٌ এটি نَاطِقٌ -এর জন্য দু'টি প্রকার
 সৃষ্টি করে ; একটি হলো حَيَوَانٌ نَاطِقٌ আর অপরটি হলো
 حَيَوَانٌ غَيْرٌ نَاطِقٌ ।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

١. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ
٢. وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ
٣. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ

فَصْل-কে مُقَوِّم নামকরণের কারণ : مُقَوِّم শব্দটির সীগাহ مُذَكَّرٌ وَاجِدٌ বহু অর্থ- প্রতিষ্ঠাকারী ।
 نَوْع-এর সাথে فَصْل-এর সম্পর্কের দৃষ্টিতে فَصْل-কে مُقَوِّم বলা হয়। কারণ, এটা نَوْع-কে প্রতিষ্ঠা করে। তা ছাড়া نَوْع
 হাকীকতের অন্তর্গত। যেমন- حَيَوَان-এর সাথে نَاطِقٌ মিলিত হয়ে حَيَوَان نَاطِقٌ তথা نَوْعِ اِنْسَان সৃষ্টি করে।
 এভাবে مُقَسِّم শব্দটিও অনুরূপ বিভক্তকারী। যেহেতু فَصْل জিনসকে বিভক্ত করে এ জন্য فَصْل-কে مُقَسِّم-এর বলে।
 যেমন- حَيَوَان-এর সাথে نَاطِقٌ মিলিত হয়ে حَيَوَان-কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। حَيَوَانٌ غَيْرُ نَاطِقٍ ও حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক **عَالِي**-এর জন্য যা স্থিতিস্থাপক তা সাধারণত **سَافِل**-এর জন্যও স্থিতিস্থাপক। যেমন-**قَابِلٌ لِلْإِعَادِ** অর্থাৎ তিন ভাগে বন্টন উপযোগী বিষয়। এটি দেহের স্থাপক। অনুরূপভাবে এটি **جِسْمِ نَائِمِي**-এরও স্থিতিস্থাপক। আর যেমন-**جِسْمِ** (পরিবর্ধনশীল) কেননা, এটা যেভাবে **نَائِمِي**-এর স্থিতিস্থাপক, এমনিভাবে **حَيَوَان** (প্রাণী) এবং **إِنْسَان**-এরও স্থিতিস্থাপক। আর **حَسَّاس** (অনুভূতিশীল) এবং **مُتَحَرِّكٌ بِإِلَاحَادَةٍ** (স্বেচ্ছায় বিচরণকারী) এ দু'টিই যেমনিভাবে **حَيَوَان** (প্রাণী)-এর স্থিতিস্থাপক, তদ্রূপ **إِنْسَان** (মানুষ)-এরও স্থিতিস্থাপক। তবে এ কথা নয় যে, যা **سَافِل**-এর জন্য স্থিতিস্থাপক, তা **عَالِي**-এর জন্যও স্থিতিস্থাপক হবে। কেননা, **نَاطِقٌ** ইনসানের জন্য স্থিতিস্থাপক; কিন্তু **حَيَوَان**-এর জন্য তা স্থিতিস্থাপক নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১০. **كُلُّ مُقَرَّبٍ لِلْعَالِي الْخ** -এর আলোচনা : যে সকল ফসল উচ্চস্তরে কোনো জাতির হাকীকতের অংশ হয়, তা নিম্নবর্তী জাতিরও হাকীকতের অংশ হবে। যেমন- **فَائِلٌ لِّأَعْيَادٍ ثَلَاثَةٍ** অর্থ্য্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা এ তিনভাবে বিভাজ্য বিষয়টি দেহের জন্য স্থিতিস্থাপক। আর এটি হলো **جِنْسٌ** -এর নিম্নবর্তী জাতি, যেমন- **جِنْسٌ نَائِمٌ** (বর্ধনশীল দেহ) এবং ইনসানেরও স্থিতিস্থাপক। সুতরাং নামী যেমনিভাবে **جِنْسٌ نَائِمٌ** -এরও স্থিতিস্থাপক তদ্রূপ **حَيَوَانٌ** এবং ইনসানেরও স্থিতিস্থাপক। কেননা, নিম্নস্তরের **مَاهِيَةٌ** গুলো উপরের **مَاهِيَةٌ** -এর শ্রেণীবিশেষ। উপরের **مَاهِيَةٌ** গুলোতে যে বিষয় ধর্তব্য তা নিম্নবর্তী **مَاهِيَةٌ** -এও ধর্তব্য হবে। কিন্তু **سَائِلٌ** -এর প্রত্যেক স্থিতিস্থাপক **عَالِي** -এর স্থিতিস্থাপক হওয়া জরুরি নয়। যেমন- **إِنْسَانٌ** (বাকশক্তি সম্পন্ন) -এর জন্য স্থিতিস্থাপক, কিন্তু **حَيَوَانٌ** -এর জন্য স্থিতিস্থাপক নয়।

فَصْلٌ : كُلُّ فَصْلٍ مُقَسِّمٌ لِلسَّافِلِ مُقَسِّمٌ لِلْعَالِيِ
فَالنَّاطِقُ كَمَا يُقَسِّمُ الْحَيَوَانَ إِلَى النَّاطِقِ وَغَيْرِ
النَّاطِقِ كَذَلِكَ يُقَسِّمُ الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ إِلَيْهِمَا
وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِيِ مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ فَإِنَّ
الْحَسَّاسَ مَثَلًا يُقَسِّمُ الْجِسْمَ النَّامِيَّ إِلَى الْجِسْمِ
النَّامِيِ الْحَسَّاسِ وَإِلَى الْجِسْمِ النَّامِيِ الْغَيْرِ
الْحَسَّاسِ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيَوَانَ إِلَيْهِمَا فَإِنَّ كُلَّ
حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ وَلَا يُوْجَدُ حَيَوَانٌ غَيْرُ حَسَّاسٍ

فَصَلِّ : الْكُلِّيُّ الرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَهُوَ كُلِّيٌّ خَارِجٌ
عَنْ حَقِيقَةِ الْأَفْرَادِ مَحْمُولٌ عَلَى أَفْرَادٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ
حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ كَالضَّاحِكِ لِلْإِنْسَانِ وَالْكَاتِبِ لَهُ
فَصَلِّ : الْخَامِسُ مِنَ الْكُلِّيَّاتِ الْعَرَضُ الْعَامُّ وَهُوَ
الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى أَفْرَادٍ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى
غَيْرِهَا كَالْمَاشِي الْمَحْمُولُ عَلَى أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ
فَائِدَةٌ : وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكُلِّيَّاتِ
خَمْسَ الْأَوَّلُ الْجِنْسُ وَالثَّانِي النَّوْعُ وَالثَّالِثُ الْفَضْلُ
وَالرَّابِعُ الْخَاصَّةُ وَالْخَامِسُ الْعَرَضُ الْعَامُّ فَاعْلَمْ أَنَّ
الثَّلَاثَةَ الْأَوَّلَ يُقَالُ لَهَا الدَّائِيَّاتُ وَيُقَالُ لِلْآخِرَيْنِ
الْعَرَضِيَّاتُ وَقَدْ يَخْتَصُّ اسْمُ الدَّائِيَّاتِ بِالْجِنْسِ وَالْفَضْلِ
فَقَطْ وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ لَفْظُ الدَّائِيَّاتِ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : প্রত্যেক ঐ **فَصْل**
جِنْس -এর জন্য **مُقَسِّم** তা **جِنْس** **سَافِل** -এর জন্যও **مُقَسِّم** সূত্রাং **نَاطِق** শব্দটি যেভাবে **عَالِي** -কে **نَاطِق** ও **غَيْر نَاطِق** -এর দিকে বিভক্ত করে- তদ্রূপ **نَاطِق** শব্দটি **جِنْس** **مُطْلَق** -কে **نَاطِق** ও **غَيْر نَاطِق** -এর দিকে বিভক্ত করে। আর যে **فَصْل** টি **جِنْس** **عَالِي** -এর জন্য **مُقَسِّم** হবে এটি **جِنْس** **سَافِل** -এর জন্যও **مُقَسِّم** হবে। অতএব, **جِنْس** **نَامِي حَسَّاس** এটি **حَسَّاس** এবং **جِنْس** **نَامِي غَيْر حَسَّاس** রূপে **جِنْس** **نَامِي** কে দু' ভাগে বিভক্ত করে। তবে **حَسَّاس** এটি **حَيَوَان** -কে অনুরূপ দু' ভাগে বিভক্ত করে না। কেননা, প্রত্যেক **حَيَوَان** -ই **حَسَّاس** (অনুভূতি সম্পন্ন), আর **حَيَوَان** -এর কোনো **قَرْد** -কে **غَيْر حَسَّاس** পাওয়া যায় না।
পরিচ্ছেদ : كِلِّي -এর চতুর্থ প্রকার হলো **خَاصَّه** । আর **كِلِّي** ঐ **خَاصَّه** -এর **أَفْرَاد** -এর **حَقِيقَة** বহির্ভূত এবং শুধু একটি **حَقِيقَة** -এর অধীনস্থ **أَفْرَاد** -এর উপর প্রযোজ্য। যেমন- **إِنْسَان** -এর জন্য **صَاحِب** এবং তার জন্য **كَاتِب** হলো **خَاصَّه** **عَرَض** : **كِلِّي** -এর পঞ্চম প্রকার হলো **عَرَض** -এর **كِلِّي** ঐ **عَرَض** বহির্ভূত এবং **عَرَض** **عَام** আর **عَرَض** **عَام** -এর **حَقِيقَة** -এর উপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- **مَاشِي** (বিচরণকারী) এটি **إِنْسَان** ও **فَرَس** -এর **أَفْرَاد** -এর উপর প্রযোজ্য।
ফায়েরদা : আমাদের বর্ণনা হতে যখন তুমি জানতে পারলে যে, **نَوْع** ১. **جِنْس** ২. **عَرَض** ৩. **عَرَض** **عَام** ৪. **خَاصَّه** ৫. **كِلِّي** -এর প্রথম তিন প্রকারকে **عَرَضِيَّات** বলা হয়। আর শেষ দু' প্রকারকে **ذَاتِيَّات** বলা হয়। আর কখনো **ذَاتِي** নাম শুধু **جِنْس** এবং **فَصْل** -এর সাথে নির্ধারিত হয়। আর এ প্রয়োগ অনুসারে **نَوْع** -এর উপর **ذَاتِي** বলা যায় না।

এর জন্য - جِنْسٌ سَائِلٌ - لِلْسَائِلِ - مُقَسِّمٌ যা مُقَسِّمٌ প্রত্যেক ঐ ফসল فَضْلٌ পরিচ্ছেদ : শাস্ত্রিক অনুবাদ : جِنْسٌ عَالِيٌّ - لِلْعَالِيِّ - مُقَسِّمٌ তা جِنْسٌ عَالِيٌّ - مُقَسِّمٌ এর জন্যও جِنْسٌ عَالِيٌّ - مُقَسِّمٌ কে বিভক্ত করে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ অদ্বপ এটি বিভক্ত করে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ এর দিকে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ ও جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ এর দিকে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ আর নয় যে فَضْلٌ টি جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ হবে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ এর জন্য جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ টি جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ অতএব যেমন উদাহরণত جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ এর দিকে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ - إِلَى الْجِنْسِ النَّامِيِّ النَّمْيِ جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ কে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ এটি বিভক্ত করে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ এর দিকে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ وَ لَيْسَ يُقَسِّمُ তবে جِنْسٌ مُطْلَقٌ - الْجِنْسُ الْمُطْلَقُ টি বিভক্ত করে না

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَوَلَّاهُ فَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ الثَّلَاثَةُ الْأَوَّلَةُ الْح -এর আলোচনা : আলোচ্য অংশে গ্রন্থকার পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি কুল্লির বিশেষ নামকরণের কথা আলোচনা করেছেন। প্রথমোক্ত কুল্লি ত্রয় তথা **نوع - فصل**-কে **ذَاتَاتٍ** বা মৌলিক বলা হয়। আর শেষোক্ত **كُلٌّ** দ্বয়কে **عَرَضِيَّاتٍ** (অমৌলিক) বলা হয়। উল্লেখ্য, **ذَاتِيَّة**-এর দু'ধরনের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রথমত **ذَاتِي** এ **كُلٌّ**-কে বলে, যা **جُزْئِي** সমূহের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত **ذَاتِي** এ **كُلٌّ**-কে বলা হয়, যা **جُزْئِي** সমূহের **حَقِيقَةُ** বহির্ভূত নয়। প্রথমোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী **نوع** টি **ذَاتِيَّة**-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, **نوع** জুযয়ীসমূহের **حَقِيقَةُ** এর অংশ বিশেষ নয়। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞানুযায়ী **نوع** যাতিবাত্তের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, **نوع** জুযয়ীসমূহের **حَقِيقَةُ** বহির্ভূত নয়।

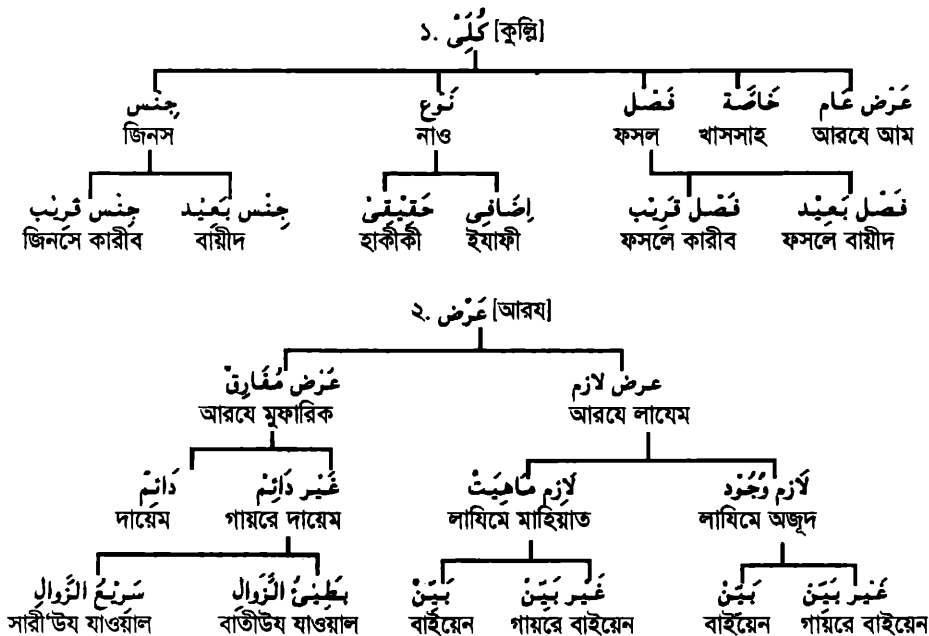
সম্বল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কَلِمَى عَرَضَى : তথা
عَرَضَ لازم ১. 'عَرَضَ عَامٌ' ভাগে বিভক্ত : ১. لازم
২. كَلِمَى عَرَضَى অতঃপর عَرَضَ لازم ঐ عَرَضَى
-কে বলে, যার مَعْرُوض হতে পৃথক হওয়া অসম্ভব।
হয়তো مَاهِيَة হিসেবে لُزُوم হবে। যেমন- চারের
জোড় হওয়া আর তিনের বেজোড় হওয়া لازم বা
আবশ্যক। কেননা, চার হতে زَوْجِيَة -এর পৃথক হওয়া
এবং তিন হতে فَرْدِيَة -এর পৃথক হওয়া অসম্ভব। অথবা
এ لُزُوم অস্তিত্বের দৃষ্টিতে হবে। যেমন- কালোত্ব হাবশীর
জন্য لازم -কেননা, হাবশীর অস্তিত্ব হতে কালোত্ব পৃথক
হওয়া অসম্ভব, হাবশীর مَاهِيَة হতে নয়, কেননা হাবশীর
مَاهِيَة হলো إِنْسَان আর এ কথা স্পষ্ট যে, কালোত্ব এটি
إِنْسَان -এর জন্য لازم বা আবশ্যক নয়। আর عَرَضَ
عَرَضَ ঐ مَفَارِق যার مَلَزُوم হতে পৃথক হওয়া
অসম্ভব নয়। যেমন- إِنْسَان -এর জন্য بِالْفِعْل
তথা বর্তমানে লেখার যোগ্য হওয়া এবং তার জন্য مَشَى
بِالْفِعْل তথা বর্তমানে বিচরণশীল হওয়া لازم নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرَضَ عَامٌ ২. خَاصَهُ ১. দ্ব' কণ্ঠি عَرْضِ : উল্লেখ্য যে, -قَوْلُهُ الْعَرَضِيُّ أَغْنَىٰ الْخ
উভয়টি আবার দু' প্রকার : ১. خَاصَهُ مُفَارِقٌ ২. خَاصَهُ لَا زِمٍ ৩. عَرَضَ عَامٌ مُفَارِقٌ ৪. عَرَضَ عَامٌ لَا زِمٍ সূত্রাং মোট চার প্রকার। অতঃপর
لَا زِمٍ আবার দু' প্রকার : ১. لَا زِمٍ مَاهِيَةٍ ২. لَا زِمٍ وَجُودٍ তারপর মাহিত لَا زِمٍ ঐ لازم مَاهِيَةٍ-এর বলে, যা তার مُلْزَمٌ-এর মাহি়ে হতে
পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ। যেমন- জোড় হওয়া চারের মাহি়ে হতে পারে না। অনুরূপ বিজোড় হওয়া তিনের মাহি়ে হওয়া অসম্ভব। আর لَا زِمٍ
এ-এর মুফারিক ঐ عَرَضَ عَامٌ مُفَارِقٌ-এর বলে, যা তার مُلْزَمٌ-এর অস্তিত্ব হতে পৃথক হওয়া নিষিদ্ধ। যেমন- কালো
হাবশীর অস্তিত্বের জন্য لَا زِمٍ কিন্তু হাবশীরা মাহিত وَحِيدَانِ نَاطِقٌ-এর জন্য কালো হওয়া আবশ্যিক নয়। আর عَرَضَ عَامٌ مُفَارِقٌ ঐ
عَرَضَ عَامٌ مُفَارِقٌ-এর বলে, যা তার مُلْزَمٌ-এর অস্তিত্ব হতে পৃথক হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন- كِتَابَةٌ بِالْفِعْلِ এবং مَشَى بِالْفِعْلِ এরা إِنْسَانٌ-এর জন্য
কেননা، إِنْسَانٌ যখন إِنْسَانٌ হয় তখন তার জন্য চলা এবং লেখা আবশ্যিক নয়।

১. **لازم**-এর **শব্দার্থভেদ** : **لازم** দু'প্রকার। যথা- ১. **لازم** **بَيْنَ** (স্পষ্ট আবশ্যিক), ২. **لازم** **غَيْرَ بَيْنَ** (অস্পষ্ট বা যুক্তিযুক্ত আবশ্যিক)।
১. **لازم** **بَيْنَ**-এর পরিচয় : মিরকাত প্রণেতা আল্লামা ফযলে ইমাম খায়রাবাদী (র.) বলেন- **لازم** **مَا يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُومِ** অর্থাৎ **لازم** হলো যে **لازم**-এর কল্পনা তার **مَلْزُوم**-এর কল্পনা দ্বারা হয়ে থাকে।
- মীযানুল মানতিক প্রণেতার মতে- **لازم** যদি **لازم** **بَيْنَ** **لَا يُقْتَرِنُ بِقَوْلِنَا لِأَنَّهُ** অর্থাৎ **لازم** যদি আমাদের উক্তি **لازم**-এর সাথে মিলিত না হয়, তাহলে তাকে **لازم** **بَيْنَ** বলে।
- لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَعْمِ** ৪. **لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَخْصِ** ক. **لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَخْصِ** : **لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَخْصِ** -এর পরিচয় : **لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَخْصِ** কে বলে যার কল্পনা ব্যতীত **مَلْزُوم**-এর কল্পনা করা যায় না। যেমন- **بَصَر** বা দৃষ্টিশক্তি কল্পনা করলে **عَمَى** বা অন্ধত্বের কল্পনা এমনিতেই এসে যায়।
- খ. **لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَعْمِ** : **لازم** **بِالْمَعْنَى الْأَعْمِ** কে বলে, যে **لازم** এবং **مَلْزُوم**-এর মধ্যকার সম্পর্কের কল্পনা দ্বারা **مَلْزُوم**-এর প্রকাশ পায়। যেমন- **أَنْعَك** বা চার সংখ্যার জন্য জোড় হওয়া।
২. **لازم** **غَيْرَ بَيْنَ**-এর পরিচয় : মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- **لازم** **غَيْرَ بَيْنَ** **وَمَا غَيْرَ بَيْنَ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَرِنُ بِهِ أَى يَقْتَرِنَا** -এর পরিচয় : মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- **لازم** **غَيْرَ بَيْنَ** সর্থে সংযুক্ত হয়, তাকে **لازم** **غَيْرَ بَيْنَ** বলে। যেমন- **الْعَالَمُ حَادِكٌ** তথা পৃথিবী ধ্বংসশীল। এ কথাটি শ্রোতাকে বুঝাতে হলে কারণ ও যুক্তি প্রদান করতে হয়। যেমন- **الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِكٌ فَالْعَالَمُ حَادِكٌ** অর্থাৎ পৃথিবী পরিবর্তনশীল, প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল। সুতরাং পৃথিবী ধ্বংসশীল।
- الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ** -এর **আলোচনা** : **الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ**-এর পরিচয় : মানতিকশাস্ত্রের পরিভাষায়- **الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ** অর্থাৎ **الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ** এ কল্পিয়ে আরথাকে বলা হয়, যা স্বীয় মা'রুয হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। কেউ কেউ বলেন- **الْعَرَضُ الْمَفَارِقُ** **إِنْ لَمْ يَسْتَتِنِ أَنْفِكَاهُ عَنْهُ فَهُوَ عَرَضٌ مَفَارِقٌ** অর্থাৎ যে **كُلِّي** কোনো বস্তুর **حَقِيقَةُ** বহির্ভূত হয়েও **كُلِّي** **عَرَضٌ مَفَارِقٌ** হতে পৃথক হওয়া নিশ্চয় না হয়, তাকে **عَرَضٌ مَفَارِقٌ** বলা হয়।
- عَرَضٌ مَفَارِقٌ** -এর **শব্দার্থভেদ** : **عَرَضٌ مَفَارِقٌ** **زَوَالٍ**-এর দিক হতে দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন-
১. **عَرَضٌ مَفَارِقٌ** **زَوَالٍ** তথা **عَرَضٌ** যা দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন- লজ্জিত ব্যক্তির চেহারার রক্তিমতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির মুখমণ্ডলের ধূসরতা। এ অবস্থাগুলো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না; বরং দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়।
২. **عَرَضٌ مَفَارِقٌ** **زَوَالٍ** তথা **عَرَضٌ** যা নিজ **مَعْرُوض** হতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন- যৌবন ও বার্ধক্য, এগুলোর অবস্থা হলো যা দ্রুত দূরীভূত হয় না; বরং ক্রমশ দূর হয়। কেননা, কোনো ব্যক্তি আকস্মিকভাবে যুবক হয়ে যায় না এবং বার্ধক্যও উপনীত হয় না।

নিম্নে **كُلِّي**-এর প্রকারসমূহ ছকে দেখানো হলো



পরিচ্ছেদ : **تَعْرِيف** (সংজ্ঞা) কোনো সময় **حَقِيقَتِي** হবে। যেমন- আমরা বর্ণনা করেছি। আর কোনো কোনো সময় **لَفْظِي** হবে। আর **تَعْرِيف** **لَفْظِي** তাকে বলে, যা দ্বারা শব্দের তাফসীর উদ্দেশ্য হয়। যেমন- **سَعْدَانَةُ نَبَتْ** এর উক্তি **أَهْلُ لُفْت** অর্থাৎ **سَعْدَانَةُ** এক প্রকারের ঘাস এবং **الْفَضَنْفَرُ** অর্থাৎ সিংহ। এখানে **تَصَوُّرَات**-এর আলোচনা সমাপ্ত হলো।

শাস্তিক অনুবাদ : فَضْلٌ পরিচ্ছেদ فِي الثَّغَرَيْنِ সংজ্ঞাসমূহের বর্ণনায় مُعَرِّفُ الشَّىءِ কোনো জিনিসের সংজ্ঞা তাকে

وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ -تَصَوُّرٌ- -تَصَوُّرٌ- এর ফায়দা অর্জনের জন্য
 بَلَا হয় বিষয়টির উপর প্রযোজ্য হয় لَاكَادُو تَصَوُّرِهِ
 তা চার প্রকার الْحَدُّ النَّاقِصُ হুদে তাম وَالْحَدُّ النَّاقِصُ হুদে নাকিস
 يَسْمَى فَضْلٌ قَرِيبٌ এবং الْفَضْلُ الْقَرِيبُ দ্বারা جِنْسٌ قَرِيبٌ -بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ
 وَإِنْ حَيَّوَانٌ نَاطِقٌ -بِالْحَيَّوَانِ النَّاطِقِ এর পরিচয় -إِنْسَانٌ- যেমন كَتَعْرِيفِ الْإِنْسَانِ
 فَضْلٌ أَوْ بِهِ وَحْدَهُ فَضْلٌ قَرِيبٌ এবং الْفَضْلُ الْقَرِيبُ দ্বারা جِنْسٌ بَعِيدٌ -بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ
 جِنْسٌ قَرِيبٌ দ্বারা جِنْسٌ قَرِيبٌ -بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ এর যদি كَانَ فَضْلٌ قَرِيبٌ হুদে নাকিস
 جِنْسٌ بَعِيدٌ -بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ আর যদি كَانَ فَضْلٌ قَرِيبٌ হুদে নাকিস
 جِنْسٌ بَعِيدٌ এবং الْفَضْلُ الْقَرِيبُ দ্বারা جِنْسٌ قَرِيبٌ -بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ
 جِنْسٌ بَعِيدٌ এবং الْفَضْلُ الْقَرِيبُ দ্বারা جِنْسٌ قَرِيبٌ -بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ

হাক্কার সর্বপ্রথম **فُضِيَّة**-এর পরিচয়ের আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ - যেমন-

نُضْبَة-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থে বলা হয়েছে- الْقِصْبَةُ قَوْلٌ بِحْتِمِلِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন- **وَمَحْتَمِلٌ بِحَتْمِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ لِذَاتِهِ**

৪. আল্লামা আবু আলী ইবনে সীনা **فُضِيْ**-এর দ্বিটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেমন- **كُ** **فُضِيْ** হলো **أ** **مُرْكَبٌ** যার মধ্যে সত্য এবং মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। খ. অথবা, **أ** **مُرْكَبٌ** যার বক্তাকে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী বলা যায়। তবে উভয় সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম সংজ্ঞায় **مَدَنِي** এবং **مُرَاكَّب**-এর **مَدَنِي** হবে। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় **مَدَنِي** এবং **كُذِبَ** এরা **مُتَكَلِّمٌ**-এর **مَدَنِي** হবে। আর **مَدَنِي**-এর অর্থ হলো, বাস্তবমুখি হওয়া এবং **كُذِبَ**-এর অর্থ হলো বাস্তব বিরোধী হওয়া। যেমন- **زَيْدٌ قَانِمٌ** (যায়েদ দণ্ডায়মান) এ বাক্যটি সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হতে পারে।

مُرَكَّبٌ -এর সংজ্ঞায় : فَوَائِدُ قُتَيْبٍ : প্রকাশ থাকে যে, قُتَيْبَةُ-এর উভয় সংজ্ঞায় শব্দ جُنْس-এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং এটি مُرَكَّبٌ এবং قُتَيْبَةُ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রথম সংজ্ঞায় بَحْتَمِلُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞায় صَادِقٌ فِيهِ أَوْ بَاطِلٌ فِيهِ-এর সন্নিবিষ্টতা রয়েছে। এখানে ক্রিয়া-বিশেষ্যের সন্নিবিষ্টতা রয়েছে। এখানে ক্রিয়া-বিশেষ্যের সন্নিবিষ্টতা রয়েছে। এখানে ক্রিয়া-বিশেষ্যের সন্নিবিষ্টতা রয়েছে।

১. **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ** (সংবাদমূলক সরল বাক্য), ২. **قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ** (সংবাদমূলক শর্তযুক্ত বাক্য)। নিম্নে প্রত্যেকটির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

এর সংজ্ঞা : - قَضِيَّةٌ حَلِيَّةٌ

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন— **وَزَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ** অর্থ **الْحَالِيَّةُ مِمَّا مَحْكَمٌ فِيهَا يَثْبُوتُ لَيْسَ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ** **وَفُلْ زَيْدٌ قَائِمٌ** একটি **وَقَوْصَةٍ** যার মধ্যে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুকে সাব্যস্ত করা অথবা একটি বস্তু হতে অন্য একটি বস্তুকে বিদূরিত করার হুকুম দেওয়া হয়। যেমন— **زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ** (যায়েদ দাযয়মান) এখানে যায়েদের জন্য **قَائِمٌ** সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম হয়েছে— **زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ** (যায়েদ দাযয়মান নয়) এখানে **زَيْدٌ** থেকে **قَائِمٌ** বিদূরিত করার হুকুম হয়েছে।

২. মীয়ানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- **إِنْ لَمْ تَنْحَلْ إِلَى قَضِيَّتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ فَهُوَ خَلِيَّةٌ**

৩. কারো কারো মতে- **هُوَ مَا يَنْحَلُّ إِلَى قَضِيَّتَيْنِ فَهُوَ حَمَلِيَّةٌ**

حَمْلِيَّةٌ سَالِبَةٌ ২. **حَمْلِيَّةٌ مُوجِبَةٌ** ১-যথা : দু' প্রকারে দৃষ্ট হয় : **حَمْلِيَّةٌ**-এর প্রকারভেদ : **أَنْسَامُ الْقَضِيَةِ الْحَمْلِيَّةِ** : **حَمْلِيَّةٌ مُوجِبَةٌ** এ **قَوْضِيَّةٌ** যার মধ্যে একটি বস্তুর জন্য অন্য একটি বস্তু সাব্যস্ত হওয়ার লক্ষ্য হবে। যেমন- **لَا تَزِدْ قَائِمًا** অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান। আর বাক্যো যায়েদের জন্য **فَيَأْمٍ** সাব্যস্ত হওয়ার লক্ষ্য হয়েছে।

২. **زَيْدٌ لَيْسَ** - যার মধ্যে একটি বস্তু হতে অন্য একটি বস্তুকে বিদূরিত করার হুকুম আরোপিত হবে। যেমন- **عُثْبَةُ** **حَبْلَةٍ** **سَالِبٍ** - বাযেদ দণ্ডায়মান নয়। এতে **زَيْدٌ**-এর জন্য **لَيْسَ** বিদূরিত হওয়ার হুকুম আরোপিত হয়েছে।

এর সংজ্ঞা : **قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ**

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ** -এর **حُكْم** আরোপিত হবে না, তাকে **فَرْطِيَّة** বলে। অর্থাৎ যার মধ্যে **فَمَا لَا يَكُونُ فِيهَا ذَلِكَ الْحُكْمُ**

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থ প্রণেতার মতে- **رابط** **قَضَبَتَيْنِ بَعْدَ حَذْفِ الرَّابِطِ** অর্থ^{১৭} হলো **قَضَبَتَيْنِ** বিলুপ্ত করার পর যা দুটি **قَضَبَةٍ**-তে বিভক্ত হয়।

৩. কারো কারো মতে, قَضِيَّةُ الشَّيْءِ وَنَفْيُ الشَّيْءِ عَنْ الشَّيْءِ এর দুইয়টি আর্থিক হাবে না।

إِمَّا. أَوْ. إِنْ- যেমন-এর অব্যয়-এর অন্তর্ভুক্তি এবং اتصال হতে **قُضِيَتْ** **شَرْطِيَّة**-এর অর্থ হলো-**إِنْجِلَال** **قُضِيَتْ** দেয়। অতঃপর **إِنْجِلَال**-এর পর যদি **قُضِيَتْ** টি দুই **قُضِيَتْ** রূপে পরিণত হয়, তাহলে **قُضِيَتْ** **شَرْطِيَّة** হবে।

[illegible]

১. **قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ مُوجِبَةٌ** - যেমন- **إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِمَةً فَالنَّهَارُ مُوجِدٌ** -এর হকুম আরোপিত হবে। আর এখানে **إِنْ**-এর অব্যয় **فَإِنْ** এবং **كَلَامٌ** অক্ষরটি বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর **طَالِمَةً الشَّمْسِ** এবং **النَّهَارُ مُوجِدٌ** দু'টি বাক্য থেকে যাবে।

২. **قَضِيَّةٌ** কে বলা হয়, যার মধ্যে একটি **نِسْبَةٌ** কে মেনে নেওয়ার উপর অন্য **نِسْبَةٌ** এর ক্রয় করার হুকুম আরোপিত হবে। যেমন: **لَيْسَ الْبَيْتَةُ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالَلَيْلُ مَرْجُوكٌ** -এর **لَيْل** (রাত) -এর **نِسْبَةٌ** কে **حَذَفَ** ও **إِذَا كَانَتْ** এবং **لَيْسَ الْبَيْتَةُ** হতে **قَضِيَّةٌ** এ এবং এর হুকুম আরোপিত হবে এবং **أَلِ التَّهَارُ مَرْجُوكٌ** এবং **الشَّمْسُ طَالِعَةٌ** আর তা হলো

فَصْلٌ : الْحَمَلِيَّةُ تَلْتَمِ مِنْ أَجْزَاءِ ثَلَاثَةِ أَحَدَهَا
الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَيُسَمَّى مَوْضُوعًا وَالثَّانِي
الْمَحْكُومُ بِهِ وَيُسَمَّى مَحْمُولًا وَالثَّالِثُ الدَّالُّ عَلَى
الرَّابِطِ وَيُسَمَّى رَابِطٌ فَفِي قَوْلِكَ زَيْدٌ هُوَ قَائِمٌ
زَيْدٌ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَوْضُوعٌ وَقَائِمٌ مَحْكُومٌ بِهِ
وَمَحْمُولٌ وَلَفْظُهُ هُوَ نِسْبَةٌ وَرَابِطُهُ وَقَدْ تُحَذَفُ
الرَّابِطَةُ فِي اللَّفْظِ دُونَ الْمُرَادِ فَيَقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ -

সম্বল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ
তিন অংশ দ্বারা গঠিত হয়। একটি হলো مَحْكُومٌ
عَلَيْهِ একে مَوْضُوعٌ বলে। আর দ্বিতীয় হলো مَحْكُومٌ
بِهِ একে مَحْمُولٌ বলে। তৃতীয় হলো তা যা رَابِطَةٌ -এর
উপর دَلَالَةٌ করে যাকে رَابِطَةٌ বলে। সুতরাং তোমার
উক্তি مَحْكُومٌ عَلَيْهِ هَذَا هَذَا هَذَا এতে زَيْدٌ হাছে
এবং مَحْمُولٌ আর قَائِمٌ হাছে مَحْكُومٌ بِهِ একে مَوْضُوعٌ আর
قَائِمٌ শব্দ নِسْبَةٌ এবং رَابِطَةٌ আর কখনো কখনো
رَابِطَةٌ -কে শব্দ হতে হযফ করা হয় তবে অর্থ হতে
নয়। তখন বলা হয় - زَيْدٌ قَائِمٌ

শাস্তিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ الْحَمَلِيَّةُ কাযিয়ায়ে হামলিয়া তিন অংশ দ্বারা গঠিত হয়
একটি হলো مَحْكُومٌ عَلَيْهِ মাহকুম আলাইহ একে مَوْضُوعٌ বলে আর দ্বিতীয় হলো مَحْكُومٌ
بِهِ মাহকুম বিহী وَالثَّانِي মাহকুম বিহী وَيُسَمَّى مَوْضُوعًا একে مَحْمُولٌ বলে وَالثَّالِثُ তৃতীয় হলো তা
الدَّالُّ عَلَى الرَّابِطِ যা الدَّالُّ عَلَى الرَّابِطِ -এর উপর دَلَالَةٌ করে যাকে رَابِطَةٌ বলে
وَالرَّابِطُ وَيُسَمَّى رَابِطٌ فَفِي قَوْلِكَ সুতরাং তোমার উক্তি مَحْكُومٌ عَلَيْهِ هَذَا هَذَا هَذَا
এবং مَحْمُولٌ আর قَائِمٌ হাছে মাহকুম বিহী وَالثَّانِي মাহকুম বিহী وَيُسَمَّى مَوْضُوعًا
এবং মাহমূল এবং رَابِطَةٌ আর قَائِمٌ শব্দ نِسْبَةٌ এবং رَابِطَةٌ -কে শব্দ হতে হযফ করা হয়
তবে دُونَ الْمُرَادِ অর্থ হতে নয় فَيَقَالُ زَيْدٌ قَائِمٌ তখন বলা হয় زَيْدٌ قَائِمٌ যায়েদ দাঁড়ানো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পরিচ্ছেদে قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ -এর গঠন পদ্ধতি : গ্রন্থকার এ পরিচ্ছেদে قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ -এর
গঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, قَضِيَّةٌ -এর ব্যাপারে ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতাআখখেরীনের মাঝে মতানৈক্য
রয়েছে। মুতাকাদ্দেমীনের নিকট قَضِيَّةٌ -এর তিনটি অংশ রয়েছে। তা হলো - ১. مَوْضُوعٌ ২. مَحْمُولٌ ৩. رَابِطَةٌ তবে
মুতাআখখেরীনদের নিকট উপরিউক্ত তিনটি অংশের সাথে আরো একটি অংশ রয়েছে। তা হলো جُزْءٌ نِسْبِيٌّ تَاكِيدِيَّةٌ যার সাথে
حَيَوَانٌ -এর সম্পর্ক।

قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ মোট তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। প্রথমত مَحْكُومٌ عَلَيْهِ তা উদ্দেশ্য নামে পরিচিত।
দ্বিতীয়ত مَحْكُومٌ بِهِ এটা مَحْمُولٌ বা বিধেয় নামে পরিচিত। তৃতীয়ত : সম্বন্ধ নির্দেশক যা রাবেতা নামে অভিহিত। যেমন - زَيْدٌ هُوَ
যায়েদ সে দৃশ্যমান। অত্র উদাহরণে زَيْدٌ শব্দটি مَحْكُومٌ عَلَيْهِ আর قَائِمٌ শব্দটি مَحْكُومٌ بِهِ। কেননা, قَائِمٌ দ্বারা زَيْدٌ সম্পর্কে
একটি হুকুম আরোপ করা হয়েছে। আর رَابِطَةٌ যা এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফারসি ভাষায় এটাকে هست
(হাসত) দ্বারা এবং উর্দু ভাষায় है (হায়) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। আরবি ভাষায় এর জন্য কোনো স্বতন্ত্র শব্দ নেই। এ কারণে هُوَ যমীরকে
إِسْتِعَارَةً হিসেবে নেওয়া হয়েছে। অন্যথায় هُوَ মূলত رَابِطَةٌ নয়। কেননা, رَابِطَةٌ স্বতন্ত্র কোনো বিষয় নয়। আর هُوَ যমীর স্বতন্ত্র বিষয়।
উক্ত رَابِطَةٌ কখনো কখনো বাক্যে স্পষ্ট উল্লেখ থাকে আবার কখনো উহা হয়ে থাকে।

যখন قَضِيَّةٌ [কাযিয়া] হতে রাবেতা حَذَفَ [হযফ] করা হয় তখন তাকে সানাইয়া এবং যখন রাবেতা উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে
সুলাসিয়া বলা হয়। কারণ, রাবেতাকে হযফ করার পর কাযিয়ার দু'টি অংশ বিদ্যমান থাকে। আর রাবেতা উল্লেখ থাকলে কাযিয়ার
তিনটি অংশ বিদ্যমান থাকে।

فَصَلِّ : لِلشَّرْطِيَّةِ أَيْضًا أَجْزَاءً وَيُسَمَّى
الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا مُقَدِّمًا وَالْجُزْءُ الثَّانِي
مِنْهَا تَالِيًا فَفِي قَوْلِكَ إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ
طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا قَوْلُكَ إِنْ كَانَتْ
الشَّمْسُ طَالِعَةً مُقَدِّمٌ وَقَوْلُكَ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا
تَالِيًا وَالرَّابِطَةُ هِيَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا -

فَصَلِّ : وَقَدْ تُقَسَّمُ الْقَضِيَّةُ بِاعْتِبَارِ
الْمَوْضُوعِ فَالْمَوْضُوعُ إِنْ كَانَ جُزْئِيًّا وَشَخْصًا
مُعَيَّنًا سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً وَمَخْصُوصَةً
كَقَوْلِكَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْئِيًّا بَلْ كَانَ
كُلِّيًا فَهُوَ عَلَى أَنْحَاءٍ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَ الْحُكْمُ
فِيهَا عَلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ
طَبْعِيَّةً نَحْوُ الْإِنْسَانُ نَوْعٌ وَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ وَإِنْ
كَانَ عَلَى أَفْرَادِهَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَمِّيَّةً
الْأَفْرَادُ فِيهَا مُبَيَّنًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ بَيَّنَّ كَمِّيَّةً
الْأَفْرَادُ تُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مَحْصُورَةً كَقَوْلِكَ كُلُّ
إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ وَإِنْ لَمْ
يُبَيَّنْ يُسَمَّى الْقَضِيَّةُ مُهْمَلَةً نَحْوُ إِنْ الْإِنْسَانُ
لَفِي خُسْرِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : -এরও
কয়েকটি অংশ আছে। তার প্রথম অংশকে 'মুদ্বাদ' বলে, আর
দ্বিতীয় অংশকে 'তালি' বলে। সুতরাং তোমাদের উক্তি-
ই-এখানে তোমার
উক্তি-এবং তোমার উক্তি
ই-এই হকুমকে বলে যা
বলে, যা 'মুদ্বাদ' এবং 'তালি' -এর মধ্যে অবস্থিত।

পরিচ্ছেদ : কখনো 'মুদ্বাদ' -এর বিবেচনায়
'জুজ্বি' হইবে। অতঃপর 'মুদ্বাদ' যদি
(প্রকৃত একক) এবং 'শখস মুয়িন' (নির্দিষ্ট ব্যক্তি) হয়,
তখন তাকে 'ফযি' বা 'ফযি' বলে।
যেমন- তোমার উক্তি 'যি' আর 'মুদ্বাদ' টি যদি
না হয় বরং 'কলি' হয়, তখন তা কয়েক প্রকার হবে। যদি
ফযি টি মূল হাকীকতের উপর হয়, তখন ফযি
নوع (মানুষ একটি 'শখস' হবে। যেমন- 'الإنسان نوع'
(প্রাণী) এবং 'الحيوان جنس' (প্রাণী একটি জাতি)। আর
এর উপর
এর 'আরাদ' অবস্থায় যদি হকুম
হয়, তাহলে তা 'দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়। হয়তো
এর 'আরাদ' বর্ণনা করা হবে, অথবা 'আরাদ' -এর 'মুদ্বাদ' বর্ণনা করা
হবে না। যদি 'আরাদ' -এর 'মুদ্বাদ' বা পরিমাণ বর্ণিত হয়,
তাহলে ফযি 'মহসুর' হবে। যেমন- তোমাদের উক্তি
'وَبَعْضُ الْحَيَوَانِ' (প্রত্যেক মানুষ প্রাণী), 'إِنْسَانٌ حَيَوَانٌ'
-এর ফযি (কোনো কোনো প্রাণী মানুষ)। আর যদি ফযি -এর
ফযি -এর সংখ্যা বর্ণিত না হয়, তাহলে ফযি -কে
(মানুষ) 'إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ' বলে। যেমন- ফযি 'মহমল'
অবশ্যই ধ্বংসে নিপতিত)।

শাস্তিক অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : لِلشَّرْطِيَّةِ أَيْضًا أَجْزَاءً কয়েকটি অংশ আছে
وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْهَا مُقَدِّمًا আর দ্বিতীয় অংশকে বলে তালি তালী
سُتَرَاءُ فِي قَوْلِكَ إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَإِنْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا
قَوْلُكَ إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَإِنْ كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا
এবং তোমার উক্তি
এবং তোমার উক্তি
ই-এই হকুমকে বলে যা
বলে, যা 'মুদ্বাদ' এবং 'তালি' -এর মধ্যে
অবস্থিত
পরিচ্ছেদ : কখনো ফযি -কে বিভক্ত করা হয়
-বিবেচনায়
-এর 'মুদ্বাদ' -এর 'জুজ্বি' (প্রকৃত একক) এবং 'শখস মুয়িন' (নির্দিষ্ট
অতঃপর 'মুদ্বাদ' যদি হয় 'জুজ্বি' -

فَصَلِّ : الْمَحْضُورَاتُ أَرْبَعٌ أَحَدُهَا الْمَوْجِبَةُ
الْكَلْبِيَّةُ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَالثَّانِيَةُ الْمَوْجِبَةُ
الْجُزْئِيَّةُ نَحْوُ بَعْضِ الْحَيَوَانِ أَسْوَدُ وَالثَّالِثَةُ
السَّالِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ نَحْوُ لَأَشَى مِنَ الزَّنَجِيِّ بِأَبْيَضَ
وَالرَّابِعَةُ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ نَحْوُ بَعْضِ الْإِنْسَانِ لَيْسَ
بِأَسْوَدَ -

فَصَلِّ : الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ كَمِّيَّةَ الْأَفْرَادِ مِنَ
الْكَلْبِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ يُسَمَّى سُورًا وَهُوَ مَا خُوذَ مِنْ
سُورِ الْبَلَدِ وَسُورُ الْمَوْجِبَةِ الْكَلْبِيَّةُ كُلُّ وَلَا
الْإِسْتِغْرَاقِ وَسُورُ الْمَوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَعْضٌ وَوَاحِدٌ
نَحْوُ بَعْضٍ وَوَاحِدٌ مِنَ الْجِسْمِ جَمَادٍ وَسُورُ
السَّالِبَةِ الْكَلْبِيَّةِ لَا شَيْءٌ وَلَا وَاحِدٌ نَحْوُ لَا شَيْءٌ مِنَ
الْغُرَابِ بِأَبْيَضَ وَلَا وَاحِدٌ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوُقُوعُ
النَّكَرَةِ تَحْتَ التَّنْفِي نَحْوُ مَا مِنْ مَاءٍ إِلَّا وَهُوَ
رَطْبٌ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ لَيْسَ بَعْضٌ كَقَوْلِكَ
لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِحِمَارٍ وَبَعْضُ لَيْسَ كَمَا
تَقُولُ بَعْضُ الْفَوَاكِهَ لَيْسَ بِحُلْوٍ إِعْلَمَ أَنَّ فِي كُلِّ
لِسَانٍ سُورًا يَخُصُّهَا فِيهِ الْفَارِسِيَّةُ لَفْظُ هِرْ سُورُ
الْمَوْجِبَةِ الْكَلْبِيَّةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ -

ہر آنکس کہ دریند حرص اوفتاد *

دہد خرمن زندگانی بباد

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قُضِيَّةٌ مَحْضُورَةٌ : চারটি। তন্মধ্যে প্রথমটি مُوجِبَةٌ كَلْبِيَّةٌ (ইতিবাচক কুল্লী) যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)। দ্বিতীয়টি مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ (ইতিবাচক জুযয়ী) যেমন- سَالِبَةُ لَا شَيْءٌ مِنَ الزَّنَجِيِّ بِأَبْيَضَ (কতক প্রাণী কৃষ্ণবর্ণ)। তৃতীয়টি سَالِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ (নেতিবাচক কুল্লী) যেমন- لَا شَيْءٌ مِنَ الزَّنَجِيِّ بِأَبْيَضَ (কোনো হাবশী সাদা নয়)। চতুর্থটি سَالِبَةُ الْجُزْئِيَّةِ (নেতিবাচক জুযয়ী) যেমন- بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِأَسْوَدَ (কতক মানুষ কৃষ্ণবর্ণ নয়)।

পরিচ্ছেদ : كُلٌّ এবং بَعْضٌ হতে যা দ্বারা একসমূহের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়, তাকে سُور নামে অভিহিত করা হয়। এটি سُورُ الْبَلَدِ অর্থাৎ নগর প্রাচীর হতে গৃহীত। كُلٌّ (সমস্ত) এর سُور হচ্ছে مُوجِبَةٌ كَلْبِيَّةٌ ও লামে ইস্তিগরাক। এর سُور হচ্ছে مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ (কতক) ও (এক)। যেমন- لَا شَيْءٌ مِنَ الْغُرَابِ بِأَبْيَضَ (কোনো কাকই সাদা নয়) এবং وَلَا وَاحِدٌ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ (কোনো অগ্নিই ঠাণ্ডা নয়) আর مَا مِنْ শব্দ নফীর পরে উল্লেখ হওয়া। যেমন- سَالِبَةُ (প্রত্যেক পানিই আর্দ্র)। আর لَيْسَ কতক নয়। এর سُور হচ্ছে مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ (কতক প্রাণী) যেমন- لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِحِمَارٍ (কতক প্রাণী গাধা নয়), আর بَعْضُ لَيْسَ যেমন, তুমি বলে থাক- لَيْسَ بَعْضُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوٍ (কিছু ফল মিষ্টি নয়)।

জেনে রাখো যে, প্রত্যেক ভাষাতেই বিশেষ বিশেষ سُور রয়েছে। ফারসি ভাষায় هِر (হার) মূজিয়ায়ে কুল্লিয়ার সূর। যেমন- কবির ভাষা : যে স্বীয় জীবনকে লোভ-লালসার মোহে আবদ্ধ করেছে, সে যেন আপন জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে ঢেলে দিল।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ পরিচ্ছেদ : الْمَحْضُورَاتُ أَرْبَعٌ কাযিয়ায়ে মাহসূরা চারটি তন্মধ্যে প্রথমটি الْمَوْجِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ ইতিবাচক কুল্লী كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ যেমন- তোমার উক্তি كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)। দ্বিতীয়টি الْمَوْجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ ইতিবাচক জুযয়ী نَحْوُ بَعْضِ الْحَيَوَانِ أَسْوَدُ যেমন- কতক প্রাণী কৃষ্ণবর্ণ سَالِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ (নেতিবাচক কুল্লী) যেমন- لَا شَيْءٌ مِنَ الزَّنَجِيِّ بِأَبْيَضَ (কোনো হাবশী সাদা নয়)। তৃতীয়টি سَالِبَةُ الْجُزْئِيَّةِ (নেতিবাচক জুযয়ী) যেমন- بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِأَسْوَدَ (কতক মানুষ কৃষ্ণবর্ণ নয়)। চতুর্থটি سَالِبَةُ الْجُزْئِيَّةِ (নেতিবাচক জুযয়ী) যেমন- بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِأَسْوَدَ (কতক মানুষ কৃষ্ণবর্ণ নয়)। فَصَلِّ পরিচ্ছেদ : الَّذِي يُبَيِّنُ بِهِ কামা বর্ণনা করা হয় একসমূহের পরিমাণ مِنَ الْجِسْمِ جَمَادٍ وَسُورُ الْمَوْجِبَةِ الْكَلْبِيَّةُ كُلُّ وَلَا الْإِسْتِغْرَاقِ وَسُورُ الْمَوْجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَعْضٌ وَوَاحِدٌ نَحْوُ بَعْضٍ وَوَاحِدٌ مِنَ الْجِسْمِ جَمَادٍ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْكَلْبِيَّةِ لَا شَيْءٌ وَلَا وَاحِدٌ نَحْوُ لَا شَيْءٌ مِنَ الْغُرَابِ بِأَبْيَضَ وَلَا وَاحِدٌ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ وَوُقُوعُ النَّكَرَةِ تَحْتَ التَّنْفِي نَحْوُ مَا مِنْ مَاءٍ إِلَّا وَهُوَ رَطْبٌ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ لَيْسَ بَعْضٌ كَقَوْلِكَ لَيْسَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ بِحِمَارٍ وَبَعْضُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ بَعْضُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوٍ إِعْلَمَ أَنَّ فِي كُلِّ لِسَانٍ سُورًا يَخُصُّهَا فِيهِ الْفَارِسِيَّةُ لَفْظُ هِرْ سُورُ الْمَوْجِبَةِ الْكَلْبِيَّةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত কবিতায় بر শব্দটি مُوجِبَةٌ كَلِيَّةٌ-এর হুসূর হচ্ছে। এটি দ্বারা মাওয'-এর সমস্ত এককসমূহ বুঝানো হয়েছে। براخ جَنَازَةُ مُوجِبَةٌ جَزَائَةٍ-এর জন্য سَالِبَةٌ كَلِيَّةٌ-এর সমস্ত এককসমূহ বুঝানো হয়েছে। هَمَّتْ (কিছু আছে) سَالِبَةٌ كَلِيَّةٌ-এর জন্য هيچ(কিছুই নয়) ও سَالِبَةٌ جَزَائَةٍ-এর জন্য برخه نیست ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর বাংলা ভাষায় মূল্যবিয়ে কুল্লিয়ার জন্য "প্রত্যেক" ও "সমস্ত" এবং মূল্যবিয়ে জুম্মায়ার জন্য "কিছু আছে" বা "কিছু" আর সালেবায়ে কুল্লিয়ার জন্য "কোনোটাই নয়", "মোটাই নয়" ইত্যাদি শব্দ সর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

الْحَمْلُ الْمُتَعَارِفُ بِالْعَرَضِ -এর পরিচয় : যদি مَعْمُول আরব্য বা আনুষঙ্গিক হয়, তবে তাকে الْحَمْلُ الْمُتَعَارِفُ بِالْعَرَضِ বলা হয়। যেমন- (الْأَنْسَانُ كَاتِبٌ) (মানুষ লেখক)। এখানে كَاتِبٌ মাহমুলটি আরব্য, ذَاتٌ বা সত্তা নয়।

فَصَلِّ : تَقْسِيمٌ آخَرَ لِلْحَمَلِيَّةِ مَوْضُوعُ
الْحَمَلِيَّةِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ وَكَانَ
الْحُكْمُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوعِ وَ
وُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ كَانَتْ الْقَضِيَّةُ خَارِجِيَّةً نَحْوُ
الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ وَكَانَ
الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ وَجُودِهِ فِي الذِّهْنِ
كَانَتْ ذَهْنِيَّةً نَحْوُ الْإِنْسَانِ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ
بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ مَعَ عَزْلِ النَّظَرِ عَنْ
خُصُوصِيَّةِ طَرَفِ الْخَارِجِ أَوْ الذِّهْنِ سُمِّيَتْ
الْقَضِيَّةُ حَقِيقِيَّةً نَحْوُ الْأَرْبَعَةِ زَوْجٍ وَالسِّتَةِ
ضَعْفُ الثَّلَاثَةِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : - **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ**-এর
অন্য এক প্রকার। কাযিয়ায়ে হামলিয়ার **مَوْضُوع** যদি
বাস্তবে বিদ্যমান থাকে, আর তাকে মাওযু'-এর বাস্তবতা
ও অস্তিত্বের দৃষ্টিতে যদি হুকুম করা হয়, তবে উক্ত
কাযিয়াকে **خَارِجِيَّةٌ** বলা হবে। যেমন **الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ**
(মানুষ লেখক) আর যদি মাওযু' শুধুমাত্র কল্পনায়
বিদ্যমান থাকে এবং কল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এর
অস্তিত্বের দৃষ্টিতে তাতে হুকুম করা হয়, তাহলে তাকে
الْإِنْسَانُ বা কাল্পনিক **قَضِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **الْإِنْسَانُ كُلُّهُ**
(মানুষ কুলী)। আর যদি বাস্তব ক্ষেত্রে মাওযু'-এর
অস্তিত্বের ভিত্তিতে হুকুম করা হয়, বাহ্যিক ক্ষেত্রে এবং
কাল্পনিক অস্তিত্বের দিকে লক্ষ্য করা ব্যতীত, তবে তাকে
قَضِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ বলা হবে। যেমন- চার সংখ্যাটি জোড়
এবং ছয় সংখ্যাটি তিন সংখ্যাটির দ্বিগুণ।

শাস্তিক অনুবাদ : **فَصَلِّ** পরিচ্ছেদ **تَقْسِيمٌ آخَرَ** অন্য এক প্রকার **لِلْحَمَلِيَّةِ** -এর **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ** -এর
কাযিয়ায়ে হামলিয়ার **مَوْضُوع** - **الْخَارِجِ** -এর বাস্তবে বিদ্যমান থাকে **وَكَانَ الْحُكْمُ فِيهَا** আর তাকে যদি হুকুম করা
হয় **وُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ** ও অস্তিত্বের দৃষ্টিতে **تَحَقُّقِ الْمَوْضُوعِ** বাস্তবতার দৃষ্টিতে **بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِ الْمَوْضُوعِ** তাহলে তাকে
উক্ত কাযিয়াকে **خَارِجِيَّةٌ** বলা হবে **وَيَسْتَعِينُ بِمَا** যেমন- **الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ** মানুষ লেখক **وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا** আর যদি মাওযু' বিদ্যমান থাকে **فِي**
الذِّهْنِ শুধুমাত্র কল্পনায় **وَالْحُكْمُ** এবং তাতে হুকুম করা হয় **بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ وَجُودِهِ** বিশেষভাবে এর অস্তিত্বের দৃষ্টিতে **فِي**
الذِّهْنِ কল্পনার ক্ষেত্রে **وَكَانَ الْحُكْمُ** তাহলে তাকে **قَضِيَّةٌ** বা কাল্পনিক **قَضِيَّةٌ** বলা হয় **وَيَسْتَعِينُ بِمَا** যেমন- **الْإِنْسَانُ كُلُّهُ** মানুষ কুলী **وَإِنْ كَانَ**
الْحُكْمُ আর যদি হুকুম করা হয় **بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ** বাস্তব ক্ষেত্রে মাওযু'-এর অস্তিত্বের ভিত্তিতে **مَعَ عَزْلِ النَّظَرِ** লক্ষ্য করা
ব্যতীত **سُمِّيَتْ** তাহলে তাকে **قَضِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ** এবং কাল্পনিক অস্তিত্বের দিকে **بِاعْتِبَارِ طَرَفِ الْخَارِجِ أَوْ الذِّهْنِ** লক্ষ্য করা
وَالسِّتَةِ এবং ছয় সংখ্যাটি তিন সংখ্যাটির দ্বিগুণ। **الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ** চার সংখ্যাটি জোড় **وَيَسْتَعِينُ بِمَا** যেমন- **قَضِيَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ** বলা হবে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক আলোচনা : এখানে গ্রন্থকার বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য করে **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ** -এর প্রকারভেদের বিবরণ দিয়েছেন-
قَوْلُهُ تَقْسِيمٌ آخَرَ -এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, কাযিয়ায়ে হামলিয়া **مَوْضُوع** -এর অস্তিত্বের ভিত্তিতে তিন প্রকার। যথা- ১.
خَارِجِيَّةٌ (বাহিরে বিদ্যমান), ২. **ذَهْنِيَّةٌ** (কল্পনায় বিদ্যমান), ৩. **حَقِيقِيَّةٌ** (প্রকৃত বিদ্যমান)। নিম্নে তাদের পরিচয় উদাহরণসহ আলোচনা
করা হলো।

১. **خَارِجِيَّةٌ** -এর পরিচয় : যদি **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ** -এর **مَوْضُوع** বাইরের বিষয় হয় এবং বাস্তবে তা বিদ্যমান থাকে ; অতঃপর তার উপর
مَحْكُومٌ -এর হুকুম আরোপিত হয়, তবে তাকে **خَارِجِيَّةٌ** বলে। যথা- **الْإِنْسَانُ كَاتِبٌ** - উদাহরণটিতে উদ্দেশ্য হলো **إِنْسَانٌ** এবং
বিধেয় হলো **كَاتِبٌ** যা বাইরের জিনিস, যার উপর হুকুম আরোপিত হয়েছে।
২. **ذَهْنِيَّةٌ** -এর পরিচয় : যদি **قَضِيَّةٌ حَمَلِيَّةٌ** -এর **مَوْضُوع** বা উদ্দেশ্য মস্তিষ্কে বিদ্যমান থাকে এবং মস্তিষ্কে বিদ্যমান হিসেবেই যদি তার
উপর হুকুম প্রদান করা হয়, তাহলে **ذَهْنِيَّةٌ** বলে। যথা- **الْإِنْسَانُ كُلُّهُ** ; এ উদাহরণটির বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, বাইরে
এর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।
৩. **حَقِيقِيَّةٌ** -এর পরিচয় : যদি **مَوْضُوع** বা উদ্দেশ্য-এর মধ্যে হুকুম প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতার নিরিখে প্রদান করা হয়, তবে তাকে
حَقِيقِيَّةٌ বলে। যথা- **الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ** অর্থাৎ চার দু'-এর দ্বিগুণ। এখানে ৪ সংখ্যা ২-এর দ্বিগুণ যা প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ।

فَصَلِّ : الْقَضِيَّةُ الْمُوجِبَةُ وَكَذَا السَّالِبَةُ
تَنْقَسِمَانِ إِلَى مَعْدُولَةٍ وَغَيْرِ مَعْدُولَةٍ فَالْمَعْدُولَةُ
مَا يَكُونُ فِيهِ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوعِ أَوْ
مِنَ الْمَحْمُولِ أَوْ كِلَيْهِمَا مِثَالُ الْأَوَّلِ قَوْلُنَا اللَّاحِي
حَمَادٌ مِثَالُ الثَّانِي زَيْدٌ لَا عَالِمٌ مِثَالُ الثَّالِثِ
اللَّاحِي لَا عَالِمٌ هَذَا فِي الْإِنْجَابِ وَأَمَّا فِي السَّلْبِ
فَمِثَالُ الْأَوَّلِ اللَّاحِي لَيْسَ بِعَالِمٍ وَمِثَالُ الثَّانِي الْعَالِمُ
لَيْسَ بِلَا حِيٍّ وَمِثَالُ الثَّالِثِ اللَّاحِي لَيْسَ بِلَا جَمَادٍ
وَغَيْرُ الْمَعْدُولَةِ بِخِلَافِهَا وَيُسَمَّى غَيْرُ الْمَعْدُولَةِ
فِي الْمُوجِبَةِ بِالْمُحْصَلَةِ وَفِي السَّالِبَةِ بِالْبَسِيطَةِ

فَصَلِّ : وَقَدْ يُذَكِّرُ الْجِهَةُ فِي الْقَضِيَّةِ فَيَسْمَى
مَوْجَّهَةً وَرُبَاعِيَّةً أَيْضًا وَالْمَوْجَّهَاتُ خَمْسَةٌ عَشَرَ
ثَمَانِيَةً مِنْهَا بَسِيطَةٌ وَسَبْعَةٌ مِنْهَا مُرَكَّبَةٌ أَمَّا
الْبَسَائِطُ فَاحَدُهَا الضَّرُورِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي
حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةٍ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ
أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً
كَقَوْلِكَ الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُورَةِ وَالْإِنْسَانُ لَيْسَ
بِحَجَرٍ بِالضَّرُورَةِ .

وَالثَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِدَوَامِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبُهُ عَنْهُ كَقَوْلِكَ كُلُّ فَلَكَ مُتَحَرِّكٌ بِالدَّوَامِ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْفَلَكَ بِسَاكِنٍ بِالدَّوَامِ -

সরল অনুবাদ : পরিস্ফুট : **قَضِيَّةٌ مُوجِبَةٌ** (ইতিবাচক কাযিয়া) অনুরূপ **قَضِيَّةٌ سَالِبَةٌ** (নেতিবাচক কাযিয়া) দু' প্রকার। **مَعْدُولَةٌ** ও **غَيْرُ مَعْدُولَةٌ**। **مَعْدُولَةٌ** কাযিয়াকে বলা হয়, যাতে হরফে সলব মাওযু' অথবা মাহমূল অথবা উভয়টির অংশ হয়। প্রথমটির উদাহরণ— **الْأَحْمَى جَمَادٍ** (প্রাণহীন বস্তু জড়)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ— **زَيْدٌ لَا عَالِمٌ** (যায়েদ অনভিজ্ঞ)। তৃতীয়টির উদাহরণ— **الْأَحْمَى لَا عَالِمٌ** (প্রাণহীন জ্ঞানশূন্য)। এটি ঈজাব বা ইতিবাচকের ক্ষেত্রে। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে প্রথমটির উদাহরণ— **الْأَحْمَى لَيْسَ بِعَالِمٍ** (প্রাণহীন জ্ঞানসম্পন্ন নয়)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ— **الْعَالِمُ لَيْسَ بِأَحْمَى** (জ্ঞানী প্রাণহীন নয়)। তৃতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে— **الْأَحْمَى لَيْسَ بِأَجَامِدٍ** (নিশ্চাণ অজড় নয়)। আর গায়রে মা'দুলা এর বিপরীত। গায়রে মা'দুলা মূজিবা হলে তাকে মুহাসসালা বলা হয়। আর গায়রে মা'দুলা সালিবা বা নেতিবাচক গায়রে মাদুলাকে বসীতা বলা হয়।

পারিচ্ছেদ : কখনো **قَضِيَّةٌ** -এর মধ্যে **جَهَةٌ** -এর উল্লেখ করা হয় এবং এরূপ **قَضِيَّةٌ** -কে **مَوْجِهَةٌ** ও **رَبَاعِيَّةٌ** বলা হয়। আর **قَضِيَّةٌ مَوْجِهَاتٌ** ১৫টি। তন্মধ্যে ৮টি হলো **قَضَايَا بَسَائِطٍ** -এর প্রথমটি হলো **ضُرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ** এটি **قَضِيَّةٌ** কে বলে, যার মধ্যে **مَوْضُوعٌ** -এর জন্য **مَحْمُولٌ** সাব্যস্ত হওয়ার এবং **مَوْضُوعٌ** হতে **مَحْمُولٌ** দূর করার হুকুম আবশ্যিকভাবে হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত **مَوْضُوعٌ** -এর সত্তা বিদ্যমান থাকে। যেমন- **الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُورَةِ وَالْإِنْسَانُ لَيْسَ بِعَجَرٍ بِالضَّرُورَةِ** (মানুষ অবশ্যই প্রাণী এবং মানুষ অবশ্যই পাথর নয়।) আর দ্বিতীয় হচ্ছে **دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ** যার মধ্যে **مَوْضُوعٌ** -এর জন্য **مَحْمُولٌ** সাব্যস্ত করার এবং **مَوْضُوعٌ** হতে **مَحْمُولٌ** -কে **سَلْبٌ** করার স্থায়ী হুকুম হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত **مَوْضُوعٌ** -এর সত্তা বিদ্যমান থাকবে। যেমন- তোমার উক্তি **كُلُّ فُلٍّ مَتَحَرِّكٌ بِالدَّوَامِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفُلِّ بِسَاكِنٍ بِالدَّوَامِ** (প্রত্যেক আসমান সর্বদা নড়াচড়া করে। কোনো আসমান সর্বদা স্থির নয়)।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلَ بِرِجْعِهِ الْمَوْجِبَةُ ইতিবাচক কাযিয়া وَكَذَا السَّالِبَةُ অনুরূপ নেতিবাচক কাযিয়া
مَا بِرِجْعِهِ বিতৰ্ক مَعْدُوْلَةٍ وَغَيْرِ مَعْدُوْلَةٍ - إِلَى مَعْدُوْلَةٍ ও غَيْرِ مَعْدُوْلَةٍ -এর দিকে فَالْمَعْدُوْلَةُ -এ কাযিয়াকে বলা হয়
أَوْ مِنْ التَّمَعُّولِ অথবা مِنْ التَّمَعُّولِ মাওযু'য়ের অংশ مَوْجِبُ অথবা مَوْجِبُ যাত্তে হয় حَرْفُ السَّلْبِ হরফে সলব (না-বোধক অব্যয়) يَكُونُ فِيهِ
মাহমুলের مَعْدُوْلَةٍ অথবা উভয়টির مَعْدُوْلَةٍ প্রথমটির উদাহরণ قَوْلُنَا আমাদের উক্তি الْأَعْيَانُ আশাধীন বস্তু جَدُّ جَدُّ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. **الْغَيْرُ الْمَعْدُولَةُ** -এর পরিচয় : হরফে **سَلْبٌ** যদি **فَضِيَّةٌ** -এর **مَوْضِعٌ** কিংবা **مَحْمُولٌ** -এর অংশ না হয়, তাহলে তাকে **فَضِيَّةٌ** **غَيْرُ مَعْدُولَةٍ** বলে। এটা **مَرْجِيَةٌ** -ও হতে পারে, **سَالِبَةٌ** -ও হতে পারে। **مَوْجِبَا** হলে, তাকে **مَحْمُولَةٌ** বলা হয়। কারণ, এর প্রত্যেকটি অংশ ইতিবাচক। আর **مَعْدُولَةٌ** **غَيْرُ** সালেবা হলে, তাকে **بَسِيطَةٌ** বলে। কারণ, যার কোনো অংশ নেই, তাকে **بَسِيطَةٌ** বলা হয়। **مَعْدُولَةٌ** **سَالِبَةٌ** -এর মধ্যে **حَرْفُ سَلْبٍ** বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তা **مَوْضِعٌ** কিংবা **مَحْمُولٌ** কোনোটারই অংশ হয়নি সেহেতু তাকে **بَسِيطَةٌ** বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এর আলোচনা : **قَوْلُهُ وَقدْ يُذْكَرُ الْخ** -এর **مَوْضُوع** ও **مَعْمُول** -এর মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্ক হতে পারে। ১. **إِمْتِنَاعٌ** [অসম্ভব] ২. **ضُرُورَتٌ** [বাহ্যতামূলক] ৩. **إِمْتِنَانٌ** [সম্ভব]।

এর আলোচনা : যদি **مَوْضُوع** -এর জন্য মাহমূল বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হয় তবে এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্কে **ضُرُورَتٌ** বলা হয়।

এর আলোচনা : যদি **مَوْضُوع** হতে **مَعْمُول** বিদূরীত হওয়া জরুরি হয়, তবে এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্কে **إِمْتِنَاعٌ** বলা হয়।

এর আলোচনা : যদি **مَوْضُوع** -এর জন্য **مَعْمُول** সাব্যস্ত হওয়া জরুরি বা অসম্ভব কোনটিই না হয় বরং সম্ভব হয়, তবে এতদুভয়ের মধ্যকার সম্পর্কে বলা হয় **إِمْتِنَانٌ**।

উল্লিখিত সম্পর্কত্রয়ের তিনটি **وَجُودٌ** বা অস্তিত্ব রয়েছে। ১. **وَجُودٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ** (প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকা)। ২. **وَجُودٌ عِنْدَ** (বিবেকের নিকট বিদ্যমান থাকা), ৩. **وَجُودٌ فِي التَّلَفُّظِ** (শব্দে বিদ্যমান থাকা)। **وَجُودٌ** বা প্রকৃতপক্ষে মাওযু' বা মাহমূলের মধ্যকার সম্পর্ক উল্লিখিত **كَيْفِيَّاتٌ** বা অবস্থাসমূহের মধ্য হতে যে অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তাকে **مَادَّةُ الْقَضِيَّةِ** বলা হয়। আর যে শব্দ উক্ত মাদ্দাকে বুঝায়, তাকে **جِهَةٌ الْقَضِيَّةِ** বলা হয়। আর যে বাক্যে উক্ত **جِهَةٌ** উল্লেখ থাকে, তাকে **مَوْجِهَةٌ** বলা হয় এবং একে **مَعْمُولٌ**, ২. **مَوْضُوعٌ**, ১. **جِهَةٌ** উল্লেখ থাকলে বাক্যের অংশ মোট চারটি হয়। ১. **مَوْضُوعٌ**, ২. **مَعْمُولٌ**, ৩. **جِهَةٌ**, ৪. **نِسْبَةُ حَكْمِيَّةٍ**।

এর প্রকারভেদ : কাযিয়ায়ে মুওয়াজ্জাহা মোট ১৫টি। তন্মধ্যে ৮টি **بَسِيْطَةٌ** ৭টি **مُرْكَبَةٌ**। যে বাক্যে শুধু ইজাব থাকে তাকে বসীতা বলা হয়। আর যে বাক্যে ইজাব ও সলব উভয়টি উল্লেখ থাকে, তাকে **مُرْكَبَةٌ** বলা হয়। বসীতা আটটি হলো- ১. **مُنْعَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ**, ২. **وَقْتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ**, ৩. **عُرْفِيَّةٌ عَامَّةٌ**, ৪. **مَشْرُوطَةٌ عَامَّةٌ**, ৫. **دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ**, ৬. **ضُرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ**, ৭. **مُنْكِنَةٌ عَامَّةٌ**, ৮. **مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ**।

এর আলোচনা : **قَوْلُهُ فَاحْدَا الضَّرُورِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْخ** -এর **مَوْضُوع** -এর সত্তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে মাওযু'-এর জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়, অথবা হুকুমের নফী করা হয়। যেমন- **الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ بِالضَّرُورَةِ** (মানুষ অবশ্যই প্রাণী)। এখানে **إِنْسَانٌ** -এর সত্তা যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সে **حَيَوَانٌ** থাকবে। এটি ইতিবাচকের উদাহরণ। নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে- **الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ بِالضَّرُورَةِ** (নিশ্চয়ই মানুষ পাথর নয়)। যতক্ষণ **إِنْسَانٌ** -এর জাত বা সত্তা বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তার উপর বাধ্যতামূলকভাবে **حَيَوَانٌ** -এর নেতিবাচক হুকুম আরোপ করা হবে। যেহেতু উক্ত বাক্যে **ضُرُورَتٌ** -এর সাথে হুকুম আরোপ করা হয়েছে, আর তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাই তাকে **ضُرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ** বলা হয়।

এর আলোচনা : **قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ الدَّائِمَةُ الْمُطْلَقَةِ الْخ** : বসীতার দ্বিতীয় প্রকার **دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ**। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে স্থায়ীভাবে **مَوْضُوع** -এর সত্তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তার জন্য **مَعْمُول** সাব্যস্ত হওয়া অথবা বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- **كُلُّ فَلَكٍ مُتَحَرِّكٍ بِالدَّوَامِ** (প্রত্যেক আকাশ সর্বদাই নড়াচড়া করে)। যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করতে থাকবে। আর নেতিবাচক বাক্যের উদাহরণ হচ্ছে- **لَا شَيْءٌ مِنَ الْفَلَكَ يَسْكُنُ بِالدَّوَامِ** (কোনো আকাশ কখনো স্থির নয়)। যেহেতু উক্ত বাক্যে **دَوَامٌ** -এর সাথে হুকুম আরোপ করা হয়েছে, আর তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংযুক্ত নয়, তাই তাকে **دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ** বলা হয়।

وَالثَّالِثُ الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضُرُورَةٍ تُبَوِّتُ الْمَحْمُولَ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْصُوفًا بِالْوَصْفِ الْعُنَوَانِيِّ وَالْوَصْفُ الْعُنَوَانِيُّ عِنْدَهُمْ مَا يُعْبَرُ بِهِ عَنِ الْمَوْضُوعِ كَقَوْلِنَا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَالرَّابِعَةُ الْعَرَفِيَّةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِدَوَامِ ثُبُوتِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْعُنَوَانِيِّ كَقَوْلِنَا بِالدَّوَامِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا وَبِالدَّوَامِ لَا شَيْءٌ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَنِقِظٍ مَا دَامَ نَائِمًا . وَالْخَامِسَةُ الْوَقْتِيَّةُ الْمَطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضُرُورَةٍ تُبَوِّتُ الْمَحْمُولَ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَوْقَاتِ الدَّاتِ كَمَا تَقُولُ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ حَيْلُولَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ التَّرَبُّعِ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ التَّرَبُّعِ وَالسَّادِسَةُ الْمُنْتَشِرَةُ الْمَطْلَقَةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِضُرُورَةٍ تُبَوِّتُ الْمَحْمُولَ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ أَوْقَاتِ الدَّاتِ نَحْوُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتًا وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتًا .

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি **مَشْرُوطَةُ عَامَّةٌ** এটি ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে যতক্ষণ পর্যন্ত **مَوْضُوع**-এর জন্য মাহমূল আবশ্যিকভাবে সাব্যস্ত হওয়া অথবা **مَوْضُوع** হতে **مَحْمُول** বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। আর ওয়াসফে উনওয়ানী তাদের (মানতীকীদের) মতে ঐ বিষয়কে বলা হয়, যদ্বারা **مَوْضُوع**-কে ব্যক্ত করা হয়। যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا** (অবশ্যই প্রত্যেক লেখক যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে) **وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِالضَّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا** (নিশ্চয়ই কোনো লেখকের অঙ্গুলিই স্থির থাকবে না যতক্ষণ সে লিখবে)। চতুর্থটি **عَرَفِيَّةٌ عَامَّةٌ**। তা ঐ বাক্য যাতে **مَوْضُوع**-এর সত্তা **عُنَوَانِي** দ্বারা **মাওসুফ** থাকা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে **মাওযু'-এর** জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা **মَوْضُوع** হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا** (প্রত্যেক লেখক যতক্ষণ সে লিখতে থাকবে, ততক্ষণ স্থায়ীভাবে তার অঙ্গুলি সঞ্চালিত হবে)। আর **بِالدَّوَامِ لَا شَيْءٌ مِنَ النَّائِمِ بِمُسْتَنِقِظٍ مَا دَامَ نَائِمًا** (কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ জাগ্রত থাকতে পারে না)।" পঞ্চমটি **وَقْتِيَّةٌ مَطْلَقَةٌ**। তা ঐ বাক্য যাতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে **মাওযু'-এর** জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা **মাওযু'** হতে মাহমূল বিদূরীত করার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন, তোমার উক্তি- **كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ حَيْلُولَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ** (নিশ্চয় চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী আড়াল হলে প্রত্যেক চন্দ্রেই গ্রহণ লাগবে)। আর **كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ لَا شَيْءٌ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتُ التَّرَبُّعِ** (চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে আকাশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ তিনটি কক্ষ পথের ব্যবধান থাকাকালীন কখনও চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে না)। ষষ্ঠটি **مُنْتَشِرَةٌ مَطْلَقَةٌ**। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে **মাওযু'-এর** সত্তার কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ে আবশ্যিকভাবে **মাওযু'-এর** জন্য মাহমূল সাব্যস্ত হওয়া অথবা **মাওযু'** হতে মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- **كُلُّ حَيَوَانٍ مُتَنَفِّسٍ** (প্রত্যেক প্রাণী কোনো এক সময় অবশ্যই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী)। আর **كُلُّ حَيَوَانٍ مُتَنَفِّسٍ لَا شَيْءٌ مِنَ الْحَجَرِ بِمُتَنَفِّسٍ بِالضَّرُورَةِ وَقْتًا** (নিশ্চয়ই কোনো পাথরই কোনো এক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী নয়)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانُ -এর আলোচনা : আর عُنْوَانِي তর্কশাস্ত্রবিদগণের মতে ঐ গুণকে বলে, যা দ্বারা মাওযু'কে সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন- كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكٍ الْأَصَابِعِ بِالصُّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا (প্রত্যেক লেখকের অঙ্গুলি নড়তে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে লিখে)। এ উদাহরণটিতে "كَاتِبٌ" হচ্ছে عُنْوَانِي। মাওযু'-এর সত্তা যতক্ষণ পর্যন্ত এ গুণে গুণান্বিত থাকবে, ততক্ষণ আবশ্যিকভাবে তার অঙ্গুলি নড়বে। এটি ইতিবাচকের উদাহরণ। আর নেতিবাচকের উদাহরণ হচ্ছে- لَا شَيْءَ مِنْ الْكَاتِبِينَ إِلَّا يَسْكُنُ الْأَصَابِعِ بِالصُّرُورَةِ مَا دَامَ كَاتِبًا (নিশ্চয় কোনো লেখকের অঙ্গুলি স্থির থাকে না, যতক্ষণ সে লিখতে থাকে)। উক্ত

وَقْتَبَةُ مُطْلَقَةً -এর হুকুম নির্দিষ্ট সময়ে হয়। আর
مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةً : উপলব্ধি যে, وَقْتَبَةُ مُطْلَقَةً -এর হুকুম নির্দিষ্ট সময়ে হয়। আর
مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةً -এর মধ্যে অনির্দিষ্ট সময়ে হুকুম হয়। যেহেতু সময় নির্দিষ্ট হলেও বক্তা তাকে নির্দিষ্ট করে না, তথা বক্তা একে
অনির্দিষ্ট বলে প্রকাশ করে। অতএব, বক্তা যদি وَقْتَبَةُ مُطْلَقَةً -এর সময়কে নির্দিষ্ট করে وَقْتًا শব্দ দ্বারা হুকুম করে, তাহলে তাও
مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةً হয়ে যাবে।

وَالسَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي
حُكِمَ فِيهَا بِوُجُودِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ أَوْ
سَلْبِهِ عَنْهُ بِالْفِعْلِ أَيْ فِي أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ
الثَّلَاثَةِ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ
وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ وَهِيَ
الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ ضَرُورَةِ الْجَانِبِ
الْمُخَالِفِ كَقَوْلِكَ كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْإِمْكَانِ
الْعَامِّ وَلَا شَيْءَ مِنَ النَّارِ يَبَارِدُ بِالْإِمْكَانِ
الْعَامِّ -

সরল অনুবাদ : আর সপ্তমটি **عَائَةً مُطْلَقَةً** । তা
 ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে তিন কালের কোনো এক কালে
مَوْضُوع -এর জন্য **مَحْتَمِل** সাব্যস্ত হওয়া অথবা মাওযু' হতে
 মাহমূল বিদূরীত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয় । যেমন-
 তোমার উক্তি-**كُلُّ إِنْسَانٍ ضَايِكٌ بِأَنْفِعِل** (প্রত্যেক মানুষ
 তিন কালের কোনো এক কালে হাসে) । আর **وَلَا شَيْءَ مِنْ**
الْإِنْسَانِ بِضَايِكٍ بِأَنْفِعِل (কোনো মানুষই তিন কালের
 কোনো এক কালে হাসে না) ।

আর অষ্টমটি **مُنْكِنَةٌ عَائَةٍ**। তা ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে বিপরীত দিক হতে **سَلَبٌ ضَرْوَرَتٌ** (আবশ্যকতা বিদূরীতকরণ)-এর হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন তোমার উক্তি **كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْإِنْكَانِ الْعَامِ** (প্রত্যেক অগ্নি সাধারণ সম্ভাবনার সাথে গরম) আর **وَلَا شَيْءٌ مِنَ النَّارِ يَبَارِدُ بِالْإِنْكَانِ** (কোনো অগ্নিই সাধারণ সম্ভাবনার সাথে ঠাণ্ডা নয়)।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُطْلَقَةً عَائَةً - একে مُطْلَقَةً عَائَةً নামে - قَوْلُهُ وَالسَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَائَةُ الخ
অর্থহীন কবর কারণ এই যে, উক্ত বাক্যকে যখন لَدَوَامٍ ও خَرُورٍ -এর উল্লেখ ব্যতীত বলা হয় তখন فَعِلِيَّتٍ বা তিন কালের
কোনো এক কালের সাথে হৃকুমের সম্পর্ক বলে বুঝে আসে। আর এটি وَجُودِيَّةٌ لَا خَرُورِيَّةٌ وَوَجُودِيَّةٌ لَا دَائِمَةَ -এর তুলনায় ব্যাপক।

مُنْكِنَةٌ عَامَّةٌ -এক আশোচনা : বসীতার অষ্টম প্রকার। যে বাক্যে বিপরীত
 দিকের ~~অন্য~~ (অন্যত্বা বিদূরীতকরণ)-এর হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে مُنْكِنَةٌ عَامَّةٌ বলা হয়। যেমন-كُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ
 بِإِلْمَانِ النَّارِ (প্রত্যেক অগ্নি সম্ভাবনার সাথে গরম) অর্থাৎ আগুন ঠাণ্ডা হওয়া জরুরি নয়। উক্ত বাক্যে অগ্নি গরম হওয়ার যে
 হুকুম আরোপ করা হয়েছে তা এইসেবে যে, তার বিপরীত দিক তথা ঠাণ্ডা হওয়া জরুরি নয়। উক্ত বাক্যকে مُنْكِنَةٌ عَامَّةٌ বলে
 আখ্যায়িত করার ~~কারণ~~ (সম্ভাবনা) সম্বলিত, আর এটি مُنْكِنَةٌ عَامَّةٌ -এর তুলনায় ব্যাপক।

সমসল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مُرْكَبَاتُ প্রশঙ্গ ।
 مُرْكَبَاتُ এ বাক্যকে বলা হয়, যার হাকীকত ঈজাব (হ্যাঁ-বোধক) ও
 سَلْب (না-বোধক) দ্বারা গঠিত । একে مُرْجَبَةٌ বা سَالِبَةٌ নামকরণ
 প্রথম অংশের ভিত্তিতে হবে, যদি প্রথম অংশ مُرْجَبَةٌ (ইতিবাচক)
 হয়, তবে তাকে مُرْجَبَةٌ বলা হবে । যেমন- بِالضَّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ
 مُتَعَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (নিশ্চয় প্রত্যেক লেখকের
 অঙ্গুলি নড়বে যতক্ষণ সে লিখতে থাকে, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়) ।
 আর যদি প্রথম অংশ سَالِبَةٌ (নেতিবাচক) হয়, তবে তাকে سَالِبَةٌ
 বলা হবে । যেমন- آمَاةَدِ الْكَاتِبِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِالسَّكَنِ
 الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا (কোনো লেখকই যতক্ষণ
 পর্যন্ত লিখতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরিহার্যভাবে অঙ্গুলি স্থির
 রাখতে পারবে না, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়) । এ কাযিয়াকে نَالِبَةٌ
 (নেতিবাচক) নামকরণ করা হয় ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. مُشْرُوطَةٌ خَاصَّةٌ, ২. عَرَفِيَّةٌ خَاصَّةٌ, ৩. وَقْتِيَّةٌ, ৪. مُنْتَشِرَةٌ, ৫. جُودِيَّةٌ لَا ضَرْوِيَّةٌ, ৬. مُكْنَه خَاصَّةٌ, ৭. جُودِيَّةٌ لَا دَائِمَةٌ। আগামীতে এদের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

وَمِنْهَا الْوَقْتِيَّةُ وَهِيَ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ
إِذَا قُبِدَ بِاللَّادِ وَأَمَّ بِحَسَبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَا
بِالضَّرُورَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ وَقْتَ حَيْلُولَةِ
الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا وَبِالضَّرُورَةِ
لَأَشَى مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيعِ لَا دَائِمًا

وَقَتِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ اَوْ قَتِيَّةٌ -এর পঞ্চম প্রকার হলো :
 وَقَتِيَّةٌ -এর মধ্যে যখন যা ত হিসেবে দু'করা হয়, তখন
 بِالضَّرُورَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَفِيفٌ وَقَتٌ حَبْلُولُهُ الْأَرْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا
 বাধ্যতামূলকভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মিলনে পৃথিবীর অবস্থানকালে
 গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সর্বদা চন্দ্রগ্রহণ হবে না। আর لَا شَيْءَ مِنْ
 الْقَمَرِ يَنْخَفِيفُ وَقَتُ التَّزْيِينِ لَا دَائِمًا (সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে
 তিনটি কক্ষ পথের ব্যবধান থাকাকালীন কোনো চন্দ্র গ্রহণ হবে না,
 তবে এটি সর্বসময়ের জন্য নয়)

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْ الرُّكَبَاتِ কথিয়ায়ে মুরাক্কাবার মধ্য হতে একটি الْمَشْرُوطَةُ মাশরুতাত্যে খাস্সাহ
وَمِنْ الْمَشْرُوطَةِ الْبَعَاءَةُ এটা বলা হয় এমন একটি مَشْرُوطَةُ عَامَّة - মশরুতাত-এর শর্ত সংযুক্ত করা

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মেশ্রুওটে চেষ্টা	মেশ্রুওটে চেষ্টা
دَانِيَا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَعَرِّكٌ الْأَصَابِعُ بِالْعَضْرُوَّةِ مَا دَامَ كَاتِبًا كُلُّ كَاتِبٍ يَسْكِينُ الْأَصَابِعُ بِالْفِعْلِ	ইতিবাচক দানিয়া কুল্ল কাতিব মুতেরিক্ব অসাবিব আলি'আসুরুওয়া মা দাম কাতিবা নেতিবাচক লাস্শুন মিন নকাতিব য়েস্কিন অসাবিব আলি'আসুরুওয়া মা দাম কাতিবা দানিয়া

[illegible]

عَرَفِيَّةٌ عَامَّةٌ دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكٍ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا دَائِمًا لَا يَمُوتُ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَائِرِينَ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا	عَرَفِيَّةٌ خَاصَّةٌ دَائِمًا كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكٍ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا دَائِمًا لَا يَمُوتُ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَائِرِينَ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا	ইতিবাচক নেতিবাচক
---	---	--

وَجُودِيَّةٌ لَا ضُرُورِيَّةٌ -এর চতুর্থ প্রকার- 'مُرْكَبَةٌ' : আলোচনা -এর 'قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْوُجُودِيَّةُ الْخ' كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ' -এর সাথে প্রকৃতি হিসেবে 'لَا ضُرُورِيَّةٌ' যোগ করা হয় তাকে 'وَجُودِيَّةٌ' বলা হয়। যেমন- 'كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ' (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় লেখক, আবশ্যিকভাবে নয়) এ উদাহরণটিতে 'كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ' মতলাকায়ে 'لَا ضُرُورَةَ' যোগ করার ফলে এটি 'وَجُودِيَّةٌ لَا ضُرُورَةَ' গঠিত হয়েছে। আর 'مُسْكِنَةٌ عَائِمَةٌ' তথা 'وَجُودُ النِّسْبَةِ فِي' -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত কাযিয়া মতলাকায়ে 'وَجُودُ النِّسْبَةِ فِي' -এর সাথে 'لَا ضُرُورَةَ' যোগ করা হয় তাকে 'وَجُودِيَّةٌ لَا ضُرُورَةَ' বলা হয়। 'وَجُودُ النِّسْبَةِ فِي' -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত কাযিয়া মতলাকায়ে 'وَجُودُ النِّسْبَةِ فِي' -এর সাথে 'لَا ضُرُورَةَ' যোগ করা হয় তাকে 'وَجُودِيَّةٌ لَا ضُرُورَةَ' বলা হয়। 'وَجُودُ النِّسْبَةِ فِي' -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু উক্ত কাযিয়া মতলাকায়ে 'وَجُودُ النِّسْبَةِ فِي' -এর সাথে 'ল' আর তা 'وَجُودِيَّةٌ لَا' -এর শর্ত সঞ্চিত, তাই তাকে 'وَجُودِيَّةٌ لَا' বলা হয়। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো-

وَجُودِيَّةٌ لَا ضَرُورَةَ كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ لا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ	مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ كُلُّ إِنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ لا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ
---	--

وَجُودِيَّةٌ لَا دَائِمَةَ عَرَبِيَّةٌ : فَضِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ : -এর আলোচনা : قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْوُجُودِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ الْحَقُّ মতলাকায়ে আশ্কার সাথে প্রকৃতি হিসেবে لَا دَوَامٌ যোগ করা হয়, তবে তাকে وَجُودِيَّةٌ لَادَائِمَةً বলা হয়। যেমন- كُلُّ إِنْسَانٍ صَاحِبٌ كَلِّ إِنْسَانٍ صَاحِبٌ بِالْفِعْلِ (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় হাসে, তবে এটি সর্বদা নয়)। এ উদাহরণটিতে কَلِّ إِنْسَانٍ صَاحِبٌ بِالْفِعْلِ মতলাকায়ে আশ্বাহ-এর সাথে وَلَا دَائِمًا যোগ করার ফলে لَا دَائِمَةَ গঠিত হয়েছে। আর وَلَا দ্বারা নেতিবাচক মতলাকায়ে وَجُودِ النَّسْبَةِ فِي- লেহেতু মতলাকায়ে আশ্কার অর্থ- شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ يَصْأَحِكُ بِالْفِعْلِ - তা হচ্ছে- وَقْتُ غَيْرِ مَعْيَيْنٍ আর উল্লিখিত কাযিয়া "لَا دَوَامٌ"-এর শর্তের সাথে সংযুক্ত, তাই তাকে وَجُودِيَّةٌ لَا دَائِمَةَ বলা হয়। নিম্নে ছক আকারে বর্ণিত হলো-

وُجُودِيَّةٌ لَا دَائِمَةَ	مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ
ইতিবাচক কূল' অসনান সাজক' বাল্ ফিঈল' ল্য দাঈম্য নেতিবাচক লা শুন' মিন' আল' অসনান' ইসাজিক' বাল্ ফিঈল' ল্য দাঈম্য	কূল' অসনান সাজক' বাল্ ফিঈল' লা শুন' মিন' আল' অসনান' ইসাজিক' বাল্ ফিঈল' ল্য দাঈম্য

[illegible]

وَقَبِيْئَةٌ	وَقَبِيْئَةٌ
بِالصُّرُوْرَةِ كُلِّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ وَقَتَ حَيْلُوْلَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ يَنْخَسِفُ وَقَتَ التَّرْبِيعِ	ইতিবাচক বিস্তারিত বিস্তারিত নেতিবাচক

فَصَلِّ : اللَّادَوَامُ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ
عَامَّةٍ وَاللَّا ضَرُورَةٌ إِشَارَةٌ إِلَى مُمَكِّنَةٍ عَامَّةٍ
فَإِذَا قُلْتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا
دَائِمًا فَكَانَكَ قُلْتَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ
بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَعَجِّبٍ
بِالْفِعْلِ وَإِذَا قُلْتَ كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ
لَا بِالضَّرُورَةِ فَكَانَكَ قُلْتَ كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ
بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِمَاشٍ
بِالْإِمْكَانِ -

সরল অনুবাদ : পরিশ্চেষ্টা : দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে **مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ** -এর দিকে। আর **لَا ضَرُورَةٌ** দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়, **مُمَكِّنَةٍ عَامَّةٍ** -এর দিকে। অতএব, তুমি যখন বলবে **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا** (প্রতিটি মানুষ তিন কালের মধ্যে যে কোনো এক কালে বিশ্বয়াভিভূত হয়, কিন্তু সর্বদার জন্য নয়)। তখন তুমি যেন বললে, **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ** (প্রতিটি মানুষ তিন কালের কোনো এক কালে বিশ্বয়াভিভূত হয় এবং কোনো মানুষই তিন কালের কোনো কালে বিশ্বয়াভিভূত হয় না)। আর যখন তুমি বলবে **كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ** (প্রত্যেক প্রাণীই তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী কিন্তু আবশ্যিকভাবে নয়)। তখন তুমি যেন বললে **كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ** (প্রত্যেক প্রাণী তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী এবং কোনো প্রাণীই পদব্রজে গমনকারী নয়, সম্ভাবনার সাথে)।

مُطْلَقَةٍ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে **فَصَلِّ** পরিচ্ছেদে **لَا دَوَامُ** দাওয়াম দ্বারা **إِشَارَةٌ** ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে **عَامَّةٍ** -এর দিকে। আর **لَا ضَرُورَةٌ** -এর দিকে **إِشَارَةٌ** ইঙ্গিত করা হয় **مُمَكِّنَةٍ عَامَّةٍ** মুমকিনায়ে আশ্বাহ -এর দিকে। **فَإِذَا** অতএব, তুমি যখন বলবে **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ** তিন কালের মধ্যে যে কোনো এক কালে বিশ্বয়াভিভূত হয় **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا** তখন তুমি যেন বললে **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ** প্রতিটি মানুষ তিন কালের কোনো এক কালে বিশ্বয়াভিভূত হয় **عَامَّةٍ** এবং কোনো মানুষই নেই **بِالْفِعْلِ** তিন কালের কোনো এক কালে **كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ** তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী **لَا بِالضَّرُورَةِ** এবং যখন তুমি বলবে **كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ** তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী **بِالْفِعْلِ** তিন কালের যে কোনো এক কালে পদব্রজে গমনকারী **بِالْإِمْكَانِ** সম্ভাবনার সাথে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاللَّا دَوَامُ إِشَارَةٌ إِلَى -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) **فَصَلِّ** -এর সর্বশেষ পরিচ্ছেদে **لَا دَوَامُ** দ্বারা শব্দদ্বয় সংযুক্ত করলে গঠিত হয় এবং সেগুলোর দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে তার বর্ণনা দিয়েছেন। **دَوَامُ** দ্বারা সাধারণত মুতলাকায় আমার দিকে ইঙ্গিত হয়। যেমন- **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا** (প্রত্যেক মানুষ কোনো এক সময় বিস্মিত হয়; আর কোনো মানুষই কোনো এক সময় বিস্মিত হয় না)। এ উদাহরণটিতে **لَا دَائِمًا** শব্দ দ্বারা অপর একটি মুতলাকায় আমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ** অতএব, পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে, **كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَعَجِّبٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا** আর **لَا ضَرُورَةَ** দ্বারা মুমকিনায়ে আমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন- **كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ** এ বাক্যটিতে **لَا بِالضَّرُورَةِ** দ্বারা মুমকিনায়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে **كُلُّ حَيَوَانٍ مَاشٍ بِالْفِعْلِ** (প্রত্যেক প্রাণী কোনো এক সময় পদচারণা, আর কোনো প্রাণীরই পদচারণা জরুরি নয়; সম্ভাবনার সাথে)।

অনুশীলনী

- ১- مَا هِيَ الْقَضِيَّةُ؟ كَمْ قِسْمًا لَهَا؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّمَثِيلِ.
- ২- مَا هِيَ الْقَضِيَّةُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا بِإِغْتِبَارِ الْمَوْضُوعِ؟ بَيِّنْ بِالتَّمَثِيلِ.
- ৩- الْقَضِيَّةُ الْحَلِيلَةُ مَا هِيَ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا بِإِغْتِبَارِ وَجُودِ الْمَوْضُوعِ؟ بَيِّنْ مُثَلًّا وَمُقْتَضًا.
- ৪- عَرِّبِ الْقَضِيَّةَ. ثُمَّ اكْتُبْ أَقْسَامَ الْقَضِيَّةِ الْحَلِيلَةِ بِإِغْتِبَارِ الْمَوْضُوعِ. ثُمَّ بَيِّنْ أَقْسَامَ الْمَحْضُورَاتِ مَعَ السُّورِ مُثَلًّا.

بَابُ الشَّرْطِيَّاتِ

শর্তিয়া কাযিয়াসমূহের অধ্যায়

قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَى الشَّرْطِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي تَنْحَلُّ إِلَى قَضِيَّتَيْنِ وَالْآنَ نَهْدِيكَ إِلَى اقْسَامِهَا وَنُرْشِدُكَ إِلَى أَحْكَامِهَا فَاعْلَمْ أَيُّهَا الْفِطْنُ اللَّيْبُ وَالْأَذْكَى الْأَرْنَبُ أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ قَسَمَانِ أَحَدُهُمَا الْمُتَّصِلَةُ وَثَانِيهِمَا الْمُنْفَصِلَةُ أَمَّا الْمُتَّصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكْمُ فِيهَا يَثْبُوتُ نِسْبَةً عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ نِسْبَةِ أُخْرَى فِي الْإِنْجَابِ وَيَنْفِي نِسْبَةً عَلَى تَقْدِيرِ نِسْبَةِ أُخْرَى فِي السَّلْبِ كَقَوْلِنَا فِي الْإِنْجَابِ إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَقَوْلِنَا فِي السَّلْبِ لَيْسَ الْبَتَّةُ إِذَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا ثُمَّ الْمُتَّصِلَةُ صِنْفَانِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ لِعِلَاقَةٍ بَيْنَ الْمُقَدِّمِ وَالتَّالِيِ سُمِّيَتْ لُزُومِيَّةً كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِدُونِ الْعِلَاقَةِ سُمِّيَتْ إِتِفَاقِيَّةً كَقَوْلِكَ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاطِقٌ وَالْعِلَاقَةُ فِي عُرْفِهِمْ عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً لِلْآخَرِ أَوْ كِلَاهُمَا مَعْلُولَيْنِ لِثَالِثٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عِلَاقَةُ التَّضَايُفِ وَالتَّضَايُفُ هُوَ أَنْ يَكُونَ تَعَقُّلٌ أَحَدِهِمَا مَوْقُوفًا عَلَى تَعَقُّلٍ الْآخَرِ كَالْأَبَوَّةِ وَالْبَنُوَّةِ فَإِذَا قُلْتَ إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرٍو كَانَ عَمْرٍو ابْنًا لَهُ يَكُونُ شَرْطِيَّةً مُتَّصِلَةً بَيْنَ طَرَفَيْهَا عِلَاقَةُ التَّضَايُفِ وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ الَّتِي حُكْمُ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوجِبَةٍ وَبِالسَّلْبِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا فِي سَالِبَةٍ

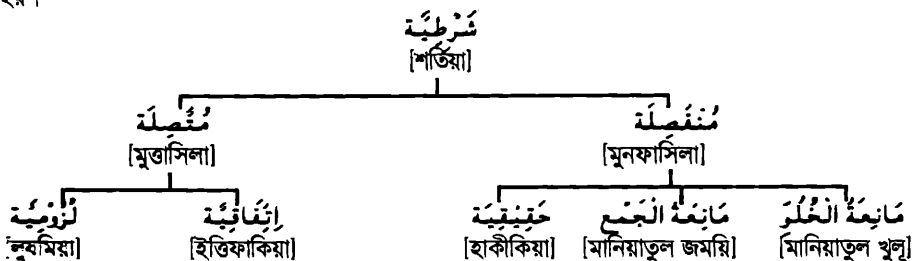
সরল অনুবাদ : ইতোপূর্বে তুমি অবগত হয়েছ। আর শর্তিয়া এমন এক কাযিয়া, যা দু' কাযিয়ায় পরিণত হয়। এখন আমি তোমাকে তার প্রকারভেদ ও আহকামের পথ নির্দেশ করবো। সুতরাং তুমি জেনে রাখ যে, হে বুদ্ধিমান, বিবেকবান ও প্রতিভাবান! কাযিয়া শর্তিয়া দু' প্রকার : তন্মধ্যে একটি **مُتَّصِلَةٌ** আর দ্বিতীয়টি **مُنْفَصِلَةٌ** - এমন একটি কাযিয়াকে বলা হয়, যাতে ইজাবের ক্ষেত্রে একটি নিসবত গ্রহণীয় হওয়ার উপর অপর একটি নিসবত সাব্যস্ত হয় এবং সলবের ক্ষেত্রে একটি নিসবত গ্রহণীয় হওয়ার উপর অপর একটি নিসবতের অস্বীকার করা হয়। যেমন- ইজাবের ক্ষেত্রে আমাদের উক্তি (যায়েদ যদি মানুষ হয় তবে সে প্রাণী হবে)। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে আমাদের উক্তি (এটা লিস্যে-অবত্ব) **إِذَا كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ فَرَسًا** : অবশ্যই নয় যে, যায়েদ যদি মানুষ হয় তবে সে ঘোড়া হবে।

تَالِي ও **مُقَدِّم** আবার দু' প্রকার। যদি বাক্যে **مُتَّصِلَةٌ** -এর পরস্পর সম্পর্কের দরুন হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তাকে **لُزُومِيَّة** বলা হয়। যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি কোনো সম্পর্ক ব্যতিরেকে হুকুম আরোপ করা হয়, তবে উক্ত বাক্যকে **إِتِفَاقِيَّة** বলা হয়। যেমন- আমাদের উক্তি (যদি মানুষ [বাক শক্তি সম্পন্ন] হয়, তবে গাধা নাহিক হবে) (গাধার চিৎকারকে নাহিক বলা হয়) তাদের (মানতিকীদের) পরিভাষায় **عِلَاقَةٌ** (সম্পর্ক) দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়কে বুঝানো হয়। হয়তো দু'টির একটি অপর একটি বিষয়ের জন্য ইল্লত হবে, অথবা দু'টি বিষয় অপর তৃতীয় একটি বিষয়ের **مَعْلُول** হবে, অথবা উভয়ের মধ্যে **تَضَايُف** -এর সম্পর্ক হবে। আর **تَضَايُف** অর্থ- যা একটি বিষয় উপলব্ধি করা অপরটি উপলব্ধি করার উপর নির্ভরশীল হওয়া। যেমন- **أَبُو** (পিতা হওয়া) ও **بُنُو** (পুত্র হওয়া)। অতএব তুমি যখন বলবে **إِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبًا لِعَمْرٍو** [যদি যায়েদ আমরের পিতা হয়, তবে আমর তার পুত্র হবে] তখন এটি **شَرْطِيَّة مُتَّصِلَةٌ** হবে, যার উভয় দিকে তাযায়ুফের **عِلَاقَةٌ** (সম্পর্ক) রয়েছে। আর **مُنْفَصِلَةٌ** ঐ বাক্যকে বলা হয়, যাতে ইতিবাচকের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের মধ্যে পরস্পর তানাহী (বিরোধ ভাব)-এর হুকুম আরোপ করা হয়। আর নেতিবাচকের ক্ষেত্রে উভয়টির মধ্যকার **تَنَافِي** বিদূরিত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : **وَمَهِيَ** আর শর্তিয়া - **شَرْطِيَّة** - **مَعْنَى الشَّرْطِيَّةِ** ইত্যঃপূর্বে তুমি অবগত হয়েছ **قَدْ عَرَفْتَ** : এমন এক কাযিয়া **إِلَى قَضِيَّتَيْنِ** যা পরিণত হয় **وَالْآنَ نَهْدِيكَ** দু'কাযিয়ায়

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- **مِمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُّ مِنْ دُونِهَا نِسَبَةً** অর্থঃ এমনিভাবে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের নামের সাথে অন্য নামের সাথে যুক্ত করে নবীত্ব গ্রহণ করেছেন।



فَصَلِّ : الشَّرْطِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِبٍ لَا تَهَا إِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدَمِهِ بَيْنَ التَّنَسُّبَتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ مَعًا كَانَتْ الْمُنْفَصِلَةُ حَقِيقِيَّةً كَمَا تَقُولُ هَذَا الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ فَلَا يُمْكِنُ اخْتِمَاعُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَلَا إِرْتِفَاعُهُمَا وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدَمِهِ صِدْقًا فَقَدْ كَانَتْ مَانِعَةً الْجَمْعِ كَقَوْلِكَ هَذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ حَجَرًا وَشَجَرًا مَعًا وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْئًا مِنْهُمَا وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ سَلْبِهِ كَذِبًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةً الْخُلُوعِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَا يَغْرِقُ فَإِرْتِفَاعُهُمَا بِأَنْ لَا يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ وَيَغْرِقُ مُحَالٌ وَلَيْسَ اجْتِمَاعُهُمَا مُحَالًا بِأَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَغْرِقُ

فَصَلِّ : الْمُنْفَصِلَةُ بِاقْتِسَامِهَا الثَّلَاثَةَ قِسْمَانِ عِنَادِيَّةٌ وَإِتْفَاقِيَّةٌ وَالْعِنَادِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنَافِي بَيْنَ الْجُزْئَيْنِ لِدَاتِيَّتِهِمَا وَالْإِتْفَاقِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ التَّنَافِي بِمَجْرَدِ الْإِتْفَاقِ

فَصَلِّ : إِنْ عَلِمَ أَنَّ كَمَا يَنْقَسِمُ الْحَمَلِيَّةُ إِلَى الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَحْضُورَةِ وَالْمُهْمَلَةِ كَذَلِكَ الشَّرْطِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ إِلَّا أَنَّ الْقَضِيَّةَ الطَّبْعِيَّةَ لَا تُتَصَوَّرُ هُنَا ثُمَّ التَّقَادِيرُ فِي الشَّرْطِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَفْرَادِ فِي الْحَمَلِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى تَقْدِيرٍ مُعَيَّنٍ وَوَضِعَ خَاصٍ سُمِّيَتْ الشَّرْطِيَّةُ شَخْصِيَّةً كَقَوْلِنَا إِنْ جِئْتَنِي الْيَوْمَ أَكْرَمَكَ

شَرْطِيَّةٌ : পশ্চিচ্ছেদ : পশ্চিচ্ছেদ তিন প্রকার : এ জন্য যে, যদি দু'টি নিসবতের (বিষয়ের) মধ্যে সত্য ও মিথ্যা উভয়ই তানাহী (পৃথকতা) অথবা আদমে তানাহী (পৃথকতা) হীনতার) হুকুম আরোপ করা হয়, তাহলে তা **مُنْفَصِلَةٌ** হবে। যেমন- তুমি বলবে- **إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ** (এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় নতুবা একক)। সুতরাং জোড় হওয়া এবং একক হওয়া এক নির্দিষ্ট সংখ্যাতে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয় এবং উভয়ের একই সঙ্গে উঠে যাওয়াও সম্ভব নয়। আর যদি শুধু সত্য হিসেবে **عَدَمُ تَنَافِيٍّ** ও **تَنَافِيٍّ** -এর হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তা **مَانِعَةُ الْجَمْعِ** হবে। যেমন, তোমার উক্তি **هَذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ حَجَرٌ** (এ বস্তুটি হয়তো বৃক্ষ নতুবা পাথর)। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট বস্তু এক সাথে বৃক্ষ এবং পাথর হওয়া অসম্ভব। আর দু'টি বস্তু হতে কোনো একটি না হওয়াও সম্ভব। আর যদি শুধু মিথ্যা হিসেবে **عَدَمُ تَنَافِيٍّ** ও **تَنَافِيٍّ** -এর হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তা **مَانِعَةُ الْخُلُوعِ** হবে। যেমন- কারো উক্তি **إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَا يَغْرِقُ** (হয়তো বা যাবেদ সমুদ্রে হবে, অথবা ডুববে না) উভয়ই উঠে যাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ যাবেদ সমুদ্রে হবে না অথচ ডুববে। কিন্তু উভয়ের একত্রিত হওয়া সম্ভব অর্থাৎ যাবেদ সমুদ্রেও হবে আর ডুববেও না।

পশ্চিচ্ছেদ : আর **مُنْفَصِلَةٌ** -এর প্রকারত্রয়ের প্রত্যেকটি দু' প্রকার : ১. **عِنَادِيَّةٌ** ২. **إِتْفَاقِيَّةٌ** এনাদিয়া বলা হয় এমন একটি কাযিয়াকে, যার দু'টি অংশের মধ্যে তাদের জাতিগতভাবে পরস্পর বিরোধী হয়। আর **إِتْفَاقِيَّةٌ** বলা হয়। এমন একটি কাযিয়াকে যার দু'টি অংশের মধ্যে **تَنَافِيٍّ** গঠনাক্রমে হয়।

পশ্চিচ্ছেদ : জেনে রাখবে যে, **حَمَلِيَّةٌ** যেমননিভাবে **مُهْمَلَةٌ** এ তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অনুরূপভাবে **شَرْطِيَّةٌ** ও উক্ত কয়ভাগে বিভক্ত হয়। তবে **قَضِيَّةٌ** তাবইয়্যার কল্পনা এখানে করা যেতে পারে না। অতঃপর **شَرْطِيَّةٌ** -এর তাকদীরসমূহ (অবস্থাসমূহ) **حَمَلِيَّةٌ** -এর আফরাদতুল্য। অতএব, যদি নির্দিষ্ট তাকদীর ও বিশেষ অবস্থার উপর হুকুম আরোপিত হয়, তবে উক্ত **شَرْطِيَّةٌ** বলা হবে। যেমন- **إِنْ جِئْتَنِي الْيَوْمَ أَكْرَمَكَ** তুমি যদি আজ আমার নিকট আস, তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করবো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

২. مَائِعَةُ الْجَنِّع - এর সংজ্ঞা : আর যে কাষিয়ায় কেবল صَدَن হিসেবে দু'টি নিসবতের পরস্পর ثَنَانِي অথবা عَم ثَنَانِي -এর হকুম আরোপ করা হয়, তাকে مَائِعَةُ الْجَنِّع বলা হয়। যেমন - هَذَا الشَّيْءُ إِمَّا شَجَرٌ أَوْ جَبَرٌ এ উদাহরণে যে ثَنَانِي -এর হকুম আরোপ করা হয়েছে, তা কেবল صَدَن অর্থাৎ দু'টি বিষয় এক সঙ্গে একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে। অতএব, কোনো একটি বস্তু পাথর ও বৃক্ষ উভয়টি হতে পারবে না। কিন্তু কোনো একটি বস্তু পাথর ও বৃক্ষ কোনোটিই না হওয়া সম্ভব। যেহেতু উক্ত বাক্যে দু'টি নিসবত পরস্পর জমা বা একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ, তাই একে مَائِعَةُ الْجَنِّع বলা হয়।

৩. **مَانِعَةُ الْخُلُوِّ**-এর সংজ্ঞা : যে কাযিয়ায় কেবল **كَذِب** হিসেবে দু'টি নিসবতের **تَنَافِي** অথবা **سَلْبُ تَنَافِي**-এর হুকুম আরোপ করা হয়, তাকে **مَانِعَةُ الْخُلُوِّ** বলা হয়। যেমন- **زَنْدٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَا يَفْرُقُ** এখানে **زَنْدٌ فِي الْبَحْرِ** ও **لَا يَفْرُقُ** এ দু'টি নিসবতের মধ্যে **تَنَافِي**-এর হুকুম কেবল **كَذِب** হিসেবে আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ যায়েদের পানিতে না থাকা অপর দিকে ডুবে যাওয়া, এটি অসম্ভব। হ্যাঁ, উভয়টি একত্রিত হতে পারে। যেমন- যায়েদ পানিতে সাতার কাটতে রইল এবং ডুবল না।

বিঃ দ্রঃ **قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ** কত অংশে গঠিত হয়, এ সম্পর্কে মানতিকীদের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন- **مَانِعَةُ الْخُلُوِّ** কাযিয়ায় তিন অংশ দ্বারা গঠিত হয়, তাকে **مَانِعَةُ الْجَمْعِ** এবং **مَانِعَةُ الْخُلُوِّ** কাযিয়ায় তিন অংশ দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- **هَذَا الشَّيْءُ إِنَّمَا شَجَرٌ أَوْ عَجَرٌ أَوْ حَيَوَانٌ** আবার কেউ কেউ বলেন : কোনো **قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ** ই দু' অংশের অধিক দ্বারা গঠিত হতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, সকল প্রকার কাযিয়া **قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ** ই তিন অংশ দ্বারা গঠিত হতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় মতটিই বিতর্ক বলে মনে করা হয়।

এর আলোচনা : **قَوْلُهُ الْمُنْفَصِلَةُ بِاقْسَامِهَا الْخ** গ্রন্থকার এখানে **مُنْفَصِلَةٌ**-এর অপর একটি প্রকারের আলোচনা করেছেন। **مُنْفَصِلَةٌ**-এর প্রত্যেক প্রকারই আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এর একটি **عِنَادِيَّةٌ** আর অপরটি **إِتِفَاقِيَّةٌ**।

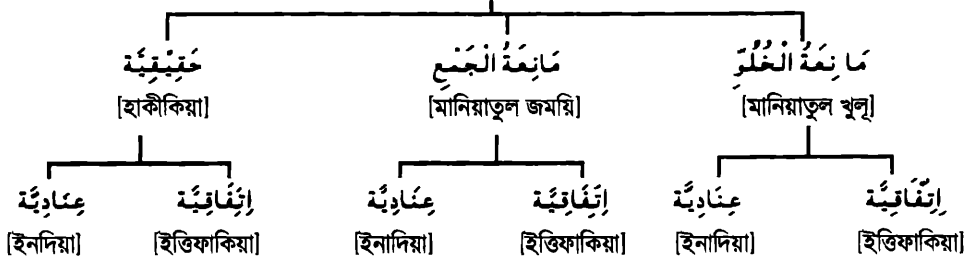
১. **عِنَادِيَّةٌ**-এর সংজ্ঞা : ইনাদিয়া ঐ কাযিয়ায় মুনফাসিলাকে বলে, যার অংশদ্বয়ের মধ্যে জাতিগত তানাফী বিদ্যমান। যেমন- **هَذَا الْعَدُوُّ أَوْ بِيضٌ أَوْ قَرْدٌ** কেননা, জোড় ও বিজোড় এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে জাতিগত **تَنَافِي** তথা বিরোধ রয়েছে।

নামকরণ : জাতিগত তানাফী থাকার দরুন এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধিতা বিদ্যমান, তাই এটাকে **عِنَادِيَّةٌ** বলা হয়।

২. **إِتِفَاقِيَّةٌ**-এর সংজ্ঞা : যে **قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ**-এর মধ্যে কেবল ঘটনাক্রমে **تَنَافِي**-এর হুকুম আরোপিত হয়, তাকে **إِتِفَاقِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ زَنْدٌ أَوْ سَوْدٌ أَوْ يَكُونَ كَاتِبٌ** (যায়েদ হয়তো কালো হবে অথবা লেখক হবে)। অত্র বাক্যে যায়েদের কালো হওয়া এবং লেখক হওয়ার মধ্যে মূলত কোনো **تَنَافِي** (বিরোধ) নেই। কেবল ঘটনাক্রমে এখানে **تَنَافِي** (বিরোধ) দেখা দিয়েছে।

مُنْفَصِلَةٌ

[মুনফাসিলা]



এর আলোচনা : গ্রন্থকার উক্ত পরিচ্ছেদে **قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ**-এর অপর একটি প্রকার বর্ণনা করে বলেছেন, **قَضِيَّةٌ حَلِيَّةٌ** যেহেতু শখসিয়া, মাহসূরা ও মুহমালায় বিভক্ত হয়, তদ্রূপ **قَضِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ** ও বিভক্ত হয়ে থাকে। তবে পার্থক্য হলো **حَلِيَّةٌ**-এর উক্ত প্রকারগুলো **مَوْضُوع**-এর **أَفْرَادٌ** তুল্য।

শাখসিয়া : যদি হুকুম **مُقَدَّمَ**-এর কোনো এক বিশেষ অবস্থার উপর হয়, তখন বাক্যকে **شَخْصِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **إِنْ أَكْرَمَ إِيْرَامٌ** (সম্মান প্রদর্শন)-এর যে হুকুম আরোপ করা হয়েছে তা **مُقَدَّمَ**-এর বিশেষ এক অবস্থা হিসেবে। আর তা হলো আজকের আগমন।

কলীযা : যদি হুকুমটি **مُقَدَّمَ**-এর সমুদয় অবস্থার উপর আরোপিত হয়, তাহলে বাক্যকে **كَلِيَّةٌ** বলা হয়। যেমন- **وَجُودٌ** (যখনই সূর্য উদিত হবে তখনই দিনের অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে)। এ বাক্যটিতে **كَلِيَّةٌ**। **طُلُوعُ الشَّمْسِ**-এর কোনো বিশেষ অবস্থা নয়; বরং **مُقَدَّمَ**-এর সর্বাবস্থার জন্য।

وَأَنَّ كَانَ الْحُكْمَ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ
الْمُقَدِّمِ سُمِّيَتْ كُلِّيَّةٌ نَحْوُ كُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ
طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ
عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً كَمَا فِي
قَوْلِنَا قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا كَانَ
إِنْسَانًا وَإِنْ تَرَكَ ذِكْرَ التَّقَادِيرِ كَلًّا أَوْ بَعْضًا
كَانَتْ مُهْمَلَةً نَحْوَرِ أَنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ
حَيَوَانًا -

فَصَلِّ : فِي ذِكْرِ أَسْوَارِ الشَّرْطِيَّاتِ سُورُ
الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ لَفْظُ مَتَى
وَمَهْمَا وَكُلَّمَا وَفِي الْمُنْفَصِلَةِ دَائِمًا وَسُورُ
السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ
لَيْسَ أَلْبَتَّةَ وَسُورُ الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ
يَكُونُ وَسُورُ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ فِيهِمَا قَدْ
لَا يَكُونُ وَيَدْخَالُ حَرْفُ السَّلْبِ عَلَى سُورِ
الْإِنْجَابِ الْكُلِّيِّ وَلَفْظَةُ لَوْ وَإِنْ إِذَا فِي الْإِتِّصَالِ
وَأَمَّا وَأَوْ فِي الْإِنْفِصَالِ تَجِيءُ فِي الْإِهْمَالِ -

সরল অনুবাদ : আর যদি মুকাদ্দামের সমস্ত অবস্থার উপর
হুকুম হয়, তবে তাকে **কুলী** বলা হবে। যেমন-**কُلَّمَا**
كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا (যখনই সূর্য
উদিত হবে, তখনই দিবস বিদ্যমান হবে)। আর যদি কিছু
অবস্থার উপর হুকুম হয়, তবে তা **জুজী** হবে।
যেমন-আমাদের উক্তি **قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا** (কখনও কখনও এরূপ হতে পারে যে, কোনো
বস্তু প্রাণী হলে তা মানুষ হবে)। আর যদি **تَقْدِيرِ**
(অবস্থা)-এর উল্লেখ পূর্ণ বা আংশিক কোনো প্রকারেই উল্লেখ
করা না হয়, তবে উক্ত **قَضِيَّة**-কে **مُهْمَلَةً** বলা হবে।
যেমন-**إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا** (যদি যাহেদ মানুষ
হয় তবে সে প্রাণী হবে)।

পরিচ্ছেদ : কাযিয়া শর্তিয়ার **سُور** বা নমুনা প্রসঙ্গে। কাযিয়া
كُلَّمَا, **سُور** বা নমুনা -এর **مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ** মুত্তাসিলার মধ্যে
دَائِمًا মধ্যে -এর মধ্যে **مُنْفَصِلَةٍ** আর কাযিয়া **مَتَى** শব্দ।
আর **سُور** হালো **مُنْفَصِلَةٍ** ও **مُتَّصِلَةٍ** -
سُور আর উভয়ের মধ্যে মূজিবায়ে জুযয়িয়ার
سُور ও উভয়ের মধ্যে সালিবায়ে জুযয়িয়ার
এর উপর **سُور** এবং মূজিবায়ে কুল্লিয়ার
ইউ ও **إِنْ** - **لَوْ** শব্দ প্রবেশ করার ফলে হয়। আর শব্দ **سَلْبِ**
أَوْ ও **إِمَّا** আর মুত্তাসিলার ক্ষেত্রে। আর
মুনফাসিলায়ে মুহমালার ক্ষেত্রে আসে।

শাস্তিক অনুবাদ : **وَأَنَّ كَانَ الْحُكْمُ** আর যদি হুকুম হয় সমস্ত অবস্থার উপর মুকাদ্দামের
তখনই **كَانَ النَّهَارُ** সূর্য উদিত হবে **كُلَّمَا** যখনই **كَانَتِ الشَّمْسُ** তাই **طَالِعَةً** তখনই
দিবস হবে **مَوْجُودًا** বিদ্যমান **وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ** আর যদি হুকুম হয় কিছু অবস্থার উপর
তবে তা **كَانَتْ جُزْئِيَّةً** হবে **قَوْلِنَا** যেমন- আমাদের উক্তি **قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا** (কখনও কখনও এরূপ হতে পারে যে, কোনো বস্তু
প্রাণী হলে তা মানুষ হবে) **وَإِنْ تَرَكَ** আর যদি **ذِكْرَ التَّقَادِيرِ** অবস্থাসমূহের উল্লেখ পূর্ণ বা
আংশিক **كَانَتْ مُهْمَلَةً** তবে উক্ত **قَضِيَّة**-কে **مُهْمَلَةً** বলা হবে যেমন- **إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا** (যদি যাহেদ মানুষ
হয় তবে সে প্রাণী হবে) **فَصَلِّ** পরিচ্ছেদ প্রসঙ্গে **سُور** বা নমুনা কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার **سُور** বা নমুনা
مَتَى (কখন) **مَتَى** - **لَفْظُ مَتَى** কাযিয়ায়ে মুত্তাসিলার মধ্যে **مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ** -এর
دَائِمًا শব্দটি **دَائِمًا** - **سُور** আর **مُنْفَصِلَةٍ** (যখন) **كُلَّمَا** ও **كُلَّمَا**
وَسُورُ (আবশ্যক নয়) **لَيْسَ أَلْبَتَّةَ** - **لَيْسَ أَلْبَتَّةَ** মুত্তাসিলা ও মুনফাসিলার মধ্যে **مُنْفَصِلَةٍ** সালিবায়ে
كُلِّيَّةٍ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জ্ঞাতব্য বিষয় : কাযিয়া মুত্তাসিলা কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার পূর্বে যদি **لَوْ** শব্দ অথবা **إِنْ** অথবা **إِذَا** শব্দ প্রবিষ্ট হয়, তাহলে কাযিয়া মুত্তাসিলা **مُهْمَلَة** হয়ে যায়। যেমন- **فَصِيْبَةٌ مُنْفَوِلَةٌ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَاتًا** -এর পূর্বে **إِنَّمَا** অথবা **أَوْ** প্রবেশ করানো হয়, তখন কাযিয়া শর্তিয়া মুনফাসিলা মুহম্বালা হয়। যেমন- **إِنَّمَا أَنْ يَكُونَنَّ هَذَا الشَّيْءُ حَيَوَاتًا أَوْ حَجَرًا** -

فَصَلِّ : طَرَفَا الشَّرْطِيَّةَ أَعْنَى الْمَقْدَمِ
وَالْتَّالِي لَا حُكْمَ فِيهِمَا حِينَ كَوْنِهِمَا
طَرَفَيْنِ وَبَعْدَ التَّحْلِيلِ يُمَكِّنُ أَنْ يُعْتَبَرَ
فِيهِمَا حُكْمٌ فَطَرَفَاهَا إِمَّا شَبِيهَتَا
بِعَمَلَتَيْنِ أَوْ مُتَّصِلَتَيْنِ أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ
أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَعَلَيْكَ بِاسْتِخْرَاجِ الْأَمْثَلَةِ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : শর্তিয়ার দু'টি দিক
অর্থাৎ মুকাদ্দাম ও তালী। কাযিয়ার দু'টি দিক থাকা অবস্থায়
তাদের মধ্যে কোনো প্রকার হুকুম হয় না। তবে قَضِيَّة -কে
বিভক্ত করার পর তাদের মধ্যে হুকুম ধরা যেতে পারে। তার
(শর্তিয়ার) দিক দু'টি- হয়তো حَمْلِيَّة অথবা مُتَّصِلَةٌ, অথবা
مُنْفَصِلَةٌ ইওয়ার দিক হতে এক ধরনেরও হতে পারে; অথবা
বিভিন্ন ধরনেরও হতে পারে। অবশিষ্ট উদাহরণগুলো বের করার
দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হলো।

শাস্তিক অনুবাদ : فَصَلِّ পরিচ্ছেদ طَرَفَا الشَّرْطِيَّة শর্তের দুই দিক أَعْنَى অর্থাৎ মুকাদ্দাম ও তালী
وَالْتَّالِي الْمُتَّصِلَةُ وَالْمَقْدَمُ মুকাদ্দাম ও তালী
وَبَعْدَ التَّحْلِيلِ কাযিয়ার দু'টি দিক থাকা অবস্থায়
طَرَفَيْنِ তাদের মধ্যে কোনো প্রকার হুকুম হয় না। هَيَّا, قَضِيَّة -কে বিভক্ত করার পর
أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِمَا حُكْمٌ তাদের মধ্যে হুকুম ধরা যেতে পারে
تَار (শর্তিয়ার) فَطَرَفَاهَا হয়তো এক ধরনের হতে পারে
بِعَمَلَتَيْنِ - حَمْلِيَّة ইওয়ার দিক হতে পারে
أَوْ مُتَّصِلَتَيْنِ অথবা مُنْفَصِلَتَيْنِ অথবা মুনফাসিলা
وَعَلَيْكَ আর তোমার উপর অর্পিত হলো
بِاسْتِخْرَاجِ অবশিষ্ট উদাহরণগুলো বের করার দায়িত্ব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ طَرَفَا الشَّرْطِيَّةِ الْخ -এর আলোচনা : قَضِيَّة মূলত দু'টি قَضِيَّة থাকা অবস্থায়
কত দু'টি কাযিয়ার মধ্যে ভিন্ন কোনো হুকুম ধরা হয় না। হ্যাঁ, قَضِيَّة -কে বিভক্ত করার পর ঐ দু'টি কাযিয়ার মধ্যে হুকুম ধরা যেতে
পারে। এর পার্শ্বস্থ বাক্য দু'টি حَمْلِيَّة হতে পারে, অথবা مُتَّصِلَةٌ হতে পারে, অথবা মুনফাসিলাও হতে পারে। কিংবা বিভিন্ন
ধরনেরও হতে পারে। এভাবে শর্তিয়ার বহু অবস্থা ধারণ করতে পারে। উদাহরণসহ অবস্থাগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এর অবস্থা ও উদাহরণসমূহ

أقسام طَرَفَيِ الشَّرْطِيَّةِ শর্তিয়ার পার্শ্বস্থয়ের প্রকারভেদ	الْأَمْثَلَةُ উদাহরণ
১. حَمْلِيَّة উভয়টি تَالِي ও مُقَدِّم হবে।	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّاهَارُ مَوْجُودٌ
২. مُتَّصِلَةٌ উভয়টি تَالِي ও مُقَدِّم হবে।	كُلَّمَا كَانَ إِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّاهَارُ مَوْجُودٌ فَكُلَّمَا لَمْ يَكُنِ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ الْتَّاهَارُ مَوْجُودًا .
৩. مُنْفَصِلَةٌ উভয়টি تَالِي ও مُقَدِّم হবে।	كُلَّمَا كَانَ دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا قَدَانِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوَيْنِ أَوْ غَيْرِ مُنْقَسِمٍ
৪. مُتَّصِلَةٌ টা تَالِي ও حَمْلِيَّة টা مُقَدِّم হবে।	إِنْ كَانَ طُلُوعُ الشَّمْسِ عِلَّةً لَوْجُودِ الْتَّاهَارِ فَكُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّاهَارُ مَوْجُودٌ .
৫. حَمْلِيَّة টা تَالِي ও مُتَّصِلَةٌ টা مُقَدِّم হবে।	إِنْ كَانَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّاهَارُ مَوْجُودٌ فَطُلُوعُ الشَّمْسِ مَلَزُومٌ لَوْجُودِ الْتَّاهَارِ .
৬. مُنْفَصِلَةٌ উভয়টি تَالِي ও مُقَدِّম হবে।	إِنْ كَانَ هَذَا عَدَدًا فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا .
৭. حَمْلِيَّة টা تَالِي ও مُنْفَصِلَةٌ টা مُقَدِّم হবে।	كُلَّمَا كَانَ هَذَا إِمَّا زَوْجًا أَوْ فَرْدًا كَانَ هَذَا عَدَدًا .

৮. مُنْفَصِلَةٌ تَا لِي وَ مُتَّصِلَةٌ تَا مُقَدِّمٌ হবে।

إِنْ كَانَ كُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مُوجُودًا فَدَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ النَّهَارُ مُوجُودًا .

৯. مُنْفَصِلَةٌ تَا تَالِي وَ مُنْفَصِلَةٌ تَا مُقَدِّمٌ হবে।

كُلَّمَا كَانَ دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ النَّهَارُ مُوجُودًا فَكُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مُوجُودًا .

শ্রুতি-এর অবস্থা ও উদাহরণসমূহ

اقسام طرفي المنفصلة মুন্ফসিল-এর পার্শ্ববর্তীর প্রকারভেদ	الأمثلة উদাহরণ
১. حَمْلِيَّةٌ تَالِي وَ مُقَدِّمٌ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا .
২. مُتَّصِلَةٌ تَالِي وَ مُقَدِّمٌ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مُوجُودًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً لَمْ يَكُنِ النَّهَارُ مُوجُودًا .
৩. مُنْفَصِلَةٌ تَالِي وَ مُقَدِّمٌ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَرْدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ لَا زَوْجًا أَوْ يَكُونَ لَا فَرْدًا .
৪. একটি حَمْلِيَّةٌ ও অপরটি مُتَّصِلَةٌ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ طُلُوعُ الشَّمْسِ عَلَيَّ لَوْجُودِ النَّهَارِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مُوجُودًا .
৫. একটি حَمْلِيَّةٌ ও অপরটি مُنْفَصِلَةٌ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ لَيْسَ عَدَدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إِمَّا زَوْجًا أَوْ فَرْدًا .
৬. একটি مُتَّصِلَةٌ ও অপরটি مُنْفَصِلَةٌ হবে।	دَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مُوجُودًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ النَّهَارُ مُوجُودًا .

বিশেষ দৃষ্টব্য : -এ সর্বমোট নয়টি ও مُنْفَصِلَةٌ -এ সর্বমোট ছয়টি فَصْلَةٌ -এর সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু مُتَّصِلَةٌ এর মুকাদ্দামকে তালী ও তালীকে মুকাদ্দাম করাতে নতুন অর্থের সৃষ্টি হয়, তাই তাতে অতিরিক্ত তিনটি কাযিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আর নফাসিলায় যেহেতু মুকাদ্দামকে তালী ও তালীকে মুকাদ্দাম করাতে নতুন কোনো অর্থের সৃষ্টি হয় না, তাই মুনফাসিলায় মুত্তাসিলার জন্য তিনটি কাযিয়া কম হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কোর্ক ও ক্রিপ্টা লিমিটেড : দুটি কামিয়ায় পরস্পর সান্বন্ত হওয়ার জন্য আটটি বিষয়ের একাত্তা শর্ত। অর্থাৎ উভয় বাক্যে উক্ত আটটি বিষয় এক হতে হবে। সেই আটটি বিষয় হলো- ১. وَحْدَةُ مَوْضِعٍ (বিষয়বস্তু এক হওয়া), ২. وَحْدَةُ مَعْمُولٍ (মাহমূল এক হওয়া), ৩. وَحْدَةُ مَكَانٍ (স্থান এক হওয়া), ৪. وَحْدَةُ قُوَّةٍ وَفِعْلٍ (শক্তি ও কার্য এক হওয়া), ৫. وَحْدَةُ زَمَانٍ (কাল এক হওয়া), ৬. وَحْدَةُ قِسْمٍ (শর্ত এক হওয়া), ৭. وَحْدَةُ جُزْءٍ وَكُلٍّ (পূর্ণ ও আংশিক ক্ষেত্রে এক হওয়া) ও ৮. وَحْدَةُ اصْفَاتٍ (সম্বন্ধ এক হওয়া)।

فَإِذَا اخْتَلَفْتَا فِيهَا لَمْ تَتَنَاقِضَا نَحْوُ
زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمْرُو لَيْسَ بِقَائِمٍ وَزَيْدٌ قَاعِدٌ
وَزَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَزَيْدٌ مَوْجُودٌ أَيْ فِي
الذَّارِ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ أَيْ فِي السُّوقِ
وَزَيْدٌ نَائِمٌ أَيْ فِي اللَّيْلِ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِنَائِمٍ
أَيْ فِي النَّهَارِ وَزَيْدٌ مُتَحَرِّكٌ الْأَصَابِعِ أَيْ
بِشَرْطِ كَوْنِهِ كَاتِبًا وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكٍ
الْأَصَابِعِ أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ غَيْرَ كَاتِبٍ
وَالْخَمْرُ فِي الدِّنِّ مُسْكِرٌ أَيْ بِالْقُوَّةِ وَالْخَمْرُ
لَيْسَ بِمُسْكِرٍ فِي الدِّنِّ أَيْ بِالْفِعْلِ وَالزَّنَجِيُّ
أَسْوَدٌ أَيْ كُلُّهُ وَالزَّنَجِيُّ لَيْسَ بِأَسْوَدَ أَيْ جُزْءُ
هُ أَغْنَى أَسْنَانَهُ وَزَيْدٌ أَبٌ أَيْ لِبَكْرٍ وَزَيْدٌ
لَيْسَ يَابٍ أَيْ لِخَالِدٍ وَبَعْضُهُمْ اِكْتَفَوْا
بِوَحْدَتَيْنِ أَيْ وَحْدَةِ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ
لِاتِّدَارِجِ الْبَوَاقِي فِيهِمَا وَبَعْضُهُمْ قَنَعُوا
بِوَحْدَةِ النِّسْبَةِ فَقَطْ لِأَنَّ وَحْدَتَهَا مُسْتَلْزِمَةٌ
بِجَمِيعِ الْوَحْدَاتِ -

বিষয়ে একটি অপরাটের বিপরীত হবে, তখন **تَنَاقُضٌ** হবে না।
যেমন— **عَمَرُو لَيْسَ يَفَانِيمُ** (যায়েদ দণ্ডায়মান) ও **زَيْدٌ قَائِمٌ** (আমর দণ্ডায়মান নয়)।
زَيْدٌ لَيْسَ (যায়েদ বসা) ও **زَيْدٌ قَاعِدٌ** (যায়েদ দাঁড়ানো নয়)।
زَيْدٌ مَوْجُودٌ فِي الدَّارِ (যায়েদ ঘরে বিদ্যমান) ও **زَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي السُّوقِ** (যায়েদ বাজারে উপস্থিত নয়)।
زَيْدٌ نَائِمٌ أَيْ فِي اللَّيْلِ (যায়েদ রাতে নিদ্রিত) ও **زَيْدٌ لَيْسَ يَنَائِمُ أَيْ فِي النَّهَارِ** (যায়েদ দিনে বেলায় নিদ্রিত নয়)।
زَيْدٌ مُتَحَرِّكٌ الْأَصَابِعِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ كَاتِبًا (যায়েদের অঙ্গুলি সঞ্চালিত এ শর্তে যে, সে লেখক) ও **زَيْدٌ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكٍ الْأَصَابِعِ أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ غَيْرٌ كَاتِبٍ** (যায়েদের অঙ্গুলি সঞ্চালিত নয় ; এ শর্তে যে, সে লেখক নয়)।
الْخَمْرُ فِي الدِّنِّ مُسْكِرٌ أَيْ بِالقُوَّةِ (শরাব পাত্রে নেশাযুক্ত অর্থাৎ তাতে নেশার যোগ্যতা রয়েছে) ও **الْخَمْرُ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ فِي الدِّنِّ أَيْ بِالْفِعْلِ** (শরাব পাত্রে বর্তমানে নেশাযুক্ত নয়) **الزَّانِجِيُّ أَسْوَدٌ أَيْ كُلُّهُ** (হাবশীর সকল অঙ্গ কালো) **الزَّانِجِيُّ لَيْسَ بِأَسْوَدٌ أَيْ جُزْأُهُ** (হাবশীর কিছু অঙ্গ কালো নয়) অর্থাৎ দাঁত কালো নয়।
زَيْدٌ أَبٌ أَيْ لِبَكْرٍ (যায়েদ বকরের পিতা) ও **زَيْدٌ لَيْسَ بِأَبٍ أَيْ لِخَالِدٍ** (যায়েদ খালেদের পিতা নয়)।

ও وَحْدَةً مَوْضُوعٌ অর্থাৎ وَحْدَةً আর কেউ কেউ দু'টি وَحْدَةً বর্ণনা করেই ক্ষান্ত করেছেন। কেননা অন্যান্যগুলো এ দু'টিরই অন্তর্ভুক্ত। আর কেউ কেউ ওহুদাতে নিসবত বর্ণনা করেই শেষ করেছেন। কারণ ওহুদাতে নিসবতের জন্য অন্যান্য ওহুদাতগুলো আবশ্যিক।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ (অতএব যখন দু'টি বাক্য একটি অপরটির বিপরীত হবে) উল্লিখিত বিষয়ে كَمْ وَزَيْدٌ قَاعِدٌ (তখন تَنَاقَضًا হবে না) نَحْوُ (যেমন) - وَزَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়) ও আমার দণ্ডায়মান নয় وَزَيْدٌ قَاعِدٌ (যায়েদ বস) وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ ঘরে وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (যায়েদ বিদ্যমান) وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ ঘরে وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (যায়েদ উপস্থিত নয়) وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ বাজারে وَزَيْদٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (যায়েদ নিদ্রিত وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ দিনের বেলায় وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (যায়েদের আঙ্গুলি সঞ্চালিত নয়) وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ শর্তে وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (যায়েদের আঙ্গুলি সঞ্চালিত নয়) وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ শর্তে যে, সে লেখক وَزَيْدٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অর্থঃ শর্তে যে, সে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَغْضُضُهُمْ فَنَعْمُوا بِوَحْدَةِ النَّسَبِ الْخ -এর আলোচনা : কতিপয় মানতিকী যাদের মধ্যে ফারাবীও রয়েছেন, তানাকুযের জন্য কেবল একটি শর্ত বর্ণনা করছেন। তা হচ্ছে وَحْدَتُ نَسَبٍ। কারণ, যে কোনো একটি ওয়াহদাত না হলে نَسَبٌ হতে না। যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي السُّوقِ ও زَيْدٌ قَائِمٌ فِي الدَّارِ -এর দুটি বাক্যের মধ্যে নিসবত এক, এ কথা বলা যাবে না। কারণ, প্রথমটির নিসবত الدَّار -এর সাথে সম্পৃক্ত, আর দ্বিতীয়টির নিসবত السُّوقِ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অতএব, বুঝা গেল যে, সমস্ত ওয়াহদাতই نَسَبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দু'টি **قَضِيَّة** (মহকুম)-এর মধ্যে **تَنَاقُضٌ** হওয়ার জন্য **قَضِيَّة** দ্বয় দিয়ে বিভিন্ন হওয়া অপরিহার্য। অতএব, যখন **قَضِيَّة** দ্বয়ের মধ্যে একটি **كُلِّي** হবে, অপরটি **جَزْئِي** হবে। কেননা, (উল্লিখিত) দু'টি **كُلِّي** কখনো কখনো অসত্য হয়। যেমন- **كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ** (প্রত্যেক প্রাণী মানুষ) ও **لَيْسَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِنَاسٍ** (কোনো প্রাণীই মানুষ নয়)। আর দু'টি **جَزْئِي** কখনো কখনো সত্য হয়ে থাকে। যেমন- তোমার উক্তি **بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ** (কতক প্রাণী মানুষ) ও **بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ** (কতক প্রাণী মানুষ নয়)। আর তা প্রত্যেক ঐ উদাহরণে হবে, যাতে মাওযু' (মَوْضُوع) ব্যাপক হয়। আর **الْقَضِيَّةُ مُوجَّهَةٌ** -এর তানাকুয হওয়ার জন্য জিহাত বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। সুতরাং **ضَرُورِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ** -এর নকীয **دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ** -এর নকীয **مَشْرُوطَةٌ عَامَّةٌ** -এর নকীয **عَرْنِيَّةٌ عَامَّةٌ** এবং **جُنْبَةٌ مُمَكِّنَةٌ** হবে। আর তা হলো **مُوجَّهَةٌ** -এর ক্ষেত্রে। আর **مُوجَّهَةٌ مُرَكَّبَةٌ** -এর নকীয তার বসীতার নকীযদ্বয়ের **مَنْهُومُ مَزْدُودٌ** (অনিশ্চিতমূলকভাবে প্রকাশিত) বিস্তারিত বর্ণনা এ বিষয়ের বড় বড় গ্রন্থসমূহ হতে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

দু'টি **فِي الْمَحْصُورَتَيْنِ** হওয়ার জন্য অপরিহার্য **لَا يَدُ فِي التَّنَاقُضِ** পরিল্লেখদ **فَصَلَّ** শাস্তিক অনুবাদ :
أَعْنَى সংখ্যার হুকুমে **فِي حُكْمِ الْكَمِّ** বিভিন্ন **مُخْتَلِفَتَيْنِ** দ্বয় **قَضِيَّةٌ** - **مِنْ كَوْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ** -এর মধ্যে **مَحْصُورَةٌ**
كَلِمَةٌ কাষিয়াদ্বয়ের মধ্যে একটি **أَمْعَمًا** হওয়া দিক দিয়ে **جَزْنِي** ও **كَلَمَى** - **الْكَلِمَةُ** ও **الْجَزْنِيَّةُ** অর্থঃ
قَدْ تَكْذِبَانِ কখনো কখনো অসত্য হয় কেননা, **لِأَنَّ الْكَلِمَتَيْنِ** জুযয়ী **جَزْنِيَّةٌ** হবে অপরটি হবে **تَكُونُ الْأُخْرَى** কল্পী
يَانَسَانِ মানুষ ও **لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ** মানুষ **إِنْسَانٌ** প্রত্যেক প্রাণী **كُلُّ حَيَوَانٍ** -যেমন- **كَمَا تَقُولُ** কতক
بَعْضُ الْحَيَوَانِ তোমার উক্তি **قَوْلِكَ** -যেমন- **قَدْ تَصَدَّقَانِ** আর দু'টি জুযয়ী **وَالْجَزْنِيَّتَيْنِ** কতক
فِي كُلِّ مَادَّةٍ আর তা হবে **وَيَكُونُ ذَلِكَ** নয় **لَيْسَ يَانَسَانِ** ও কতক প্রাণী **بَعْضُ الْحَيَوَانِ** মানুষ **إِنْسَانٌ** প্রাণী
وَلَا يَدُ আর তানা কুয হওয়ার জন্য আবশ্যক **يَكُونُ الْمَوْضُوعُ** মাওযু' (মَوْضُوع) হয় **يَا تَعَمُّ فِيهَا** যাতে ব্যাপক **تَنَاقُضٍ** আর তা
الضَّرُورِيَّةُ সূত্রাং নকীয **فَتَنْقِضُ** জিহাত **فِي الْجِهَةِ** বিভিন্ন হওয়া **مِنْ الْإِخْتِلَافِ** মুয়াজ্জাহার কাষিয়ায়ে **الْقَضَايَا** **الْمَوْجِبَةُ**
الذَّائِمَةُ এবং নকীয **وَتَنْقِضُ** **الْمُطْلَقَةُ** মুমকিনায়ে আশ্বাহ (ব্যাপক সম্ভাব্য) **الْمُطْلَقَةُ** যল্পরিয়ায়ে মুতলাকার **الْعَامَّةُ**
الْحَبِينِيَّةُ মাশরুতায়ে আশ্বাহ **الْمَشْرُوطَةُ** **الْعَامَّةُ** আর নকীয **وَتَنْقِضُ** **الْعَامَّةُ** মুতলাকায়ে **الْعَامَّةُ** মুতলাকার
وَمَذًا আর তা **الْحَبِينِيَّةُ** **الْمُطْلَقَةُ** উরফিয়ায়ে আশ্বাহ **الْعَرَبِيَّةُ** **الْعَامَّةُ** এবং **وَتَنْقِضُ** **الْعَامَّةُ** মুমকিনায়ে
مِنْهَا তার **مَوْجِبَةٌ** **مُرْكِبَةٌ** আর **وَتَنَاقُضُ** **الْمُرْكِبَاتِ** -এর ক্ষেত্রে **مَوْجِبَةٌ** **بَسْطَةٌ** - **فِي الْبَسَاطَةِ** **الْمَوْجِبَةُ** হলো

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَحْكَامُ النَّضَابَا [বাক্যের ছকুমসমূহ]

شرائط تناقض [তানাকুযের শর্তসমূহ]

وَحَدَّثَ الشَّرِيطَ وَحَدَّثَ الْقَوَّةَ وَيَعْمَلُ وَحَدَّثَ الْجُزْءَ وَالْكُلَّ وَحَدَّثَ الْإِضَافَةَ وَحَدَّثَ الزَّمَانَ وَحَدَّثَ الْمَكَانَ وَحَدَّثَ الْمَحْمُولَ وَحَدَّثَ الْمَوْضُوعَ

মুরাক্বাভাতের নাকায়ের চিত্র

মূল কাযিয়ার নাম	উদাহরণসমূহ	নাকীযের নাম	উদাহরণসমূহ
মাশরুতায় খাসসা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُورَةِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكٌ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	مَانِعَةُ الْخُلُوفِ মুনফাসিলায়ে মানিয়াতুল খুল্	أَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ بِالْإِمْتِكَانِ حِينَ هُوَ كَاتِبٌ وَأَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا .
মাশরুতায় খাসসা সালিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ يَسَاكِنُ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ سَاكِنُ الْأَصَابِعِ بِالْإِمْتِكَانِ حِينَ هُوَ كَاتِبٌ وَأَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ يَسَاكِنُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا .
উরফিয়ায়ে খাসসা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ بِمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ حِينَ هُوَ كَاتِبٌ وَأَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا .
উরফিয়ায়ে খাসসা সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ يَسَاكِنُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ سَاكِنُ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ حِينَ هُوَ كَاتِبٌ وَأَمَّا بَعْضُ الْكَاتِبِ لَيْسَ يَسَاكِنُ الْأَصَابِعِ دَائِمًا .
ওয়াকতিয়া মুজিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُورَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٍ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ لَيْسَ بِمُنْخَسِفٍ بِالْإِمْتِكَانِ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ وَأَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ مُنْخَسِفٌ دَائِمًا .
ওয়াকতিয়া সালিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ يَمُنْخَسِفُ وَقْتُ الْقَرِيبِ لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ مُنْخَسِفٌ بِالْإِمْتِكَانِ وَقْتُ الْقَرِيبِ وَأَمَّا بَعْضُ الْقَمَرِ لَيْسَ بِمُنْخَسِفٍ دَائِمًا .
মুনতশিরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُورَةِ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٍ وَقْتُ مَا لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْإِمْتِكَانِ وَأَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ دَائِمًا .
মুনতশিরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	بِالضَّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَمُنْخَسِفُ وَقْتُ مَا لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ بِالْإِمْتِكَانِ وَأَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِمُتَنَفِّسٍ دَائِمًا .
অজুদিয়া লা যরুরিয়া মুজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ .	"	أَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ يَضَاحِكُ دَائِمًا وَأَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالضَّرُورَةِ .
অজুদিয়া লা যরুরিয়া সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَضَاحِكُ بِالْفِعْلِ لَا بِالضَّرُورَةِ .	"	أَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ يَضَاحِكُ دَائِمًا وَأَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالضَّرُورَةِ .
অজুদিয়া লা দায়েমা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ يَضَاحِكُ دَائِمًا وَأَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ .
অজুদিয়া লা দায়েমা সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَضَاحِكُ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا .	"	أَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ يَضَاحِكُ دَائِمًا وَأَمَّا بَعْضُ الْإِنْسَانِ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ .

فَصْلٌ : وَشُتِرَتْ فِي أَخْذِ نَقَائِضِ الشَّرْطِيَّاتِ
الْإِتِّفَاقُ فِي الْجِنْسِ وَالنُّوعِ وَالْمُخَالَفَةِ فِي
الْكَيْفِ فَتَقْبِضُ الْمُتَّصِلَةُ الْزُومِيَّةُ الْمُوجِبَةُ
سَالِبَةً مُتَّصِلَةً لَزُومِيَّةً وَتَقْبِضُ الْمُنْفَصِلَةُ
الْعِنَادِيَّةُ الْمُوجِبَةُ سَالِبَةً مُنْفَصِلَةً عِنَادِيَّةً
وَهَكَذَا فَإِذَا قُلْتَ دَائِمًا كَلِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ وَكَانَ
نَقْبِضُهُ لَيْسَ كَلِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ وَإِذَا قُلْتَ
دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا
فَنَقْبِضُهُ لَيْسَ دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ
زَوْجًا أَوْ فَرْدًا .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার নকীয গঠনের জন্য
নকীয গঠনের জন্য জিনস ও নূরু-এর ক্ষেত্রে এক হওয়া
এবং কায়েফের ক্ষেত্রে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া
পূর্বশর্ত। অতএব, মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়ায়ে মুজিবার
নকীয হবে সালিবায়ে মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়া। আর
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মুজিবার নকীয হবে সালিবায়ে
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়া। এমনিভাবে অন্যান্য কাযিয়ার
নকীয গঠন পদ্ধতি এর উপর কিয়াস করে নিবে।
অতএব, তুমি যখন বলবে- **دَائِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ** -
তখন তার নকীয হবে **لَيْسَ كَلِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ** আর যখন তুমি
বলবে- **دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا** -
(সর্বদা এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় হবে অথবা বিজোড়
হবে) তখন এর নকীয হবে **لَيْسَ دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا** (সর্বদা এ সংখ্যাটি হয়তো জোড়
হবে অথবা বিজোড় হবে না)।

শাস্তিক অনুবাদ : **فَصْلٌ** পরিচ্ছেদ **وَشُتِرَتْ** পূর্বশর্ত **فِي أَخْذِ نَقَائِضِ الشَّرْطِيَّاتِ** কাযিয়ায়ে শর্তিয়ার নকীয গঠনের জন্য
- **فِي الْكَيْفِ** এক হওয়া **وَالنُّوعِ** এক **وَالْمُخَالَفَةِ** একটি অপরটির বিপরীত হওয়া **وَالْإِتِّفَاقُ** এক **وَالْجِنْسِ** এক **وَالنُّوعِ** এক
سَالِبَةً مُتَّصِلَةً মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়ায়ে মুজিবার **الْمُتَّصِلَةُ الْزُومِيَّةُ الْمُوجِبَةُ** অতএব নকীয হবে **فَتَقْبِضُ** এর ক্ষেত্রে **كَيْفٌ**
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মুজিবার **الْمُنْفَصِلَةُ الْعِنَادِيَّةُ الْمُوجِبَةُ** আর নকীয হবে **وَتَقْبِضُ** সালিবায়ে মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়া
গঠন পদ্ধতি এর উপর কিয়াস করে নিবে **وَهَكَذَا** এমনিভাবে অন্যান্য কাযিয়ার **نَقْبِضُ** গঠন পদ্ধতি এর উপর কিয়াস
করে নিবে **فَإِذَا قُلْتَ** অতএব তুমি যখন বলবে **دَائِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ** তখন তার নকীয হবে **لَيْسَ كَلِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ** আর যখন তুমি বলবে
دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا তখন এর নকীয হবে **لَيْسَ دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا** (সর্বদা এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় অথবা বিজোড়
হবে) সর্বদা হয়তো হবে **لَيْسَ دَائِمًا أَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ فَرْدًا** (সর্বদা এ সংখ্যাটি হয়তো জোড় অথবা বিজোড়
হবে না)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : **قَوْلُهُ وَشُتِرَتْ** এর আলোচনা : অত্র পরিচ্ছেদে মুসান্নিফ (র.) কাযিয়া শর্তিয়ার নকীয গঠন পদ্ধতি বর্ণনা
করেছেন। কাযিয়া শর্তিয়ার নকীয গঠনের জন্য **جِنْسٌ** ও **نَوْعٌ** হিসেবে এক হওয়া এবং **كَيْفٌ** হিসেবে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া
জরুরি। **جِنْسٌ** হিসেবে এক হওয়ার অর্থ এ ক্ষেত্রে **مُتَّصِلَةٌ** ও **مُنْفَصِلَةٌ** হওয়ার ব্যাপারে এক হওয়া। আর **نَوْعٌ** হিসেবে এক হওয়ার
অর্থ- **عِنَادٌ** ও **لُزُومٌ** এর ব্যাপারে উভয় কাযিয়া এক হওয়া। আর **كَيْفٌ** হিসেবে এক হওয়ার অর্থ- একটি **إِجَابٌ** হলে অপরটি **سَالِبَةٌ**
হবে। অধিকন্তু **كَيْفٌ** হিসেবেও এক হওয়া আবশ্যিক। অর্থাৎ একটি **كَلِمٌ** হলে অপরটি **كَلِمٌ** হবে।

এর আলোচনা : **قَوْلُهُ فَتَقْبِضُ الْمُتَّصِلَةُ الْزُومِيَّةُ الْمُوجِبَةُ** এর নকীয **سَالِبَةً مُتَّصِلَةً لَزُومِيَّةً** এর নকীয **لَيْسَ كَلِمًا كَانَ أَبَ فَجَدَ** এটি **كَلِمًا** **كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْتَّهَارُ مُوجُودٌ** -
مُتَّصِلَةً لَزُومِيَّةً سَالِبَةً এটি **فَالْتَّهَارُ مُوجُودٌ** -

قَوْلُهُ كَلِمًا كَانَ أَبَ فَلَهُ - এর আদোচনা : এ উদাহরণ দ্বারা ইতিবাচক কাযিয়ার নকীয নেতিবাচক
 مَتَّصِلَةٌ لَزُومَةٍ আসার উদাহরণ প্রদান করেছেন। যেমন- ‘আ’-কে যদি মনে করা হয় যে, এটি সূর্য। আর ‘বা’ -কে মনে করা হয়
 দিত হওয়া। আর ‘জা’-কে ধরা হয় দিবস এবং ‘দা’ দ্বারা মনে করা হয় অস্তিত্বশীল হওয়া। তখন সংকেত প্রদানমূলক উদাহরণটির রূপ
 ভাবে হবে যে, সর্বদা যখন সূর্য উদিত হয় তখনই দিবস অস্তিত্বশীল হয়। অতএব, এর نَقِیْضُ এটি নয় যে, যখন সূর্য উদিত হবে আর
 তখনই দিবস অস্তিত্বশীল হবে। মূল কাযিয়া সত্য আর نَقِیْضُ মিথ্যা। নিম্নে হামলিয়া এবং শর্তিয়ার নাকীযসমূহের চিত্র বর্ণিত হলো।

মূল কাযিয়া	উদাহরণ	নাকীয	উদাহরণ
হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	হামলিয়ায়ে সালিবায়ে জুযমিয়া	بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ
হামলিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ	হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযমিয়া	بَعْضُ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ
মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا	মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়ায়ে সালিবায়ে জুযমিয়া	قَدْ لَا يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا
মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ الْبَقَّةُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا	মুত্তাসিলায়ে লুযুমিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযমিয়া	قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	دَائِمًا إِمَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً أَوْ لَا يَكُونُ النَّهَارُ مَوْجُودًا	মুত্তাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে সালিবায়ে জুযমিয়া	قَدْ لَا يَكُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً أَوْ لَا يَكُونُ النَّهَارُ مَوْجُودًا
মুনফাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ الْبَقَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا	মুত্তাসিলায়ে ইনাদিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযমিয়া	قَدْ يَكُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّمْسُ طَالِعَةً وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّهَارُ مَوْجُودًا

উল্লেখ্য, **كُلَّمَا كَانَ أَبْ فَجَّ د** -এর প্রকৃত রূপ হলো- **كُلَّمَا كَانَ أَبْ فَجَّ د** এটা মুজিব্বায়ে কল্লিয়ায়ে মুত্তাসিলায়ে লুম্মিয়া। এর নাকীয হবে **لَيْسَ كُلَّمَا كَانَ أَبْ فَجَّ د** অর্থাৎ **لَيْسَ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ** এটা সালেব্বায়ে কল্লিয়ায়ে মুত্তাসিলায়ে লুম্মিয়া।

فَصَلِّ : الْعَكْسُ الْمُسْتَوَى وَيُقَالُ لَهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَقِيمُ أَيضًا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ الثَّانِي أَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكِيفِ فَالسَّالِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ تَنْعَكِسُ كَنَفْسِهَا كَقَوْلِكَ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِكَ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ بِدَلِيلِ الْخَلْفِ تَقْرِيرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ عِنْدَ صِدْقِ قَوْلِنَا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ لَصَدَقَ نَقِيبُضُهُ أَعْنَى قَوْلِنَا بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ فَنَضُمُهُ مَعَ الْأَصْلِ وَنَقُولُ بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ يَنْتَجِ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ بَعْضِ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ فَيَلْزَمُ نَفْسَهُ وَذَلِكَ مُحَالٌ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ لَا تَنْعَكِسُ لَزُومًا لِجَوَازِ عُمُومِ الْمَوْضُوعِ فِي الْحَمَلِيَّةِ وَالْمُقَدِّمِ فِي الشَّرْطِيَّةِ مَثَلًا يَصْدُقُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ وَلَيْسَ يَصْدُقُ بَعْضُ الْإِنْسَانِ

عَكْسُ مُسْتَوَى : পরিচ্ছেদ : عَكْسُ مُسْتَقِيمٍ যাকে বলা হয়। তার অর্থ صِدْقُ যাকে عَكْسُ مُسْتَقِيمٍ ও বলা হয়। তার অর্থ (সত্যতা) ও كَيْفٍ (অবস্থা) ঠিক রেখে কাযিয়ার প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে পরিণত করে দেওয়া, আর দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে পরিণত করা। অতএব, সালিবায়ে কুল্লিয়ার عَكْس ঠিক সালিবায়ে কুল্লিয়াই হবে। যেমন- তোমার উক্তি مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কোনো পাথর মানুষ নয়) এর عَكْس হবে ; তোমার উক্তি مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কোনো মানুষ পাথর নয়) এটি দলীলে খালফ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। দলীল খালফের বিশ্লেষণ এই যে, আমাদের উক্তি مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ এ উক্তিটি সত্য হওয়ার সময় مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ উক্তিটি যদি সত্য না হয়, তাহলে তার নকীয অর্থাৎ بَعْضُ الْحَجَرِ সত্য হবে। অতএব আমরা একে আসল কাযিয়ার সাথে মিলাবো এবং বলবো, بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কতক পাথর মানুষ ; আর কোনো মানুষই পাথর নয়)। এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ (কতক পাথর পাথর নয়)। ফলে স্বয়ং বস্তু হতে তাকে দূরীভূত করা হবে ; আর এটি অসম্ভব। সালিবায়ে জুযিয়ায় عَكْس কখনো হয় না। কারণ, কাযিয়ায়ে হামলিয়ায় মাওযু' এবং শর্তিয়ায় مُقَدِّم আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ এ উক্তিটি সত্য, কিন্তু بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ এ উক্তিটি সত্য নয়।

শাস্তিক অনুবাদ : فَصَلِّ : الْعَكْسُ الْمُسْتَوَى আকসে মুসতাবী যাকে বলা হয় عَكْسُ الْمُسْتَقِيمٍ আকসে মুসতাকীম অর্থাৎ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ জুযিয়ায় প্রথম অংশকে দ্বিতীয় অংশে পরিণত করে দেওয়া وَالْجُزْءِ الثَّانِي অংশে পরিণত করে দেওয়া أَوَّلًا প্রথম অংশে (সত্যতা) ঠিক রেখে কাযিয়ার عَكْس এর عَكْس ঠিক সালিবায়ে কুল্লিয়াই হবে কুল্লিয়ার تَنْعَكِسُ এর عَكْس হবে তোমার উক্তি مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ এর عَكْس হবে তোমার উক্তি مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ এ উক্তি দলীলে খালফ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। দলীলে খালফের বিশ্লেষণ এই যে, যদি সত্য না হয় بَعْضُ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ উক্তিটি সত্য হওয়ার সময় مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ উক্তিটি সত্য না হয়, তাহলে তার নকীয সত্য হবে বَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ فَনَضْمُهُ অতএব আমরা একে আসল কাযিয়ার সাথে মিলাবো এবং বলবো, بَعْضُ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ (কতক পাথর মানুষ ; আর কোনো মানুষই নয়) সালিবায়ে জুযিয়ায় عَكْس কখনো হয় না। কারণ, কাযিয়ায় হামলিয়ায় মাওযু' এবং শর্তিয়ায় مُقَدِّم আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ এ উক্তিটি সত্য, কিন্তু بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ এ উক্তিটি সত্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَكْسُ مُسْتَوًى : عَكْسُ مُسْتَوًى : عَكْسُ শব্দটি বাবে خَرَبَ এর মাসদার। মূলবর্ণ (ع.ك.س) জিনসে صَحِيح -এর আভিধানিক অর্থ- পরিবর্তন করা, উন্টিয়ে দেওয়া, বিপরীত হওয়া ইত্যাদি। আর مُسْتَوًى শব্দটি বাবে اِفْعَال থেকে اِسْمُ فَاعِل -এর وَاحِدٌ مُدْكَر -এর সীপাহ। মূলবর্ণ (س.و.ی) জিনসে لَفِيفٌ مُفْرَوْن অর্থ- সমভাবে, সমান সমান, সরল-সহজ ইত্যাদি। সুতরাং عَكْسُ مُسْتَوًى অর্থ- সমানভাবে বিপরীত।

এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : عَكْسٌ مُسْتَوِي : مَعْنَى الْعَكْسِ الْمُسْتَوِيِّ إِصْطِلَاحًا

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- **هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعَلِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَضِيَّةِ ثَانِيًا وَالْجُزْءِ الثَّانِي أَوَّلًا مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ** অর্থাৎ **قَضِيَّةٌ** বা বাক্যের **صِدْقٌ** বা সত্যতা এবং **كَيْفِيَّةٌ** বা ধরন ঠিক রেখে প্রথমাংশকে দ্বিতীয়াংশে এবং দ্বিতীয়াংশকে প্রথমাংশে পরিবর্তন করাকে **عَكْسٌ مُسْتَوِيٌّ** বলা হয়।

২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعَلَ طَرَفِي الْقِصْبَةِ مَكَانَ الْآخِرِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَفِّ

উদাহরণ : بَعْضُ الْخَيْرَانِ إِنْسَانٌ -এর কিছু অংশ পরিবর্তন করে عَكْسُ مُسْتَوَى করা হয়
 অনুরূপভাবে لَا شَيْءٌ مِنَ الْعَجَرِ بِإِنْسَانٍ -এর عَكْسُ مُسْتَوَى হলো لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ يَعَجِرُ

কিঞ্চিৎ ঠিক রেখে তার প্রথম অংশকে **كَيْفَ وَ مَدَى عَكْسٍ مُسْتَوِي** : আলোচনা : **قَوْلُهُ الْعَكْسُ الْمُسْتَوِي** দ্বিতীয় অংশে এবং দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশে পরিণত করে দেওয়াকে বলা হয়। এখানে কাষিয়ার এক অংশের দ্বারা অন্য অংশের পরিবর্তন করার অর্থ হলো, যদি কাষিয়াটি **حَلِيَّةٌ** হয়, তাহলে কাষিয়ার **مَوْضُوعٌ**-কে **مَحْمُولٌ** করা এবং **مَحْمُولٌ**-কে **مَوْضُوعٌ** করা। আর যদি শর্তিয়া হয়, তবে মুকাদ্দমকে তালী এবং তালীকে মুকাদ্দম করা।

قَوْلُهُ مَعَ بَيِّنَةٍ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ -এর আলোচনা : صِدْق (সিদ্দিক) ঠিক থাকার অর্থ হলো, যদি মূল কাযিয়া সত্য হয় কিংবা তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে থাকে, তবে কাযিয়ার উভয় অংশ পরিবর্তন করার পরও তা অনিবার্যভাবে সত্য থাকবে অথবা তাকে সত্য মেনে নেওয়া হবে। আর كَيْف -এর ঠিক থাকার অর্থ হলো, যদি মূল কাযিয়া ইয়া-বাচক হয়, তবে নতুন কাযিয়াটিও অনিবার্য হবে। আর যদি মূল কাযিয়াটি না-বাচক হয়, তবে নতুন কাযিয়াটিও অনিবার্য না-বাচক হবে।

এক- আলোচনা : লেখকের দাবি সালিবা কুল্লিয়ায় عَكْسُ সালিবা কুল্লিয়া, এটি দলীলে খালফ দ্বারা প্রমাণিত। তর্কশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় দলীলে খালফ অর্থ হলো, একটি نَقِيض অস্বীকার করলে অপরাট সাব্যস্ত করার জন্য দলিল পেশ করা। অর্থাৎ যে عَكْس-কে অস্বীকার করা হচ্ছে তার نَقِيض-কে মূল কাযিয়ার সাথে মিলিয়ে شِكْل اَوَّل-এর মাধ্যমে ফলাফল বের করা। কারণ, শিকলে আউয়ালের মাধ্যমে যে নতীজা বের হয়, তা সঠিক। দলীলে খালফের মর্মকথা এই যে, যদি দাবির সত্যতা স্বীকার না করা হয়, তাহলে দাবির বিপরীত পক্ষকে স্বীকার করতে বাধ্য থাকবে। এখন দাবির বিপরীত পক্ষকে যার সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে; এর সাথে মিলালে যে ফলাফল বের হবে যদি তা শুদ্ধ হয়, তাহলে দাবি সত্য নয়। আর যদি ফলাফল শুদ্ধ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে দাবির বিপরীত পক্ষ সত্য নয়- দাবিই সঠিক ও সত্য।

দলীলে খালফের উদাহরণ- **لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْجِرُ** (কোনো মানুষই পাথর নয়।) এর **عَكْس** যদি অপর একটি **سَالِيَةً كَلِيَّةٌ** তথা **ارْتِفَاعٌ نَقِيطُظْمِنَ** (কোনো পাথরই মানুষ নয়) হয়, তবে তার **نَقِيطُظْمِنَ** কে **عَكْس** ধরতে হবে। নচেৎ **عَكْس** গঠন করা হবে। শিকলে আউয়াল এই-
-এর সুবিধা দেখা দিবে। আর এটি অসম্ভব, সুতরাং একে মূল কাযিয়ার সাথে মিলিয়ে **شَكْلٌ أَوَّلٌ** (কতক পাথর মানুষ ; আর কোনো মানুষ পাথর নয়)। এর ফলাফল বের হবে **بَعْضُ الْإِنْسَانِ يَحْجِرُ** (কতক পাথর মানুষ)। এতে বস্তুকে নিজ হতে বিদূরিত করা হচ্ছে, আর এটি অসম্ভব। অতএব, **سَالِيَةً كَلِيَّةٌ** -এর **عَكْس** পূর্বোল্লিখিত **سَالِيَةً كَلِيَّةٌ** -ই মেনে নিতে হবে।

عَنْكَسَ سَالِيبَايَ كُفْلِييَا বা সালিবায়ে জুযয়িয়া কোনোটিই আসে না। কারণ, قَوْلُهُ وَالسَّالِبَةُ الْجَزْيَةُ الخ এটি সালিবায়ে بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَيْسَ بَاسْتَانِ -যেমন- بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَيْسَ بِحَيَوَانِ -তবে এটি সহীহ হবে না। এমনভাবে যদি এর عِنْكَسَ সালিবায়ে কুফ্লিয়া ধরা হয় এবং বলা হয়- لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَيَوَانِ -তবে এটিও সহীহ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কাযিয়া শর্তিয়া হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও তার عِنْكَسَ সালিবায়ে কুফ্লিয়া বা সালিবায়ে জুযয়িয়া কোনোটিই হবে না। যেমন- قَدْ لَا يَكُونُ -যেমন- لَيْسَ الْبَيْتَةُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا -কিছু এর عِنْكَسَ সালিবায়ে কুফ্লিয়া তথা لَيْسَ الْبَيْتَةُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا -এটিও সত্য নয়। অনুরূপভাবে সালেবায়ে জুযয়িয়া তথা, قَدْ لَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا -এটিও সত্য নয়।

لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَالْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنَعَّكِسُ إِلَى
مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ فَقَوْلُنَا كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ يَنَعَّكِسُ
إِلَى قَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ وَلَا يَنَعَّكِسُ إِلَى
مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ
وَالْتَّالِيَّ عَامًّا كَمَا فِي مِثَالِنَا فَلَا يَصْدُقُ كُلُّ
حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ - وَهَهُنَا شَكٌّ تَقْرِيرُهُ أَنْ قَوْلُنَا كُلُّ
شَيْخٍ كَانَ شَابًّا مُوجِبَةً كُلِّيَّةً صَادِقَةً مَعَ أَنَّ عَكْسَهُ
بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا لَيْسَ بِصَادِقٍ وَاجِبٌ عَنْهُ
يَأْنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ مَا ذَكَرْتَ بَلَّ عَكْسَهُ بَعْضُ مَنْ
كَانَ شَابًّا شَيْخٌ وَقَدْ يُجَابُ بِوَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنْ حِفْظَ
النِّسْبَةِ لَيْسَ بِضُرُورِيٍّ فِي الْعَكْسِ فَعَكْسُهُ بَعْضُ
الشَّابِّ يَكُونُ شَيْخًا وَهُوَ صَادِقٌ لَا مُحَالَةَ -

সরল অনুবাদ : আর মূজিবায়ে কুল্লিয়ার আকস
মূজিবায়ে জুযিয়া আসে। যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ**
بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ-এর **عَكْس** হবে **إِنْسَانٌ حَيَوَانٌ**
; মূজিবায়ে কুল্লিয়ার **عَكْس** মূজিবায়ে কুল্লিয়া আসে না।
কারণ, মাহমূল অথবা তালী আম হওয়ার সম্ভাবনা
রয়েছে। যেমন আমাদের (পূর্বোল্লিখিত) দৃষ্টান্ত।
অতএব, **كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ** এ উক্তি সত্য হবে না।
এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যার বিবরণ এই যে,
আমাদের উক্তি- **كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا** (প্রত্যেক বৃদ্ধই
যুবক ছিল) এটি মূজিবায়ে কুল্লিয়া যা সত্য। অথচ এর
আকস **بَعْضُ الشَّابِّ كَانَ شَيْخًا** সত্য নয়। এর উত্তর
এভাবে দেওয়া হয় যে, তুমি যা উল্লেখ করেছ তা এর
بَعْضُ مَنْ كَانَ এর **عَكْس** হচ্ছে **كُلُّ شَيْخٍ** (যারা যুবক ছিল তন্মধ্যে কিছু বৃদ্ধ)। আবার
কখনও এর জবাব অন্যভাবেও দেওয়া হয়। তা এই যে,
আকসের মধ্যে নিসবতের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি নয়।
অতএব তার **عَكْس** হবে **بَعْضُ الشَّابِّ يَكُونُ شَيْخًا**
(কতক যুবক বৃদ্ধ হবে) এটি নিঃসন্দেহে সত্য।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : **كُلُّ** আর মূজিবায়ে কুল্লিয়া **تَنَعَّكِسُ** এর **عَكْس** আসে **إِلَى مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ** যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** এর **عَكْس** হবে **إِنْسَانٌ حَيَوَانٌ** এ উক্তি **إِلَى مُوجِبَةٍ كُلِّيَّةٍ** (মূজিবায়ে কুল্লিয়ার) **عَكْس** আসে না (মূজিবায়ে কুল্লিয়ার) **كَمَا فِي مِثَالِنَا** মাহমূল অথবা তালী আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে **لِأَنَّهُ يَجُوزُ** যেমন আমাদের (পূর্বোল্লিখিত) দৃষ্টান্ত **فَلَا يَصْدُقُ** অতএব এ উক্তি সত্য হবে না **كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ** প্রত্যেক প্রাণীই মানুষ **وَهَهُنَا شَكٌّ** যার বিবরণ এই যে, আমাদের উক্তি **كُلُّ شَيْخٍ كَانَ شَابًّا** প্রত্যেক বৃদ্ধই যুবক ছিল **بَدْ** **كَانَ شَيْخًا** এর **عَكْس** **بَعْضُ الشَّابِّ** কতক যুবক **كَانَ شَيْخًا** এটি মূজিবায়ে কুল্লিয়া যা সত্য **مَعَ أَنَّ عَكْسَهُ** অথচ এর আকস **بَعْضُ الشَّابِّ** কতক যুবক **لَيْسَ بِصَادِقٍ** সত্য নয় **وَاجِبٌ عَنْهُ** এর উত্তর এভাবে দেওয়া হয় **بَعْضُ مَنْ كَانَ** এর **عَكْس** হচ্ছে **كُلُّ شَيْخٍ** যারা যুবক ছিল তন্মধ্যে কিছু বৃদ্ধ **وَقَدْ يُجَابُ** আবার **لَيْسَ بِضُرُورِيٍّ** যে, নিসবতের প্রতি লক্ষ্য রাখা **فَعَكْسُهُ** অতএব, তার **عَكْس** হবে **بَعْضُ الشَّابِّ** কতক যুবক **يَكُونُ شَيْخًا** বৃদ্ধ হবে **وَهُوَ** এটি সত্য **لَا مُحَالَةَ** নিঃসন্দেহে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-এর আলোচনা : মূজিবায়ে কুল্লিয়ার **عَكْس** মূজিবায়ে জুযিয়া আসে ;
মূজিবায়ে কুল্লিয়া আসে না। কারণ কাযিয়ায়ে হামলিয়ায় **مَحْمُول** এবং কাযিয়ায়ে শর্তিয়ায় **تَالِي** আম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ
অবস্থায় কাযিয়া মিথ্যা হবে। যেমন- **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** -এর **عَكْس** যদি **كُلُّ حَيَوَانٍ إِنْسَانٌ** ধরা হয়, তবে এটি মিথ্যা হবে। এমনভাবে
শর্তিয়ার বেলায় **كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا** -এ কাযিয়াটি সত্য। কিন্তু এর **عَكْس** মূজিবায়ে কুল্লিয়া **كَانَ الشَّيْءُ حَيَوَانًا** এটি মিথ্যা হবে।

মূল কাহিনী	উদাহরণ	আরসে মুসতাবী	উদাহরণ
হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيْرَانٌ	হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ
হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ	হামলিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيْرَانٌ
হামলিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْجِرُ	হামলিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ
শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا	শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً
শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا	শর্তিয়ায়ে মূজিবায়ে জুযয়িয়া	قَدْ يَكُونُ إِذَا كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً
শর্তিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ الْبَعَّةُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا	শর্তিয়ায়ে সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَيْسَ الْبَعَّةُ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً

সরল অনুবাদ : **عَكْسٌ**-এর **مُوجِبَةٌ جَزَائَةٍ** মূজিবায় জুযিয়াই আসে। যেমন- আমাদের উক্তি **بَعْضُ الْحَيَوَانِ** (কতক প্রাণী মানুষ)। এর **عَكْسٌ** হয় **بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ** (কতিক মানুষ প্রাণী)। আর কখনো **مُوجِبَةٌ جَزَائَةٍ**-এর আকস্ মূজিবায় জুযিয়া প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন- **بَعْضُ الْوَدِّ** (কিছু পেরেক দেয়ালে) এ কাযিয়াটি সত্য, কিন্তু এর **عَكْسٌ** অর্থাৎ **بَعْضُ الْوَدِّ فِي الْحَائِطِ** (কিছু দেয়াল পেরেকে) এটি কখনো সত্য নয়। এর জবাব এই যে, তুমি যে বলেছ **بَعْضُ الْوَدِّ فِي الْحَائِطِ** উক্ত কাযিয়ার আকস্ ; এ কথা আমরা কখনো স্বীকার করবো না; বরং এর আকস্ **بَعْضُ الْحَائِطِ وَتَدٌ** (দেয়ালে যা কিছু আছে তন্মধ্যে কিছু পেরেক)। আর এটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। মুওয়াজ্জাহা ও শর্তিয়ায় আকসের যেসব বর্ণনা রয়েছে, তা বড় বড় কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

[illegible]

এর আলোচনা : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্ন বর্ণনা করছেন। প্রশ্নটি হলো পূর্বে বলা হয়েছে মূজ্বায়ে জুযয়িয়া **عَكْس** মূজ্বায়ে জুযয়িয়া প্রযোজ্য হয়, এটি ঠিক নয়। কেননা, আমরা দেখতে পাই **بَعْضُ** **بَعْضُ الْعَانِطِ فِي التَّوَدِّ** কাযিয়াটি মূজ্বায়ে জুযয়িয়া, আর এটি সত্য, কিন্তু এর আক্স **بَعْضُ** **بَعْضُ الْعَانِطِ فِي التَّوَدِّ** সত্য নয়।

কে-بَعْضُ الْغَائِطِ فِي الْوَتْدِ বলে মুসান্নিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের মূল কথা হলো প্রশ্নে যে উল্লিখিত কাযিয়ায় عَكْس হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; এটি অনস্বীকার্য হয়; বরং তার عَكْس হলো وَتْدَ الْغَائِطِ مَا فِي আর এ কাযিয়াটি সত্য। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাযিয়ার মধ্যে মাহমূল শুধু الْغَائِطُ ছিল না, বরং فِي الْغَائِطِ ছিল। কিন্তু প্রশ্নকারী আকসের মধ্যে কেবল عَائِط-কে মাওযু' ধরে কাযিয়া গঠন করার ফলে উক্ত অস্বীকার্য সন্মুখীন হতে হচ্ছে।

فَصْلٌ : عَكْسُ النَّقِیْضِ هُوَ جَعْلُ نَقِیْضِ الْجُزْءِ
الْأَوَّلِ مِنَ الْقَضِیَّةِ ثَانِیًا وَنَقِیْضُ الْجُزْءِ الثَّانِیِ أَوَّلًا
مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَیْفِ هَذَا أُسْلُوبُ
الْمُتَقَدِّمِیْنِ فَتَنَعَكِسُ الْمُوجِبَةُ الْكَلِمَةُ بِهَذَا
الْعَكْسِ كَنَفْسِهَا كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ
يَنَعَكِسُ إِلَى قَوْلِنَا كُلُّ لَا حَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ
وَالْمُوجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ لَا تَنَعَكِسُ بِهَذَا الْعَكْسِ لِأَنَّ
قَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَا إِنْسَانٌ صَادِقٌ وَعَكْسُهُ
أَعْنَى بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَا حَيَوَانٌ كَاذِبٌ

সরল অনুবাদ : পরিশ্লেদ : সিদ্ধ ও কাইফ ঠিক রেখে কাযিয়ার প্রথম অংশের **نَقِیْض** -কে দ্বিতীয় অংশে এবং দ্বিতীয় অংশের **نَقِیْض** -কে প্রথম অংশে পরিণত করাকে **عَكْس** বলা হয়। এটি হলো মুতাকাদিমীনের পন্থা। সুতরাং **مُوجِبَةُ كَلِمَةٍ** -এর অনুরূপ কাযিয়ার (**مُوجِبَةُ كَلِمَةٍ**) দিকেই আক্স হবে। যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** (সমস্ত মানুষ প্রাণী)। এর আক্স হবে **كُلُّ لَا حَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ** (প্রত্যেক অপ্রাণী অমানুষ)। আর **مُوجِبَةُ جُزْئِيَّةٍ** -এর এ ধরনের আক্সই হয় না। কেননা, আমাদের উক্তি- **بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَا إِنْسَانٌ** (কতক প্রাণী মানুষ) এটি সত্য এবং এর আক্স অর্থাৎ **بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَا حَيَوَانٌ** (কিছু মানুষ অপ্রাণী) এটি মিথ্যা।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : **فَصْلٌ** পরিশ্লেদ **عَكْسُ النَّقِیْضِ** আকসে নকীয বলা হয় **مُوجِبَةُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ** প্রথম অংশের **نَقِیْض** -কে পরিণত করা কাযিয়ার **ثَانِیًا** দ্বিতীয় অংশে এবং দ্বিতীয় অংশের **نَقِیْض** -কে প্রথম অংশে পরিণত করা সিদ্ধ ও কাইফ ঠিক রেখে **هَذَا أُسْلُوبُ** এটি হলো পন্থা **الْمُتَقَدِّمِیْنِ** মুতাকাদিমীনের (**مُوجِبَةُ كَلِمَةٍ**) অনুরূপ কাযিয়া **بِهَذَا الْعَكْسِ** অনুক্রমে **كَنَفْسِهَا** কুলিয়া **يَنَعَكِسُ** এর আক্স হবে **كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** এর আক্স হবে **كُلُّ لَا حَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ** প্রত্যেক অপ্রাণী অমানুষ **وَالْمُوجِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ** আর মুজিবায়ে জুযিয়া **لَا تَنَعَكِسُ** -এর আক্সই হয় না **كَقَوْلِنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَا إِنْسَانٌ** কতক প্রাণী মানুষ **صَادِقٌ** এটি সত্য এবং এর আক্স **أَعْنَى** অর্থাৎ **بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَا حَيَوَانٌ** কিছু মানুষ অপ্রাণী **كَأَذِبٌ** এটি মিথ্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَكْس -এর আলোচনা : গ্রন্থকার অত্র পরিশ্লেদে **عَكْس** শব্দকে আলোচনা করেছেন। এখানে **عَكْس** শব্দের অর্থ-উল্টা : আর **نَقِیْض** শব্দের অর্থ- বিপরীত। সুতরাং **عَكْس** **نَقِیْض** -এর অর্থ দাঁড়াল বিপরীত বাক্যের উল্টা। **عَكْس** **نَقِیْض** -এর সংজ্ঞায় **مُتَقَدِّمِیْنِ** দেহ মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। **عَكْس** **نَقِیْض** বলতে পূর্বের তর্কশাস্ত্রবিদগণকে বুঝায়। আর **مُتَقَدِّمِیْنِ** বলতে পরের তর্কশাস্ত্রবিদগণকে বুঝায়। **عَكْس** **نَقِیْض** -এর মধ্যে **صِدْق** ও **كَیْف** অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু **مُتَقَدِّمِیْنِ** দেহ মতে **عَكْس** -এর মধ্যে **صِدْق** অপরিবর্তিত থাকলে ও **كَیْف** অর্থাৎ হ্যাঁ, বা না- বাচকের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হবে। সুতরাং **مُتَقَدِّمِیْنِ** দেহ মতে **عَكْس** -এর উদাহরণ হলো- **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** -এর **عَكْس** হলো- **كُلُّ لَا حَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ** আর **مُتَقَدِّمِیْنِ** দেহ মতে **عَكْس** হলো- **لَا شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ بِإِنْسَانٍ** -এর **عَكْس** হলো- **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ**।

عَكْس -এর মধ্যে মুজিবার ক্ষেত্রেও ঠিক সে হুকুম হবে। যেমন- **عَكْس** **نَقِیْض** -এর মধ্যে কুলিয়ার **عَكْس** সালিবায়ে কুলিয়া আসত। **عَكْس** **نَقِیْض** -এর ক্ষেত্রে মুজিবায়ে কুলিয়ার **عَكْس** মুজিবায়ে কুলিয়া আসবে। সেখানে সালিবা জুযিয়ার **عَكْس** মোটেই আসবে না। সুতরাং এখানেও মুজিবা জুযিয়ার **عَكْس** মোটেই আসতে পারে না।

عَكْس -এর আলোচনা : **عَكْس** ঠিক থাকার অর্থ হলো, আসল কাযিয়া যদি সত্য হয় তবে **عَكْس** ও সত্য হবে। আর আসল কাযিয়া যদি মিথ্যা হয় তবে তার **عَكْس** ও মিথ্যা হবে।

আর **كَیْف** ঠিক থাকার অর্থ হলো, আসল কাযিয়া যদি মুজিবা হয়, তবে **عَكْس** **نَقِیْض** ও মুজিবা হবে, আর আসল কাযিয়া যদি সালিবা হয়, তবে তার নকীযও সালেবা হবে। **عَكْس** **نَقِیْض** -এর সিদ্ধ ও কাইফ উভয়টি ঠিক থাকতে হবে। আর **مُتَقَدِّمِیْنِ** দেহ মতে সিদ্ধ ঠিক থাকবে, কিন্তু কাইফ পরিবর্তন করতে হবে।

অতএব, মুতাকাদিমীনের মতে **مُوجِبَةُ كَلِمَةٍ** -এর **عَكْس** **نَقِیْض** ঠিক **مُوجِبَةُ كَلِمَةٍ** -ই আসবে। আর মুতাকাদিমীনের মতে **مُوجِبَةُ كَلِمَةٍ** -এর আক্স **سَالِبَةُ كَلِمَةٍ** আসবে। (উদাহরণ অনুবাদে বর্ণনা করা হয়েছে)। যেহেতু মুতাকাদিমীনের নিয়ম অনুসারে যে **عَكْس** **نَقِیْض** গঠিত হয় তা ব্যবহার হয় না। এ জন্য গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেননি।

وَالسَّالِبَةُ الْكَلْبَةُ تَنْعَكِسُ إِلَى سَالِبَةِ جُزْئِيَّةٍ
تَقُولُ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِفَرَسٍ وَتَقُولُ فِي عَكْسِهِ
بِهَذَا الْعَكْسِ بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ لَيْسَ بِلَا إِنْسَانٍ إِلَى
جُزْئِيَّةٍ وَلَا تَقُولُ لَا شَيْءَ مِنَ اللَّأَفْرِسِ بِلَا إِنْسَانٍ
لَصَدَقَ نَقِيضُهُ أَعْنَى بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ لَا إِنْسَانٍ
كَالْجِدَارِ وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ تَنْعَكِسُ إِلَى سَالِبَةٍ
جُزْئِيَّةٍ كَقَوْلِكَ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ
تَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِكَ بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ
كَالْفَرَسِ وَعَكْسُ الْمُوجَّهَاتِ مَذْكُورَةٌ فِي الْكِتَابِ
الطَّوَالِ وَهُنَا قَدْ تَمَّ مَبَاحِثُ الْقَضَايَا وَاحْكَامُهَا -
فَصْلٌ : وَإِذَا قَدْ فَرَّغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا
وَالْعَكُوسِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ مَبَادِي الْحُجَّةِ فَحَرَرِي
لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ فَنَقُولُ الْحُجَّةُ
عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْقِيَاسُ وَثَانِيهَا
الِاسْتِقْرَاءُ وَثَالِثُهَا التَّمَثِيلُ فَلْنَبَيِّنْ هَذِهِ
الْثَلَاثَةَ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ .

সরল অনুবাদ : আর সাল্বে কল্বে -এর আকস
লা শয় মিন আল-ইনসান- তুমি বলবে যেমন- তুমি বলবে
জুযিয়া (কোনো মানুষই ঘোড়া নয়) । আর এর
বعض اللافرس ليس -এর ক্ষেত্রে বলবে
بعض اللافرس ليس (কতক অঘোড়া অমানুষ নয়) । এটা জুযিয়া ।
আর তুমি বলতে পারবে না যে, لا شئ من اللافرس بلا إنسان
(কোনো অঘোড়া অমানুষ নয়) । কেননা, এর
নকীয অর্থাৎ بعض اللافرس لا إنسان (কতক ঘোড়া
অমানুষ) এটি সত্য । যেমন- الجدار (দেয়াল) । আর
سالِبة جزئية আসে । আর আকস
بعض الحيوان ليس بإنسان -এর ক্ষেত্রে বলবে
بعض الإنسان হয় عكس (কতক প্রাণী মানুষ নয়) -এর
بعض الإنسان ليس بلا حيوان (কতক মানুষ প্রাণী নয়) । যেমন-
ঘোড়া । আর কাযিয়ায় মুয়াজ্জাহাসমূহের আকস বড় বড়
গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে । আর এখানে কাযিয়া ও তার
আহকামের বর্ণনাসমূহ সমাপ্ত করা হলো ।

পরিচ্ছেদ : আর যখন আমরা অবসর গ্রহণ করলাম
কাযিয়া ও আকসসমূহের বর্ণনা হতে, যা দলিলের ভূমিকা
স্বরূপ । অতএব, আমাদের উচিত যে, দলিল সম্পর্কে
আলোচনা করা । তাই আমরা বলছি حجة (দলিল) তিন
প্রকার : প্রথমটি قياس দ্বিতীয়টি استقراء এবং তৃতীয়টি
تمثيل এ তিনটি বিষয়কে তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা
করবো ।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : وَالسَّالِبَةُ الْكَلْبَةُ আর সালিবায়ে কল্লিয়ার تَنْعَكِسُ আকস হবে سَالِبَةُ جُزْئِيَّةٍ সালিবায়ে
জুযিয়া تَقُولُ যেমন- তুমি বলবে لا شئ من الإنسان কোনো মানুষই নয় بِفَرَسٍ ঘোড়া عَكْسِهِ আর এর
بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ لَيْسَ بِلَا إِنْسَانٍ এভাবে بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ কতক অঘোড়া اِنْشَانٍ অমানুষ নয় جُزْئِيَّةٍ এর ক্ষেত্রে বলবে
بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ لَيْسَ بِلَا إِنْسَانٍ কোনো অঘোড়া নয় بِلَا إِنْسَانٍ অমানুষ নয় لَصَدَقَ نَقِيضُهُ অর্থৎ এর নকীযটি সত্য
أَعْنَى অর্থৎ بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ কতক অঘোড়া لا إِنْسَانٍ অমানুষ নয় كَالْجِدَارِ যেমন- দেয়াল الْجُزْئِيَّةُ আর
سَالِبَةٍ الْجُزْئِيَّةُ সালিবায়ে জুযিয়া كَقَوْلِكَ যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ الْحَيَوَانِ
لَيْسَ بِإِنْسَانٍ কতক অমানুষ নয় تَنْعَكِسُ إِلَى قَوْلِكَ এর عَكْس হয় যেমন- তোমার উক্তি بَعْضُ اللَّأَفْرِسِ
لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ কতক অমানুষ নয় كَالْفَرَسِ যেমন- ঘোড়া وَعَكْسُ الْمُوجَّهَاتِ আর কাযিয়ায় মুয়াজ্জাহাসমূহের আকস
مَذْكُورَةٌ فِي الْكِتَابِ বড় বড় গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে وَهُنَا আর এখানে قَدْ تَمَّ সমাপ্ত করা হলো مَبَاحِثُ الْقَضَايَا
কাযিয়াসমূহের বর্ণনাসমূহ عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا এবং তার আহকামের فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَالْعَكُوسِ ও আকসসমূহে
فَحَرَرِي لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي مَبَاحِثِ الْحُجَّةِ যা দলিলের ভূমিকা هَذِهِ পরিচ্ছেদ যা দলিলের ভূমিকা
الِاسْتِقْرَاءُ وَثَالِثُهَا التَّمَثِيلُ প্রথমটি قياس দ্বিতীয়টি استقراء এবং তৃতীয়টি تمثيل এ তিনটি বিষয়কে
তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করবো هَذِهِ الْثَلَاثَةَ এ তিনটি বিষয়কে فُصُولٍ তিনটি অনুচ্ছেদে ।

فَصَلِّ : فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ مُؤَلِّفٍ مِنْ قَضَايَا يَلْزَمُ عَنْهَا قَوْلُ آخَرَ بَعْدَ تَسْلِيمِ تِلْكَ الْقَضَايَا فَإِنْ كَانَ النَّتِيجَةُ أَوْ نَقِیْضُهَا مَذْكَورًا فِيهِ يُسَمَّى اسْتِثْنَائِيًّا كَقَوْلِنَا إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لِكِنَّهُ إِنْسَانٌ يَنْتَجِ فَهُوَ حَيَوَانٌ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لِكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ يَنْتَجِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ النَّتِيجَةُ وَنَقِیْضُهَا مَذْكَورًا يُسَمَّى اقْتِرَانِيًّا كَقَوْلِكَ زَيْدٌ إِنْسَانٌ وَكُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ يَنْتَجِ زَيْدٌ حَيَوَانٌ -

فَصَلِّ : فِي الْقِيَاسِ الْاِقْتِرَانِي وَهُوَ قِسْمَانِ حَمَلِيٍّ وَشَرْطِيٍّ وَمَوْضُوعُ النَّتِيجَةِ فِي الْقِيَاسِ يُسَمَّى أَصْغَرُ لِكَوْنِهِ أَقَلُّ أَفْرَادًا فِي الْأَغْلَبِ وَمَحْمُولُهُ يُسَمَّى أَكْبَرُ لِكَوْنِهِ أَكْثَرُ أَفْرَادًا غَالِبًا وَالْقَضِيَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ جُزْءَ قِيَاسٍ يُسَمَّى مُقَدِّمَةٌ وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَرُ تُسَمَّى صُغْرَى وَالَّتِي فِيهَا الْأَكْبَرُ كُبْرَى وَالْجُزْءُ الَّذِي تَكَرَّرَ بَيْنَهُمَا يُسَمَّى حَدًّا وَسَطًا وَاقْتِرَانُ الصُّغْرَى بِالْكُبْرَى يُسَمَّى قَرِينَةً أَوْ ضَرْبًا وَالْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْأَوْسَطِ عِنْدَ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ يُسَمَّى شِكْلًا وَالْأَشْكَالُ أَرْبَعَةٌ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : প্রসঙ্গে । তা এমন কতিপয় কাযিয়া দ্বারা গঠিত উক্তি, যেগুলো স্বীকার করে নিলে অন্য একটি উক্তি স্বীকার করতে হয় । যদি তাতে নতীজা অথবা নতীজার নকীয উল্লেখ থাকে, তবে তাকে اسْتِثْنَائِيَّة বলা হয় । যেমন- إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لِكِنَّهُ إِنْسَانٌ (যদি যায়েদ মানুষ হয় তবে সে প্রাণী হবে ; কিন্তু সে মানুষ) । তার নতীজা হবে فَهُوَ حَيَوَانٌ (সে প্রাণী) । وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لِكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ (আর যদি যায়েদ গাধা হয় তবে সে নাহিক হবে ; কিন্তু নাহিক নয়) । এর নতীজা হবে أَنَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ (সে গাধা নয়) । যদি কiyাসের মধ্যে নতীজা অথবা নতীজার নকীয কোনটিই উল্লেখ না থাকে, তবে তাকে زَيْدٌ إِنْسَانٌ বলা হয় । যেমন- তোমার উক্তি وَكُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (যায়েদ মানুষ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)-এর নতীজা হবে زَيْدٌ حَيَوَانٌ (যায়েদ প্রাণী) ।

পরিচ্ছেদ : প্রসঙ্গ । তা দু' প্রকার-হামলী ও শর্তী । কiyাসের নতীজার মাওযুকে আসগর বলা হয় । কেননা, সাধারণত তার أَفْرَادُ কম হয় । আর তার মাহমূলকে আকবার বলা হয় । কেননা, তার أَفْرَادُ সাধারণত অধিক হয় । আর যে কাযিয়াকে কiyাসের অংশ বানানো হয়, তাকে مُقَدِّمَةٌ বলা হয় । যে মুকাদ্দামায় আসগর উল্লেখ থাকে, তাকে সুগরা বলা হয় । আর যে মুকাদ্দামায় আকবার উল্লেখ থাকে, তাকে কুবরা বলা হয় । আর যে অংশটি উভয়টির মধ্যে বারবার উল্লেখ হয়, তাকে حَدًّا أَوْسَطَ বলা হয় । সুগরা ও কুবরার সংযোজনকে قَرِينَةٌ ও ضَرْبٌ বলা হয় । আর হদ্দে আওসাতকে আসগর এবং আকবরের সাথে রাখার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় شِكْلٌ । আর শাকলসমূহ মোট চারটি ।

শাস্তিক অনুবাদ : فَصَلِّ পরিচ্ছেদ : কiyাস প্রসঙ্গে । তা এমন গঠিত উক্তি وَهُوَ قَوْلُ مُؤَلِّفٍ مِنْ قَضَايَا কতিপয় কাযিয়া দ্বারা يَلْزَمُ عَنْهَا যা দ্বারা আবশ্যক হয় قَوْلُ آخَرَ অন্য একটি উক্তি تَسْلِيمِ স্বীকার করে নিলে تِلْكَ الْقَضَايَا এ তাকে اسْتِثْنَائِيَّة বলা হয় । যেমন- إِنْ كَانَ زَيْدٌ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لِكِنَّهُ إِنْسَانٌ (যদি যায়েদ মানুষ হয় তবে সে প্রাণী হবে ; কিন্তু সে মানুষ) । তার নতীজা হবে فَهُوَ حَيَوَانٌ (সে প্রাণী) । وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا لِكِنَّهُ لَيْسَ بِنَاهِقٍ (আর যদি যায়েদ গাধা হয় তবে সে নাহিক হবে ; কিন্তু নাহিক নয়) । এর নতীজা হবে أَنَّهُ لَيْسَ بِحِمَارٍ (সে গাধা নয়) । যদি কiyাসের মধ্যে নতীজা অথবা নতীজার নকীয কোনটিই উল্লেখ না থাকে, তবে তাকে زَيْدٌ إِنْسَانٌ বলা হয় । যেমন- তোমার উক্তি وَكُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ (যায়েদ মানুষ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)-এর নতীজা হবে زَيْدٌ حَيَوَانٌ (যায়েদ প্রাণী) ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামকরণ : অত্র কিয়াসে দুই কথিয়ার মাঝে ইসতিসনার বাক্য অবস্থান করে, তাই এটাকে কিয়াসে ইসতিহনায়ী বলে নামকরণ করা হয়েছে। যার আলোচনা কিয়াসে ইসতিহনায়ী পরিচ্ছেদে আসবে।

উদাহরণ : ক. نَعِيَجَةٌ উল্লেখ অবস্থার উদাহরণ- اِنْ كَانَ خَالِدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا لِكُنْهٖ اِنْسَانًا 'অর্থাৎ খালিদ যদি মানুষ হয় তবে সে হবে প্রাণী, অথচ খালিদ মানুষ।' এখানে لِكُنْهٖ اِنْسَانًا হচ্ছে কিয়াসের নতীজা বা ফলাফল।

খ. اِنْ كَانَ خَالِدٌ حَيَوَانًا كَانَ نَاهِيًا لِكُنْهٖ لَيْسَ بِنَاهِيٍّ اِنْ خَالِدًا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ - نَقِيْضُ النَّعِيَجَةِ 'অর্থাৎ যদি খালিদ গাধা হয় তাহলে সে হবে নির্বোধ, কিন্তু সে যেহেতু নির্বোধ নয়, সুতরাং খালিদ নিশ্চয় গাধা নয়।

২. قِيَاسٌ اِفْتِرَاقِيٌّ -এর সংজ্ঞা : মিরকাত প্রণেতা বলেন-

اِنْ لَمْ تَكُنْ النَّعِيَجَةُ اَوْ نَقِيْضُهَا مَذْكُوْرًا فِيْهِ يُسَمَّى اِفْتِرَاقِيًّا .
نَعِيَجَةٌ কিংবা قِيَاسٌ -এর মধ্যে যদি তার اِفْتِرَاقِيٌّ কোনোটি উল্লেখ না থাকে, তবে তাকে قِيَاسٌ اِفْتِرَاقِيٌّ বলা হয়।

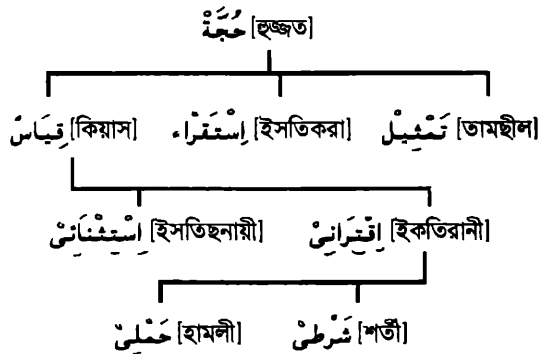
নামকরণ : اِفْتِرَاقٌ শব্দের অর্থ- মিলিত হওয়া। যেহেতু এ কাযিয়াতে নতীজার উভয় পার্শ্ব حَدَّ اَوْسَطٍ দ্বারা মিলিত হয়, তাই তাকে قِيَاسٌ اِفْتِرَاقِيٌّ নামকরণ করা হয়।

উদাহরণ : زَيْدٌ حَيَوَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ زَيْدٌ (যায়েদ মানুষ আর প্রত্যেক মানুষ প্রাণী)-এর নতীজা হবে زَيْدٌ حَيَوَانٌ অত্র কিয়াসে নতীজা বা তার নকীয কোনোটিই উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ اَلْقِيََاسُ اِلٰلْفَتِرَاقِيَّ -এর আলোচনা : 'দু' প্রকার- হামলী ও শর্তী। হামলী ঐ কিয়াসকে বলা হয়, যার উভয় مُقَدِّمَةٌ হামলিয়া। আর শর্তী ঐ কিয়াসকে বলা হয়, যার উভয় مُقَدِّمَةٌ হামলিয়া নয়। চাই উভয়টি শর্তিয়া হোক অথবা একটি শর্তিয়া ও অপরটি হামলিয়া হোক।

قَوْلُهُ يَسْمٰى اَصْفَرَّ -এর আলোচনা : কিয়াসের নতীজার মাওযু'কে اَصْفَرَّ বলা হয়। কেননা, সাধারণত এর আফরাদ কম হয়ে থাকে। আর নতীজার মাহমুলকে আকবর বলা হয়। কারণ, সাধারণত তার আফরাদ অধিক হয়ে থাকে। যে কাযিয়াতে اَصْفَرَّ উল্লেখ থাকে তাকে সুগরা বলা হয়, আর যে কাযিয়াতে আকবর উল্লেখ থাকে كُبْرٰى বলা হয়। আর যে অংশটি সুগরা ও কুবরায় বারবার আসে, তাকে حَدَّ اَوْسَطٍ বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ اِنْسَانٌ وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ এটি একটি কিয়াস। এর নতীজা زَيْدٌ حَيَوَانٌ এ কিয়াসটিতে زَيْدٌ اِنْسَانٌ একটি মুকাদ্দামা এবং وَكُلُّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ একটি মুকাদ্দামা। প্রথম মুকাদ্দামাটিকে সুগরা বলা হবে, যেহেতু তাতে নতীজার مَوْضُوْعٌ তথা زَيْدٌ উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয়টিকে কুবরা বলা হবে, যেহেতু তাতে নতীজার مَعْمُوْلٌ তথা حَيَوَانٌ উল্লেখ রয়েছে। আর اِنْسَانٌ শব্দটি উভয় মুকাদ্দামায় উল্লেখ হয়েছে। অতএব, একে حَدَّ اَوْسَطٍ বলা হবে।

قَوْلُهُ وَالْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ -এর আলোচনা : حَدَّ اَوْسَطٍ -কে আসগর ও আকবরের সাথে মিলানোর ফলে যে একটি রূপের সৃষ্টি হয়, তাকে শিকল বলা হয়। এ শাকল চার ভাগে বিভক্ত, যা শীঘ্রই তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করা হবে।



وَوَجْهَ الضَّبْطِ أَنْ يُقَالَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ إِمَّا
مَحْمُولٌ الصَّغْرَى وَمَوْضُوعٌ الْكُبْرَى كَمَا فِي
قَوْلِنَا الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ يَنْتَجِ
الْعَالَمُ حَادِثٌ فَهُوَ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا
فِيهِمَا فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّانِي كَمَا تَقُولُ كُلُّ إِنْسَانٍ
حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيَوَانٍ فَالنتيجة لَا
شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا
فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّالِثُ نَحْوُ كُلِّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَبَعْضُ
الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ يَنْتَجِ بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ وَإِنْ كَانَ
مَوْضُوعًا فِي الصَّغْرَى وَمَحْمُولًا فِي الْكُبْرَى فَهُوَ
الشَّكْلُ الرَّابِعُ نَحْوُ قَوْلِنَا كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ
وَبَعْضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ يَنْتَجِ بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ -

সম্মল অনুবাদ : এটি আয়ত্ত করার পস্থা হলো এই যে, **مَحْمُولٌ** হতে **حَدُّ الْأَوْسَطِ** হয়তো সুগরার **الصَّغْرَى** ও কুবরার **الْعَالَمُ** উক্তি **مَوْضُوعٌ** হবে। যেমন- আমাদের এ উক্তি **الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ** এর নতীজা হবে **الْعَالَمُ** **مُتَغَيِّرٌ** ও **كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ** এটি **الشَّكْلُ الْأَوَّلُ** নামে অভিহিত। আর যদি উভয়টির মধ্যে মাহমূল হয়, তবে তা **الشَّكْلُ الثَّانِي** নামে অভিহিত হবে। যেমন- তোমার উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** এর নতীজা হবে **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** আর যদি উভয়টিতে **مَوْضُوعٌ** হয়, তবে তাকে **الشَّكْلُ الثَّالِثُ** বলে। যেমন- **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** ও **بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ** এর নতীজা হবে **بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ** - আর যদি সুগরায় মাওযু এবং কুবরায় মাহমূল হয়, তবে তা **الشَّكْلُ الرَّابِعُ** নামে অভিহিত হবে। যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** ও **بَعْضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ** এর নতীজা হবে **بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ** -

শাস্তিক অনুবাদ : **وَوَجْهَ الضَّبْطِ** এটি আয়ত্ত করার পস্থা হলো এই যে, **حَدُّ الْأَوْسَطِ** হতে **مَحْمُولٌ** হয়তো সুগরার **الصَّغْرَى** ও কুবরার **الْعَالَمُ** উক্তি **مَوْضُوعٌ** হবে। যেমন- আমাদের এ উক্তি **الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ** এর নতীজা হবে **الْعَالَمُ** **مُتَغَيِّرٌ** ও **كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ** আর প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তুই ধ্বংসশীল **يَنْتَجِ** এর নতীজা হবে **الْعَالَمُ** **مُتَغَيِّرٌ** ও **كُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ** এটি **الشَّكْلُ الْأَوَّلُ** নামে অভিহিত। আর যদি উভয়টির মধ্যে মাহমূল হয়, তবে তা **الشَّكْلُ الثَّانِي** নামে অভিহিত হবে। যেমন- তোমার উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** প্রত্যেক মানুষই প্রাণী **يَنْتَجِ** এর নতীজা হবে **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** আর কোনো পাথর নেই **بِحَيَوَانٍ** প্রাণী **فَالنتيجة** এর নতীজা হবে **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** আর যদি উভয়টিতে **مَوْضُوعٌ** হয়, তবে তাকে **الشَّكْلُ الثَّالِثُ** বলে। যেমন- **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** ও **بَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ** এর নতীজা হবে **بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ** - আর যদি সুগরায় মাওযু হয়, তবে তা **الشَّكْلُ الرَّابِعُ** নামে অভিহিত হবে। যেমন- আমাদের উক্তি **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** ও **بَعْضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ** এর নতীজা হবে **بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ** -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ - এর আলোচনা : **الشَّكْلُ** -এর আভিধানিক অর্থ : **شَكْلٌ** শব্দটি মাসদার। এটা একবচন, বহুবচনে **أَشْكَالٌ** অথবা **شُكُلٌ** ইংরেজি প্রতিশব্দ Structure. এর আভিধানিক অর্থ - ১. **الصُّورَةُ** বা আকৃতি, ২. **كَيْفٌ** বা গঠন, ৩. **هَيْئَةٌ** বা কাঠামো, ৪. **النَّيْلُ الشُّبْهَةُ** বা দৃষ্টান্ত, ৫. **الْعَامِلَةُ** বা পারস্পরিক ব্যবহার, আচরণ, ৬. **الْأَمْرُ الشُّكْلُ** বা কঠিন বিষয়, কাজ, ৭. **التَّظْيِيرُ** বা দৃষ্টান্ত, অনুরূপ।

مَعْنَى الشَّكْلِ اصطلاحًا :

১. মিরকাত গ্রন্থকার বলেন- **الشَّكْلُ هُوَ الْهَيْئَةُ الْعَامِلَةُ مِنْ كَيْفِيَّةٍ وَضَعِ الْأَوْسَطِ عِنْدَ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ** -এর কাছে রাখার অবস্থা দ্বারা অর্জিত নকশা বা কাঠামোকেই **شَكْلٌ** বলা হয়।
২. মীযানুল মানতিক গ্রন্থকার বলেন- **هُوَ الْهَيْئَةُ الْعَامِلَةُ مِنْ كَيْفِيَّةٍ وَضَعِ الْعَدِ الْأَوْسَطِ عِنْدَ الْعَدَيْنِ الْأَخْرَيْنِ** -

৩. আ-যু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার মতে-

هُوَ صُورَةٌ مِنَ الدَّلِيلِ تَخْتَلِفُ تَبَعًا لِإِنْسَابِ الْحَدِّ الْأَوْسَطِ إِلَى الْحَدِّينِ الْآخَرَيْنِ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ.

উদাহরণ : زَيْدٌ أَوْسَطُ إِنْسَانٍ এ বাক্যটি একটি فَكْلٌ; এখানে إِنْسَانٍ শব্দটি حَدُّ أَوْسَطُ আর زَيْدٌ শব্দটি حَدُّ أَكْبَرُ এবং حَيَوَانٌ শব্দটি حَدُّ أَصْغَرُ; এ তিনটির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে।

الشَّكْلُ চার প্রকার : فَكْلٌ : ১. أَقْسَامُ الشَّكْلِ

الشَّكْلُ الرَّابِعُ. ২. الشَّكْلُ الثَّانِي. ৩. الشَّكْلُ الثَّالِثُ. ৪. الشَّكْلُ الْأَوَّلُ.

১. الشَّكْلُ الْأَوَّلُ-এর পরিচিতি : যদি مَحْمُولٌ حَدُّ أَوْسَطُ আর مُوضَعٌ হয়, তখন তাকে فَكْلٌ الْأَوَّلُ বলা হয়। যেমন- الْعَالَمُ كُلُّ فَكْلٍ الْأَوَّلِ বলা হয়। যখন তাকে مَوْضِعٌ হয়, তখন তাকে فَكْلٌ الثَّانِي বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّانِي বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَكْبَرُ হয়, তখন তাকে فَكْلٌ الثَّالِث বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّالِث বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَصْغَرُ হয়, তখন তাকে فَكْلٌ الْأَوَّل বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الْأَوَّل বলা হয়।

নামকরণ : এটাকে فَكْلٌ الْأَوَّل বলায় কারণ হলো, এর নাতীজা বাদীহী ও সূনিচিত।

২. الشَّكْلُ الثَّانِي-এর পরিচিতি : যদি حَدُّ أَوْسَطُ সূগরা ও কুবরা উভয়টিতে উল্লেখ রয়েছে। আর এটা সূগরা মَحْمُولٌ حَدُّ أَكْبَرُ হয়, তখন তাকে فَكْلٌ الثَّانِي বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّانِي বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَصْغَرُ হয়, তখন তাকে فَكْلٌ الثَّالِث বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّالِث বলা হয়।

নামকরণ : এটাকে فَকْلٌ الثَّانِي বলায় কারণ হলো, কিয়াসের উত্তম মুকাদ্দামা তথা সূগরার মধ্যে فَকْلٌ الْأَوَّل-এর সাথে এর সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

৩. الشَّكْلُ الثَّالِث-এর পরিচিতি : যদি حَدُّ أَوْسَطُ সূগরা ও কুবরা উভয়টিতে মাওযু' হয়, তবে তাকে فَকْلٌ الثَّالِث বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّالِث বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَকْبَرُ হয়, তখন তাকে فَকْلٌ الثَّانِي বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّانِي বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَصْغَرُ হয়, তখন তাকে فَকْلٌ الْأَوَّل বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الْأَوَّل বলা হয়।

নামকরণ : এটাকে فَকْلٌ الثَّالِث বলায় কারণ হলো, কিয়াসের নিকৃষ্ট মুকাদ্দামা তথা কুবরার দিক দিয়ে فَকْلٌ الْأَوَّل-এর সাথে এর সাম স্যতা রয়েছে।

৪. الشَّكْلُ الرَّابِع-এর পরিচিতি : যদি حَدُّ أَوْسَطُ সূগরায় মাওযু' এবং কুবরায় মাহমূল হয়, তবে তাকে فَকْلٌ الرَّابِع বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الرَّابِع বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَকْبَرُ হয়, তখন তাকে فَকْلٌ الثَّانِي বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الثَّانِي বলা হয়। যখন তাকে حَدُّ أَصْغَرُ হয়, তখন তাকে فَকْلٌ الْأَوَّل বলা হয়। যেমন- كُلُّ فَكْلٍ الْأَوَّل বলা হয়।

নামকরণ : শাকলে আওয়ালের সাথে এর মোটেই সামঞ্জস্যতা নেই। তাই এটাকে فَকْلٌ الرَّابِع বলা হয়। চার শাকলের সংজ্ঞায় জনৈক কবি বলেছেন-

أوسط ارمحمول صاد ویم بود موضوع کاف * دان تو او را شکل اول چهار می بر عکس آن

گر بود محمول بر دو شکل ثانی می شود * و بود موضوع بر دو شکل ثالث می شود

عکس اول شکل رابع حاصل آید بیگمان * گفته ام این جند مصرع از برائے طالبان

অত্র চরণগুলোতে اوسط দ্বারা হচ্ছে আওসাত; ار দ্বারা (যদি), اگر দ্বারা সূগরা আর کاف দ্বারা কুবরা বুঝানো হয়েছে। ছন্দগুলোর অর্থ নিম্নরূপ-

অর্থাৎ ১. হদ্দে আওসাত যদি সূগরার মাহমূল এবং কুবরার মাওযু' হয়, তাহলে তুমি তাকে শাকলে আওয়াল মনে করবে আর চতুর্থ শাকলটি তার বিপরীত। ২. যদি হদ্দে আওসাত সূগরা ও কুবরা (উভয়ের) মাহমূল হয়, তাহলে তা শাকলে ছানী; ৩. আর যদি উভয়ের মাওযু' হয়, তাহলে শাকলে ছালিছ। ৪. চতুর্থ শাকলটি নিঃসন্দেহে প্রথম শাকলের বিপরীত হয়, আমি এই ছন্দগুলো ইলম অব্বেষণকারীদের উদ্দেশ্যেই বলেছি।

ক্রমিক নং	সূগরা	কুবরা	শাকলের নাম	নতীজা
১	الْعَالَمُ مُتَعَفِّرٌ	وَكُلُّ مُتَعَفِّرٍ حَدٌّ	শাকলে আওয়াল	الْعَالَمُ حَدٌّ
২	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْحَجَرِ بِحَيْرٍ	শাকলে ছানী	لَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَيْرٍ
৩	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ	শাকলে ছালিছ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ
৪	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْكَاتِبِ إِنْسَانٌ	শাকলে রাবে	بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : شُكْل চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বোত্তম হলো شُكْل أَوَّلُ। এ জন্য এর নতীজা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। স্বভাবগতভাবে এর নতীজার দিকে চিন্তাশক্তি ধাবিত হয় এবং চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না। প্রথম শাকলের জন্য কতগুলো শর্ত এবং কতিপয় ضَرْب রয়েছে। শর্ত হচ্ছে দু'টি : প্রথম শর্ত-সুগরা ঈজাব বা হ্যাঁ-বাচক হওয়া; আর দ্বিতীয় শর্ত-كُبْرَى কুল্লিয়া হওয়া। যদি একত্রে উভয় শর্ত বিলুপ্ত হয় অথবা যে কোনো একটি বিলুপ্ত হয়, তাহলে নতীজা বের হওয়া অপরিসংখ্য হবে না, যা চিন্তা-গবেষণা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। ضَرْب সমূহ চারটি। কেননা, প্রত্যেক শাকলেই ষোলটি করে ضَرْب হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, صَفْرَى চার প্রকার-এমনিভাবে كُبْرَى ও চার প্রকার। অর্থাৎ মূজিবায়ে কুল্লিয়া, মূজিবায়ে জুযয়িয়া, সালিবায়ে কুল্লিয়া ও সালিবায়ে জুযয়িয়া। আর চারকে চার দ্বারা গুণ করলে ষোল হয়। শাকলে আওয়ালে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার ফলে বারোটি যরব (অবস্থা) বাদ পড়েছে। সেগুলো হচ্ছে, সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরা কুবরা চতুষ্টয়সহ এবং সালেবায়ে জুযয়িয়া যুক্ত সুগরা উক্ত কুবরা চতুষ্টয়সহ। এখানে সর্বমোট আটটি হলো। আর মূজেবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত ও সালিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত কুবরা, মূজিবায়ে কুল্লিয়া ও মূজিবায়ে জুযয়িয়াযুক্ত সুগরাসহ। এখানে হলো মোট চারটি। অতএব অবশিষ্ট রইল চারটি মুনতাজ (ফলপ্রসূ) যরব।

শাস্তিক অনুবাদ : فَصَّلُ পরিচ্ছেদ ۱۰ وَاشْرَبُ الْأَشْكَالُ সর্বোত্তম শকল হলো مِنَ الْأَرْبَعَةِ শাকল চতুষ্টয়ের মধ্যে الشَّكْلُ الْأَوَّلُ প্রথম শাকল وَلِذَلِكَ আর এ কারণে كَانَ إِنْجَاحُهُ এর নতীজা হয় بَيْنَا يَدَيْنِهِمَا স্পষ্ট ও প্রকাশ্য يَسْبِقُ الدَّهْنُ فِيهِ এর চিন্তাশক্তি ধাবিত হয় النَّتِيجَةُ নতীজার দিকে سَبْقًا طَبِيعِيًّا স্বভাবগতভাবে مِنْ دُونِ حَاجَةٍ এবং প্রয়োজন হয় না وَأَمَّا الشَّرَاطُ শর্ত হচ্চে দু'টি فَائِئِنَانِ أَحَدُهُمَا প্রথম শাকলের জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে وَضُرُوبُ এবং কতিপয় ضَرْبُ الشَّرَاطُ - ثَانِيَانِ কল্পী হওয়া فَانْ كَبْرَى - كَلْبِيَّةُ الْكَبْرَى আর দ্বিতীয় শর্ত وَثَانِيَتُهُمَا প্রথম শর্ত الصُّغْرَى যদি একত্রে উভয় শর্ত বিলুপ্ত হয় أَوْ يَفْقَدُ أَحَدُهُمَا অথবা যে কোনো একটি বিলুপ্ত হয় لَا يَلْزَمُ النَّتِيجَةُ তাহলে নতীজা বের হওয়া অপরিহার্য হবে না كَمَا يَظْهَرُ যা স্পষ্ট হয়ে যাবে الشَّكْلُ التَّامُّ চিন্তা-গবেষণা করলেই وَآتَى الضَّرُوبُ আর যবরসমূহ لَانَ الصُّغْرَى أَرْبَعَةً سِتَّةَ عَشَرَ প্রত্যেক শাকলেই ۶০ বোলটি করে فَارْبَعَةُ চারটি الْأَحْيَالِ কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে فِي كُلِّ شَكْلٍ ৪ প্রকার শাকলেই أَرْبَعَةُ أَعْيُنُ الثَّوَجِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ ও চার প্রকার الْكَبْرَى এমনিভাবে وَثَانِيَتُهُمَا সালিবায়ে কুল্লিয়া وَالْمَوْجِبَةُ الْجَزْنِيَّةُ মূজিবায়ে জুযয়িয়া وَثَانِيَتُهُمَا সালিবায়ে কুল্লিয়া وَالْمَوْجِبَةُ الْجَزْنِيَّةُ ও সালিবায়ে জুযয়িয়া

الرَّابِعَةَ আর চারকে চার দ্বারা গুণ করলে سِتَّةَ عَشَرَ ষোল হয় وَاسْتَقَطَ আর ফেলে দিয়েছে الشَّكْلَ الْأَوَّلَ শাকলে আওয়ালের শর্তগুলো اِئْتِنِ بِرَأْسِ بَارِعِ বারোটি যরবকে وَمَعَ سَهْلًا হচ্ছে الصَّغْرَى السَّالِبَةُ الْكَلْبِيَّةُ সালিবায়ে কুল্লিয়ায়ুক্ত সুগরা مَعَ الْكَبْرَى الْآرَبِ উক্ত কুবরা চতুষ্টিয়সহ وَهَذِهِ ثَمَانِيَّةٌ مَعَ بَلَكِ الْآرَبِ এবং সালিবায়ে জুযিয়ায়ুক্ত সুগরা اِئْتِنِ بِرَأْسِ بَارِعِ এবং سَهْلًا وَهَذِهِ ثَمَانِيَّةٌ مَعَ الْكَبْرَى الْآرَبِ আর মূজিবায়ে জুযিয়ায়ুক্ত ও সালিবায়ে জুযিয়ায়ুক্ত কুবরা مَعَ الصَّغْرَى الْمَوْجِبَةِ الْبَرْزِيَّةِ وَالسَّالِبَةِ الْبَرْزِيَّةِ এখানে সর্বমোট আটটি হলো مَعَ الصَّغْرَى الْمَوْجِبَةِ الْبَرْزِيَّةِ وَالسَّالِبَةِ الْبَرْزِيَّةِ মূজিবায়ে জুযিয়া ও মূজিবায়ে কুল্লিয়ায়ুক্ত সুগরাসহ وَهَذِهِ ثَمَانِيَّةٌ এখানে হলো মোট চারটি مَعَ الصَّغْرَى الْمَوْجِبَةِ الْبَرْزِيَّةِ অতএব অবশিষ্ট রইল চারটি যরব مُنْتَجَبَةٌ মুনতাজ (ফলপ্রসূ)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَشْرَبَ الْأَشْكَالَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الشَّكْلَ الْأَوَّلِ الْخ -এর আলোচনা : প্রথম شَكْل অবশিষ্ট শাকলত্রয় হতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। আর এটিই একমাত্র شَكْل যা হতে সর্বপ্রকার নতীজা পাওয়া যায়। কারণ, অবশিষ্ট শাকলত্রয়ের নতীজা গঠনের ব্যাপারে প্রথম شَكْل -এর মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ শাকলত্রয়কেও প্রথম শাকলে সামান্য পরিবর্তন করে গঠন করা হয়েছে। যেমন- চতুর্থ আকৃতি, প্রথম শাকলকে উল্টিয়ে দেওয়ায় এটি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম শাকলে حَذَّ أَوْسَطَ -কে সুগরার মাওযু' ও কুবরার মাহমূল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ দ্বিতীয় شَكْل গঠন করতে গিয়ে প্রথম শাকলের কুবরার মাওযু'কে মাহমূল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ তৃতীয় শাকল গঠন করতে গিয়ে সুগরার মাহমূলকে মাওযু' বানিয়ে মাওযু'কে মাহমূলের স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَاِثْنَانِ الْخ -এর আলোচনা : শাকলে আওয়ালের দুটি শর্ত রয়েছে। যথা- ১. তার صَغْرَى হ্যাঁ-বাচক হতে হবে। ২. আর كِبْرَى কুল্লিয়া হতে হবে। উক্ত শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, শাকলে আওয়ালে حَذَّ أَوْسَطَ আসগরের উপর মাহমূল হয়। আর অপরদিকে মাহমূল মাওযু'-এর তুলনায় ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতঃপর কুবরার حَذَّ أَوْسَطَ এর কতিপয় আফরাদের উপর আরোপিত হয়, তবে আসগর তাদের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। অতএব, এমতাবস্থায় উক্ত কতিপয় আফরাদের উপর কোনো হুকুম আরোপ করা হলে তা আসগরের উপর আরোপিত হতো না। যেমন- প্রত্যেক মানুষ প্রাণী, আর কতক প্রাণী ঘোড়া। এর নতীজা হবে- কতক মানুষ ঘোড়া, আর এটি মিথ্যা। আর যদি উভয় শর্ত একত্রে বিলুপ্ত হয় কিংবা যে কোনো একটি বিলুপ্ত হয়, তাহলে নতীজা বের হওয়া অপরিহার্য হবে না।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الصَّرُوبُ فَارْبَعَةُ الْخ -এর আলোচনা : মুনতাজ (ফলপ্রসূ) حَرَب মোট চারটি, তবে সম্ভাব্য حَرَب মোট ষোলটি হতে পারে। কিন্তু তন্মধ্যে বারোটি বিশুদ্ধ নতীজা প্রকাশ করে না বলে ঐগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। صَرَب ষোল প্রকার হওয়ার কারণ এই যে, সুগরা কুবরা প্রত্যেকটিই চার প্রকার হতে পারে। যেমন- ১. মূজিবায়ে কুল্লিয়া, ২. মূজিবায়ে জুযিয়া, ৩. সালিবায়ে কুল্লিয়া, ৪. সালিবায়ে জুযিয়া। চারকে চার দ্বারা গুণ করলে ষোল হবে। حَرَب গুলোর চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

ষোল প্রকার যরবের চিত্র

ক্রমিক নং	সুগরা	কুবরা	ক্রমিক নং	সুগরা	কুবরা
১	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	৯	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযিয়া
২	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	১০	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযিয়া
৩	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১১	সালেবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া
৪	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১২	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযিয়া
৫	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	১৩	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযিয়া
৬	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১৪	সালেবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া
৭	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১৫	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযিয়া
৮	মূজিবায়ে কুল্লিয়া	সালেবায়ে কুল্লিয়া	১৬	সালেবায়ে কুল্লিয়া	মূজিবায়ে জুযিয়া

উল্লেখ্য, সালিবায়ে কুল্লিয়ায়ুক্ত সুগরা-কুবরা চতুষ্টিয়সহ এবং সালিবা জুযিয়ায়ুক্ত সুগরা উক্ত কুবরা চতুষ্টিয়সহ সর্বমোট আটটি যরবের নতীজা আসবে না। কারণ, প্রথম শাকলের জন্য শর্ত হলো সুগরা ইতিবাচক হওয়া। আর এ আট যরবের সুগরা নেতিবাচক। আর অবশিষ্ট আট যরবে যাদের কুবরা কুল্লী নয় ঐগুলো নতীজা প্রকাশ করবে না। আর যে যরবগুলোতে প্রথম শাকলের উভয় শর্ত পাওয়া যায় সেগুলো সঠিক নতীজা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ ৯, ১১, ১৩ ও ১৫ নং যরবগুলো সঠিক নতীজা প্রকাশ করবে।

সরল অনুবাদ : প্রথম ضَرْبُ মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত صَفْرَى এবং মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত كُبْرَى -এর সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে মূজিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كُلُّ এর নতীজা হবে جَبَّ وَكُلُّ بَدَّ এর নতীজা হবে كَلُّجَدَّ আর দ্বিতীয় ضَرْبُ মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত صَفْرَى এবং সালেবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে সালিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ لَا شَيْءٌ مِّنَ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ (সমস্ত মানুষ প্রাণী আর কোনো প্রাণী পাথর নয়।) এর নতীজা হবে (কোনো মানুষ পাথর নয়)। তৃতীয় ضَرْبُ মূজিবায়ে জুয়িয়াযুক্ত صَفْرَى ও মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে মূজিবায়ে জুয়িয়া। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ فَرَسٌ وَكُلُّ فَرَسٍ صَهَّالٌ (প্রতিটি প্রাণী ঘোড়া; আর প্রতিটি ঘোড়া হনহন আওয়াজ প্রদানকারী)। এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ صَهَّالٌ (কতক প্রাণী হনহন আওয়াজ প্রদানকারী)। আর চতুর্থ ضَرْبُ মূজিবায়ে জুয়িয়াযুক্ত صَفْرَى এবং সালেবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার সমন্বয়ে গঠিত। এর নতীজা হবে সালিবায়ে জুয়িয়া। যেমন- بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ وَلَا شَيْءٌ مِّنَ النَّاطِقِ بِنَاهِقٍ (কতক প্রাণী বাকশক্তি সম্পন্ন; আর কোনো নাতিকই নাহিক বা গাধা নয়)। এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِنَاهِقٍ (কতক প্রাণী নাহিক নয়)।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : **الضَّرْبُ الْأَوَّلُ** : প্রথম যরব **مُرْكَبٌ** গঠিত **مِنْ مَوْجِبَةٍ كَلْبِيَّةٍ صُفْرَى** মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে **كُلُّ جَبٍّ** এবং মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার **يَنْتَجُ** এর নতীজা হবে **مَوْجِبَةٍ كَلْبِيَّةٍ** মূজিবায়ে কুল্লিয়া **نَعُو** যেমন-
প্রত্যেক জীম বা **وَكُلُّ بَدٍّ** এবং প্রত্যেক বা দাল **دَ** **يَنْتَجُ كُلُّ جَ** এর নতীজা হবে প্রত্যেক জীম দাল **الضَّرْبُ الثَّانِي** আর দ্বিতীয় যরব
গঠিত **مِنْ مَوْجِبَةٍ كَلْبِيَّةٍ صُفْرَى** মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে **وَسَالِبَةٍ كَلْبِيَّةٍ كُبْرَى** এবং সালিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত কুবরার
وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ يَحْجِرُ সমস্ত মানুষ প্রাণী **كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ** - যেমন **نَعُو** মূজিবায়ে কুল্লিয়া **يَنْتَجُ** এর নতীজা হবে
কোনো প্রাণী পাথর নয় **الضَّرْبُ الثَّالِثُ** তৃতীয় যরব **لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْجِرُ** কোনো মানুষ পাথর নয় **مَوْجِبَةٍ كَلْبِيَّةٍ كُبْرَى** এবং মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত
গঠিত **مِنْ مَوْجِبَةٍ جُزْنِيَّةٍ صُفْرَى** মূজিবায়ে জুযমিয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে **وَمَوْلَانٍ كَلْبِيَّةٍ كُبْرَى** এবং মূজিবায়ে কুল্লিয়াযুক্ত
কুবরার **وَالنَّيْبَةُ** এর নতীজা হবে **مَوْجِبَةٍ جُزْنِيَّةٍ** মূজিবায়ে জুযমিয়া **نَعُو** যেমন- প্রতিটি প্রাণী ঘোড়া **وَكُلُّ**
আর প্রতিটি ঘোড়া **فَرَسٌ** হনহন **يَنْتَجُ** এর নতীজা হবে **بَعْضُ الْحَيَوَانِ صَهَالٌ** কতক প্রাণী হনহন
আওয়াজ প্রদানকারী **الضَّرْبُ الرَّابِعُ** আর চতুর্থ যরব **مِنْ مَوْجِبَةٍ جُزْنِيَّةٍ صُفْرَى** মূজিবায়ে জুযমিয়াযুক্ত সুগরার সমন্বয়ে **وَسَالِبَةٍ كَلْبِيَّةٍ**

كُثْرَى এবং সালিবায়ে কুল্লিয়ায়ুক্ত কুবরার يَنْتَعَجُ এর নতীজা হবে سَالِيَةً جَزِيئَةً সালিবায়ে জুযিয়া যেমন- আমাদের উক্তি فَالْتَّعِجَةُ لَا شَيْءَ مِنَ الشَّاطِطِ يَنْهَاهِي আর কোনো নাতিকই নাহিক বা গাধা নয় نَالْتَّعِجَةُ এর নতীজা হবে بَعْضُ الْحَيَوَانِ কতক প্রাণী يَنْهَاهِي নাহিক নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-ষে চারটি ضَرْبٌ সহীহ নতীজা প্রদান করে এখানে তার গঠন পদ্ধতি আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমত: প্রথম ضَرْب সূগরা হবে- মূজিবায়ে কুল্লিয়া, আর কুবরা হবে মূজিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন- كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ جِسْمٌ (সমস্ত মানুষ প্রাণী, আর সমস্ত প্রাণী দেহবিশিষ্ট।) এর নতীজা হবে كُلُّ إِنْسَانٍ جِسْمٌ (সমস্ত মানুষ দেহবিশিষ্ট।) এ যরবে প্রথম শাকলের দু'টি শর্ত পাওয়া গেছে। সূগরা মূজিবা, আর কুবরা কুল্লিয়া। যেহেতু সূগরা ও কুবরা উভয়টি মূজিবা হলে, নতীজা مُوجِبَةٌ হয়। আর উভয়টি কুল্লিয়া হলে নতীজা কুল্লিয়া হয়। অতএব, এর নতীজাও مُوجِبَةٌ কুল্লিয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় যরবের নতীজা সালিবায়ে কুল্লিয়া হচ্ছে। কারণ, সূগরা ও কুবরাতে অবস্থিত উভয় কাযিয়া কুল্লিয়া, আর কুবরার কাযিয়া সালিবা, এ অনুসারে নতীজাও সালিবায়ে কুল্লিয়া হচ্ছে।

তৃতীয়ত: তৃতীয় যরবে যেহেতু উভয় কাযিয়া মূজিবা। তাই ফলাফল হচ্ছে মূজিবা। আর যেহেতু প্রথম কাযিয়া জুযী। তাই ফলাফলও জুযী হচ্ছে। কারণ, এক কাযিয়া জুযী অপর কাযিয়া কুল্লী হতে নতীজা কায়দা অনুসারে জুযী হয়।

চতুর্থত: চতুর্থ যরবেও প্রথম কাযিয়া জুযিয়া বলে নতীজা জুযী, আর দ্বিতীয় কাযিয়া সালিবা বলে নতীজা সালিবা।

নতীজা প্রদানকারী ضَرْب সহ শাকলে আওয়ালের চিত্র

নতীজার শ্রেণী	উদাহরণ	নতীজা
১ম যরবে আওয়াল- সূগরা কুবরা উভয়টি মূজিবায়ে কুল্লিয়া		
মূজিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَكُلُّ حَيَوَانٍ جِسْمٌ	فَكُلُّ إِنْسَانٍ جِسْمٌ
২. যরবে ছানী- সূগরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া ও কুবরা সালেবায়ে কুল্লিয়া		
সালিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ يَحْجَرُ	فَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْجَرُ
৩. যরবে ছালিহ- সূগরা মূজিবায়ে জুযিয়া ও কুবরা মূজিবায়ে কুল্লিয়া		
মূজিবায়ে জুযিয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ وَكُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ	فَبَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ
৪. যরবে রাবে- সূগরা মূজিবায়ে জুযিয়া ও কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া		
সালিবায়ে জুযিয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِصَاهِلٍ	فَبَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِصَاهِلٍ

এ-এর আলোচনা : চতুর্থ যরবের মধ্যে সূগরা মূজিবায়ে জুযিয়া হবে এবং কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া হবে। যেমন- 'কিছু প্রাণী' নাতিক আর কোনো নাতিকই নাহিক (গাধা) নয়। সুতরাং নতীজা হবে 'কতক প্রাণী নাহিক নয়'।

এ-এর আলোচনা : هَلْ হতে এর উৎপত্তি। এটি مُبَالَغَةٌ এর সীগাহ। هَلْ অর্থ- ঘোড়ার হন্ হন্ আওয়াজ, হ্রেষা ধ্বনি।

এ-এর আলোচনা : এটি نَهَقٌ হতে উৎপত্তি, -এর সীগাহ। نَهَقٌ অর্থ- গাধার চিৎকার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَحَدًا مِنْ كَلْبَتَيْنِ الْ - এর আশোচনা : দ্বিতীয় শাকপের ضَرْب চতুষ্টয়ের প্রথমটি দু'টি কুল্লিয়া ও না বাচক সুগরা
 দ্বারা গঠিত হয়, আর এর নতীজা হয় সালিবায়ে কুল্লিয়া। যেমন-
 كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْ جَب وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَبْ অর্থাৎ
 فَلَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِعَجَرٍ اর্থاً ۹ فَلَاشَيْءٌ مِنْ جَ এর নতীজা হবে ।

যেহেতু নির্ভুল তাই তা স্বীকার করে নিতে হবে। যেমন- **لَا شَيْءَ مِنْ بَ آ** হলো **كُتِبَ**। এর **عَكْس** হলো **بَ**। একে সুগরার সাথে মিলিয়ে **شَكَلَ** গঠন করা হবে এবং বলা হবে **بَ لَا شَيْءَ مِنْ بَ آ** অতএব হৃদে আওসাত **بَ**-কে দূর করে দেওয়ার পর নতীজা হবে **آ لَا شَيْءَ مِنْ ج**। এটাই পূর্ববর্তী নতীজা।

قَوْلُهُ الصَّرْبُ الثَّانِي مِنَ مُوجِبَةِ الْع -এর আলোচনা : দ্বিতীয় শাকলের দ্বিতীয় **صَرْب**-এর মধ্যে কুবরা মুজিবায় কুল্লিয়া ও সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া হয়। যেমন- **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ وَكُلُّ إِنْسَانٍ حَيَّوَانٌ** এর নতীজা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ**। আর **صَرْبُ ثَانِي** এর নতীজা বিশুদ্ধ কিনা এটা যাচাই করার নিয়ম হলো, সুগরার **عَكْس** বের করে এটাকে কুবরা বানানো হবে, যার ফলে শাকলে আওয়াল গঠিত হবে। তারপর এটা দ্বারা যে নতীজা বের হবে তার **عَكْس** বের করলে হুবহু পূর্বের নতীজা বের হবে। যেমন- **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ وَكُلُّ إِنْسَانٍ حَيَّوَانٌ** (দ্বিতীয় যরব)। এর নতীজা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ**। এটাকে কুবরা ধরে এবং কুবরাকে সুগরা ধরে শাকলে আওয়াল গঠন করা হবে এবং বলা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ** এর নতীজা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِعَجْرِ**। এখন সুগরার **عَكْس** বের করলে **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ** হবে। এটাকে কুবরা ধরে এবং কুবরাকে সুগরা ধরে শাকলে আওয়াল গঠন করা হবে এবং বলা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ** এর নতীজা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِعَجْرِ**। এখন এর **عَكْس** হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ**। এটাই পূর্বের সে নতীজা যা যরবে ছানীর মাধ্যমে বের হয়েছিল। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো, পূর্ববর্তী নতীজা সहीহ।

قَوْلُهُ الصَّرْبُ الثَّالثُ الْع -এর আলোচনা : মুহান্নিফ (র.) তৃতীয় প্রকারের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এটা সুগরা হ্যাঁ-বাচক জুয়ী ও কুবরা না-বাচক কুল্লী দ্বারা গঠিত। যেমন- কতক প্রাণী 'জা' (ج) মানুষ 'বা' (ب) এবং কোনো ঘোড়া 'আ' (ا) মানুষ নয় 'বা' (ب)। অতএব, কতক প্রাণী ঘোড়া নয়। এর নতীজার সত্যতার প্রমাণও প্রথম যরবের ন্যায় বলে গ্রহণকার উল্লেখ করেননি। প্রথম কুরার আকস করলে আকস হবে- কোনো ঘোড়া মানুষ নয়। এখন এটাকে সুগরার সাথে সংমিশ্রণ করতে হবে। যেমন **بَعْضُ الْحَيَّوَانِ إِنْسَانٌ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِفَرَسٍ** এর নতীজা হবে, কতক প্রাণী ঘোড়া নয়। এটা প্রথম **شَكَلَ**-এর নতীজা (ফলাফল)। যেহেতু শাকলে আওয়াল-এর নতীজা সত্য সেহেতু **شَكَلَ ثَانِي**-এর তৃতীয় যরবের নতীজাও সত্য এবং বিশুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ الصَّرْبُ الرَّابِعُ الْع -এর আলোচনা : মুহান্নিফ (র.) চতুর্থ প্রকারের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, অত্র প্রকারে **صَفَرَى** নেতিবাচক জুয়িয়া এবং **كُتِبَ** ইতিবাচক কুল্লিয়া। যেমন- **لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَّوَانِ بِإِنْسَانٍ وَكُلُّ إِنْسَانٍ** এর নতীজা হবে **لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَّوَانِ بِإِنْسَانٍ**। আর **صَفَرَى** সূতরাং কতক প্রাণী নাতিক নয়। এর নতীজার সত্যতার প্রমাণও **دَلِيلٌ خَلْفَ** দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- যদি এ যরবের নতীজাকে মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে এর নকীযকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হবে। নকীয হলো, সমস্ত প্রাণী নাতিক। এক নাকীযকে **صَفَرَى** বানিয়ে নতুন **شَكَلَ** গঠন করা হলো যে, সমস্ত প্রাণী নাতিক ও সমস্ত নাতিক মানুষ। এর নতীজা হবে, সমস্ত প্রাণী মানুষ। আর এটা সরাসরি অসত্য। আর এ অসত্যতা এসেছে চতুর্থ যরবের নতীজাকে না মেনে নেওয়ার কারণে। কেননা, পরবর্তী শাকল ত্রুটিপূর্ণ নতীজা প্রদানের কারণ হলো নতীজাকে না মেনে তার **نَقِيضٌ**-কে মানা। কারণ, ত্রুটি নকীয হতে এসেছে, কেননা কুবরাতে ত্রুটি নেই। একই কুবরা মূল শাকলে বিশুদ্ধ নতীজা প্রদান করেছিল। আর শাকলও বিশুদ্ধ। সুতরাং নতীজা মেনে এর নকীয সত্য মানার কারণে ত্রুটি এসেছে। সুতরাং নতীজা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল।

নতীজা প্রদানকারী যরবসহ দ্বিতীয় শাকলের চিত্র

নাম	মুকাদ্দামাধর	নতীজা	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১ম যরব	সুগরা মুজিবায় কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَّوَانٌ	لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ	فَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِعَجْرِ
২য় যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায় কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَّوَانٌ	فَلَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِإِنْسَانٍ
৩য় যরব	সুগরা মুজিবায় কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	بَعْضُ الْجِسْمِ الْحَيَّوَانِ	لَا شَيْءَ مِنَ الْعَجْرِ بِعَيَّوَانٍ	بَعْضُ الْجِسْمِ كَيْسَ بِعَجْرِ
৪র্থ যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায় কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	بَعْضُ الْحَيَّوَانِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ	وَكُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَّوَانِ لَيْسَ بِنَاطِقٍ

فَصْلٌ : شَرْطُ اِنتَاجِ الشَّكْلِ الثَّالِثِ كَوْنُ الصُّغْرِ مِنْ مُوجِبَةٍ وَكَوْنُ أَحَدِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ كِلِيَّةً فَضْرُوهُ
التَّابِعَةُ سِتَّةٌ أَحَدُهَا كُلُّ ب ج وَكُلُّ ب ا فَبَعْضُ ج ا
وَتَانِيهَا كُلُّ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا فَبَعْضُ ج لَيْسَ ا
وَتَالِثُهَا بَعْضُ ب ج وَكُلُّ ب ا فَبَعْضُ ج ا وَرَابِعُهَا
بَعْضُ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا فَبَعْضُ ج لَيْسَ ا
وَخَامِسُهَا كُلُّ ب ج وَبَعْضُ ب ا فَبَعْضُ ج ا
وَسَادِسُهَا كُلُّ ب ج وَبَعْضُ ب لَيْسَ ا فَبَعْضُ ج لَيْسَ ا

فَصْلٌ : وَشَرَائِطُ اِنتَاجِ الشَّكْلِ الرَّابِعِ مَعَ كَثَرَتِهَا وَقِلَّةِ جَذْوَهَا مَذْكُورَةٍ فِي الْمَبْسُوطَاتِ
فَلَا عَلَيْنَا لَوْ تَرَكْنَا ذِكْرَهَا وَكَذَا شَرَائِطُ سَائِرِ الْأَشْكَالِ
بِحَسَبِ الْجَهَةِ لَا يَتَحَمَّلُ امْتَالِ رِسَالَتِي هَذِهِ لِبَيَانِهَا

فَائِدَةٌ : وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا أَلْفَيْنَا عَلَيْكَ أَنَّ النَّتِيجَةَ فِي الْقِيَاسِ تَتَّبِعُ أَذْوَنَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ فِي الْكَيْفِ وَالْكَمِّ وَالْأَذْوَنُ فِي الْكَيْفِ هُوَ السَّلْبُ وَفِي الْكَمِّ هُوَ الْجُزْئِيَّةُ فَالْقِيَاسُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُوجِبَةٍ وَسَالِبَةٍ يَنْتَجُ سَالِبَةً وَالْمُرَكَّبُ مِنْ كِلِيَّةٍ وَجُزْئِيَّةٍ إِنَّمَا يَنْتَجُ جُزْئِيَّةً وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ مِنَ الْكِلِيَّتَيْنِ فَرُبَّمَا يَنْتَجُ كِلِيَّةً وَقَدْ يَنْتَجُ جُزْئِيَّةً

সম্মত অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : শাকলে ছালিছ মুত্তাজ হওয়ার জন্য সুগরা মুজিবা হওয়া এবং মুকাদ্দামাদ্বয়ের কোনো একটি কুল্লিয়া হওয়া শর্ত। তার ফলপ্রসূ যরব ছয়টি। প্রথমটি **কُلُّ ب ج وَكُلُّ ب ا** অতএব, **কُلُّ ب ج** ও **কُلُّ ب ا**। দ্বিতীয়টি **কُلُّ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا** অতএব, **কُلُّ ب ج**। তৃতীয়টি **কُلُّ ب ج وَكُلُّ ب ا** অতএব, **কُلُّ ب ج**। চতুর্থটি **কُلُّ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا** অতএব, **কُلُّ ব গ**। পঞ্চমটি **কُلُّ ব গ وَكُلُّ ব অ** অতএব, **কُلُّ ব গ**। ষষ্ঠ **কُلُّ ব গ وَلَا شَيْءَ مِنْ ব অ** অতএব, **কُلُّ ব গ**।

পরিচ্ছেদ : এর শর্তাবলির সংখ্যা অধিক ; কিন্তু ফায়দা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। অতএব, সেগুলো আলোচনা না করলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপ জিহাতের স্থান হিসেবে অন্যান্য সব শাকলের শর্তসমূহ আমার এ পুস্তিকার ন্যায় পুস্তিকাসমূহে আলোচনার স্থান সংকুলান হবে না।

ফায়দা : আমি যা বর্ণনা করেছি তা দ্বারা হয়তো তোমরা জানতে পেরেছ যে, **قِيَاسٌ**-এর নতীজা মুকাদ্দামাদ্বয়ের মধ্যে যা **كَيْفٌ** ও **كَمْ** হিসেবে নিকৃষ্টতার অনুপাতে বের হয়ে থাকে। **كَيْفٌ** হিসেবে নিম্নমানের সলব, আর **كَمْ** হিসেবে নিম্নমানের জুযিয়া। অতএব, যে **قِيَاسٌ** মুজিবা ও সালিবা দ্বারা গঠিত তা নতীজা দিবে সালিবা (নেতিবাচক), আর যে **قِيَاسٌ** কুল্লিয়া ও জুযিয়া দ্বারা গঠিত তা নতীজা দিবে জুযিয়া। আর যে **قِيَاسٌ** দু'টি কুল্লিয়া দ্বারা গঠিত, তা কখনও নতীজা কুল্লিয়া দেয় আবার কখনও নতীজা জুযিয়া দেয়।

শাসনিক অনুবাদ : **فَصْلٌ** পরিচ্ছেদ **شَرْطُ اِنتَاجِ الشَّكْلِ الثَّالِثِ** শাকলে ছালিছ মুত্তাজ হওয়ার জন্য **الصُّغْرِ** সুগরা মুজিবা হওয়া এবং **مِنْ مُوجِبَةٍ** মুকাদ্দামাদ্বয়ের কোনো একটি **كِلِيَّةً** কুল্লী হওয়া **فَضْرُوهُ** তার ফলপ্রসূ যরব **سِتَّةٌ** ছয়টি। প্রথমটি **كُلُّ ب ج** প্রত্যেক বা জীম **ب** আর প্রত্যেক বা আলিফ **ج**। অতএব, কতক জীম আলিফ **ب** ও **ج**। দ্বিতীয়টি **كُلُّ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا** কোনো বা আলিফ নয় **ب**। অতএব, কতক জীম আলিফ নয় **ب**। তৃতীয়টি **كُلُّ ب ج وَكُلُّ ب ا** আর প্রত্যেক বা আলিফ **ب**। অতএব, কতক জীম আলিফ **ب** ও **ج**। চতুর্থটি **كُلُّ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا** কোনো বা-ই আলিফ নয় **ب**। অতএব, কতক জীম আলিফ নয় **ب**। পঞ্চমটি **كُلُّ ب ج وَكُلُّ ب ا** আর কতক বা আলিফ **ب**। অতএব, কতক জীম আলিফ **ب** ও **ج**। ষষ্ঠটি **كُلُّ ب ج وَلَا شَيْءَ مِنْ ب ا** আলিফ নয় **ب**। অতএব, কতক জীম আলিফ নয় **ب**। **فَصْلٌ** পরিচ্ছেদ **وَشَرَائِطُ اِنتَاجِ الشَّكْلِ الرَّابِعِ** -এর মুত্তাজ হওয়ার **مَعَ كَثَرَتِهَا** অধিক হওয়া সত্ত্বেও **وَقِلَّةِ جَذْوَهَا**

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কُلُّ إِنْسَانٍ حَيْرَانٌ وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ - قَوْلُهُ وَبَعْضُهَا كُلُّ ب ج الخ
(সমস্ত মানুষ প্রাণী এবং কতক মানুষ লেখক নয়)। সুতরাং এর নতীজা হবে- بَعْضُ الْحَيْرَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ (কতক প্রাণী লেখক নয়)।

নতীজা প্রদানকারী যরবসহ তৃতীয় শাকলের চিত্র

নাম	মুকাদ্দামাদয়	নতীজা	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১ম যরব	সুগরা ও কুবরা উভয়টি মুজিবায়ে কুল্লিয়া	মুজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	كُلُّ إِنْسَانٍ نَاطِقٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ
২য় যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবিয়ায় জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِفَرَسٍ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ
৩য় যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	মুজিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ	وَكُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ

৪র্থ যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْجَرُ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ يَحْجَرُ
৫ম যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	মুজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْإِنْسَانِ كَاتِبٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ كَاتِبٌ
৬ষ্ঠ যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَيْسَ يَكَاتِبُ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ يَكَاتِبُ

উপরের চিত্রে শাকলে ছালিহের ফলপ্রসূ ছয়টি যরবের উদাহরণ দেওয়া হলো, নচেৎ সর্বমোট যরব এখানেও ষোলটি হতে পারে।
তন্মধ্যে إِنْجَابُ الصُّغْرَى-এর শর্তের দরুন আটটি যরব বাদ পড়ে যাবে, আর كَلْبَةٌ أَحَدِمَا-এর শর্তের দরুন আরো দু'টি যরব বাদ পড়ে যাবে। অতএব অবশিষ্ট থাকবে ছয়টি। সে ছয়টিই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ : নতীজা সর্বদা আরযালের (নিকৃষ্ট)-এর رَابِعٌ হয়। অর্থাৎ কিয়ামের মধ্যে যে মুকাদ্দামাটি নিকৃষ্ট থাকবে তার অনুপাতেই নতীজা বের হবে। অতএব, যদি মুকাদ্দামাঘয়ের একটি কুল্লিয়া ও অপরটি জুযয়িয়া থাকে, তবে নতীজা হবে জুযয়িয়া। আর যদি একটি মুজিবা আর অপরটি সালিবা থাকে, তবে নতীজা হবে সালিবা হিসেবে।

এক আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) উক্ত পরিচ্ছেদে شَكْلُ رَابِعٍ-এর যরবসমূহ ও শর্তাবলি বর্ণনা না করার ওজর বর্ণনা করছেন, যেহেতু شَكْلُ رَابِعٍ-এর আলোচনা বহু দীর্ঘ আর উপকারিতা খুবই কম, তাই তার আলোচনা বাদ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য শাকলগুলোর জিহাত সম্পর্কীয় আলোচনাও বাদ দিয়েছেন। কেননা, প্রাথমিক কিতাবে এত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সমীচীন হবে না। বড় বড় কিতাবসমূহের সে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেউ যদি ইচ্ছা করেন ঐ সকল কিতাবে দেখে নিতে পারেন।

বিঃ দ্রঃ : শَكْلُ رَابِعٍ-এর মুনতাজ হওয়ার জন্য দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি বিদ্যমান থাকা শর্ত। প্রথমত সুগরা কুবরা উভয়টি মুজিবা হবে; এতদসঙ্গে সুগরা কুল্লিয়া হবে। দ্বিতীয়ত কয়েকটি হিসেবে সুগরা-কুবরার মধ্যে একটি অপরটির বিপরীত হবে; এতদসঙ্গে যে কোনো একটি কুল্লিয়া হবে। অন্যান্য শাকলের ন্যায় শَكْلُ رَابِعٍ-এর মধ্যেও ষোলটি যরবের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উক্ত শর্তের দরুন আটটি যরব বাদ পড়ে যাবে, আর অবশিষ্ট আটটি ফলপ্রসূ হিসেবে থেকে যাবে। চিত্রে মুন্তাজ (ফলপ্রসূ) আটটি যরব উদাহরণ সহ বর্ণনা করা হলো।

নতীজা প্রদানকারী যরবসহ চতুর্থ শাকলের চিত্র

নাম	মুকাদ্দামাঘয়	নতীজা	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১ম যরব	সুগরা ও কুবরা উভয়টি মুজিবায়ে কুল্লিয়া	মুজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَكُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ نَاطِقٌ
২য় যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায়ে জুযয়িয়া	মুজিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْأَسْوَدِ إِنْسَانٌ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ أَسْوَدٌ
৩য় যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে কুল্লিয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ يَحْجَرُ	وَكُلُّ نَاطِقٍ إِنْسَانٌ	لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ يَناطِقُ
৪র্থ যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ يَناطِقُ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ يَناطِقُ
৫ম যরব	সুগরা মুজিবায়ে জুযয়িয়া কুবরা সালিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْإِنْسَانِ أَسْوَدٌ	وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ إِنْسَانٌ	بَعْضُ الْأَسْوَدِ لَيْسَ يَحْجَرُ
৬ষ্ঠ যরব	সুগরা মুজিবায়ে জুযয়িয়া কুবরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ يَناطِقُ	وَكُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	بَعْضُ الْأَسْوَدِ يَناطِقُ
৭ম যরব	সুগরা মুজিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা সালিবায়ে জুযয়িয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ	وَبَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ يَناطِقُ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ يَحْجَرُ
৮ম যরব	সুগরা সালিবায়ে কুল্লিয়া কুবরা মুজিবায়ে জুযয়িয়া	সালিবায়ে জুযয়িয়া	لَا شَيْءَ مِنَ الْفَرَسِ يَناطِقُ	وَبَعْضُ الصَّاهِلِ فَرَسٌ	بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ يَناطِقُ

فَصَلِّ : فِي الْاِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ
الشَّرْطِيَّاتِ وَحَالِهَا فِي اِنْعِقَادِ الْاَشْكَالِ
الْاَرْبَعِ وَالضَّرُوبِ الْمُنْتَجَةِ وَالشَّرَائِطِ
الْمُعْتَبَرَةِ كَحَالِ الْاِقْتِرَانِيَّاتِ مِنَ
الْحَمَلِيَّاتِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثَالُ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ
فِي الْمُتَّصِلَةِ كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ
حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا كَانَ جِسْمًا يَنْتَجِ
كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ جِسْمًا مِثَالُ
الشَّكْلِ الثَّانِي كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ
حَيَوَانًا وَلَيْسَ الْبَتَّةُ اِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ
حَيَوَانًا يَنْتَجِ لَيْسَ الْبَتَّةُ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا
كَانَ حَجَرًا مِثَالُ الثَّلَاثِ مِنْهَا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ
اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ
كَاتِبًا يَنْتَجِ قَدْ يَكُونُ اِذَا كَانَ زَيْدٌ حَيَوَانًا
كَانَ كَاتِبًا وَاَمَّا الْاِقْتِرَانِيُّ الشَّرْطِيُّ الْمُؤَلَّفُ
مِنَ الْمُنْفَصَلَاتِ مِثَالُهُ مِنَ الشَّكْلِ الْاَوَّلِ
اَمَّا كُلُّ ا ب اَوْ كُلُّ ج د وَدَائِمًا كُلُّ د ه
اَوْ كُلُّ د ز يَنْتَجِ دَائِمًا اَمَّا كُلُّ ا ب اَوْ كُلُّ ج
ه اَوْ كُلُّ د ز وَاَمَّا الْاِقْتِرَانِيُّ الشَّرْطِيُّ
الْمَرْكَبُ مِنْ حَمَلِيَّةٍ وَمُتَّصِلَةٍ فَكَقَوْلِنَا
كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا كُلُّ د ا يَنْتَجِ كُلَّمَا
كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ بَاقِي
التَّرْكِيبَاتِ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : শারীয়া
(গঠিত কিয়ামে) সমূহের প্রসঙ্গ : এদের
অবস্থা শাকল চতুষ্টয়, নতীজা প্রদানকারী যববসমূহ ও
শর্তাবলির ক্ষেত্রে কুশীল্যে দ্বারা গঠিত
সমূহের অনুরূপ। কাযিয়া মুত্তাসিলার প্রথম শাকলের উদাহরণ
কُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا كَانَ
جِسْمًا (যখনই যাবেদ মানুষ হয়, তখনই সে প্রাণী হবে, আর
যখনই প্রাণী হয় তখন দেহবিশিষ্ট হবে।) এর নতীজা দিবে
কُلَّمَا (যখনই যাবেদ মানুষ হয়
তখনই দেহবিশিষ্ট হবে।) দ্বিতীয় শাকলের উদাহরণ-
كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَلَيْسَ الْبَتَّةُ اِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ
حَيَوَانًا (যাবেদ যখনই মানুষ হয় তখনই প্রাণী হবে। আর
যখন সে পাথর হবে কিছুতেই সে প্রাণী হবে না।) এর নতীজা
দিবে لَيْسَ الْبَتَّةُ اِنْ كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَجَرًا (যাবেদ
যখন মানুষ হয় তখন কিছুতেই পাথর হবে না।) তৃতীয়
শাকলের উদাহরণ-
كُلَّمَا كَانَ زَيْدٌ اِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا وَكُلَّمَا كَانَ حَيَوَانًا كَانَ كَاتِبًا
হয়, তখনই সে প্রাণী হবে, আর যাবেদ যখনই মানুষ হয়,
তখনই সে লেখক হবে।) এর নতীজা দিবে اِذَا كَانَ
كَاتِبًا (যাবেদ যদি প্রাণী হয়, তবে কোনো
কোনো সময় লেখক হবে)। আর শর্তী একতেরানী যা
অন্য দ্বারা গঠিত, তার প্রথম শাকলের উদাহরণ-
اَمَّا كُلُّ ج د وَدَائِمًا كُلُّ د ه وَكُلُّ د ز
হবে অথবা প্রত্যেক . জ . হবে। আর সার্বক্ষণিকভাবে প্রত্যেক
دَائِمًا اَمَّا كُلُّ ا ب اَوْ كُلُّ ج د (জ . দ . তা নতীজা দিবে
অথবা . জ . হবে।) (সার্বক্ষণিকভাবে হয়তো প্রত্যেক . জ .
হবে।) আর তার শর্তী
একতেরানী যা কুশীল্যে দ্বারা গঠিত, তা
আমাদের এ উক্তির ন্যায়-
كُلَّمَا كَانَ ب ج فَكُلُّ ج ا كُلُّ د ا (যখনই . জ . হয় তখনই প্রত্যেক . জ . হবে এবং . জ .
হবে।) এটি নতীজা দিবে . জ . ফক্ল . জ . (যখনই . জ .
হবে, তখনই . জ . হবে।) অবশিষ্ট তারকীবসমূহ এর
উপর অনুমান কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَيْسَ اقْتِرَائِي শর্তিয়াতে চতুর্থ শাকলের উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, চতুর্থ শাকলের শর্ত অনেক এবং ফায়দাও অনেক কম। আর কিয়াসে ইকতেরানী যা কাযিয়ায়ে মুনফাসিলা দ্বারা গঠিত, অনুরূপ এমন কাযিয়া যা فَيْسَ اقْتِرَائِي হামলিয়া ও মুস্তাসিলা দ্বারা গঠিত হয়। গ্রন্থকার এখানে ইকতেরানী শর্তীর পাঁচ প্রকারের মধ্যে কেবল প্রথম প্রকারের তিনটি شَكْل-এর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য প্রকার যেগুলোর প্রত্যেকটির চারটি করে شَكْل হতে পারে। এভাবে প্রথম প্রকারের শাকলের আলোচনা বাদ দিয়েছেন। কারণ, এগুলোতেও ফায়দা কম।

قَوْلُهُ مِثَالُ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ الْخ -এর আলোচনা : কিয়াসে ইকতেরানী শর্তী পাঁচ প্রকার। যেমন-

প্রথমত ঐ قِيَاسٌ যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত ঐ قِيَاسٌ যা দু'টি মুনফাসিলার সমন্বয়ে গঠিত হয়।

তৃতীয়ত ঐ قِيَاسٌ যা একটি মুত্তাসিলা ও একটি হামলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত হয়।

চতুর্থত ঐ قِيَاسٌ যা একটি مُنْفَصِلَةٌ ও একটি حَنْبَلَةٌ-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়।

পঞ্চমত ঐ قِيَاسٌ যা একটি মুত্তাসিলা (مُتَّصِلَةٌ) ও একটি مُنْفَصِلَةٌ (মুনফাসিলা)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয়।

উল্লিখিত প্রকারসমূহের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ যা দু'টি مُتَّصِلَةٌ দ্বারা গঠিত হয় এটাই নির্ভরযোগ্য।

কিয়াসে ইকতেরানী শর্তীর পাঁচটি যরবের চিত্র

যরবের সংখ্যা	যাদের সমন্বয়ে গঠিত	সুগরা	কুবরা	নতীজা
১	সুগরা-কুবরা উভয়ই শরতিয়ায়ে মুত্তাসিলা	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مُوجُودًا	وَكُلَّمَا كَانَ النَّهَارُ مُوجُودًا فَالْعَالَمُ مُضِيًّا	كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالْعَالَمُ مُضِيًّا
২	সুগরা-কুবরা উভয়ই শরতিয়ায়ে মুনফাসিলা	إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا	وَدَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ زَوْجَ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجَ الْفَرْدِ	إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجَ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجَ الْفَرْدِ
৩	সুগরা-হামলিয়া কুবরা মুত্তাসিলা	هَذَا الشَّيْءُ إِنْسَانٌ	وَكُلَّمَا كَانَ هَذَا الشَّيْءُ إِنْسَانًا كَانَ حَيَوَانًا	هَذَا الشَّيْءُ حَيَوَانٌ
৪-ক	সুগরা হামলিয়া কুবরা-মুনফাসিলা	هَذَا عَدَدٌ	وَدَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا	فَهَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا
৪-খ	সুগরা-মুনফাসিলা কুবরা-হামলিয়া	إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا	وَكُلُّ زَوْجٍ مُنْقَسِمٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ	إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ قَرَدًا
৫-ক	সুগরা-মুত্তাসিলা কুবরা মুনফাসিলা	كُلَّمَا كَانَ هَذَا الشَّيْءُ ثَلَاثَةً فَهُوَ عَدَدٌ	وَدَائِمًا إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا	كُلَّمَا كَانَ هَذَا الشَّيْءُ ثَلَاثَةً فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا
৫-খ	সুগরা-মুনফাসিলা কুবরা-মুত্তাসিলা	إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ زَوْجًا أَوْ قَرَدًا	وَكُلَّمَا كَانَ الْعَدَدُ زَوْجًا كَانَ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ	إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ مُنْقَسِمًا بِمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ قَرَدًا

فَصَلِّ : فِي الْقِيَاسِ الْإِسْتِثْنَائِي وَهُوَ مُرَكَّبٌ
مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ أَيْ قَضِيَّتَيْنِ أَحَدُهُمَا شَرْطِيَّةٌ
وَالْأُخْرَى حَمَلِيَّةٌ وَتَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا كَلِمَةُ
الْإِسْتِثْنَاءِ أَعْنَى إِلَّا وَأَخَوَاتُهَا وَمِنْ ثَمَّ يُسَمَّى
إِسْتِثْنَائِيًّا فَإِنْ كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةً
فَإِسْتِثْنَاءٌ عَيْنِ الْمُقَدِّمِ يَنْتَجِ عَيْنِ التَّالِيِ
وَإِسْتِثْنَاءٌ نَقِيضُ التَّالِيِ يَنْتَجِ رَفْعُ الْمُقَدِّمِ كَمَا
تَقُولُ كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ
مَوْجُودًا لَكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةً يَنْتَجِ فَالنَّهَارُ
مَوْجُودٌ لَكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ يَنْتَجِ
فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ -

وَأِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حَقِيقِيَّةً فَإِسْتِثْنَاءٌ عَيْنِ
أَحَدِهِمَا يَنْتَجِ نَقِيضُ الْآخَرِ وَبِالْعَكْسِ وَفِي
مَانِعَةِ الْجَمْعِ يَنْتَجِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي وَفِي
مَانِعَةِ الْخُلُوعِ الْقِسْمُ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَهَهُنَا قَدْ
انْتَهَتْ مَبَاحِثُ الْقِيَاسِ بِالْقَوْلِ الْمُجْمَلِ
وَالْتَفْصِيلِ مَوْكُولٌ إِلَى كِتَابِ الطَّوَالِ وَالْآنَ نَذْكُرُ
طَرَفًا مِنْ لَوَاحِقِ الْقِيَاسِ -

সম্মত অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কিয়াসে ইস্তিছনায়ী প্রসঙ্গ :
এটি দু'টি মুকাদ্দামা অর্থাৎ দু'টি কাযিয়ার সমন্বয়ে
গঠিত, যাদের মধ্যে একটি শর্তীয় ও অপরটি
এবং এতদুভয়ের মধ্যে হরফে ইস্তিছনা অর্থাৎ ۱۷ ও তার
মতো অন্যান্য হরফ আপতিত হয়। এ জন্যই একে
ইস্টিছনায়ী বলা হয়। অতএব, যদি শর্তীয় মুকাদ্দামা
হয়, তবে ঠিক মুকাদ্দামের ইস্তিছনা নতীজা দিবে- ঠিক
তালী, আর তালীর নকীযের ইস্তিছনা নতীজা দিবে
মুকাদ্দামের বিপরীত। যেমন- তোমার উক্তি কَانَتِ الشَّمْسُ
طَالِعَةً كَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا لَكِنَّ الشَّمْسَ
طَالِعَةً (যখনই সূর্য উদিত হয় তখনই দিন বিদ্যমান হবে,
কিন্তু সূর্য উদিত হয়েছে) এটি নতীজা দিবে
لَكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (অতএব দিন বিদ্যমান)
لَكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ (কিন্তু দিন বিদ্যমান নয়) এটি নতীজা দিবে,
فَالشَّمْسُ لَيْسَتْ بِطَالِعَةٍ (অতএব, সূর্য উদিত হয়নি)।
আর যদি মুনফাসিলায়ে হাকীকিয়া হয়, তবে দু'টির যে
কোনো একটির عَيْن (আসল বিষয়)-এর ইস্তিছনা
নাতীজা দিবে অপরটির নাকীয। এমনিভাবে তার বিপরীত
দিক। (অর্থাৎ কোনো একটির নাকীযের ইস্তিছনা করলে
নাতীজা দিবে অপরটির عَيْن) আর مَانِعَةُ الْجَمْعِ-এর
মধ্যে প্রথম প্রকার ফলপ্রসূ হবে, দ্বিতীয় প্রকার ফলপ্রসূ
হবে না। আর مَانِعَةُ الْخُلُوعِ-এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার
নাতীজা দিবে, প্রথম প্রকার নাতীজা দিবে না। এখানে
সংক্ষেপে কিয়াসের আলোচনা শেষ হলো, আর বিস্তারিত
আলোচনা দীর্ঘময় কিতাবসমূহের প্রতি সোপর্দ করা
হলো। এখন কিয়াসের কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে
আলোচনা করা হবে।

শাস্তিক অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কিয়াসে ইস্তিছনায়ী প্রসঙ্গ :
এটি গঠিত ۱۷ وَهُوَ مُرَكَّبٌ ১৮ এটি গঠিত
দু'টি মুকাদ্দামা দ্বারা ۱৯ أَيْ قَضِيَّتَيْنِ ২০ অর্থাৎ দু'টি কাযিয়ার সমন্বয়ে
২১ أَحَدُهُمَا شَرْطِيَّةٌ ২২ যাদের মধ্যে একটি শর্তীয়
২৩ وَالْأُخْرَى حَمَلِيَّةٌ ২৪ ও অপরটি হামলিয়া
২৫ ۱۷ ১৮ ও তার মতো অন্যান্য হরফ আপতিত হয়
২৬ ۱۷ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখন **مَا نَعْنِي الْخَلْوُ** এটি মুনফাসিলায়ে **إِنَّمَا أَنْ يَكُونَنَّ زَيْدٌ فِي الْبَيْتِ أَوْ لَا يَفِرُّ** -এর উদাহরণ : **مَا نَعْنِي الْخَلْوُ** -এর নতীজা হবে **لَهُوَ لَا يَفِرُّ** এটিই দ্বিতীয়টির **عَيْنِ**।
যদি মুকাদ্দামকে বিদূরিত করে ইস্তিহনা করা হয়, আর বলা হয়- **لَكِنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَيْتِ** -এর

পরিচ্ছেদ : তামহীল, তা কোনো একটি জুয্যীর মধ্যে একটি হুকুম পাওয়া গেলে এ হুকুমটি অন্য একটি জুয্যীর মধ্যেও সাব্যস্ত করা এমন যৌগিক বিষয়ের দরুন, যা উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে বিদ্যমান। যেমন-
 اَلْعَالَمُ مُؤْتَفٌ فَهُوَ حَادِكٌ كَالْبَيْتِ (বিশ্ব নিখিল যৌগিক। অতএব, তা ঘরের ন্যায় ধ্বংসশীল হবে)। যৌগিক বিষয়টি যে উল্লিখিত হুকুমের **عَلَى** তা প্রমাণ করার জন্য তাদের (তর্কশাস্ত্রবিদগণের) বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেগুলো উসূলের কিতাবে বিদ্যমান।
 তন্মধ্যে দু'টি পদ্ধতি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। একটি হলো আবর্তন (دَوْرَانٌ) এটি **مُتَاَخَّرِينَ** -এর মতে। আর **مُتَقَدِّمِينَ** একে **طَرْدَ** ও **عَكْسَ** নামে নামকরণ করেন। তা হচ্ছে **وَجُودَ** ও **عَدَمَ** (অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব)।
 উভয় ব্যাপারে যৌগিক বিষয়ের সাথে হুকুমের আবর্তন। অর্থাৎ যখন **مَعْنَى** (যৌগিক বিষয়) পাওয়া যাবে তখন হুকুমও পাওয়া যাবে। আর যখন উক্ত বিষয় পাওয়া যাবে না, তখন হুকুমও পাওয়া যাবে না। তখন এ আবর্তনই প্রমাণ হলো উক্ত বিষয়ে আবর্তিত হওয়া তথা হুকুমের কারণ এ বিষয়ের দলিল হলো।

فَصَلِّ : التَّمَثُّيْلُ وَهُوَ إِثْبَاتُ حُكْمٍ فِي جُزْئِيٍّ
لِوُجُودِهِ فِي جُزْئِيٍّ آخَرَ لِمَعْنَى جَامِعٍ مُشْتَرِكٍ
بَيْنَهُمَا كَقَوْلِنَا الْعَالَمُ مُؤَلَّفٌ فَهُوَ حَدِيثٌ
كَالْبَيْتِ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرِكَ عِلَّةٌ
لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ طُرُقٌ عِدِيدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي عِلْمِ
الْأَصُولِ وَالْعَمْدَةِ فِيهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا الدَّوْرَانُ
عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْقَدَمَاءُ كَانُوا يُسَمُّونَهَا بِالطَّرِدِ
وَالْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ يَدَوَّرَ الْحُكْمُ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرِكِ
وَجُودًا وَعَدَمًا أَيْ إِذَا وَجِدَ الْمَعْنَى وَجِدَ الْحُكْمُ
وَإِذَا انْتَفَى الْمَعْنَى انْتَفَى الْحُكْمُ فَالدَّوْرَانُ دَلِيلٌ
عَلَى كَوْنِ الْمَدَارِ أَعْنَى الْمَعْنَى عِلَّةً لِلدَّائِرِ أَيْ الْحُكْمِ

শাস্তিক অনুবাদ : فَصَلْ পরিচ্ছেদ : الْأَسْتَفْرَاءُ - اسْتَغْفِرُوا বলা হয় لَكُمْ الْحُكْمُ আরোপ করাকে কোনো কুল্লির উপর الْجَزَائِيَّاتِ أَكْثَرُ অধিকাংশ জুয়ী (একক) অন্বেষণ করার পর كُلِّ حَيْرَانٍ যেমন- আমাদের উক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ استَغْفِرُنَا খাদ্য চিবানোর সময় عِنْدَ الْمَضْغِ তার নিচে ঢোয়ালা فَكَهْ الْأَسْفَلَ নড়াচড়া করে اَيُّ تَتَبَعْنَا অর্থাৎ অন্বেষণ করেছে وَالْبَيْعِيرَ وَالْحَمِيرَ মানুষ ঘোড়া الْفَرْسَ الْإِنْسَانَ মানুষ পাখি وَطَيْرَ السَّمَاءِ ও হিংস্র জন্তুর মধ্যে قَوْلُنَا كُلُّهَا এ সবগুলোকে একত্রে পেয়েছি وَتَعَكَّنَا অতএব, আমরা এ লোকের উপর আমরা ইসতিকরা করেছি بَعْدَ تَتَبُعٍ অন্বেষণ করার পর فِيهِ الْجَزَائِيَّاتِ الْمُسْتَفْرِئَةِ এ সকল অন্বেষণ কৃত জুয়ীসমূহ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ -এর আলোচনা : মুশতারাক বিষয়টি সাধারণত যে হকুমের উল্লেখ হয়, তা প্রমাণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পদ্ধতিই নির্ভরযোগ্য। মুতাআখখিরীনদের নিকট এটি দাওরান আর মুতাকাদিমীনের নিকট عَكْسٌ وَطَرْدٌ নামে অভিহিত। তা হাড়া দ্বিতীয়টিকে সাবর ও তাকসীম নামেও অভিহিত করা হয়। দাওরান অর্থ হলো, হকুম মুশতারাক বিষয়ের সাথে ঘুরা وَجُودٌ وَعَدَمٌ উভয় ক্ষেত্রে। অর্থাৎ উক্ত মুশতারাক বিষয়টি পাওয়া গেলে হকুম পাওয়া যাবে, আর উক্ত মুশতারাক বিষয় না পাওয়া গেলে হকুমও পাওয়া যাবে না। যেমন- ঘর হাদেছ (অস্থায়ী) হওয়ার কারণ ধরা হচ্ছে تَالِيفٌ (যৌগিকতা)-কে। এটি الْعَالَمُ (জগৎ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়, সেহেতু জগৎকে হাদেছ বলা হবে। আর وَاجِبُ الرُّجُودِ -এর মধ্যে যেহেতু এটি পাওয়া যায় না, সেহেতু وَاجِبُ الرُّجُودِ -কে হাদেছ বলা হবে না।

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ وَهُوَ أَنَّهُمْ
يَعْدُونَ أَوْصَافَ الْأَصْلِ ثُمَّ يَثْبُتُونَ أَنَّ مَا وَرَاءَ
الْمَعْنَى الْمَشْتَرَكِ غَيْرُ صَالِحٍ لِإِقْتِضَاءِ الْحُكْمِ
وَذَلِكَ لَوْجُودِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مَعَ
تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهُ مَثَلًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ
يَقُولُونَ إِنَّ عِلَّةَ حَدُوثِ الْبَيِّنَةِ إِمَّا أَلَا مَكَانَ أَوْ
الْوُجُودِ أَوْ الْجَوْهَرِيَّةِ أَوْ الْجَسْمِيَّةِ أَوْ التَّالِيفِ
وَلَا شَيْءَ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ غَيْرِ التَّالِيفِ بِصَالِحٍ
لِيَكُونَهُ عِلَّةٌ لِلْحُدُوثِ وَالْأَلَا لَكَانَ كُلُّ مُمَكِّنٍ وَكُلُّ
جَوْهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حَادِثًا مَعَ أَنَّ
الْوَاجِبَ تَعَالَى وَالْجَوْهَرَ الْمُبْرَدَةَ وَالْأَجْسَامَ
الْأَثِيرِيَّةَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ -

সম্মল অনুবাদ : দ্বিতীয় পন্থা হলো السَّبْرُ এবং তাকসীম (বন্টন) আর তা হলো, উসূলবিদগণ আসলের অবস্থাগুলো বা গুণাবলিকে হিসাব করে অতঃপর তারা স্থির করে যে, মুশতারাক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো গুণ হুকুমের চাহিদার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, ঐ সকল গুণাবলি অন্য এক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, অথচ সেখানে হুকুম পাওয়া যায় না। যেমন- আলোচ্য উদাহরণটিতে তারা বলেন, ঘর নশ্বর হওয়ার ইল্লত হয়তো ইমকান (সম্ভব হওয়া) অথবা (বিদ্যমান হওয়া) অথবা جَسْمِيَّة (দেহ বিশিষ্ট হওয়া), অথবা جَوْهَرِيَّة (মূলধাতু হওয়া), অথবা تَالِيف (যৌগিক হওয়া)। উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে তালীফ ছাড়া আর অন্য কোনোটিই ঘরের নশ্বরতার ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। নতুবা প্রত্যেক মুমকিন, প্রত্যেক জাওহার, প্রত্যেক মওজুদ ও প্রত্যেক দেহ হাদেছ হতো। অথচ আবশ্যিক অস্তিত্বশীল (আল্লাহ তা'আলা) জাওহারে মুজাররাদ ও আজসাম ফালাকিয়া তদ্রূপ নয়।

শাস্তিক অনুবাদ : দ্বিতীয় পন্থা হলো السَّبْرُ সাবর (সামঞ্জস্য বিধান) এবং তাকসীম (বন্টন) আর তা হলো তারা (তর্কশাস্ত্রবিদগণ) হিসাব করে অসলের অবস্থাগুলো বা গুণাবলিকে তুম্ يَثْبُتُونَ অতঃপর তারা স্থির করে المعْنَى الْمَشْتَرَكِ যে, মুশতারাক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো গুণ যোগ্যতা রাখে না অন্য এক ক্ষেত্রে فِي مَحَلٍّ آخَرَ কারণ তِلْكَ الْأَوْصَافِ হুকুমের চাহিদার যোগ্যতা রাখে না। যেমন- আলোচ্য উদাহরণটিতে তারা বলেন, ঘর নশ্বর হওয়ার ইল্লত হয়তো إِمَّا أَلَا مَكَانَ (সম্ভব হওয়া) অথবা (বিদ্যমান হওয়া) অথবা جَوْهَرِيَّة (দেহ বিশিষ্ট হওয়া) অথবা جَسْمِيَّة (মূলধাতু হওয়া) অথবা تَالِيف (যৌগিক হওয়া)। উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে তালীফ ছাড়া আর অন্য কোনোটিই যোগ্যতা রাখে না। নতুবা প্রত্যেক মুমকিন, প্রত্যেক জাওহার, প্রত্যেক মওজুদ ও প্রত্যেক দেহ হাদেছ হতো। অথচ আবশ্যিক অস্তিত্বশীল (আল্লাহ তা'আলা) জাওহারে মুজাররাদ ও আজসামে ফালাকিয়া (মহাকাশীয় দেহসমূহ) তদ্রূপ নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : -এর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো- সাবর ও তাকসীম. অর্থ- পরীক্ষা করা। উক্ত পন্থায় যেহেতু أَصْل -এর অবস্থাসমূহ যাচাই করা হয়, সেহেতু একে সাবর বলা হয়। আর تَقْسِيم -এর অর্থ- বন্টন করা, বিভক্ত করা। যেহেতু এন্বেষণের পর أَصْل -এর অবস্থাগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যথা- ১. তা যা হুকুমের ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর অপর প্রকার ২. তা যা হুকুমের ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাই উক্ত পন্থাকে تَقْسِيم নামে নামকরণ করা হয়।

এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) وَاجِبَ تَعَالَى বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মওজুদ অথচ নশ্বর নন, এতে বুঝা যায় حَدُوث -এর কারণ وَجُود নয়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَانْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ تَارَ كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا هُوَ يَوْمَ يَأْتِيهِ السَّيْلُ الْكَبِيرُ (যেদিন তার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আপনার প্রতিপালকই বিদ্যমান থাকবেন যিনি মহাদানবীর।)

উল্লেখ্য যে, উক্ত অভিমত দার্শনিকদের। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন فَانْ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ تَارَ كُلِّ مَنْ عَلَيْهَا هُوَ يَوْمَ يَأْتِيهِ السَّيْلُ الْكَبِيرُ (যেদিন তার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আপনার প্রতিপালকই বিদ্যমান থাকবেন।)

فَصَلِّ : وَمِنَ الْأَقْبَسَةِ الْمُرْكَبَةِ قِيَّاسٌ
يُسَمَّى قِيَّاسُ الْخَلْفِ وَمَرْجِعُهُ إِلَى قِيَّاسَيْنِ
أَحَدُهُمَا اقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ مُرْكَبٌ مِّنَ
الْمُتَّصِلَيْنِ وَثَانِيَهُمَا اسْتِثْنَائِيٌّ إِحْدَى
مُقَدِّمَتَيْهِ لُزُومِيَّةٌ أَعْنَى نَتِيجَةِ الْقِيَّاسِ الْأَوَّلِ
وَالْمُقَدِّمَةُ الْأُخْرَى مِمَّا اسْتُثْنِيَ فِيهِ نَقِیْضُ
التَّالِيِ تَقْرِیرُهُ أَنَّ يُقَالَ الْمُدَّعَى ثَابِتٌ لِأَنَّهُ لَوْ
لَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعَى يَثْبُتْ نَقِیْضُهُ وَكُلَّمَا يَثْبُتْ
نَقِیْضُهُ يَثْبُتِ الْمَحَالُ يَنْتَجُ لَوْ لَمْ يَثْبُتِ
الْمُدَّعَى ثَبَتَ الْمَحَالُ وَهَذَا أَوَّلُ الْقِيَّاسَيْنِ ثُمَّ
يُجْعَلُ النَّتِيجَةُ الْمَذْكُورَةُ صَغْرَى وَنَقُولُ لَوْ لَمْ
يَثْبُتِ الْمُدَّعَى ثَبَتَ الْمَحَالُ وَنُضَمَّ إِلَيْهِ كُبْرَى
اسْتِثْنَائِيًّا وَنَقُولُ لَكِنَّ الْمَحَالُ لَيْسَ بِثَابِتٍ
فَبِالضَّرُورَةِ ثَبَتَ الْمُدَّعَى وَالْأَلْزَمُ ارْتِفَاعُ
النَّقِیْضَيْنِ وَإِنْ اشْتَهَبْتَ فَهَمْ هَذَا الْمَعْنَى فِي
مِثَالِ جُرْنِيَّ تَقُولُ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ صَادِقٌ لِأَنَّهُ
لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَصَدَقَ بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ
وَكُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَزِمَ
الْمَحَالُ يَنْتَجُ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقِ الْمُدَّعَى لَزِمَ
الْمَحَالُ لَكِنَّ الْمَحَالُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَعَدَمُ ثُبُوتِ
الْمُدَّعَى لَيْسَ بِثَابِتٍ فَالْمُدَّعَى ثَابِتٌ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আর যৌগিক
কিয়াসসমূহের মধ্যে একটি কিয়াস যাকে কিয়াসে খুলফ
নামে নামকরণ করা হয়, এর উৎস দু'টি কিয়াসের উপর।
তন্মধ্যে একটি اقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ যা দু'টি মুত্তাসিলার
সমন্বয়ে গঠিত। আর দ্বিতীয়টি ইস্তিছনায়ী যার একটি
মুকাদ্দামা লুযুমিয়া অর্থাৎ প্রথম কিয়াসের নাতীজা। আর
দ্বিতীয় মুকাদ্দামা যাতে তা তালীর নাকীযকে ইস্তিছনা করা
হয়েছে। তার বিবরণ এই যে, বলা হবে দাবি সত্য,
কেননা যদি দাবি সত্য না হয়, তবে তার নাকীয প্রমাণিত
হবে। আর যখনই তার নাকীয প্রমাণিত হবে তখনই
অসম্ভব বিষয় প্রমাণিত হবে। নাতীজা হবে- যদি দাবি
প্রমাণিত না হয় তবে অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে। আর এটি
হলো কিয়াসদ্বয়ের প্রথমটি। অতঃপর উল্লিখিত নাতীজাকে
সুগরা হিসেবে ব্যবহার করবো এবং বলবো যে, যদি দাবি
প্রমাণিত না হয়, তবে অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে। আর
এর সাথে ইস্তিছনায়ী কুবরাকে মিলাবো এবং বলবো ;
কিন্তু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয়। অতএব, অবশ্যই দাবি
প্রমাণিত হবে। নতুবা উভয় নাকীয উঠে যাওয়া অপরিহার্য
হবে। আর যদি তুমি এ বিষয়টি একটি বিশেষ উদাহরণের
মাধ্যমে বুঝতে চাও, তাহলে বলবে- 'প্রত্যেক মানুষ
প্রাণী' এটি সত্য। কেননা, এটি যদি সত্য না হয়, তবে
কতক মানুষ প্রাণী নয় ; এটা সত্য হবে। আর যখনই কিছু
মানুষ প্রাণী নয় তা সত্য হবে, তখনই অসম্ভাব্যতা সৃষ্টি
হবে। অতএব, নাতীজা হবে- যখনই দাবি প্রমাণিত না
হবে, তখনই অসম্ভাব্যতা দেখা দিবে। কিন্তু অসম্ভাব্যতা
প্রমাণিত নয়। সুতরাং দাবি প্রমাণিত না হওয়াটা প্রমাণিত
নয়। সুতরাং দাবি প্রমাণিত ও সত্য।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ পরিচ্ছেদ : وَمِنَ الْأَقْبَسَةِ الْمُرْكَبَةِ قِيَّاسٌ একটি কিয়াস
يُسَمَّى যাকে নামকরণ করা হয় قِيَّاسُ الْخَلْفِ কিয়াসে খুলফ নামে وَمَرْجِعُهُ এর উৎস إِلَى قِيَّاسَيْنِ দু'টি কিয়াসের উপর
তন্মধ্যে একটি اقْتِرَانِيٌّ شَرْطِيٌّ ইকতিরানীয়ে শর্তী (শর্তসাপেক্ষ সংযুক্তি) مُرْكَبٌ مِّنَ الْمُتَّصِلَيْنِ যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত

وَأَن تَهَيَّأُوا لَهَا يَوْمَ يُدْعَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَفْئِدَتِهِمْ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ لِيُزَكَّيْنَهُمْ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يَكُونُوا لِبَرِيٍّ ذَلِيلًا ۖ وَتُجِيبُ أَلْفًا مِّنْهُم بِقَوْلٍ يُقَالُ أَفَلَا تُؤْمِنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِوَعْدِ اللَّهِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ

আর দ্বিতীয়টি اسْتَفْنَانِي ইস্তিফনানী (পৃথকতামূলক) যার দু'টি মুকাদ্দামা হতে একটি لَوْ مَيِّمًا যাবে আস্তফিনী فِيهِ وَالْمَقْدَمَةُ الْاُخْرَى আর দ্বিতীয় মুকাদ্দামা فِيهِ আস্তফিনী অর্থাৎ প্রথম কিয়াসের নাতীজা تَنْبِيْهُ الْقِيَّاسِ الْاَوَّلُ ইস্তিফনা করা হয়েছে تَنْبِيْهُ التَّالِيَةِ তালীর নাকীযকে تَقْرِيرُهُ তার বিবরণ এই اَنْ يُقَالَ যে, বলা হবে الْمَدْعَى ثَابِتٌ সত্য সত্য لَانَّهُ وَلَكُلَّمَا يَثْبُتُ نَقِيْضُهُ তবে তার নাকীয প্রমাণিত হবে يَثْبُتُ نَقِيْضُهُ তবু তার নাকীয প্রমাণিত হবে يَنْتَفِعُ নাতীজা হবে يَثْبُتُ الْمَدْعَى যদি তার নাকীয প্রমাণিত হবে يَثْبُتُ الْمَحَالُ তখনই অসম্ভব বিষয় প্রমাণিত হবে অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে يَثْبُتُ الْمَحَالُ তবু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে يَثْبُتُ الْمَدْعَى অতঃপর ব্যবহার করা হবে تَنْبِيْهُ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লিখিত নাতীজাকে صُغْرَى সুগরা হিসেবে وَنَقُولُ এবং বলবো যে, لَوْ كُنَّا تَنْبِيْهُ الْمَدْعَى যদি দাবি প্রমাণিত না হয় يَثْبُتُ الْمَحَالُ তবু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হবে يَثْبُتُ الْمَدْعَى আর এর সাথে মিলাবো اسْتَفْنَانِيَّا ইস্তিফনানী কুবরাকে وَنَقُولُ এবং বলবো لِكِنَّ الْمَحَالُ لَيْسَ بِثَابِتٍ কিছু অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত নয় فَبِالضَّرُوْرَةِ অতএব অবশ্যই يَثْبُتُ আর যদি ভূমি اِنْ اسْتَفْنَيْتَ وَإِنْ اسْتَفْنَيْتَ উভয় নাকীয উঠে যাওয়া اَرْتِفَاعِ النَّقْبِضِيْنَ অর্থাৎ উঠে যাওয়া اَرْتِفَاعِ النَّقْبِضِيْنَ এ বিষয়টি বুঝতে একটি বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে تَقُولُ তা বলবে كَلَّ اِنْسَانٌ حَيَوَانٌ فَقَوْلُكَ وَنَقُولُ তা বলবে اِنْ اِنْسَانٌ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ فَكَلَّ اِنْسَانٌ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ অর্থাৎ কল মানুষ প্রাণী নয় اِنْ اِنْسَانٌ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ অর্থাৎ কল মানুষ প্রাণী নয় اِنْ اِنْسَانٌ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ অর্থাৎ কল মানুষ প্রাণী নয় اِنْ اِنْسَانٌ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ অর্থাৎ কল মানুষ প্রাণী নয় اِنْ اِنْسَانٌ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ অর্থাৎ কল মানুষ প্রাণী নয়

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক- আলোচনা : قَالَ وَمِنْ الْأَفْئِدَةِ الرُّكْبَةُ الْخ - এর আলোচনা : কিয়াসে গঠিত হয় দু'টি মুকাদ্দামার সমন্বয়ে। এর বেশি বা কম হতে পারে না। হ্যাঁ, কখনো কখনো উদ্দেশ্য লাভের জন্য অন্য একটি قِيَاس হাশিল করতে হয়, যার ফলে সেখানে একাধিক কিয়াসের সমাবেশ ঘটে, তাই তাকে কিয়াসে মুরাক্কাব বলা হয়।

এক- আলোচনা : কিয়াসে খুলফ উক্ত কিয়াসে মুরাক্কাবের এক প্রকার। قَالَ قِيَاسُ الْخَلْفِ - কে বলা হয়, যাতে মাতলূবের নাকীযকে বাতিল করতঃ মাতলূব সাব্যস্ত করা হয়। খুলফ শব্দের অর্থ- বাতিল। যেহেতু উক্ত কিয়াস স্বয়ং বাতিল অথবা মাতলূব অস্বীকার করার ফলে একটি বাতিল বিষয় সাব্যস্ত হয়, সেহেতু তাকে খুলফ বলা হয়। তার উৎস দু'টি قِيَاس। তন্মধ্যে একটি কিয়াসে ইকতিরানী, যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত। আর দ্বিতীয়টি ইস্তিফনানী, যার একটি মুকাদ্দামা لَوْ مَيِّمًا যা প্রথম কিয়াসের নাতীজা। আর দ্বিতীয়টি তালীর নাকীয যা ইস্তিফনাকৃত। যেমন- আমাদের দাবি হলো, كَلَّ اِنْسَانٌ حَيَوَانٌ এ কথাটি সত্য। এর প্রমাণ করার জন্য প্রথমত একটি কিয়াস কায়ম করবো, যা দু'টি মুত্তাসিলা দ্বারা গঠিত। অতঃপর যে নাতীজা বের হবে তাকে সুগরা ধরে এবং প্রথম কিয়াসের তালীর নাকীযকে ইস্তিফনা করতঃ তাকে কুবরা ধরে দ্বিতীয় একটি কিয়াস গঠন করবো, যার ফলে অসম্ভাব্যতা সাব্যস্ত হবে। আর অসম্ভাব্যতা যেহেতু স্বীকার্য নয়, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের দাবি স্বীকার করে নিতে হবে। যেমন-

لَوْ لَمْ يَصِدَّقْ كَلَّ اِنْسَانٌ حَيَوَانٌ لَصَدَّقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ - وَلَكُلَّمَا صَدَّقَ بَعْضُ الْاِنْسَانِ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ لَزِمَ الْمَحَالُ فَكُلَّمَا لَمْ يَصِدَّقْ كَلَّ اِنْسَانٌ حَيَوَانٌ لَزِمَ الْمَحَالُ لِكِنَّ الْمَحَالُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَعَدَمُ ثُبُوْتِ كُلِّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَكُلَّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ثَابِتٌ وَهُوَ الْمَدْعَى .

উপরের ইবারতটুকুতে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, لَزِمَ الْمَحَالُ হতে لَوْ لَمْ يَصِدَّقْ পর্যন্ত প্রথম কিয়াস যা দু'টি মুত্তাসিলার সমন্বয়ে গঠিত। অতঃপর فَكُلَّمَا হতে لَزِمَ الْمَحَالُ পর্যন্ত প্রথম কিয়াসের নাতীজা, যা দ্বিতীয় কিয়াসের সুগরা। আর لِكِنَّ الْمَحَالُ দ্বিতীয় কিয়াসের কুবরা যা প্রথম কিয়াসের তালীর ইস্তিফনাকৃত নাকীয। فَعَدَمُ হতে لَيْسَ بِثَابِتٍ পর্যন্ত দ্বিতীয় কিয়াসের নাতীজা। অতঃপর فَكُلَّ اِنْسَانٍ حَيَوَانٍ বলে আপন দাবি সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

فَصَلِّ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كُلَّ قِيَاسٍ
لَا بُدَّ لَهُ مِنْ صُورَةٍ وَمَادَّةٍ وَأَمَّا الصُّورَةُ فَهِيَ
الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ تَرْتِيبِ الْمُقَدَّمَاتِ وَ
وَضْعِ بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضٍ وَقَدْ عَرَفْتَ
الْأَشْكَالَ الْأَرْبَعَةَ الْمُنْتَجَةَ وَعِلِمَتِ شَرَائِطِهَا فِي
الْإِنْتِاجِ بَقِيَ أَمْرُ الْمَادَّةِ الْقَدَمَاءِ حَتَّى الشَّيْخُ
الرَّئِيسُ كَانُوا أَشَدَّ إِهْتِمَامًا فِي تَفْصِيلِ مَوَادِّ
الْأَقْيَسَةِ وَتَوْضِيحِهَا وَكَثْرِ اعْتِنَاءٍ عَنِ
الْبَحْثِ فِي بَسْطِهَا وَتَنْقِيحِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ
مَعْرِفَةَ هَذَا أَمْرٌ قَائِدَةٌ وَ أَشْمَلُ عَائِدَةٌ لِطَالِبِي
الصَّنَاعَةِ لَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ قَدْ طَوَّلُوا الْكَلَامَ
فِي بَيَانِ صُورَةِ الْأَقْيَسَةِ وَبَسْطُوا فِيهَا غَايَةَ
الْبَسْطِ سَيِّمًا فِي أَقْيَسَةِ الشَّرْطِيَّاتِ
الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُتَّصِلَةِ مَعَ قَلَّةِ جَدْوَى هَذِهِ
الْمُبَاحِثِ وَرَفَضُوا أَمْرَ الْمَادَّةِ وَاقْتَصَرُوا
فِي بَيَانِهَا عَلَى بَيَانِ حُدُودِ الصَّنَاعَاتِ
الْخَمْسِ وَلَا أَدْرِي أَيُّ أَمْرٍ دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَأَيُّ
بَاعِثٍ أَغْرَاهُمْ هُنَالِكَ وَلَا بُدَّ لِلْفَطْنِ اللَّبِيبِ أَنَّ
يَهْتَمُّ فِي هَذِهِ الْمُبَاحِثِ الْجَلِيلَةِ الشَّانِ
الْبَاهِرَةِ الْبُرْهَانَ غَايَةَ الْإِهْتِمَامِ وَيَطْلُبُ ذَلِكَ
الْمَطْلَبَ الْعَظِيمَ وَالْمَقْصَدَ الْفَخِيمَ مِنْ كُتُبِ
الْقَدَمَاءِ الْمَهْرَةِ وَزِيرِ الْأَقْدَمِينَ السَّحَرَةِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : জানা থাকা উচিত
যে, প্রত্যেক কিয়াসের জন্যই একটি আকৃতি ও একটি মূল
ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আকার বা সূরত এমন এক
আকৃতিকে বলা হয় যা মুকাদ্দামাসমূহকে বিন্যাস করা এবং
কতককে কতকের পাশে রাখার ফলে অর্জিত হয়। আর তুমি
নাভীজা প্রদানকারী শাকল চতুষ্টয় এবং নাভীজা প্রকাশের
শর্তাবলি জানতে পেরেছ। এখন অবশিষ্ট রইল মূল ক্রিয়ার
বিষয়টি। **مُقَدِّمِينَ** এমনকি শায়খ, রঈস ও কিয়াসমূহের মূল
ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা ও তাদের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে
অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং সেগুলোর বিস্তারিত
আলোচনা ও ব্যাখ্যা এবং তাদের সম্পর্কে অর্থহীন বর্ণনা হতে
বাঁচার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। কেননা, উক্ত
বিষয়টি জেনে নেওয়া জ্ঞান অন্বেষীদের জন্য পরিপূর্ণ উপকারী ও
ফলপ্রসূ। কিন্তু **مُتَأَخِّرِينَ** কিয়াসসমূহের আকৃতি আলোচনা
করতে গিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ করে ফেলেছেন এবং এ
ব্যাপারে সীমার বাইরে দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন। বিশেষ
করে **مُتَّصِلَةٌ** ও **شَرْطِيَّةٌ مُتَّصِلَةٌ** এর কিয়াসমূহের
ব্যাপারে। এ সকল বর্ণনায় ফায়দা অনেক কম। আর মূল
ক্রিয়ার আলোচনা পরিত্যাগ করেছেন এবং তার আলোচনাকে
পঞ্চ বিধির আলোচনার উপরই সংক্ষিপ্ত করেছেন। আমি
বুঝতে পারি না কোন বিষয়টি এদিকে আহ্বান করেছিল এবং
কোন কারণটি তাদেরকে এখানে প্রবৃত্ত করেছে। মেধাবী ও
জ্ঞানীর জন্য প্রয়োজন যে, তারা যেন এ মর্যাদাসম্পন্ন ও অকাটা
যুক্তিপূর্ণ আলোচনার ব্যাপারে পুরাপুরি গুরুত্ব প্রদান করে এবং
এ মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন পূর্বপুরুষদের কিতাবসমূহ
হতে লাভ করা যাবে। আর যাদু সাদৃশ্য পূর্ববর্তী বিজ্ঞদের
গ্রন্থসমূহ হতেও।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ كُلَّ قِيَاسٍ : তাই, প্রত্যেক কিয়াস তার জন্য
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একটি আকৃতি ও একটি মূল ক্রিয়ার **الصُّورَةُ** : আকার বা সূরত
এমন এক আকৃতিকে বলা হয় যা অর্জিত হয় **تَرْتِيبِ الْمُقَدَّمَاتِ** : মুকাদ্দামাসমূহকে বিন্যাস করার
এবং কতককে কতকের পাশে রাখার ফলে **وَقَدْ عَرَفْتَ** : আর তুমি জানতে পেরেছ **الْمُنْتَجَةَ** : নাভীজা

প্রদানকারী وَعَلِمَتْ এবং তুমি জেনে নিয়েছ شَرَانِهَا তার শর্তাবলি فِي الْإِنْتِجَاجِ নাজীজা প্রকাশের الْأَمْرُ الْأَمْرُ এখন অবশিষ্ট রইল মূল ক্রিয়ার বিষয়টি فَالْقَدَمَاءُ অতএব মুতাকাদ্দিমীন الرَّئِيسِ এমনকি শায়খ, রব্বিসও إِيْتِمَامًا তারা كَانُوا أَشَدَّ إِيْتِمَامًا তারা وَتَوْضِيْعُهَا ও তাদের ব্যাখ্যা مَوَادِّ الْأَقْبَسَةِ ক্রিয়াসমূহের মূল ক্রিয়ার فِي بَسْطِهَا সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা وَتَنْفِيْعُهَا এবং তাদের সম্পর্কে অর্থহীন বর্ণনা হতে وَذَلِكَ আর তা لَا مَعْرِفَةَ هَذَا কেননা, উক্ত বিষয়টি জেনে নেওয়া لِكِنَّ الْمَتَاخِرِينَ জ্ঞান অবশেষীদের জন্য كِتَابُ صَوْرَةِ الْأَقْبَسَةِ فِي بَيَانِ আলোচনা করতে গিয়ে صَوْرَةِ الْأَقْبَسَةِ ক্রিয়াসমূহের আকৃতি فِيهَا وَبَسْطُهَا এবং এ ব্যাপারে দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন التَّبَسُّطُ সীমার বাইরে سَيِّمًا বিশেষ করে مَعَ فَلَمَّا جَدُّوا الْمُتَصِّلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ মুত্তাসিলা ও মুনফাসিলার أَفْقَافَاتِ فِي أَقْبَسَةِ الشَّرْطِيَّاتِ অথচ ফায়দা অনেক কম هَذِهِ الْمَبَاحِثُ এ সকল বর্ণনায় وَرَكَضُوا আর তারা পরিত্যাগ করেছেন الْأَمْرُ الْمَوْلَى মূল ক্রিয়ার আলোচনা وَفَاتَصَرُّوا এবং সংক্ষিপ্ত করেছেন فِي بَيَانِهَا তার আলোচনাকে فَاتَصَرُّوا এবং কোন বিষয়টি دَعَاكُمْ তাদেরকে আহ্বান করেছিল إِلَى ذَلِكَ এদিকে وَائِيَّ بَاعِثٍ এবং কোন কারণটি أَغْرَأَهُمْ তাদেরকে প্রবৃত্ত করেছে هُنَالِكَ এখানে وَابْتَدَأَ প্রয়োজন اللَّيْطِ اللَّيْطِ মেধাবী ও জ্ঞানীর জন্য أَنْ يَنْجِمَ যে, তারা যেন গুরুত্ব প্রদান করে هَذِهِ الْمَبَاحِثُ الْعَجَلِيَّةُ এ মর্যাদাসম্পন্ন আলোচনার ব্যাপারে الشَّانِ الْبَاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে إِيْتِمَامًا পুরাপুরি গুরুত্ব وَيَطْلُبُ এবং লাভ করা যাবে ذَلِكَ الْمَطْلَبُ الْعَظِيمُ এ মহান উদ্দেশ্য وَالْمَقْصَدُ ও মর্যাদাপূর্ণ লক্ষ্য مِنْ كُتُبِ الْقَدَمَاءِ পূর্বপুরুষদের কিতাবসমূহ হতে الْمَهْرَةُ যারা প্রজ্ঞাসম্পন্ন وَزَيْرِ الْأَقْدَمِينَ আর পূর্ববর্তী বিজ্ঞদের গ্রন্থসমূহ হতে السَّحَرَةُ যারা যাদু সাদৃশ্য

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-ফَوْلُهُ يَنْفَعِي أَنْ يَعْلَمَ الْخ- আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) ক্রিয়াসের আকৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা শেষ করার পর তার মূলক্রিয়া সম্পর্কীয় আলোচনা শুরু করেছেন مَوَادِّ বা মূলক্রিয়া এ সকল কাযিয়া যা দ্বারা ক্রিয়া গঠিত হয়। ক্রিয়াসের কাযিয়াগুলো দ্বারা তাসদীক ছাড়া অন্য কোনো ক্রিয়া লাভ হয়। তবে ঐগুলোকে মুখাইয়্যাৎ বলা হয়। আর যদি তাসদীক লাভ হয় তবে এটা দ্বারা হয়তো দৃঢ়তা লাভ হবে। যদি প্রবল ধারণা লাভ হয়, তবে সেগুলোকে ধারণীয় বিষয় বলা হয়। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হয়, তবে এর আবার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে।

فَعَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَلَدُ الْعَزِيزُ أَنْ تَسْمَعَ
نُصِيحَتِي وَلَا تَنْسَى وَصِيَّتِي وَإِنَّمَا قَدْ أَلْفَى
عَلَيْكَ نَبْذًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الصَّنَاعَاتِ مُتَوَكِّلًا
عَلَى كَافِي الْمُهَيِّمَاتِ فَاسْتَمِعْ أَنَّ الْقِيَّاسَ
يُاعْتَبَرُ الْمَادَّةُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ خَمْسَةٍ
وَيُقَالُ لَهَا الصَّنَاعَاتُ الْخَمْسَةُ أَحَدُهَا الْبُرْهَانِيُّ
وَالثَّانِي الْجَدَلِيُّ وَالثَّالِثُ الْخِطَابِيُّ وَالرَّابِعُ
الشَّعْرِيُّ وَالْخَامِسُ السَّفْسَطِيُّ .

فَصَلِّ : فِي الْبُرْهَانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إَعْلَمُ أَنَّ
الْبُرْهَانَ قِيَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ الْبَيِّنَاتِ بَدِيهِيَّةٌ كَانَتْ
أَوْ نَظَرِيَّةٌ مُنْتَهِيَّةٌ إِلَيْهَا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ أَنَّ
الْبُرْهَانَ إِنَّمَا يَتَأَلَّفُ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ فَحَسَبُ ثُمَّ
الْبَدِيهِيَّاتُ سِتَّةٌ أَحَدُهَا الْأَوَّلِيَّاتُ هِيَ قَضَايَا يَجْزِمُ
الْعَقْلُ فِيهَا بِمَجَرَّدِ الْإِلْتِفَاتِ وَالتَّصَوُّرِ وَلَا يَحْتَاجُ
إِلَى وَاسِطَةٍ كَقَوْلِكَ الْكُلُّ اعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ وَثَانِيهَا
الْفِطْرِيَّاتُ وَهِيَ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى وَاسِطَةٍ غَيْرِ غَائِبَةٍ
عَنِ الذِّهْنِ أَصْلًا وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْقَضَايَا قِيَاسَاتُهَا
مَعَهَا نَحْوُ الْأَرْبَعَةِ زَوْجٍ فَإِنَّ مَنْ تَصَوَّرَ مَفْهُومَ
الْأَرْبَعَةِ تَصَوَّرَ مَفْهُومَ الزَّوْجِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي
يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِينَ حُكْمٍ بَدَاهَةً بِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ زَوْجٌ
وَنَحْوُ قَوْلِنَا الْوَاحِدُ نِصْفُ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ
بِهِ بَعْدَ أَنْ يُلَاحِظَ مَفْهُومَ نِصْفِ الْإِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ

সরল অনুবাদ : সূতরাং হে প্রিয় বৎস! আমার উপদেশ গ্রহণ করা তোমার জন্য একান্ত কর্তব্য। আমার অসিয়ত ভুলে যেয়ো না। প্রয়োজন পূর্ণকারী আল্লাহর উপর নির্ভর করে তোমার নিকট ঐ সকল বিদ্যা সম্পর্কে কেবল সামান্য কিছু আলোচনা করবো। মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো। কীয়াস মূলক্রিয়া হিসেবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে পঞ্চবিধি বলা হয়। তন্মধ্যে একটি বুরহানী দ্বিতীয়টি জদলী তৃতীয়টি খিতাবী ও পঞ্চমটি সফস্টি।

পরিচ্ছেদ : বুরহান ও তার আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে। জেনে রাখ যে, বুরহান এমন কীয়াস যা ইয়াকীনী মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা গঠিত, চাই সেগুলো বদীহী অথবা এমন নতুন হোক, যেগুলো বদীহীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ব্যাপারটি এরূপ নয় যা ধারণা করা হয় যে, বুরহান কেবল বদীহিয়াত দ্বারা গঠিত হয়। বদীহিয়াত ছয়টি। তন্মধ্যে প্রথমটি অওলীয়াত তা সে সমস্ত কাযিয়া যেগুলোতে বিবেক শুধু লক্ষ্য ও কল্পনার দ্বারাই দৃঢ়তা লাভ করতে সক্ষম হয়, অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। যেমন- তোমার উক্তি الْكُلُّ اعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ (সমস্ত বা অংশ বা ভাগ -এর চেয়ে বড়)। আর দ্বিতীয়টি ফطرীয়াত বা অকাট্যতা, এগুলো সে সমস্ত কাযিয়া যেগুলো এমন মাধ্যমের প্রত্যাশী যা কল্পনা হতে কখনও দূর হয় না। ঐ সমস্ত কাযিয়াকে قِيَاسَاتُهَا (যাদের কীয়াস তাদের সঙ্গে) বলা হয়। যেমন- চার সংখ্যাটি জোড়। কেননা, যে ব্যক্তি চার-এর অর্থের কল্পনা করবে এবং জোড়-এর অর্থের এ কল্পনা করবে যে, তা এমন সংখ্যা যা সমানভাবে বিভক্ত হয়, তবে সে অনায়াসে এ হুকুম আরোপ করবে যে, চার জোড়। আর যেমন আমাদের উক্তি- এক দুয়ের অর্ধেক। কেননা, বিবেক দুয়ের অর্ধেক এবং এক -এর অর্থের কল্পনা করার পর উক্ত হুকুম আরোপ করবে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : সূতরাং তোমার জন্য একান্ত কর্তব্য أَيُّهَا الْعَزِيزُ হে প্রিয় বৎস! আমার উপদেশ

عَلَيْكَ আমার উপদেশ وَلَا تَنْسَى আমার অসিয়ত وَإِنَّمَا قَدْ أَلْفَى আর আমি আলোচনা করবো তোমার নিকট نَبْذًا কেবল সামান্য কিছু الصَّنَاعَاتِ এ সকল বিদ্যা সম্পর্কে مُتَوَكِّلًا নির্ভর করে তোমার কান্না عَلَى كَافِي الْمُهَيِّمَاتِ কীয়াস মূলক্রিয়া হিসেবে فَاسْتَمِعْ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করো الْقِيَّاسَ কীয়াস يُاعْتَبَرُ الْمَادَّةُ বিতর্কমূলক يَنْقَسِمُ বিভক্ত إِلَى أَقْسَامٍ পাঁচ ভাগে خَمْسَةٍ এগুলোকে বলা হয় الصَّنَاعَاتُ الْخَمْسَةُ পঞ্চবিধি أَحَدُهَا الْبُرْهَانِيُّ বুরহানী, الدَّلِيلُ الدِّيبَاتِي দলিলভিত্তিক, وَالثَّانِي الْجَدَلِيُّ দ্বিতীয়টি জাদালী, الْخِطَابِيُّ বিতর্কমূলক وَالثَّالِثُ الْخِطَابِيُّ তৃতীয়টি খিতাবী وَالرَّابِعُ الشَّعْرِيُّ চতুর্থটি (কাব্যিক) وَالْخَامِسُ السَّفْسَطِيُّ ও পঞ্চমটি সফস্টি - فِي الْبُرْهَانِ পরিচ্ছেদ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : [بُرْهَانٌ : مَعْنَى الْبُرْهَانِ إِسْطِلَاحًا

قَوْلُهُ وَنَايِبَهَا الْفِطْرَتَا - এর আলোচনা : ফৈরত হলে সেসব কাযিয়া যেগুলো এমন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী যা কল্পনা হতে কখনো অনুপস্থিত থাকে না। যেমন- চার সংখ্যাটি জোড়।

وَأَلِثُهَا الْحَدِثَاتُ وَهِيَ ظُهُورُ الْمَبَادِي دَفْعَةً
وَاحِدَةً مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَرَكَةٌ فِكْرِيَّةٌ وَالْفَرْقُ
بَيْنَ الْحَدِثِ وَالْفِكْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْفِكْرِ مِنْ
الْحَرَكَتَيْنِ لِلنَّفْسِ بِخِلَافِ الْحَدِثِ فَإِنَّ الذِّهْنَ
بَعْدَ مَا حَصَلَ لَهُ الْمَطْلُوبُ يَوَجِّهُ مَا يَتَحَرَّكُ
فِي الْمَعْنَى الْمَخْزُونَةِ وَالْمَبَادِي الْمَكْنُونَةِ
طَالِبًا لِمَا يَكُونُ لَهَا تَنَاسُبٌ بِالْمَطْلُوبِ حَتَّى
يَجِدَ مَعْلُومَاتٍ مُنَاسِبَةً لَهُ وَهَهُنَا تَمَّ الْحَرَكَةُ
الْأُولَى ثُمَّ يَرْجِعُ قَهْقَرَى وَيَتَحَرَّكُ ثَانِيًا مُرْتَبًّا
لِتِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ الْمَخْزُونَةِ الَّتِي وَجَدَهَا
تَرْتِيبًا تَذَرِيعِيًّا حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْمَطْلُوبِ وَتَمَّ
الْحَرَكَةُ الثَّانِيَّةُ فَمَجْمُوعُ هَاتَيْنِ الْحَرَكَتَيْنِ
يُسَمَّى بِالْفِكْرِ مَثَلًا إِذَا كُنْتَ تَصَوَّرْتَ الْإِنْسَانَ
يَوَجِّهُ مِنَ الْوُجُوهِ كَالْكَاتِبِ وَالصَّاحِكِ مَثَلًا ثُمَّ
صِرْتَ طَالِبًا لِمَاهِيَةِ الْإِنْسَانِ فَحَرَكْتَ ذَهْنَكَ
نَحْوَ الْمَعْنَى الَّتِي عِنْدَكَ مَخْزُونَةٌ فَوَجَدْتَ
الْحَيَوَانَ وَالنَّاطِقَ مُنَاسِبًا لِمَطْلُوبِكَ فَتَمَّ الْحَرَكَةُ
الْأُولَى وَمَبْدَأُ الْمَطْلُوبِ الْمَعْلُومُ مِنْ وَجْهِ وَمُنْتَهَاهُ
الْحَيَوَانَ وَالنَّاطِقُ ثُمَّ تَرْتِيبُ الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ
بِأَنْ تَقْدَّمَ الْحَيَوَانَ الَّذِي هُوَ الْجِنْسُ عَلَى النَّاطِقِ
الَّذِي هُوَ الْفَصْلُ وَقُلْتَ الْحَيَوَانَ النَّاطِقُ وَهَهُنَا
انْقَطَعَ الْحَرَكَةُ الثَّانِيَّةُ وَحَصَلَ الْمَطْلُوبُ -

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি হলো حَدِثَاتُ । তা এমন একটি কাথিয়া বা বাক্য যার সূচনা কোনোরূপ চিন্তা-গবেষণা ব্যতীত সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে । حَدَسٌ আর فِكْرٌ -এর পার্থক্য হলো ফিকিরের ব্যাপারে نفس দু'টি হরকতের প্রয়োজন । কিন্তু حَدَسٌ এর বিপরীত, কারণ মস্তিষ্কে কোনো প্রকারে কোনো বস্তুর উদ্দেশ্য অর্জন করার পর সে স্মৃতিপটে পূর্বে রক্ষিত বিষয় এবং সূচনাসমূহের ভিতর চিন্তা-ফিকির চালাতে থাকে, যাতে তাদের সাথে অর্জিত উদ্দেশ্যের কোনো সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়, অবশেষে সে উদ্দেশ্যের জন্য কতগুলো উপযুক্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায় । আর এখানে প্রথম হরকত শেষ হলো । অতঃপর স্মৃতি পিছনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং যে সকল জ্ঞাত বিষয়সমূহ পেয়েছিল, তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বিন্যাস করে দ্বিতীয়বার হরকত করতে থাকে । অবশেষে উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে যায় । আর এখানে দ্বিতীয় হরকত সমাপ্ত হলো । অতএব, এ উভয় হরকতের একত্রিত নাম হলো চিন্তা বা ফিকির । উদাহরণ স্বরূপ যখন তুমি মানুষের ভাবধারাকে কোনো এক পদ্ধতি কল্পনা করলে । যেমন-লেখক, হাস্যকারী ইত্যাদি । অতঃপর তুমি মানুষের مَاهِيَةِ -এর (মূল সত্তার) অন্বেষণ শুরু করলে, আর তোমার মস্তিষ্কে পুঞ্জীভূত বিষয়সমূহের প্রতি ধাবিত করলে, তখন তুমি حَيَوَانُ نَاطِقٌ -কে তোমার উদ্দেশ্য উপযোগী পেলে । তাই প্রথম হরকত সমাপ্ত হলো । যার সূচনা হলো কোনো রকমে জানা উদ্দেশ্য, আর যার শেষ حَيَوَانُ ও نَاطِقٌ অতঃপর প্রাণী ও নাতিককে এমনিভাবে বিন্যাস করবে যে, حَيَوَانٌ যা جنس তাকে প্রথমে রাখবে । অতঃপর إِنْسَانٌ যা ফসল, তাকে তার পরে রাখবে এবং তুমি বলবে-الْحَيَوَانُ النَّاطِقُ (বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী) । এখানে দ্বিতীয় হরকত শেষ হলো এবং উদ্দেশ্য-লাভ হলো ।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : وَأَلِثُهَا الْحَدِثَاتُ আর তৃতীয়টি হলো হাদাসিয়াতُ وَهِيَ ظُهُورُ الْمَبَادِي আর তা এমন একটি কাথিয়া বা বাক্য ظُهُورُ الْمَبَادِي যার সূচনা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে دَفْعَةً وَاحِدَةً একবারেই هُنَاكَ مِنْ دُونِ أَنْ ব্যতীত এ ক্ষেত্রে حَرَكَةٌ فِكْرِيَّةٌ কোনোরূপ চিন্তা-গবেষণা وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدِثِ وَالْفِكْرِ আর حَدَسٌ وَ فِكْرٌ -এর মধ্যে পার্থক্য হলো أَنَّهُ لَا بُدَّ যে, প্রয়োজন ফিকিরের ব্যাপারে دُفْتِ হরকতের لِلنَّفْسِ নফসে بِخِلَافِ الْحَدِثِ কিন্তু حَدَسٌ এর বিপরীত কারণ মস্তিষ্কে فَإِنَّ الذِّهْنَ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَعْلًا إِذَا كُنْتَ الْخ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে ফিকিরের মধ্যে যে দু'টি হরকতের প্রয়োজন এবং মস্তিককে দু'বার খাটাতে হয় তা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মনে কর, তুমি إِنْسَانٌ -এর জ্ঞান লাভ করতে চাও এবং إِنْسَانٌ সম্পর্কে তোমার কিছুটা জ্ঞান আছে। যেমন- সে লেখতে পারে, সে হাসে, সে পায়ে হাঁটে ইত্যাদি। এখন তুমি আপন মস্তিককে খাটিয়ে দেখবে, তোমার জ্ঞান বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি إِنْسَانٌ -এর উপযোগী। অতএব, তুমি মস্তিক খাটিয়ে এর উপযোগী পেলো اَلْعَبْرَانُ ও اَلنَّاطِقُ -কে। এ পর্যন্ত তুমি মস্তিককে খাটালে এটি প্রথম হরকত বা মস্তিকের প্রথম কাজ। অতঃপর তুমি প্রথম হরকত দ্বারা অর্জিত বিষয় তথা اَلْعَبْرَانُ ও اَلنَّاطِقُ -এ ব্যাপারে পুনরায় মস্তিককে খাটাবে এবং এগুলোকে সাজাবে। অতএব, اَلْعَبْرَانُ যা জিনস তাকে প্রথম স্থানে রাখবে এবং اَلنَّاطِقُ যা ফসল তাকে দ্বিতীয় স্থানে তার পরে রাখবে, আর বলবে اَلْعَبْرَانُ اَلنَّاطِقُ এখন তোমার দ্বিতীয় হরকত সমাপ্ত হলো। আর এতেই তোমার লক্ষ্যও অর্জিত হয়ে গেল। অর্থাৎ إِنْسَانٌ -এর মাহিয়াত اَلْعَبْرَانُ اَلنَّاطِقُ [বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী]।

وَأَمَّا الْحَدَسُ فَفِيهِ انْتِقَالُ الدَّهْنِ مِنَ الْمَطْلُوبِ إِلَى الْمَبَادِي دَفْعَةً وَمِنْهَا إِلَى الْمَطْلُوبِ كَذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ الْحَدَسُ مِنْ عَقِيبِ الشُّوقِ وَالتَّعَبِ وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِمَا وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْحَدَسِ فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَوِيُّ الْحَدَسِ كَثِيرَةً يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْمَطَالِبِ أَكْثَرُهَا بِالْحَدَسِ كَالْمُؤَيَّدِ بِالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ كَالْحُكَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ قَلِيلُ الْحَدَسِ ضَعِيفُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَأَحَدَسَ لَهُ كَانَ الْمُنْتَهَى فِي الْبِلَادَةِ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْبِدَاهَةَ أَوْ النَّظَرِيَّةَ مُخْتَلِفَانِ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَوْقَاتِ فَرُبَّ حَدَسِيٍّ عِنْدَ فَاقِدِ الْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ يَكُونُ نَظَرِيًّا وَيَدِينِيًّا عِنْدَ صَاحِبِهَا وَرَابِعُهَا الْمَشَاهِدَاتُ وَهِيَ قَضَايَا يَحْكُمُ فِيهَا بِوَاسِطَةِ الْمَشَاهِدَةِ وَالْإِحْسَاسِ وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ مَا شُوْهِدَ بِإِخْدَى الْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ خَمْسٌ أَلْبَاصِرَةُ وَالسَّامِعَةُ وَالشَّمَامَةُ وَالذَّائِقَةُ وَاللَّامِسَةُ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْحِسِّيَّاتِ وَالثَّانِي مَا أُدْرِكَ الْمُدْرِكَاتُ مِنَ الْحَوَاسِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي هِيَ أَيْضًا خَمْسٌ الْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ الْمُدْرِكُ لِلصُّورِ وَالْخِيَالِ الَّتِي هِيَ خَزَانَةٌ لَهُ وَالْوَهْمُ الْمُدْرِكُ لِلْمَعَانِي الشَّخْصِيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْحَافِظَةُ الَّتِي هِيَ خَزَانَةٌ لِلْمَعَانِي الْجُزْئِيَّةِ وَالْمُتَصَرِّفَةُ الَّتِي تَتَصَرَّفُ فِي الصُّورِ وَالْمَعَانِي بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّرَكِيبِ وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْوَجْدَانِيَّاتِ وَمُدْرِكَاتُ الْعَقْلِ الصَّرْفِ أَعْنَى الْكُلِّيَّاتِ غَيْرُ مُنْدَرِجٍ فِي هَذَا الْقِسْمِ مِثَالُ الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا حَكَمْنَا بِأَنَّ لَنَا جُوعًا أَوْ عَطَشًا

সব্বল অনুবাদ : আর হৃদয়ের মধ্যে একই সঙ্গে মস্তিষ্ক মাতলুব হতে মাবাদীর দিকে, অনুরূপভাবে মাবাদী হতে মাতলুবের দিকে দ্রুত ছুটে যায়। حَدَسٌ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহ ও সাধনার পর লাভ হয়ে থাকে। কখনও কখনও এগুলো ছাড়াও লাভ হয়। আর মানুষ হৃদয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কেউ আছে এমন যে حَدَسٌ শক্তিশালী, আর তার অধিকাংশ উদ্দেশ্য হাসিল হয় এ হৃদয়ের দ্বারা। যেমন- الْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ (নির্মল শক্তি) দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। যেমন- ইকামা, আউলিয়া ও আশিয়া (আ.)। আর কেউ আছেন এমন যার حَدَسٌ স্বল্প ও দুর্বল। আর কেউ আছেন এমন যার حَدَسٌ মোটেই নেই। যেমন- চরম মেধাহীন ব্যক্তি। এর দ্বারা বুঝা যায় বদীহী বা নযরী হওয়ার বিষয়টি ব্যক্তি ও সময়ের পার্থক্যে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ, অনেক হৃদসী বিষয় الْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ শূন্য ব্যক্তির নিকট নযরী, আর الْقُوَّةُ الْقُدْسِيَّةُ অধিকারী ব্যক্তির নিকট বদীহী। আর চতুর্থটি الْمَشَاهِدَاتُ। তা এমন সব কাযিয়া যার মধ্যে উপলব্ধি ও অনুভূতির মাধ্যমে হুকুম করা হয়। الْمَشَاهِدَاتُ দু' ভাগে বিভক্ত : প্রথমত এমন এক কাযিয়া যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের যে কোনো একটি দ্বারা লাভ করা হয়। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় পাঁচটি : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক। এ প্রকারকে حِسِّيَّاتٌ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় নাম রাখা হয়। আর দ্বিতীয়ত যা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করা হয়। তাও পাঁচটি : ১. حِسُّ مُشْتَرَكٍ (সাধারণ অনুভূতি) যা আকৃতি উপলব্ধি করে। ২. الْخِيَالُ যা অনুভূতির জন্য কোষাগার। ৩. الْوَهْمُ যা নির্দিষ্ট ও একক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে। ৪. الْحَافِظَةُ যা নির্দিষ্ট ও একক বিষয়সমূহের কোষাগার। ৫. الْمُتَصَرِّفَةُ যা তামহীল ও তারকীবের পৃথক করা ও একত্রিত করার মাধ্যমে আকৃতিসমূহ ও অর্থসমূহের মধ্যে জোর-জবরদস্তি করে থাকে। আর এ প্রকারকে وَجْدَانِيَّتٌ বা অন্তরেন্দ্রিয় বলা হয়, মস্তিষ্কের অনুধাবন শক্তিসমূহ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। যেমন- আমরা বলে থাকি যে, আমরা ক্ষুধার্ত অথবা আমরা তৃষ্ণার্ত। অর্থাৎ আমাদের ক্ষুধা লেগেছে অথবা পিপাসা লেগেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ الْغ -এর আলোচনা : هَذَا দ্বারা পূর্ববর্তী আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উপরে বলা হয়েছে, মানুষের মেধা বিভিন্ন ধরনের। কারো মেধাশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। তার নিকট কঠিন অস্পষ্ট বিষয়ও অতি সহজ ও স্পষ্ট মনে হয়। আবার কারো মেধা খুবই দুর্বল। তার নিকট সহজ ও স্পষ্ট বিষয়ও কঠিন ও অস্পষ্ট মনে হয়। এতে বুঝা যায়- কোনো একটি বিষয় বদীহী অথবা নখরী

হওয়া ব্যক্তি বিশেষে অথবা সময় বিশেষে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি বিষয় মেধাহীন ব্যক্তির নিকট তার মেধাহীনতার দরুন নযরী বলে বিবেচিত, কিন্তু এ বিষয়টি অন্য একজন তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির অধিকারী ব্যক্তির নিকট বদীহী বলে বিবেচিত হবে। এভাবে যুগের ব্যতিক্রমেও বদীহী ও নযরী হওয়ার ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। কারণ, একযুগে একটি বিষয় নব আবির্ভূত হওয়ার দরুন এটি নযরী থাকে, কিন্তু বেশ কিছু যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা এত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তখন তা আর নযরী থাকে না বরং বদীহীতে পরিণত হয়ে যায়। বদীহী ও নযরী হওয়া প্রকৃতপক্ষে عِلْم -এর গুণ না مَعْلُوم -এর গুণ- এ ব্যাপারে মানতিকীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইলমের গুণ আবার কেউ বলেন, مَعْلُوم -এর গুণ। তবে নির্ভরযোগ্য মত এই যে, বদীহী বা নযরী হওয়া প্রকৃতপক্ষে ইলমের গুণ। হ্যাঁ, পরোক্ষভাবে مَعْلُوم -এর গুণও বটে।

عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থ- আলোচনা : مُشَاهَدَاتُ : এমন সব কাযিয়াকে বলা হয়, যাদের সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস উপার্জন হওয়ার জন্য মাওযু, মাহমুল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কের তাসাব্বুর ব্যতীত ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের অনুভব করা অপরিহার্য।

عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থ- আলোচনা :

عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থ- আলোচনা : مُشَاهَدَاتُ : এমন সব কাযিয়া

ক. حِسِّيَّاتٌ : অর্থ- জ্ঞানেন্দ্রিয়। এমন এক কাযিয়া যা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহের যে কোনো একটি দ্বারা লাভ করা হয়। আর বাহ্যিক ইন্দ্রিয় পাঁচটি। যেমন-

১. الْبَاصِرَةُ : [চক্ষু] : অর্থ- দৃষ্টিশক্তি। এটা এমন শক্তি যা দ্বারা আলো, রং, আকৃতি ইত্যাদি উপলব্ধি করা হয়।
২. السَّمِيعَةُ : [শ্রবণশক্তি] : এটা কর্ণ কুহরে সম্প্রসারিত স্নায়ুতে রক্ষিত এমন শক্তি যা দ্বারা আওয়াজ মিশ্রিত বাতাস এ পর্যন্ত পৌঁছায় দরুন আওয়াজ উপলব্ধি করা যায়।
৩. الشَّائِعَةُ : [নাসিকা] : অর্থ- ঘ্রাণশক্তি। এটা মস্তিষ্কের অগ্রভাগে দু'টি স্ফীত মাংসপেশিতে রক্ষিত এমন শক্তি যা দ্বারা ঘ্রাণ মিশ্রিত বাতাস নাসিকা পর্যন্ত পৌঁছায়, ফলে ঘ্রাণ উপলব্ধি করা যায়।
৪. الذَّائِقَةُ : [জিহ্বা] : অর্থ- আস্বাদনশক্তি। এটা জিহ্বার উপরিভাগে সম্প্রসারিত স্নায়ুতে রক্ষিত এমন শক্তি যা দ্বারা খাদ্য মিশ্রিত লাল উক্ত স্নায়ু পর্যন্ত পৌঁছায়, ফলে স্বাদ উপলব্ধি করা যায়।
৫. اللَّامِسَةُ : [ত্বক] : এটা স্নায়ুর সাহায্যে সমস্ত দেহে ছড়ানো এমন শক্তি যা দ্বারা গরম, ঠাণ্ডা, নরম, শক্ত ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়।

খ. وَجْدَانِيَّاتٌ : অর্থ- অন্তরেন্দ্রিয়। এটা এমন এক কাযিয়া যা অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সাহায্যে উপলব্ধি করা হয়। আর সেই অভ্যন্তরীণ অনুভূতি পাঁচটি। যেমন-

১. الْغَسَّ الْمُسْتَعْرَكُ : অর্থ সাধারণ অনুভূতি। এটা মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে রক্ষিত এমন একটি শক্তি যাতে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুসমূহের চিত্র অঙ্কিত হয়।
২. الْخِيَالُ : খিাল হলো কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি মনসপটে ভেসে উঠা।
৩. الزُّمُّ : এটা মস্তিষ্কের পশ্চাভাগে অবস্থিত খোলা স্থানের প্রথমভাগে সংরক্ষিত এমন একটি শক্তি যা দ্বারা ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের আনুষঙ্গিক জুযয়ী বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা যায়।
৪. الْعَانِطَةُ : এটা মস্তিষ্কের পশ্চাভাগে একটি শক্তি যা দ্বারা হিসসে মুশতারাক কর্তৃক অর্জিত চিত্রসমূহ সংরক্ষিত হয়। তাই এটা হিসসে মুশতারাকের জন্য ভাণ্ডার স্বরূপ।
৫. الْمُتَصَرِّفَةُ : এটা এমন একটি শক্তি যা আকৃতি ও অর্থসমূহ ভাঙ্গা গড়ার কাজ করে।

যেহেতু এ সকল কাযিয়া সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করতে হলে উপরিউক্ত অঙ্গসমূহের পূর্ণ প্রভাবের মাধ্যমে হয়, তাই কাযিয়াগুলোকে মুশাহাদাত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ফায়দা : এক সম্প্রদায় ধারণা করে নকলী মুকাদ্দমা কিয়াসে বুরহানীতে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাদের এ ধারণা যে, বর্ণনাতে বিভিন্ন পন্থায় অনেক ভুল-ত্রুটি হতে পারে। সুতরাং এটা কিভাবে কিয়াসে বুরহানীর উপাদান হতে পারে, অথচ কিয়াসে বোরহানী একীনের ফায়দা প্রদান করে। অথচ উক্ত ধারণা ত্রুটিপূর্ণ, কারণ বর্ণনাও অনেক ক্ষেত্রে একীনের ফায়দা প্রদান করে, যখন বর্ণনা দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা দেওয়ার শর্তসমূহের বিবেচনা করা হবে এবং বর্ণনার সাথে বিবেকও জড়িত হয়। তবে হ্যাঁ, যদি শুধু বর্ণনার কথা বলা হয়— এর সাথে বিবেকের মিলন ব্যতীত, তাহলে বর্ণনা গ্রহণীয় নয় এবং এটি একীনের ফায়দাও দিবে না। তখন অবশ্য সন্দেহের একটি পদ্ধতি বের হতে পারে।

[illegible]

কিন্তু অধিক গ্রহণীয় মতামত এই **الْعَدَدُ** এ সংখ্যাটি **يَخْتَلِفُ** বিভিন্ন হয়ে থাকে **بِاخْتِلَافِ حَالِ** অবস্থার বিভিন্নতার দ্বারা **الَّذِينَ** **أَخْبَرُوا** সংবাদদাতাদের **الْوَأَقِعَةِ** **وَإِخْتِلَافِ** এবং ঘটনার বিভিন্নতার দ্বারা **فَلَا يَتَعَيَّنُ** সূত্রাং নির্ণয় করা ঠিক নয় **عَدَدُ** কোনো সংখ্যা **وَالضَّابِطَةُ** আর বিধান হলো **أَنْ يَبْلُغَ** এ সংখ্যা পৌছবে **إِلَى حَدِّ** এমন এক পর্যায়ে **يُفِيدُ** **الْبَيِّنِينَ** যার ফলে দৃঢ় বিশ্বাসের ফায়দা প্রদান করে **فَهَذِهِ السَّيِّئَةُ** এ ছয়টি হলো **مَبَادِي الْبُرْهَانِ** এগুলো **بُرْهَانُ** সমূহের মৌলিক বিষয় **الدَّلِيلِ** এবং দলিলের ভিত্তি **أَنْ نَكَلِّ** নকলী **الْمُقَدَّمَاتِ الثَّقَلِيَّةِ** এক সম্প্রদায় ধারণা করে **زَعَمَ قَوْمٌ** **فَائِدَةُ** ফায়দা **فِي الْقِيَاسِ الْبُرْهَانِيِّ** কিয়াসে বুরহানীতে **لَا تَسْتَعْمَلُ** ব্যবহার হতে পারে না **أَنَّ النُّقْلَ** তাদের এ ধারণা **ظَنَّ** **مِنْهُمْ** **وَجُودِ شَيْءٍ** বিভিন্ন পছন্দ **يَكُونُ** সূত্রাং কিভাবে **فَكَيْفَ** **وَالْغَلْطُ** অনেক ভুল-ত্রুটি **وَالْخَطَأُ** **الَّذِي يُؤَيِّدُ** অথচ কিয়াসে বুরহানী ফায়দা প্রদান করে **النَّقْطَ** একীনের **مَا يُفِيدُ** একীনের ফায়দা প্রদান **لِأَنَّ النُّقْلَ كَثِيرًا** কারণ, বর্ণনাও অনেক ক্ষেত্রে **إِثْمُ** ত্রুটিপূর্ণ **أَثْمُ** **وَأَنْزَمَ** এবং বর্ণনার **إِنْ** **النُّقْلَ الصَّرْفَ** শুধু বর্ণনার কথা **بِأَنَّ** ব্যতীত **إِنْضِمَامِ** **لَكَانَ** না **وَلَا يُفِيدُ** এবং এটি একীনের ফায়দাও দিবে না **وَجْهٌ** তখন অবশ্য সন্দেহের একটি পদ্ধতি বের হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَجَرُّبَةٍ-এর বহুবচন। আর **تَجَرُّبَاتٍ** শব্দটি **تَجَرُّبَاتٍ**-এর আভিধানিক অর্থ : **قَوْلُهُ التَّجَرُّبَاتُ** -এর আলোচনা : **تَجَرُّبَةٍ** -এর মাসদারের সাথে সম্পর্কিত। **تَجَرُّبَةٍ** -এর অর্থ : অভিজ্ঞতা। অতএব **تَجَرُّبَةٍ** -এর অর্থ হবে। অভিজ্ঞতাপূর্ণ।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : **تَجَرُّبَاتٍ** ঐ সব কাযিয়াকে বলা হয়, যেগুলোর মধ্যে বারবার প্রত্যক্ষ করার পর অথবা বার বার উপলব্ধি করার পর কোনো কুল্লীর হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- বারবার লক্ষ্য করা হয়েছে যে, সাকমূনিয়া পান করার ফলে দাস্ত হয়। অতএব, এটা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেওয়া হলো যে- **السَّقْمُونِيَا مُسَهِّلٌ** (সাকমূনিয়া পিণ্ড তরলকারী)।

قَوْلُهُ السَّقْمُونِيَا -এর আলোচনা : **سَقْمُونِيَا**-এর পরিচয় : মিসবাহুল লুগাত প্রণেতা বলেন, সাকমূনিয়া এক প্রকার ওষুধের নাম। আল-মু'জামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন- **مُسَهِّلٌ لِلْبَطْنِ وَمُزِيلٌ** **نَبَاتٌ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ دَوَاءٌ مُسَهِّلٌ لِلْبَطْنِ** অর্থাৎ সাকমূনিয়া হলো উদ্ভিদ হতে নির্গত এক প্রকার ওষুধ যা পেটকে তরল করে এবং পীড়াকে দূর করে।

قَوْلُهُ الْمُتَوَاتِرَاتُ -এর আলোচনা : **الْمُتَوَاتِرَاتُ**-এর পরিচয় : **مُتَوَاتِرٌ** শব্দটি **مُتَوَاتِرٌ** শব্দের বহুবচন। **تَوَاتُرٌ** ক্রিয়ামূল হতে নির্গত। অর্থ- একের পর এক উপস্থিত হওয়া। এটা হতে কোনো কিছু অধিক হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। **مُتَوَاتِرٌ** এমন সব কাযিয়াকে বলা হয় যার সংবাদদাতা এত অধিক যে, তাদের ব্যাপারে মিথ্যা বলার উপর ঐকমত্য হওয়ার ধারণা পোষণ করা অসম্ভব। যেহেতু খবরদাতা অনেক, তাই তাদের প্রদত্ত সংবাদকে **مُتَوَاتِرٌ** বলা হয়।

إِخْتِلَافٌ فِي عَدَدِ الْمُتَوَاتِرِ : তাওয়াযুরের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন শর্তারোপ করেছেন। যেমন-

১. কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সংখ্যা কমপক্ষে চার জন হতে হবে।	২. কেউ কেউ বলেছেন, পাঁচ জন হতে হবে।
৩. কেউ কেউ বলেছেন, সাত জন হতে হবে।	৪. কেউ কেউ বলেছেন, দশ জন হতে হবে।
৫. কেউ কেউ বলেছেন, বিশ জন হতে হবে।	৬. কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ জন হতে হবে।
৭. কেউ কেউ বলেছেন, পঞ্চাশ জন হতে হবে।	৮. কেউ কেউ বলেছেন, সত্তর জন হতে হবে।
৯. কেউ কেউ বলেছেন, একশত জন হতে হবে।	

قَوْلُهُ زَعَمَ قَوْمٌ -এর আলোচনা : এক সম্প্রদায়ের ধারণা দ্বারা **مُعْتَزَلَةٌ** সম্প্রদায় আর **أَشَاعِرَةٌ** -দের অধিকাংশ উদ্দেশ্য। প্রকাশ থাকে যে, কিয়াসে বুরহানীতে নকলী মুকাদ্দামা প্রযোজ্য নয়। এ ধারণা সঠিক নয়, এ কথাই গ্রন্থকার **إِثْمُ** **وَأَنَّ هَذَا الظَّنَّ** দ্বারা উল্লেখ করেছেন। কেননা, নকলী দলিলের সাথে যখন অন্যান্য নিদর্শন সংযোজিত হয়, তখন এটি দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ হতে পারে। সকলের মধ্যে ভুলত্রুটি হতে পারে। শুধু এ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তা বাদ করে দেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি এ কথা বলা হয় যে, বিবেকের অনুমোদন ছাড়া নিছক বর্ণনা দ্বারা দৃঢ় আস্থা লাভ হবে না, তবে এ কথা স্বীকার্য।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : বুরহান দু' প্রকার—
 لَيْمَى وَ اِئْتَى اِئْتَى ঐ বুরহান, যাতে حَدَّ اَوْسَطَ বাস্তবে
 আসগরের জন্য اَكْبَرُ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়,
 যেমনিভাবে তা হকুমের ক্ষেত্রেও মাধ্যম। যেহেতু
 এটি কারণ বর্ণনা করে, তাই একে উক্ত নামে
 আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর اِئْتَى ঐ বুরহান, যাতে
 حَدَّ اَوْسَطَ কেবল কল্পনায় হকুমের কারণ হয়, বাস্তবে
 কারণ হয় না ; বরং কখনও তার মা'লুলও হয়।
 লিম্বীর উদাহরণ তোমার উক্তি— زَيْدٌ مَحْمُومٌ (যায়েদ
 জুরে আক্রান্ত)। কেননা তার মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয়
 দূষিত হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার মিশ্র
 পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত হয়ে গেছে, সে জুরে আক্রান্ত।
 অতএব যায়েদ জুরে আক্রান্ত। সুতরাং যেমনিভাবে
 حَدَّ اَوْسَطَ তোমার কল্পনায় যায়েদের জন্য জুর সাব্যস্ত
 হওয়ার জন্য ইল্লত (কারণ), তদ্রূপ বাস্তবেও তা জুর
 সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইল্লত (কারণ)। ইল্লীর উদাহরণ,
 তোমার উক্তি— زَيْدٌ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ (যায়েদের মিশ্র
 পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত)। কেননা, সে জুরে আক্রান্ত।
 আর প্রত্যেক জুরে আক্রান্ত ব্যক্তির মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয়
 দূষিত। অতএব, যায়েদের মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত।
 সুতরাং যায়েদ مُتَعَفِّنُ الْاَخْلَاطِ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য
 জুর বিদ্যমান থাকা ইল্লত (কারণ) তোমার কল্পনায়,
 বাস্তবে নয়। বরং বাস্তবে এর বিপরীতও হতে পারে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَضْلُ পরিচ্ছেদ বুরহান (দলিল) দু'প্রকার لِیَمْنِ وَارْتِی লিম্বী ও ইন্নী لِیَمْنِ লিম্বী
 فَهُوَ বুরহান الَّذِیْ یَكُونُ الْاَوْسَطُ فِیهِ যেতে হইয়াছে কারণِ الْاَكْبَرِ আকবর সাবাস্ত হওয়ার আসগরের
 جَلَا বাস্তবে كَمَا أَنَّهُ যেমনিভাবে তা مَادْیَا মাধ্যমِ فِي الْعُكْمِ হুকুমের ক্ষেত্রেও يُسْمِیْ بِہُ একে উক্ত নামে আখ্যায়িত করা
 হয়েছে فَهُوَ الَّذِیْ وَارْتِی আর ইন্নী الَّذِیْ وَارْتِی বুরহান الَّذِیْ یَكُونُ الْاَوْسَطُ فِیهِ যেতে হইয়াছে
 الَّذِیْ یَكُونُ الْاَوْسَطُ فِیهِ যেতে হইয়াছে فَهُوَ الَّذِیْ وَارْتِی বুরহান الَّذِیْ یَكُونُ الْاَوْسَطُ FİHİ যেতে হইয়াছে
 فَهُوَ الَّذِیْ وَارْتِی বুরহান الَّذِیْ یَكُونُ الْاَوْسَطُ FİHİ যেতে হইয়াছে فَهُوَ الَّذِیْ وَارْتِی বুরহান

বরং কখনো হয় **مَعْلُولًا لَهُ** তার মা'লুলও **مِثَالُ اللَّيْسِ** বুরহানে লিখীর উদাহরণ **قَوْلُكَ** তোমার উক্তি **زَيْدٌ مَخْمُومٌ** যায়েদ জুরে আক্রান্ত
لَأَنَّهُ কেননা, তার **مُتَعَفِّنٌ** দূষিত হয়ে গেছে **الْأَخْلَاطِ** মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় **وَكُلُّ مُتَعَفِّنٍ** আর প্রত্যেক এই ব্যক্তি যার দূষিত হয়ে গেছে
أَنَّ فِي সূতরাং যেমনিভাবে **فَكَأَنَّ** যায়েদ জুরে আক্রান্ত **زَيْدٌ مَخْمُومٌ** অতএব, যায়েদ জুরে আক্রান্ত **فَكَأَنَّ** সূতরাং যেমনিভাবে
فِي যায়েদের জন্য জুর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য **لِثُبُوتِ الْعُصَى لَزَيْدٍ** ইল্লত (কারণ) **عَلَّاهُ** হৃদে আওসাত **الْأَوْسَطُ** এ কিয়াসে **هَذَا الْقَبَاسِ**
وَمِثَالُ তোমার কল্পনায় **كَذَلِكَ** তদ্রূপ **هُوَ عَلَّاهُ** তা ইল্লত (কারণ) **لِرُجُودِ الْعُصَى** জুর সাব্যস্ত হওয়ার জন্য **فِي الرَّوَاعِ** বাস্তবেও
لَأَنَّهُ مَخْمُومٌ কেননা, সে **مُتَعَفِّنٌ** তার মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত **قَوْلُكَ** তোমার উক্তি **زَيْدٌ** যায়েদ **الْأَخْلَاطِ** মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত
وَكُلُّ مَخْمُومٍ আর প্রত্যেক জুরে আক্রান্ত ব্যক্তির **مُتَعَفِّنٌ** মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত **فَكَأَنَّ** অতএব যায়েদের
مُتَعَفِّنٌ মিশ্র পদার্থ চতুষ্টয় দূষিত **فَوُجُودِ الْعُصَى** সূতরাং জুর বিদ্যমান থাকা **عَلَّاهُ** ইল্লত (কারণ) **لِثُبُوتِ** সাব্যস্ত হওয়ার জন্য
فِي তোমার কল্পনায় **عَلَّاهُ** তা ইল্লত (কারণ) **وَلَيْسَ** নয় **نَفْسٍ** **فِي** তোমার কল্পনায় **عَلَّاهُ** তা ইল্লত (কারণ) **وَلَيْسَ** নয় **نَفْسٍ**
بَلْ বরং **عَلَى** হতে পারে **أَنَّ يَكُونُ الْأَمْرُ** বিষয়টি **فِي** বাস্তবে **بِالْعَكْسِ** এর বিপরীতও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَيْسَ এ বুরহানকে **لَيْسَ** -এর প্রকারদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি হলো **قَبَاسُ بُرْهَانَيْنِ** -এর আলোচনা : **قَوْلُهُ أَمَّا اللَّيْسُ** -এর
বলা হয়, যাতে হৃদে আওসাত আস্গারের জন্য আকবার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হয়; বাস্তব ও কল্পনা উভয় ক্ষেত্রেই। যেমন- বলা
হলো **زَيْدٌ مَخْمُومٌ** (যায়েদ জুরে আক্রান্ত)। উক্ত কিয়াসে
زَيْدٌ مَخْمُومٌ এর নাতীজা হবে **مُتَعَفِّنٌ** (যায়েদ জুরে আক্রান্ত)। উক্ত কিয়াসে
مُتَعَفِّنٌ শব্দটি হৃদে আওসাত, যা যায়েদ জুরে আক্রান্ত হওয়ার কারণ কল্পনা ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রেই। আর একে
لَيْسَ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, এটি দ্বারা হকুমের ইল্লত (কারণ) বর্ণনা করা হয়।

এটি **لَيْسَ** -এর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- **قَبَاسُ بُرْهَانَيْنِ** -এর আলোচনা : **قَوْلُهُ وَأَمَّا الْإِثْنُ** -এর
যাতে হৃদে আওসাত আস্গারের জন্য আকবার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ প্রমাণিত হয় কেবল কল্পনায়, বাস্তবে নয়। যেমন- উক্ত
কিয়াসকে পরিবর্তন করে বলা হলো - **زَيْدٌ مَخْمُومٌ** (যায়েদ জুরে আক্রান্ত, আর প্রত্যেক জুরে আক্রান্ত
مُتَعَفِّنٌ (অতএব যায়েদের মিশ্র পদার্থ
مُتَعَفِّنٌ (যায়েদ জুরে আক্রান্ত)। উক্ত কিয়াসে **مُتَعَفِّنٌ** শব্দটি হৃদে আওসাত। এটি যায়েদ **مُتَعَفِّنٌ** হওয়ার ইল্লত কেবল কল্পনায়, বাস্তবে নয়।
কেননা, বাস্তবে এর কারণ অন্য কিছুও হতে পারে। একে **إِثْنٌ** নামে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, **إِثْنٌ** অর্থাৎ নিজের কল্পনায় হৃদে
আওসাত হকুমের ইল্লত বলে প্রমাণিত; বাস্তবে নয়।

فَصَلِّ : الْقِيَّاسُ الْجَدَلِيُّ قِيَاسٌ مُرَكَّبٌ
 مِنْ مُقَدَّمَاتٍ مَشْهُورَةٍ أَوْ مُسَلَّمَةٍ عِنْدَ
 الْخَصْمِ صَادِقَةٌ كَانَتْ أَوْ كَاذِبَةً وَالْأَوَّلُ مَا
 تُطَابِقُ فِيهِ آرَاءُ قَوْمٍ إِمَّا لِمُصْلِحَةٍ عَامَّةٍ
 نَحْوُ الْعَدْلِ حَسَنٍ وَالظُّلْمِ قَبِيحٍ وَقَطْعُ
 السَّارِقِ وَاجِبٌ أَوْ لِرَقَّةٍ قَلْبِيَّةٍ كَقَوْلِ أَهْلِ
 الْهِنْدِ ذَبَحَ الْحَيَوَانَ مَذْمُومٌ أَوْ إِنْفِعَالَاتِ
 خَلْقِيَّةٍ أَوْ مَزَاجِيَّةٍ فَإِنَّ لِلْأَمْرِجَةِ وَالْعَادَاتِ
 دَخْلًا عَظِيمًا فِي الْإِغْتِقَادَاتِ فَاصْحَابُ
 الْأَمْرِجَةِ الشَّدِيدَةُ يَرَوْنَ الْإِنْتِقَامَ مِنْ أَهْلِ
 الشَّرَارَةِ حَسَنًا وَاصْحَابُ الْأَمْرِجَةِ اللَّيِّنِيَّةِ
 يَرَوْنَ الْعَفْوَ خَيْرًا وَلِذَلِكَ تَرَى النَّاسَ
 مُخْتَلِفِينَ فِي الْعَادَاتِ وَالرُّسُومِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ
 مَشْهُورَاتٌ خَاصَّةٌ بِهِمْ وَكَذَلِكَ لِكُلِّ صَنَاعَةٍ
 فَمِنْ مَشْهُورَاتِ النَّحْوِيِّينَ الْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ
 وَالْمَفْعُولُ مَنْصُوبٌ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ
 وَمِنْ مَشْهُورَاتِ الْأُصُولِيِّينَ وَالْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ -
 وَالثَّانِي مَا يُؤَلَّفُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ بَيْنَ
 الْمُتَخَاصِمِينَ وَلِلْمَشْهُورَاتِ شَبَهٌ
 بِالْأَوَّلِيَّاتِ وَتَجَرُّدُ الذِّهْنِ وَتَدْقِيقُ النَّظَرِ
 يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَالْفَرْضُ مِنْ صَنَاعَةِ الْجَدَلِ
 الزَّامُ الْخَصْمِ وَحِفْظُ الرَّأْيِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاسُ جَدَلِيٍّ এমন
 একটি কিয়াস যা প্রসিদ্ধ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও গ্রহণযোগ্য
 কতগুলো মুকাদ্দামা দ্বারা গঠিত। চাই ঐগুলো সত্য হোক
 অথবা মিথ্যা হোক। আর প্রথমটি তা যাতে কোনো এক
 সম্প্রদায় ঐকমত্য পোষণ করে। হয়তো বা সেগুলো আম বা
 সর্বসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে হবে। যেমন-عَدْلُ বা
 ন্যায়পরায়ণতা উত্তম, জুলুম করা মন্দ ও চোরকে হত্যা করা
 অপরিহার্য। অথবা দয়ার্দ্র মনোভাবের দরুন হবে। যেমন-
 হিন্দুস্তানীদের উক্তি ‘জীব হত্যা মহাপাপ’। অথবা চরিত্রগত
 প্রভাবের কারণে, কিংবা স্বভাবগত প্রভাবের কারণে হোক।
 কেননা, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বভাব ও অভ্যাসের বড়
 রকমের দখল বা প্রভাব রয়েছে। কঠোর স্বভাবের লোক দুই
 লোক ও দুষ্কৃতিকারীদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে
 উত্তম কাজ বলে মনে করে। আর কোমল মেজাজের লোক
 ক্ষমা প্রদর্শনকে উত্তম কাজ বলে মনে করে। অতএব, তুমি
 মানুষকে অভ্যাস ও প্রথার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দেখতে
 পাবে। আর প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিশেষ বিশেষ
 প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও
 রয়েছে। অতএব, নাহবিদদের খ্যাতি সম্পন্ন উক্তি হলো-
 الْمَفْعُولُ (প্রত্যেক ফায়েল রফা যুক্ত), الْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ
 وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ (প্রত্যেক মাফউল নসব যুক্ত) এবং مَجْرُورٌ
 (মুযাফ ইলাইহ যের যুক্ত) ইত্যাদি। আর উসূলীদের
 খ্যাতিসম্পন্ন বাক্য الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ (আমর উজুবের জন্য)।
 আর দ্বিতীয়টি ঐ কিয়াস যা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে গ্রহণযোগ্য
 এমন মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা গঠিত। এর সাথে
 মাহলুরাত কিছুটা সাদৃশ্য, তবে সুস্পষ্টভাবে বিবেক
 খাটালে এবং গভীর চিন্তা করলে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য
 করতে পারে। আর صَنَاعَةُ الْجَدَلِ দ্বারা উদ্দেশ্য
 প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিযুক্ত করা এবং স্বীয় অভিমতকে
 হেফাজত করা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুর'আন মফহরার - এক আলোচনা : কায়িয়াসমূহ বিভিন্ন কারণে সমাজে বা সম্প্রদায়ের নিকট প্রসিদ্ধ। যেমন- ইনসাফ করা উত্তম। ইনসাফ বজায় থাকা মানুষের সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদে প্রসিদ্ধ। তদ্রূপ জুলুম করা অন্যায়। আর হিন্দুস্তানীদের নিকট প্রসিদ্ধ হলো প্রাণী হত্যা মহাপাপ। আবার কোনো এলাকার লোকদের মতে ফাসাদীর প্রতিশোধ নেওয়া উত্তম কাজ। কারণ, তাদের মে'জাজ ও স্বভাব কঠোর। আবার কোনো এলাকার লোকদের কাছে অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম কাজ। কারণ, তাদের স্বভাব ও মে'জাজ নরম ও কোমল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন বাক্যসমূহকে অনেকে **أَوَّلِيَّت** (প্রাথমিক অনন্তর) বলে ধারণা করে। অথচ দু'টি এক নয়। যখন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু মস্তিষ্কে চিন্তা করবে, তখন বুঝবে উভয়টির মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। মশহুরাত সত্য হওয়া শর্ত নয়। সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু **أَوَّلِيَّت** (প্রাথমিক অনন্তর বাক্যসমূহ) সত্য হওয়া শর্ত। এদের দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আর মশহুরাত দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় না। মু'তাযিলা সম্প্রদায় মশহুরাত বাক্যকে বদীহী মনে করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

فَصَلِّ : الْقِيَّاسُ الْخِطَابِيُّ قِيَاسٌ مُفِيدٌ
لِلظَّنِّ وَمَقْدَمَاتُهُ مَقْبُولَاتٌ مَاخُذَاتٌ مِنْ
يُحْسِنُ الظَّنُّ فِيهِمْ كَالْأَوْلِيَاءِ وَالْحُكَمَاءِ وَأَمَّا
الْمَاخُذَاتُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَيْسَتْ مِنَ الْخِطَابَةِ
لِأَنَّهَا أَخْبَارَاتٌ صَادِقَةٌ مِنْ مُخْبِرٍ صَادِقٍ دَلَّ
عَلَى صِدْقِهِ الْمُعْجِزَةِ وَلَا مَجَالَ لِلْوَهْمِ فِيهَا
حَتَّى يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْخَطَأُ وَالْخَلَلُ فَالْقِيَاسُ
الْمُرَكَّبُ مِنْهَا بَرْهَانِيٌّ قَطْعِيٌّ الْمَقْدَمَاتُ أَوْ
مَظْنُونَاتٌ يُحْكَمُ فِيهَا بِسَبَبِ الرَّجْحَانِ وَ
يَنْدَرِجُ فِيهَا الْحَدْسِيَّاتُ وَالتَّجْرِبِيَّاتُ
وَالْمُتَوَاتِرَاتُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ إِلَى حَدِّ الْجَزْمِ
شُعُورِ الْعِلَّةِ أَوْ عَدَمِ بُلُوغِ عَدَدٍ بِسَبَبِ عَدَمِ
الْمُخْبِرِينَ إِلَى مَبْلَغِ التَّوَاتُرِ وَلِهَذِهِ الصَّنَاعَةُ
مَنْفَعَةٌ عَظِيمَةٌ فِي تَنْظِيمِ أُمُورِ الْمَعَاشِ
وَتَنْسِيْقِ أَحْكَامِ الْمَعَادِ إِمَّا بِاسْتِعْمَالِهَا أَوْ
بِالِاخْتِرَازِ عَنْهَا وَلِذَلِكَ كِبَارُ الْحُكَمَاءِ
يَسْتَعْمِلُونَ تِلْكَ الصَّنَاعَةَ كَثِيرًا وَيَعِظُونَ
بِالْكَلَامِ الْخِطَابِيِّ جَمًّا غَفِيرًا وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ
الْمَقْدَمَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهَا مُقْنَعَةً
لِلْسَامِعِينَ مُفِيدَةً لِلْوَاعِظِينَ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَاسُ خِطَابِيٍّ : এমন কিয়াস যা দ্বারা ظَنُّ غَالِبٌ (প্রবল ধারণা) লাভ হয়। এর মুকাদ্দামাসমূহ গ্রহণীয় : যেগুলো এমন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে, যাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে। যেমন- আওলিয়া ও দার্শনিকগণ। আখিয়াগণের (আ.) নিকট হতে যে সমস্ত বিষয় নেওয়া হয়েছে, সেগুলো খিতাবিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলো সত্য খবর যা সত্য সংবাদদাতার পক্ষ হতে এসেছে। মু'জিয়া তার সত্যতার প্রমাণ ; তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, কোনো ভুল-ত্রুটিরও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব, এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত কিয়াসের মুকাদ্দামাসমূহ হবে অকাট্য। অথবা এমন মুকাদ্দামা হবে, যেগুলো সন্দেহযুক্ত, যেগুলোর মধ্যেও প্রবল ধারণার প্রেক্ষিতে হুকুম আরোপ করা হয়। হাদাসিয়াত, তাজরিবিয়াত ও ঐ সমস্ত মুতাওয়াতিরাত যেগুলো কারণ না জানার দরুন অথবা সংবাদদাতাদের সংখ্যা তাওয়াতুরের সীমা পর্যন্ত না পৌঁছার দরুন দৃঢ়তার সীমায় গিয়ে উল্লীত হয়নি, এ সবগুলোই তার অন্তর্ভুক্ত। জাগতিক বিষয় ও পারলৌকিক আহকামের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে উক্ত বিষয়ে বিরাট উপকারিতা রয়েছে। চাই তা প্রয়োগ করে হোক অথবা পরিত্যাগ করে হোক। বড় বড় চিন্তাবিদগণ উক্ত صِنَاعَةٌ (বিধি) অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন এবং বহু লোককে খিতাবী ভাষায় নসিহত করতেন। আর তাতে ব্যবহৃত মুকাদ্দামাগুলো এমন হওয়া চাই যা শ্রোতাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং বক্তাগণও উপকৃত হতে পারে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ পরিচ্ছেদ الْقِيَّاسُ الْخِطَابِيُّ কিয়াসে খিতাবী قِيَاسٌ এমন কিয়াস যা দ্বারা مُفِيدٌ لِلظَّنِّ প্রবল ধারণা লাভ হয় وَمَقْدَمَاتُهُ এর মুকাদ্দামাসমূহ مَقْبُولَاتٌ গ্রহণীয় যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে مِنْ এমন ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে يُحْسِنُ الظَّنُّ فِيهِمْ যাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে। যেমন- আওলিয়া وَالدُّعَاةُ ও দার্শনিকগণ وَالْمَاخُذَاتُ الْخِطَابِيَّةُ

এই সমস্ত বিষয় নিম্নে হয়েছে **مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** আখিয়া (আ.)-এর নিকট হতে যা **مِنْ مُغْيِرٍ صَادِقٍ** সত্য খবর **أَخْبَارَاتٍ صَادِقَةٍ** কেননা, এগুলো **لَا تَمَّا** কিয়াসে খিতাবীর অন্তর্ভুক্ত **مِنْ الْخُطَابَةِ** যেগুলো নয় **فَلَيْسَتْ** **لِلْوَفِّ** নেই অবকাশ **وَلَا مَجَالٍ** মুজিয়া **الْمُغْيِرَةِ** তার সত্যতার প্রমাণ **دَلَّ عَلَى صِدْقِهِ** সত্য সংবাদদাতার পক্ষ হতে এসেছে **فِيهَا** তাতে কোনো সন্দেহের **حَتَّى يَتَطَرَّقَ** অতএব, কোনো সম্ভাবনা নেই **وَالْخَلَلُ** ভুল-ত্রুটিও **فَالْيَقِينُ** দৃঢ়তা **إِلَى الْخَطَا** কোনো **وَالْخَلَلُ** ভুল-ত্রুটিও **أَوْ** অতএব, এগুলোর সমন্বয় গঠিত কিয়াস **بِإِهَابِ** দলিলভিত্তিক **الْمُقَدَّمَاتِ** এর মুকাদ্দামাসমূহ হবে অকাটা **أَوْ** অথবা এমন মুকাদ্দামাসমূহ হবে যেগুলো সন্দেহযুক্ত **فِيهَا** যেগুলোর মধ্যে হুকুম আরোপ করা হয় **بِسَبَبِ الرَّجْعَانِ** প্রবল ধারণার প্রেক্ষিতে **وَيَنْدَرُجُ فِيهَا** আর এগুলোর অন্তর্ভুক্ত **الْحَدِثَاتِ** হাদাসিয়াত (চিন্তামূলক বিষয়াবলি) **وَالْتَجَرُّبَاتِ** তাজরিবিয়াত (অভিজ্ঞতামূলক কিয়াসসমূহ) ও এই সমস্ত মূতাওয়াতিরাতে **الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ** যেগুলো উন্নীত হয়নি **إِلَى حَدِّ** **عَدِّ الْمُغْيِرِينَ** দৃঢ়তার সীমায় গিয়ে **سَبَبِ عَدِّ شُعُورِ الْعِلَّةِ** কারণ না জানার দরুন **أَوْ عَدِّ بُلُوغِ** অথবা না পৌঁছার দরুন **عَدِّ الْمُغْيِرِينَ** সংবাদদাতাদের সংখ্যা **إِلَى مَبْلَغِ التَّوَاتُرِ** তাওয়াত্বরের সীমা পর্যন্ত **وَلِهَذِهِ الصَّنَاعَةِ** উক্ত বিষয়ে **مَنْفَعَةٌ عَظِيمَةٌ** বিরাট উপকারিতা রয়েছে **وَتَنْتَسِيحُ أَحْكَامَ الْمَادِّ** ও পারলৌকিক **أَوْ بِالِاخْتِرَازِ عَنْهَا** অথবা পরিত্যাগ করে হোক **وَلِذَلِكَ** আর এ কারণে **كَبَارُ الْحُكَمَاءِ** বড় বড় চিন্তাবিদগণ **يَسْتَعْمِلُونَ** প্রয়োগ করতেন **تِلْكَ الصَّنَاعَةَ** উক্ত বিধি **كَثِيرًا** অধিকাংশ ক্ষেত্রে **وَيَعْطُونَ** এবং নসিহত করতেন **بِالْكَلَامِ الْخُطَابِيِّ** খিতাবী ভাষায় **جَاءَ غَفِيرًا** বহু লোককে **وَلَا يَدَّ** আর হওয়া চাই **أَنْ** **مَنْفَعَةٌ لِلْسَّامِعِينَ** যা শোতাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে **مُنْبِئَةً لِلرَّوَاعِظِينَ** এবং বক্তাগণও উপকৃত হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْقِيَّاسُ الْخُطَابِيُّ -এর আলোচনা : মুসান্নিফ (র.) এখানে কিয়াসে খিতাবীর আলোচনা করেছেন। কিয়াসে খিতাবী এই কিয়াসকে বলা হয়, যা মাননীয় ব্যক্তি যেমন- আওলিয়া, আখিয়া ও দার্শনিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য মুকাদ্দামা অথবা সন্দেহযুক্ত মুকাদ্দামা যেগুলো সম্পর্কে ধারণা প্রবল, এগুলো দ্বারা গঠিত। **الْخُطَابَةُ** -এর সম্বন্ধসূচক শব্দ। আর **الْخُطَابَةُ** এমন হজ্জত যদ্বারা নতীজার প্রতি **قَوْلُهُ** বা ধারণা লাভ হয়। উক্ত কিয়াসের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রবোধ দান করা, তাদের কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করা। যেমন- চরিত্র গঠন, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় ইত্যাদি। যেহেতু আখিয়াগণের বাণীতে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই তাঁদের বাণীসমূহ কিয়াসে খিতাবীর উপাদান না হয়ে কিয়াসে বুরহানীর উপাদান হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ مِمَّنْ يُحَسِّنُ الظَّنَّ -এর আলোচনা : চাই তাদের প্রতি ভালো ধারণার সৃষ্টি হোক কোনো আসমানী কারণে, যেমন- কারামাত অথবা সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দরুন, যেমন- উলামা ও দার্শনিকগণ।

قَوْلُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখানে আখিয়াগণের নিকট হতে প্রাপ্ত উক্তিসমূহ এবং দার্শনিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত উক্তিসমূহের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আর এ পার্থক্য করা আবশ্যিক। কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। এটি তাদের প্রকাশ্য ভ্রম। কেননা, আখিয়াগণের নিকট হতে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ স্বভাবতঃ অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর দলিল তাদের সঙ্গেই রয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ مَطْنُونَاتٍ -এর আলোচনা : এমন কাখিয়াসমূহকে বলা হয়, যেগুলোকে বিবেক কেবল ধারণার প্রেক্ষিতে সমর্থন করে, যদিও এদের মধ্যে বিপরীত দিকটির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলায় তাকে সন্দেহযুক্ত বিষয় বলা হয়।

فَصَلِّ : الْقَبَاسُ الشِّعْرِيُّ قَبَاسٌ مُؤَلَّفٌ مِنَ
الْمُخِيلَاتِ الصَّادِقَةِ أَوْ الْكَاذِبَةِ الْمُسْتَحْبَلَةِ أَوْ الْمُمْكِنَةِ
الْمُؤَثَّرَةِ فِي النَّفْسِ قَبْضًا وَبَسْطًا وَلِلنَّفْسِ مُطَاوَعَةً
لِلتَّخْيِيلِ كَمُطَاوَعَتِهِ لِلتَّصَدِّيقِ بَلْ أَشَدُّ مِنْهُ وَالْغَرَضُ
مِنْ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ أَنْ يَنْفَعِلَ النَّفْسُ بِالتَّرْغِيبِ
وَالْتَرْهِيْبِ وَاشْتُرِطَ فِي الشِّعْرِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ
جَارِيًا عَلَى قَانُونِ اللُّغَةِ مُسْتَمِلًا عَلَى اسْتِعَارَاتِ
بَدِيعَةٍ رَائِقَةٍ وَتَشْبِيهَاتِ انْبِقَةِ فَائِقَةٍ بِحَيْثُ يُوَثِّرُ
فِي النَّفْسِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا وَيُورِثُ فَرْحًا أَوْ يُوْجِبُ
تَرْحًا وَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ فِيهِ اسْتِعْمَالُ الْأَوَّلِيَّاتِ الصَّادِقَةِ
وَيُسْتَحْسَنُ اسْتِعْمَالُ الْمُخِيلَاتِ الْكَاذِبَةِ كَمَا قَالَ
الْعَارِفُ الْكَنْجَوِيُّ مُخَاطِبًا لَوْلَدِهِ وَفَلَذَةَ كَبْدِهِ - بَيْت :

در شعر مپیچ و در فن او *

چون کذب اوست احسن او

وَقَقُولِ الْقَائِلِ يَصِفُ الْخَمْرَ :

لَهَا الْبَذَرُ كَأَسْ وَهِيَ شَمْسٌ يُدِيرُهَا *

هَلَالٌ وَكَمْ يَبْدُو إِذَا مَزَجَتْ نَجْمُ

وَقَالَ الشَّاعِرُ شِعْر :

لَا تَعْجَبُوا مِنْ بَلَى عَلَاتِهِ *

قَدْ زَرَّ أَرْارُهُ عَلَى الْقَمَرِ

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قَبَاسُ الشِّعْرِيُّ : এমন কিয়াস (কাব্যিক কিয়াস) এমন কিয়াস যা এমন কাল্পনিক মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা গঠিত যেগুলো অন্তরে সংকোচন অথবা প্রফুল্লতার প্রভাব বিস্তার করে, চাই সেগুলো সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সম্ভব হোক বা অসম্ভব হোক। আর অন্তর যেমনিভাবে তাসদীকের বশীভূত হয়, তদ্রূপ কল্পনারও বশীভূত হয়; বরং তার চেয়েও বেশি। উক্ত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো- অন্তরে উৎসাহ প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হওয়া। কবিতার ব্যাপারে শর্ত হলো, এটি যেন ব্যাকরণ বিধির মোতাবেক হয়, বিরল ও চমৎকার রূপক এবং সুন্দর ও উন্নত উপমা সম্বলিত হয়, যেন অন্তরে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে এবং আনন্দ জাগায় অথবা বিষাদ সৃষ্টি করে। তাই এতে সত্য অَوَّلِيَّات প্রয়োগ করা বৈধ নয়; বরং মিথ্যা ও কাল্পনিক বিষয়সমূহ ব্যবহার করা পছন্দীয়। যেমন- আরেফ গাজবী আপন পুত্র ও কলিজার টুকরাকে সম্বোধন করে বলেছেন-

কাব্যকলায় নিজেকে আবদ্ধ করো না। কেননা, কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তাই, যা সবচেয়ে মিথ্যা। আর যেমন কোনো উক্তিকারীর উক্তি যিনি শরাবের গুণকীর্তন বর্ণনা করেছেন- তার (শরাব) পেয়ালা পূর্ণিমার চাঁদ, আর তা সূর্য। তাকে প্রদক্ষিণ করছে নব চাঁদ। তা যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয়, তখন কত তারকা-ই না প্রকাশ পায়।

আরও এক কবি বলেছেন- 'তোমরা প্রেমিকার গেঞ্জি ছিঁড়ে যাওয়াতে বিস্ময়বোধ করো না। কেননা, তার বোতামসমূহ চন্দ্রের সাথে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।'

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ : الْقَبَاسُ الشِّعْرِيُّ কিয়াসে শে'রী (কাব্যিক কিয়াস) এমন কিয়াস যা

গঠিত এমন কাল্পনিক মুকাদ্দামাসমূহ দ্বারা চাই সেগুলো সত্য হোক বা মিথ্যা হোক অথবা সংকোচন অথবা প্রফুল্লতার প্রভাব বিস্তার করে যেগুলো অন্তরে সংকোচন অথবা প্রফুল্লতার প্রভাব বিস্তার করে, চাই সেগুলো সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সম্ভব হোক বা অসম্ভব হোক। আর অন্তর যেমনিভাবে তাসদীকের বশীভূত হয়, তদ্রূপ কল্পনারও বশীভূত হয়; বরং তার চেয়েও বেশি। উক্ত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো- অন্তরে উৎসাহ প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হওয়া। কবিতার ব্যাপারে শর্ত হলো, এটি যেন ব্যাকরণ বিধির মোতাবেক হয়, বিরল ও চমৎকার রূপক এবং সুন্দর ও উন্নত উপমা সম্বলিত হয়, যেন অন্তরে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করে এবং আনন্দ জাগায় অথবা বিষাদ সৃষ্টি করে। তাই এতে সত্য অَوَّلِيَّات প্রয়োগ করা বৈধ নয়; বরং মিথ্যা ও কাল্পনিক বিষয়সমূহ ব্যবহার করা পছন্দীয়। যেমন- আরেফ গাজবী আপন পুত্র ও কলিজার টুকরাকে সম্বোধন করে বলেছেন-

নয় **الْمُخِيلَاتِ الْكَادِبَةِ** **اسْتَعْمَلْ** পছন্দনীয় **وَسْتَعْمَلْ** প্রয়োগ করা **أُولَئِكَ** সত্য **الْأَوَّلِيَّاتِ الصَّادِقَةِ** মিথ্যা ও কাল্পনিক বিষয়সমূহ **كَمَا** যেমন **قَالَ الْعَارِضُ الْكَنْجَوِيُّ** আরেফ গাজ্বী বলেছেন **مُحَاطَبًا لَوْلَكُمْ** আপন পুত্রকে সম্বোধন করে **چون اكدب** ও কলিজার টুকরাকে **بَيَّتْ** কবিতার চরণ **و در فن او** **در شعر مبیح** আর যেমন কোনো উক্তিকারীর উক্তি **وَقَوْلِ الْقَائِلِ** আর **احسن او** **وَقَوْلِ الْقَائِلِ** আর যেমন কোনো উক্তিকারীর উক্তি **يَمِينِ** যিনি শরাবের গুণকীর্তন বর্ণনা করেছেন **لَهَا** তার (শরাব) **الْبَدْرُ** পূর্ণিমার চাঁদ **كَأَنَّ** পেয়ালা **وَهِيَ شَمْسٌ** আর তা সূর্য **نَجْمٌ** তারকা **تَاكَةً** তাকে প্রদক্ষিণ করছে **هَلَالٌ** নব চাঁদ **وَكَمْ يَبْدُو** কতই না প্রকাশ পায় **إِذَا مَزَجَتْ** তা যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয় **وَقَالَ الشَّاعِرُ شِعْرَ** আরও এক কবি বলেছেন **لَا تَعْجَبُوا** তোমরা বিষয়বোধ করো না **مِنْ بَلِي غَلَائِمٍ** প্রেমিকার গেঞ্জি ছিড়ে যাওয়াতে **قَدْ زُرَّ** কেননা, গেঁথে দেওয়া হয়েছে **أَزْرَارُ** তার বোতামসমূহ **عَلَى الْقَمَرِ** চন্দ্রের সাথে ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَيْبَاسُ الشَّعْرَى -এর আলোচনা : **شِعْر**-এর প্রতি সম্বন্ধ : উক্ত কিয়াসকে শেরী বলা হয় । **أَيْبَاسُ** ই **شِعْرَى** ই কিয়াসকে বলা হয়, যা কাল্পনিক বিষয় সম্বলিত যা অন্তরে বিষণ্ণতা অথবা প্রফুল্লতা আনয়ন করে, চাই তা সত্য অথবা মিথ্যা হোক । ভাষাবিদগণ **شِعْر**-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন । পূর্ববর্তী মনীষীদের মতে কবিতা কাল্পনিক কথা যা অন্তরে বিষণ্ণতা অথবা প্রফুল্লতা আনয়ন করে । এদের নিকট ছন্দ্রের মিল ধর্তব্য নয় । আর আধুনিক ভাষাবিদদের মতে **شِعْر** (কবিতা) ছন্দযুক্ত কথাকে বলা হয় । এদের মতে কবিতা কাল্পনিক হওয়া জরুরি নয় ।

قَوْلُهُ اسْتِعَارَاتُ -এর আলোচনা : **اسْتِعَارَة**-এর আভিধানিক অর্থ-কোনো বস্তু ধার স্বরূপ নেওয়া । আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মনে মনে তুলনা করা ।

قَوْلُهُ وَسْتَعْمَلُ -এর আলোচনা : কবিতায় কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয় ব্যবহার করাই পছন্দনীয় । কারণ, মানুষের অন্তরের আকর্ষণ বাস্তব বিষয়ের তুলনায় কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়ের প্রতি অধিক । তাই বলা হয়, কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে-ই : যে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী ।

قَوْلُهُ لَهَا الْبَدْرُ كَأَنَّ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার কিয়াসে শেরীর উদাহরণস্বরূপ দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন । তন্মধ্যে প্রথম কবিতা হলো- **لَهَا الْبَدْرُ كَأَنَّ وَهِيَ شَمْسٌ يُدِيرُهَا * هَلَالٌ وَكَمْ يَبْدُو إِذَا مَزَجَتْ نَجْمٌ**

এটা বিখ্যাত কবি শরফুদ্দীন ওমর ইবনে ফারেরের কবিতা । কবি এখানে শরাব (মদ)-এর প্রশংসা বর্ণনা করে বলেছেন, শরাব এমন যে, পূর্ণিমার চাঁদ তার পেয়ালা আর শরাব হলো সূর্য । নব উদ্ভিত চাঁদ তাকে প্রদক্ষিণ করছে আর তা যখন পানির সাথে মিশ্রিত হয় তখন তাতে কতইনা তারকা প্রকাশ পায় ।

কবি উক্ত কবিতায় শরাবকে সূর্যের সাথে, শরাব ভর্তি পেয়ালাকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে, শরাবশূন্য পেয়ালাকে নব উদ্ভিত চাঁদের সাথে এবং পানি মিশ্রিত শরাবের বদবুদ্ধকে তারকার সাথে তুলনা করেছেন ।

قَوْلُهُ لَا تَعْجَبُوا مِنْ بَلِي غَلَائِمٍ * قَدْ زُرَّ زَرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার কিয়াসে শেরীর দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ যে কবিতাটি উল্লেখ করেছেন তা হলো-

অত্র কবিতায় কবি তার প্রেমিককে চন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন । তার দাবি হলো প্রেমিকার গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত । এটার প্রমাণ সে এমন চন্দ্র যে গেঞ্জি পরিহিত, আর এরূপ প্রত্যেক চন্দ্রের গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যায় । অতএব, প্রেমিকার গেঞ্জিও ছিন্ন হয়ে যাবে :

১- **بَلِي مِنْ كَسَبٍ سَيِّئَةٍ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ** . ২- **بَلِي مِنْ أَوْفَى بَعْدِهِ وَأَتَى كَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ** . -যেমন- **بَلِي** শব্দের বিশ্লেষণ : **بَلِي** শব্দটি মাসদার, বাবে **سَمِعَ** অর্থ- পুরাতন হওয়া । **بَلِي** শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে এসেছে ।

بَلِي শব্দের বিশ্লেষণ : **بَلِي** শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো **غَلَائِمٍ** অর্থ- গেঞ্জি । আর গেঞ্জি প্রত্যেক ঐ কাপড়কে বলা হয় যা অন্য কাপড়ের নিচে পরিধান করা হয় এবং গায়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকে । **قَدْ زُرَّ** শব্দটি **جَمَعَ** বা বহুবচন, এর একবচন হলো **زُرَّ** অর্থ- বোতাম ।

জ্ঞাতব্য বিশ্লেষণ : সকল কবিতা কাল্পনিক এবং অবাস্তব নয় । কবিদের মধ্যে অনেক কবি আছেন যারা আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন । হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.) মহানবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত কবি ছিলেন । তা ছাড়া কা'ব ইবনে যুহাইর, খানসা, লবীদ প্রমুখ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন । উমাইয়া যুগে ওমর ইবনে আবী রাবিয়া, আখতাল, ফরযদক, জারীর, তেরমাহ ইবনে হাকিম প্রমুখ এবং আব্বাসীয় যুগে বাশশার ইবনে বুরদ, আবুল আতাহিয়া, আবু নাওয়াস, আবু তামাম, বৃহতরী, মুতানাব্বী প্রমুখ আল্লাহ, তদীয় রাসূল ﷺ এবং ইসলামের প্রশংসায় অনেক কবিতা লিখেছেন । সুতরাং একথা স্বীকার করতে হবে যে, সকল কবি ও কবিতা কাল্পনিক ও অবাস্তব নয় । তাই বলা হয়েছে-

الْشِعْرُ كَلَامٌ حَسَنٌ وَفِيهِ عَقَبٌ

فَشَبَّهَ الْمَحْبُوبَ بِالْقَمَرِ وَقَالَ لَا
تَعَجَّبُوا مِنْ انْشِقَاقِ غَلَاتِهِ لِأَنَّهُ قَمَرٌ زُرُّ
عَلَيْهِ الْغَلَالَةُ وَكُلُّ قَمَرٍ كَذَلِكَ فغَلَاتُهُ
تَنْشَقُّ بِنَتِجِ غَلَالَةِ الْمَحْبُوبِ تَنْشَقُّ وَقَدْ
بِنَتِجِ اجْتِمَاعِ النَّقِيبَيْنِ نَحْوُ أَنَا مُضْمِرُ
الْحَوَائِجِ بِاللِّسَانِ وَمُظْهِرُهَا بِالْمَدَامِجِ وَكُلُّ
مُضْمِرِ الْحَوَائِجِ صَامِتٌ وَكُلُّ مُظْهِرِهَا
مُتَكَلِّمٌ بِنَتِجِ أَنَا صَامِتٌ وَمُتَكَلِّمٌ وَلَا يَسْتَرْطُ
الْوَزْنَ فِي الشِّعْرِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمِيزَانِ نَعَمْ
يُفِيدُهُ حُسْنًا وَالْكَلَامُ الشِّعْرِيُّ إِذَا أُنْشِدَ
بِصَوْتٍ طَيِّبٍ إِزْدَادَ تَأْثِيرُهُ فِي النَّفُوسِ
حَتَّى رُبَّمَا يَزِيدُ فَرَطُ الْبَهْجَةِ الْعَمَائِمَ
عَنِ الرُّؤُوسِ وَالْأَوَائِلُ مِنَ الْحُكَمَاءِ
الْيُونَانِيِّينَ كَانُوا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الشِّعْرِ -

সরল অনুবাদ : প্রেমিকাকে চন্দের সাথে তুলনা
করতঃ বলছেন, তোমরা তার গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে
বিস্ময়বোধ করো না। কেননা, সে এমন চন্দ্র যার উপর
গেঞ্জি পরানো হয়েছে। আর এ ধরনের প্রত্যেক চন্দের
অবস্থা এমন যে, তার গেঞ্জি ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব,
নতীজা প্রকাশ পাবে, প্রেমিকার গেঞ্জিও ছিন্ন হয়ে যাবে।
কখনও কখনও দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ও নাতীজা
হিসেবে প্রকাশ পায়। যেমন- আমি ভাষার দ্বারা আমার
অভাব লুকিয়ে রাখি, আর অশ্রু দ্বারা প্রকাশ করি। আর
প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে অভাব লুকিয়ে রাখে সে নীরব, আর
ঐ ব্যক্তি যে অভাব প্রকাশ করে সে কথা বলে। অতএব
নাতীজা হবে, আমি নীরব ও কথা বলি। মানতিকীদের
নিকট কবিতায় ছন্দ শর্ত নয়। হ্যাঁ, এটি সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি
করে। কবিতা যখন মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করা হয় তখন
অন্তরে এটি আরো বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমনকি
কখনও কখনও আনন্দের আতিশয্যে মাথার পাগড়ি পর্যন্ত
খসে পড়ে। পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ কাব্য চর্চার প্রতি
খুবই আসক্ত ছিলেন।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَشَبَّهَ الْمَحْبُوبَ بِالْقَمَرِ চন্দের সাথে তুলনা করতঃ বলছেন
তোমরা বিস্ময়বোধ করো না مِنْ انْشِقَاقِ غَلَاتِهِ ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে তার গেঞ্জি
পরানো হয়েছে الْغَلَالَةُ গেঞ্জি كَذَلِكَ অর্থাৎ তার গেঞ্জি তَنْشَقُّ ছিন্ন হয়ে
যায় بِنَتِجِ অতএব নতীজা প্রকাশ পাবে غَلَالَةِ الْمَحْبُوبِ প্রেমিকার গেঞ্জিও
হিসেবে প্রকাশ পায় اجْتِمَاعِ النَّقِيبَيْنِ দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়ও نَحْوُ যেমন- أَنَا
অভাব লুকিয়ে রাখি الْحَوَائِجِ আমার অভাব লুকিয়ে রাখি وَمُظْهِرُهَا
অভাব লুকিয়ে রাখি بِاللِّسَانِ ভাষার দ্বারা وَمُظْهِرُهَا অশ্রু দ্বারা بِالْمَدَامِجِ
অভাব লুকিয়ে রাখি أَنَا صَامِتٌ সে নীরব وَمُتَكَلِّمٌ সে কথা বলে وَلَا
হবে يَزِيدُ অর্থাৎ যখন يَزِيدُ অর্থাৎ যখন يَزِيدُ অর্থাৎ যখন
بِصَوْتٍ طَيِّبٍ মধুর কণ্ঠে إِزْدَادَ تَأْثِيرُهُ তখন এটি আরো বেশি
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে فِي النَّفُوسِ অন্তরে حَتَّى এমনকি
কখনো কখনো رُبَّمَا يَزِيدُ অর্থাৎ যখন يَزِيدُ অর্থাৎ যখন
فَرَطُ الْبَهْجَةِ الْعَمَائِمَ পাগড়ি পর্যন্ত عَنْ الرُّؤُوسِ মাথার
পাগড়ি পড়ে مِنَ الْحُكَمَاءِ পূর্ববর্তী الْيُونَانِيِّينَ দার্শনিকগণ
كَانُوا أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الشِّعْرِ খুবই আসক্ত ছিলেন কাব্য চর্চার প্রতি।

فَصَلِّ : الْقِيَّاسُ السَّنَسَطِيُّ وَهُوَ قِيَّاسٌ
مُرَكَّبٌ مِنَ الْوَهْمِيَّاتِ الْكَاذِبَةِ الْمُخْتَرَعَةِ
لِلْوَهْمِ كَقِيَّاسِ غَيْرِ الْمَحْسُوسِ عَلَى
الْمَحْسُوسِ نَحْوُ كُلِّ مَوْجُودٍ مُشَارٍ إِلَيْهِ
وَلِلْوَهْمِيَّاتِ مُشَابَهَةً شَدِيدَةً بِالْأَوَّلِيَّاتِ وَ لَوْلَا
رَدُّ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ حَكَمُ الْوَهْمِ لِدَوَامِ الْإِتْبَاسِ
بَيْنَهُمَا أَوْ مِنَ الْكَاذِبَةِ الْمُشَبَّهَاتِ بِالصَّادِقَةِ
وَهِيَ قَضَايَا يَغْتَقِدُهَا الْعَقْلُ بِأَنَّهَا أَوَّلِيَّةٌ أَوْ
مَشْهُورَةٌ أَوْ مَقْبُولَةٌ أَوْ مُسَلَّمَةٌ لِمَكَانِ الْإِشْتِبَاهِ
بِهَا لَفْظًا أَوْ مَعْنَى فَتَوَرَّعُ فِي الْغَلْطِ وَهَذِهِ
الصَّنَاعَةُ كَاذِبَةٌ مُؤَوَّهَةٌ غَيْرُ نَافِعَةٍ بِالذَّاتِ نَعَمْ
هِيَ نَافِعَةٌ بِالْعَرَضِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَغْلُطُ وَلَا
يُغَالِطُ وَيَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُغَالِطَ غَيْرَهُ أَوْ أَنْ
يَمْتَحِنَ بِهَا أَوْ يُعَانِدَهُ وَ صَاحِبُ هَذِهِ الصَّنَاعَةِ
إِنْ قَابَلَ الْحَكِيمَ يُسَمَّى سُوفَسْطَانِيًّا وَهَذِهِ
الصَّنَاعَةُ سَنَسَطَةٌ أَيْ حِكْمَةٌ مُؤَوَّهَةٌ مُلَمَّعَةٌ
وَالَا فَيُسَمَّى مُشَاغِبِيًّا وَهَذِهِ مُشَاغِبَةٌ وَعَلَى
التَّقْدِيرَيْنِ فَصَاحِبُهُ غَالِطٌ فِي نَفْسِهِ مُغَالِطٌ لِغَيْرِهِ
وَصَنَاعَتُهُ مُغَالِطَةٌ وَهِيَ قِيَّاسٌ فَاسِدٌ إِمَّا مِنْ جِهَةِ
الْمَادَّةِ فَقَطُّ أَوْ مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ فَقَطُّ أَوْ كِلَيْهِمَا

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : قِيَّاسُ سَنَسَطِيٌّ এমন একটি কিয়াস যা ধারণামূলক কল্পিত মিথ্যা কতগুলো ধারণার সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- অনুভূত নয় এমন বিষয়কে অনুভূত বিষয়ের উপর কিয়াস করা। যথা- كُلِّ مَوْجُودٍ مُشَارٍ إِلَيْهِ (প্রত্যেক অস্তিত্বশীল বস্তু ইশারাযোগ্য) আওলিয়াতের সাথে কতগুলো ধারণার খুব মজবুত সামঞ্জস্য রয়েছে। আর যদি বিবেক ও শরিয়ত অগ্রাহ্য না করতো, তবে কল্পনা উভয়ের মধ্যে সার্বক্ষণিক অস্পষ্টতার হুকুম করত। অথবা এমন মিথ্যা কাযিয়া দ্বারা গঠিত যেগুলো সত্য কাযিয়ার সাদৃশ্য। তারা এমন এক প্রকার কাযিয়া যেগুলোর প্রতি বিবেক আওলিয়া অথবা সম্পন্ন কাযিয়া, অথবা গ্রহণীয় কাযিয়া, অথবা মুসাল্লামা হওয়ার ধারণা রাখে। যেহেতু তাদের সাথে শাদিক অথবা অর্থগত দিক দিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। অতএব এ সকল কাযিয়া ভুলের মধ্যে চালিয়ে দেয়। আর এ কিয়াসে সাফসাতী মিথ্যা হয়; যার বাহ্যিক সুন্দর কিন্তু জাতিগতভাবে উপকারী নয়। হ্যাঁ, সাময়িকভাবে উপকারী। কেননা, কিয়াসে সাফসাতী ওয়ালা নিজে ভুল করে না এবং অন্য কর্তৃক ভুলে নিপতিত হয় না। আর অন্যকে ভুলের মধ্যে নিপতিত করতে তা দ্বারা পরীক্ষা করতে, অথবা বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়। আর উক্ত বিষয়ের ধারক যদি বিচারকের সাথে মোকাবিলা করে, তবে তাকে সুফাস্তাই বলা হয়। অর্থাৎ এমন হেকমত যা কৃত্রিম করে সাজানো হয়েছে। অন্যথায় তাকে মোশাগিবীয়া বলা হয়। আর উক্ত বিষয়কে مُشَاغِبَةٌ আর উভয় অবস্থায় কিয়াসে সাফসাতী ওয়ালা নিজেই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত এবং অন্যকেও ভুলের মধ্যে পতিত করে। আর তার কিয়াসটি প্রতারণা আর তা ক্ষতিকর কিয়াস; হয়তো শুধু মাদ্দাহ হিসেবে অথবা শুধু আকৃতি হিসেবে অথবা উভয় হিসেবে।

শাস্তিক অনুবাদ : فَصَلِّ : الْقِيَّاسُ السَّنَسَطِيُّ কিয়াসে সাফসাতী قِيَّاسٌ এমন একটি কিয়াস যা গঠিত কতগুলো ধারণার সমন্বয়ে কতগুলো মিথ্যা (যেগুলো) ধারণামূলক কল্পিত মিথ্যা قِيَّاسٌ (যেগুলো) ধারণামূলক কল্পিত মিথ্যা مُخْتَرَعَةٍ لِلْوَهْمِ অনুভূত বিষয়ের উপর কিয়াস করা غَيْرِ الْمَحْسُوسِ যেমন- অনুভূত নয় এমন বিষয়কে কিয়াস করা كُلِّ مَوْجُودٍ مُشَارٍ إِلَيْهِ ইশারাযোগ্য কতগুলো ধারণার مُشَابَهَةً شَدِيدَةً খুব মজবুত সামঞ্জস্য রয়েছে। আর যদি বিবেক ও শরিয়ত অগ্রাহ্য না করত অথবা এমন মিথ্যা কাযিয়া দ্বারা গঠিত

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অনুশীলনী : التَّامِرِينَ

- ١- مَا هُوَ الْقِيَاسُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنِ الْقِيَاسَ بِالتَّفْصِيلِ .
- ٢- مَا هُوَ الشَّكْلُ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنِ شُرَاطِئَ إِنْتِاجِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ مُثَلًّا وَمُفَصَّلًا .
- ٣- بَيِّنِ شُرَاطِئَ إِنْتِاجِ الشَّكْلِ الثَّالِثِ مُثَلًّا .
٤. عَرِّفِ الْقِيَاسَ الْإِسْتِفْنَائِيَّ مُثَلًّا .
- ٥- عَرِّفِ التَّمْثِيلَ أَوَّلًا ثُمَّ بَيِّنِ طُرُقَ التَّمْثِيلِ مُثَلًّا .
- ٦- كَمْ مَرْجِعًا لِقِيَاسِ الْخَلْفِ؟ بَيِّنِ مُثَلًّا وَمُفَصَّلًا .
- ٧- بَيِّنِ أَقْسَامَ الْقِيَاسِ بِإِعْتِبَارِ الْمَادَّةِ .
- ٨- مَا مَعْنَى الْبُرْهَانِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنِ مُثَلًّا وَمُفَصَّلًا .
- ٩- كَمْ قِسْمًا لِلْبَدِئِيَّاتِ؟ بَيِّنِ مُثَلًّا وَمُفَصَّلًا .
- ١٠- عَرِّفِ الْقِيَاسَ الْجَدَلِيَّ وَالْقِيَاسَ الْخَطَاطِيَّ مُفَصَّلًا وَسَمَلًا .

فَصَلَ فِي أَسْبَابِ الْغَلَطِ : اِعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ
الْغَلَطِ مَعَ كَثَرَتِهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا
سُوُّ الْفَهْمِ فَقَطْ وَثَانِيَهُمَا اِشْتِبَاهُ الْكَوَازِبِ
بِالصَّوَادِقِ وَالْأَوَّلُ إِنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبِ انْغِمَاسِ
النَّفْسِ فِي ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ حَتَّى يَسْتَبِقْنَ
الْكَوَازِبَ صَادِقَةً بَلْ ضَرُورَتُهُ نَحْوُ كُلِّ مَا لَيْسَ
بِمُبْصِرٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ فَالْهَوَاءُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَأَمَّا
الثَّانِي فَفِيهِ تَفْصِيلٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَقَالَ بَعْضُ
الْمُحَقِّقِينَ تَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ عَدَمُ
التَّمْيِيزِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَشَبْهِهِ فَقَطْ -

فَصَلَ : عَدَمُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَشَبْهِهِ
يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَافِ وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ
بِالْمَعَانِي الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَعْنَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَافِ
قِسْمَانِ الْأَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَافِ لِأَمِنْ جِهَةِ
التَّرْكِيْبِ وَالثَّانِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَيْثُ
التَّرْكِيْبُ ثُمَّ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأَلْفَافِ مِنْ جِهَةِ الْأَوَّلِ
قِسْمَانِ الْأَوَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَافِ أَنْفُسُهَا وَذَلِكَ
بِأَن تَكُونُ الْأَلْفَافُ مُخْتَلِفَةً فِي الدَّلَالَةِ فَيَقَعُ فِيهِ
الِإِشْتِبَاهُ فَيَمَّا هُوَ الْمُرَادُ كَالْغَلَطِ الْوَاقِعِ بِسَبَبِ
كَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ مَعْنِيَيْنِ أَوْ
أَكْثَرٍ وَكَوْنِ أَحَدِ مَعَانِيهِ حَقِيقِيًّا وَالْآخَرِ مَجَازِيًّا
وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْإِسْتِعَارَةُ وَأَمْثَالُهَا وَكُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّى
بِالِإِشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ كَمَا تَقُولُ لِعَيْنِ الْمَاءِ هَذِهِ
عَيْنٌ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيُّ بِهَا الْعَالَمُ فَهَذِهِ
الْعَيْنُ يَسْتَضِيُّ بِهَا الْعَالَمُ أَوْ تَقُولُ زَيْدٌ أَسَدٌ وَكُلُّ
أَسَدٍ لَهُ مَخَالِبٌ فَزَيْدٌ لَهُ مَخَالِبٌ -

সম্মল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : ক্রটির কারণ
প্রসঙ্গ। জেনে রাখবে, ক্রটির কারণ অধিক হওয়া
সত্ত্বেও এর মৌলিক সম্পর্ক দু'টি বিষয়ের সাথে।
তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- শুধু নির্বুদ্ধিতা। আর দ্বিতীয়টি
হচ্ছে- সত্য উক্তির সাথে মিথ্যা উক্তির সাদৃশ্য।
প্রথমটি সৃষ্টি হয় অন্তর ও-এর আঁধারে আছন্ন
হওয়ার ফলে। অতএব, সে মিথ্যা বিষয়সমূহকেও
সত্য মনে করে; বরং আবশ্যকীয় মনে করে।
যেমন- **كُلُّ مَا لَيْسَ بِمُبْصِرٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ فَالْهَوَاءُ**-
لَيْسَ بِجِسْمٍ (প্রত্যেক ঐ বস্তু যা অগোচরীভূত, তা
দেহবিশিষ্ট নয়। অতএব, বাতাসও দেহবিশিষ্ট নয়)।
আর দ্বিতীয়টির বিস্তারিত আলোচনা সম্মুখে আসছে।
আর কিছু সংখ্যক বিশ্লেষক বলেন, এর মূল সম্পর্ক
একটি বিষয়ের সাথে; তা হচ্ছে- কোনো বস্তু ও তার
সদৃশের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা।

পরিচ্ছেদ : কোনো বস্তু ও তার সাদৃশ্যের মধ্যে
পার্থক্য না হওয়াটা শব্দের সাথে আর অর্থের সাথে
সংশ্লিষ্ট এ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার অর্থাৎ যার
সংশ্লিষ্টতা শব্দের সাথে, তা দু' প্রকার। প্রথমটি হলো
যা শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট গঠনের সাথে নয়। আর
দ্বিতীয়টি যা সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে গঠন হিসেবে।
অতঃপর প্রথম বিষয় শব্দের সাথে সংশ্লিষ্টতা দু'ভাগে
বিভক্ত। প্রথমটি যা সংশ্লিষ্ট স্বয়ং শব্দের সাথে। আর
তা এভাবে শব্দসমূহের নির্দেশনা বিভিন্নভাবে হবে।
তাতে উদ্দেশ্য কোনটি এ ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি
হবে। যেমন- কোনো দু' বা ততোধিক অর্থে
মুশতারিক হওয়ার কারণে ভুলের সৃষ্টি হয়ে থাকে
এবং শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি প্রকৃত ও
অপরটি রূপক হওয়ার কারণে ভুলের সৃষ্টি হয়ে
থাকে। **اِسْتِعَارَةٌ** তার সাদৃশ্য বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত
হবে। আর এ সবগুলোকে **اِسْتِرَاكِ لَفْظِي** বলা হয়।
যেমন- তুমি পানির ঝরনার সম্পর্কে বল, এটি একটি
عَيْن বা ঝরনা। আর প্রত্যেক **عَيْن** (সূর্য) দ্বারা বিশ্ব
নিখিল আলোকিত হবে। অতএব, এ ঝরনা (**عَيْن**)
দ্বারাও জগৎ আলোকিত হবে। অথবা তুমি বল,
যায়েদ সিংহ, আর প্রত্যেক সিংহের থাবা আছে।
অতএব, যায়েদেরও থাবা আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : **مَجَاز** এ অর্থকে বলা হয়, যার জন্য শব্দ গঠিত হয়নি, তবে যে অর্থের জন্য শব্দ গঠিত হয়েছে তার সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকায় শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন—**الْأَسَدُ** শব্দটি এটাকে প্রকৃতপক্ষে গঠন করা হয়েছে (বিশেষ হিংস্র জন্তু) সিংহের জন্য। তবে যদি কারো মধ্যে সিংহের ন্যায় বীরত্ব থাকে তাহলে এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে **مَجَاز** শব্দটি **الْأَسَدُ** অর্থে ব্যবহার করা হয়।

وَالْفَلَطُ فِي الْأَوَّلِ كَوْنُ لَفْظِ الْعَيْنِ مُشْتَرَكًا
 لَفْظِيًّا بَيْنَ عَيْنِ الْمَاءِ وَالشَّمْسِ وَفِي الثَّانِي
 كَوْنُ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْأَسَدِ عَلَى زَيْدٍ مَجَازِيًّا وَعَلَى
 الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرَسِ حَقِيقِيًّا وَالثَّانِي مَا
 يَتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَاظِ بِسَبَبِ التَّضَرُّفِ كِاشِتَبَاهِ
 الْوَاقِعِ فِي لَفْظِ الْمُخْتَارِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى
 الْفَاعِلِ كَانَ أَصْلُهُ مُخْتَارًا بِكُسْرِ الْبَاءِ وَإِذَا
 كَانَ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ كَانَ أَصْلُهُ مُخْتَارًا
 بِفَتْحِهَا أَوْ بِسَبَبِ الْإِعْجَامِ وَالْإِعْرَابِ كَمَا
 يَقُولُ الْقَائِلُ غُلَامٌ حَسَنٌ مِنْ غَيْرِ أَعْرَابٍ فَيُظَنُّ
 تَارَةً تَرْكِيبًا تَوْصِيفِيًّا وَالْأُخْرَى تَرْكِيبًا
 إِضَافِيًّا وَالْمُتَعَلَّقُ بِالْأَلْفَاظِ مِنْ جِهَةِ
 التَّرْكِيبِ فِيمَا بِالنَّظَرِ إِلَى اخْتِلَافِ الْمَرْجِعِ
 نَحْوُ مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمَا
 يَعْلَمُهُ فَإِنْ عَادَ الضَّمِيرُ إِلَى الْحَكِيمِ صَدَقَ
 وَإِلَّا كَذَبَ وَإِمَّا بِإِفْرَادِ الْمُرَكَّبِ نَحْوُ النَّارَنْجِ
 حُلُوِّ حَامِضٍ صَادِقٌ وَإِنْ أَفْرَدَ وَقِيلَ هَذَا حُلُوٌّ
 وَحَامِضٌ لَمْ يَصْدَقْ وَإِمَّا بِجَمْعِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ
 زَيْدٌ طَيِّبٌ وَمَاهِرٌ صَدَقَ وَإِنْ جُمِعَ وَقِيلَ زَيْدٌ
 طَيِّبٌ وَمَاهِرٌ كَذَبَ .

সরল অনুবাদ : আর প্রথমটির মধ্যে ভুল হলো, **عَيْن** শব্দটি ঝরনা ও সূর্যের মধ্যে শাব্দিকভাবে মুশতারিক। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে ভুলের কারণ হলো - **أَسَد** শব্দটি যায়েদের জন্য রূপক হিসেবে এবং হিংস্র জন্তুর জন্য **حَقِيقَةً** হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া।

আর দ্বিতীয় প্রকার যা সংশ্লিষ্ট শব্দের সাথে রূপান্তরের কারণে। যেমন- সন্দেহ যা **الْمُخْتَارُ** শব্দের মধ্যে হয়ে থাকে। কেননা, যদি এটি **فَاعِل** -এর অর্থে হয়, তবে এর আসল রূপ হবে **يَاء** - **مُخْتَبِرٌ** কাসরায়ুক্ত। আর যদি মাফউলের অর্থ হয়, তবে এর আসল রূপ হবে **يَاء** - **مُخْتَبِرٌ** ফাতাহযুক্ত। অথবা নুকতা ও ই'রাববিহীন হওয়ার দরুন। যেমন- বজা বলে **غُلَامٌ حَسَنٌ** ই'রাব ছাড়া, তখন একে কখনো **مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِي** ধারণা করা হবে আবার কখনো **مُرَكَّبٌ إِضَافِي** ধারণা করা হবে। আর যার সংশ্লিষ্টতা শব্দের সাথে তারকীব হিসেবে, তা হয়তো যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল হিসেবে হবে। যেমন- **مَا يَعْلَمُهُ الْحَكِيمُ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمَا يَعْلَمُهُ** (হাকীম যা জানে তদনুযায়ী আমল করে।) সুতরাং যদি যমীর হাকীমের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, তা সত্য হবে, নতুবা মিথ্যা হবে এবং যৌগিক বিষয়কে পৃথক করার দরুন। যেমন- **النَّارَنْجُ حُلُوٌّ حَامِضٌ** (নারাঙ্গী ফল টক-মিষ্টি) এটি সত্য। আর যদি ভিন্ন করে বলা হয় **هَذَا حُلُوٌّ وَحَامِضٌ** (এটি মিষ্টি ও টক) তবে সত্য হবে না। অথবা মুনফাসিলকে (ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে) একত্রিত করার দরুন। যেমন- **زَيْدٌ طَيِّبٌ وَمَاهِرٌ** (যায়েদ চিকিৎসক ও পারদর্শী) এটি সত্য। আর যদি একত্রিত করে বলা হয় - **"زَيْدٌ طَيِّبٌ وَمَاهِرٌ"** (যায়েদ সুদক্ষ চিকিৎসক) তবে এটি সত্য হবে না; বরং মিথ্যা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : **وَالْفَلَطُ فِي الْأَوَّلِ** আর প্রথমটির মধ্যে ভুল হলো **عَيْن** - **كَوْنُ لَفْظِ الْعَيْنِ** শব্দটি **مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا** ঝরনা ও সূর্যের মধ্যে শাব্দিকভাবে মুশতারিক। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে ভুলের কারণ হলো **كَوْنُ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْأَسَدِ عَلَى زَيْدٍ** যায়েদের জন্য **مَجَازِيًّا** রূপক হিসেবে এবং হিংস্র **وَعَلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرَسِ** জন্তুর জন্য **حَقِيقَةً** হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে, **حَكِيم** -এর যমীয়ে মমুসতাতিরযদি **يَعْلَمُ** -এর অর্থ^{১৭} **عِلْم** -এর আলোচনা : **فَإِنْ عَادَ الضَّيْمُ الْه** তবে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর যমীয়ে মানসূব **حَكِيم** -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না ; বরং তা **مَا** ইসমে মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ, উক্ত যমীয়ে মানসূব **حَكِيم** -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে বিরূপ অর্থের সৃষ্টি হবে।

فَصَلِّ : فِي الْأَغَالِيطِ الَّتِي تَقَعُ بِسَبَبِ الْمَعْنَى
وَهَذَا أَيْضًا أَقْسَامٌ لِأَنَّهَا إِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ أَوْ مِنْ
جِهَةِ الصُّورَةِ أَمَّا الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ كَمَا يَكُونُ
بَحِثٌ إِذَا رُتِّبَ الْمَعْنَى فِيهِ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ
صَادِقًا لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا وَإِذَا رُتِّبَ عَلَى وَجْهِ يَكُونُ
قِيَاسًا لَمْ يَكُنْ صَادِقًا كَقَوْلِكَ الْإِنْسَانُ نَاطِقٌ مِنْ
حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ وَلَا شَيْءٌ مِنَ النَّاطِقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ
نَاطِقٌ بِحَيَوَانٍ فَلَا شَيْءٌ مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَيَوَانٍ إِذَا مَعَ
إِعْتِبَارِ قَبْدٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ يَكْذِبُ الصُّغْرَى
وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْهَا يَكْذِبُ الْكُبْرَى وَإِنْ حُذِفَ مِنَ
الصُّغْرَى وَاتَّيَتْ فِي الْكُبْرَى يَلْزَمُ اخْتِلَالُ هَيْئَةِ
الْقِيَاسِ لِعَدَمِ الْإِشْتِرَاكِ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : অর্থগত কারণে
ভ্রমসমূহের প্রসঙ্গ। এটিও কয়েক ভাগে বিভক্ত। কেননা
এটি হয়তো গঠন হিসেবে হবে অথবা আকৃতি হিসেবে
হবে। গঠনগত কারণে যা হয় : তা এমন হবে যে,
অর্থসমূহকে এমন এক পন্থায় তারতীব দেওয়া হবে যে,
অর্থসমূহ সত্য হয় তবে কiyাস গঠিত হয় না। আর
যখন অর্থসমূহকে এমন এক পন্থায় বিন্যাস করা হয়
যে, কiyাস গঠিত হয়; কিন্তু অর্থসমূহ সত্য হয় না।
যেমন- তোমার উক্তি **الْإِنْسَانُ نَاطِقٌ** (মানুষ
বাকশক্তিসম্পন্ন) কেননা, **مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ** (এ
হিসেবে যে, সে বাকশক্তিসম্পন্ন) আর কোনো
বাকশক্তিসম্পন্ন বাকশক্তিসম্পন্ন হিসেবে প্রাণী নয়।
অতএব, কোনো মানুষ প্রাণী নয়; এ হিসেবে যে, সে
বাকশক্তিসম্পন্ন। কেননা, এ শর্ত ধর্তব্য হলে **صُغْرَى**
মিথ্যা হয়, আর উভয়টি হতে বাদ দিয়ে দিলে কুবরা
মিথ্যা হয়। আর যদি **صُغْرَى** হতে বাদ দেওয়া হয় আর
কুবরায় বহাল রাখা হয়, তবে **إِشْتِرَاكِ** না থাকার
কারণে কiyাসের গঠন প্রকৃতি বিঘ্নিত হয়।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَصَلِّ : فِي الْأَغَالِيطِ الَّتِي تَقَعُ بِسَبَبِ الْمَعْنَى অর্থগত কারণে ভ্রমসমূহের প্রসঙ্গ
এটিও কয়েকভাবে বিভক্ত **لِأَنَّهَا** কেননা, এটি **مِنْ جِهَةِ الْمَادَّةِ** হয়তো গঠন হিসেবে হবে অথবা আকৃতি
হিসেবে হবে **مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ** তা এমন হবে যে **رُتِّبَ** তারতীব দেওয়া হবে
অর্থসমূহকে এমন এক পন্থায় **يَكُونُ** অর্থসমূহ সত্য হয় তবে কiyাস
গঠিত হয় না **رُتِّبَ** আর যখন অর্থসমূহকে বিন্যাস করা হয় এমন এক পন্থায় **يَكُونُ** কiyাস গঠিত হয়
قِيَاسًا কিন্তু অর্থসমূহ সত্য হয় না **كَقَوْلِكَ** যেমন- তোমার উক্তি **الْإِنْسَانُ نَاطِقٌ** মানুষ বাকশক্তিসম্পন্ন
এ হিসেবে যে **مِنْ حَيْثُ** বাকশক্তিসম্পন্ন হিসেবে **هُوَ نَاطِقٌ** সে বাকশক্তিসম্পন্ন নয় **لَا شَيْءٌ مِنَ النَّاطِقِ** সে
প্রাণী **بِحَيَوَانٍ** অতএব কোনো মানুষ নয় **بِحَيَوَانٍ** প্রাণী **إِذَا مَعَ إِعْتِبَارِ قَبْدٍ** কেননা, এ শর্ত ধর্তব্য হলে **مِنْ حَيْثُ** এ
হিসেবে যে, সে বাকশক্তিসম্পন্ন **صُغْرَى** মিথ্যা হয় **وَمَعَ حَذْفِهِ عَنْهَا** আর উভয়টি হতে বাদ দিয়ে দিলে
কুবরা মিথ্যা হয় **وَإِنْ حُذِفَ** আর যদি বাদ দেওয়া হয় **صُغْرَى** হতে **إِشْتِرَاكِ** আর কুবরায় বহাল
রাখা হয় **يَلْزَمُ** আবশ্যক হবে **إِخْتِلَالُ** বিঘ্নিত হওয়া **الْقِيَاسِ** কiyাসের গঠন **لِعَدَمِ الْإِشْتِرَاكِ** ইশতিরাক না থাকার কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : **فِي الْأَغَالِيطِ** -এর **أَغْلُوطة** -এর বহুবচন। এর অর্থ-ধাঁধা। অত্র পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার এ
সকল ধাঁধা সম্পর্কে আলোচনা করবেন যা অর্থগত কারণে সৃষ্টি হয়।

এর আলোচনা : অর্থাৎ **مِنْ حَيْثُ هُوَ نَاطِقٌ** -এর শর্তটি কুবরা উভয়টিতে বহাল
রাখা হয়, তবে **صُغْرَى** মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। কেননা, "নাটক" -এর জন্য ফসল, আর "জীবান" -এর জিন্দ। আর কোনো
মাহিয়াতের জিন্দ হতে তার ফসলকে বিদূরীত করা বৈধ নয়। আর যদি সুগরা হতে বাদ দেওয়া হয়, আর কুবরায় বহাল রাখা হয়,
তবে উভয় মুকাদ্দামা সত্য হবে বটে, কিন্তু কiyাসের গঠন প্রকৃতি ঠিক থাকবে না। কেননা, তখন **حَدَّ أَوْسَطُ** সুগরা কুবরা উভয়টির
মধ্যে বিদ্যমান থাকে না। আর **حَدَّ أَوْسَطُ** উভয় মুকাদ্দামায় উল্লেখ না থাকলে নতীজা প্রকাশ পাবে না।

وَأَمَّا الَّتِي مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ فَكَمَا يَكُونُ
عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ نَاتِجَةٍ وَجَمِيعُ ذَلِكَ سُوءُ
التَّالِيفِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ الزَّمَانُ مُحِيطٌ بِالْحَوَادِثِ
وَالْفَلَكَ مُحِيطٌ بِهَا أَيْضًا يَنْتِجُ فَالزَّمَانُ هُوَ
الْفَلَكَ وَهُوَ شَكْلٌ ثَانٍ وَقَدْ فَاتَ فِيهِ شَرْطُ أَغْنَى
إِخْتِلَافِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ إِنْجَابًا وَسَلْبًا لِكُونِهِمَا
مُوجِبَتَيْنِ هَهُنَا وَالْآنَ نَذْكُرُ بَعْضَ الْمُغَالَطَاتِ
الَّتِي سَبَبَ وَقُوعِهَا فَسَادُ الصُّورَةِ فَنَقُولُ مَنْ
الْمُغَالَطَاتِ الصُّورِيَّةِ الْمَصَادِرَةُ عَلَى
الْمَطْلُوبِ نَحْوُ زَيْدٍ إِنْسَانٌ لِأَنَّهُ بَشَرٌ وَكُلُّ بَشَرٍ
إِنْسَانٌ وَمِنْهَا أَخَذَ مَا بِالْعَرَضِ مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ
نَحْوُ الْجَالِسِ فِي السَّفِينَةِ مُتَحَرِّكٌ وَكُلُّ
مُتَحَرِّكٍ لَا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ -

وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَكَرَّرُ الْاَوْسَطُ بِتَمَامِهِ كَمَا
يُقَالُ الْإِنْسَانُ لَهُ شَعْرٌ وَكُلُّ شَعْرٍ يَنْبُتُ يَنْتِجُ
الْإِنْسَانُ يَنْبُتُ فَإِنَّ الْاَوْسَطَ لَهُ الشَّعْرُ وَلَمْ يُجْعَلْ
بِتَمَامِهِ مَوْضُوعُ الْكُبْرَى وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونُ
الْاَوْسَطُ مُتَشَابِهًا فِي الْمُقَدَّمَتَيْنِ لِإِخْتِلَافِهِ
بِالنَّقْوَةِ وَالْفِعْلِ نَحْوُ قَوْلِهِ السَّائِكَةُ مُتَكَلِّمَةٌ
وَالْمُتَكَلِّمَةُ لَيْسَ بِسَائِكَةٍ يَنْتِجُ السَّائِكَةُ لَيْسَ بِسَائِكَةٍ

সরল অনুবাদ : আর আকৃতির দিক দিয়ে ক্রটি আসার কারণ। যেমন- قَبَاشُ এমন এক আকৃতির উপর গঠিত হওয়া যা ফলাফল প্রদান করে না। আর এ সমস্ত বিন্যাস শুদ্ধ না হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। যেমন- কারো উক্তি- যুগ বিপদাপদ বেষ্টনকারী। আর আকাশও তা বেষ্টনকারী। সুতরাং এর নতীজা হবে, যুগই আকাশ। এটি হলো শাকলে ছানী। এতে একটি শর্ত قَوْلُ হয়েছে। অর্থাৎ হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক হিসেবে মুকাদ্দামাদ্বয়ের পরস্পর একটি অপরটির বিপরীত হওয়া অপূরণ রয়েছে। কেননা, এখানে উভয়টি مُوجِبَةٌ বা ইতিবাচক। এখন আমরা এমন কিছু ক্রটিসমূহের কথা আলোচনা করবো যেগুলোর কারণ হলো আকৃতি অশুদ্ধ হওয়া। অতএব, আমরা বলবো যে, আকৃতির দিক দিয়ে ক্রটিসমূহের মধ্যে- ১. একটি হলো الْمَصَادِرَاتُ عَلَى الْمَطْلُوبِ। যেমন- 'যায়েদ মানুষ'। তন্মধ্যে ২. আরও একটি হলো- পরোক্ষ বিষয়কে প্রত্যক্ষ বিষয়ে মেনে নেওয়া। যেমন- 'নৌকায় আরোহী ব্যক্তি দোদুল্যমান। আর প্রত্যেক দোদুল্যমান ব্যক্তি এক স্থানে ঠিক থাকতে পারে না।' ৩. তন্মধ্যে আরো একটি হলো সম্পূর্ণ হৃদে আসওয়াত পুনঃ উল্লিখিত না হওয়া। যেমন বলা হয়- মানুষের চুল আছে। আর প্রত্যেক চুল উৎপন্ন হয়। নাতীজা হবে, অতএব মানুষ উৎপন্ন হয়। কেননা, হৃদে আওসাত لَهُ 'শَعْرٌ' - আর এর সম্পূর্ণটুকুকে কুবরার মাওযু' বানানো হয়নি। ৪. তন্মধ্যে আরও একটি হলো- মুকাদ্দামাদ্বয় حَدَّ اَوْسَطُ হিসেবে বিভিন্ন হওয়ার দরুন উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হওয়া। যেমন- নীরব ব্যক্তি বক্তা আর বক্তা নীরব নয়। নতীজা হবে- নীরব ব্যক্তি নীরব নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : আর ক্রটি আসার কারণ مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ আকৃতির দিক দিয়ে فَكَمَا যেমন- কিয়াস سُوءُ التَّالِيفِ এমন এক আকৃতির উপর وَجَمِيعُ ذَلِكَ যা ফলাফল প্রদান করে না। আর এ সমস্ত قَوْلِ الْقَائِلِ যেমন- কারো উক্তি الزَّمَانُ مُحِيطٌ بِالْحَوَادِثِ যুগ বেষ্টনকারী বিপদাপদ وَالْفَلَكَ আর আকাশও مُحِيطٌ بِهَا أَيْضًا তা বেষ্টনকারী يَنْتِجُ সুতরাং এর নতীজা হবে فَالزَّمَانُ هُوَ الْفَلَكَ যুগই আকাশ। এটি হলো শাকলে ছানী এতে ফওত হয়েছে شَرْطُ একটি শর্ত أَغْنَى অর্থাৎ مُقَدَّمَتَيْنِ মুকাদ্দামাদ্বয়ের

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর চতুর্থটি হলো, **حَدَّثَ أَوْسَطُ** এমন হওয়া যে, সুগরাতে **حَدَّثَ أَوْسَطُ** নেওয়া হয় এ কথা বুঝার জন্য যে **حَدَّثَ أَوْسَطُ** এ ধরনের হকুমের যোগ্যতা আছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হকুম সংঘটিত হয়নি। আর কুবরাতে **حَدَّثَ أَوْسَطُ** নেওয়া হয় এ জন্য যে, হকুম বাস্তব ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। যেমন উল্লিখিত উদাহরণে— নীরব ব্যক্তির কথা বলার যোগ্যতা আছে এ হিসেবে সে **مُكَلِّمٌ** - আর কুবরাতে বলা হয়েছে যে বাস্তব ক্ষেত্রে যে কথা বলে ; সে নীরব থাকে না। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে **حَدَّثَ أَوْسَطُ** এক ধরনের নয়, তাই কিয়াসে ক্রটি সৃষ্টি হয়েছে।

وَمِنْهَا اخْتِلَالُ التَّرَكِيبِ بِسَبَبِ شَيْءٍ وَقَعَ بِأَن
الْقَيْدَ مِنَ الْمَوْضُوعِ أَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ كَقَوْلِهِمْ
الْإِنْسَانُ وَحَدَهُ ضَاحِكٌ وَكُلُّ ضَاحِكٍ حَيَوَانٌ يَنْتِجُ
الْإِنْسَانُ وَحَدَهُ حَيَوَانٌ وَالْفَلَطُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَوْهَمٍ أَنَّ
لَفْظَةَ وَحَدَهُ جُزْءٌ مِنَ الْمَوْضُوعِ وَلَوْ جُعِلَ جُزْءٌ مِنَ
الْمَحْمُولِ وَقِيلَ الْإِنْسَانُ هُوَ وَحَدَهُ ضَاحِكٌ وَكُلُّ مَا هُوَ
وَحَدَهُ ضَاحِكٌ فَهُوَ حَيَوَانٌ لَصَدَقَتِ النَّتِيجَةُ لِأَنَّهَا
إِذَا ذَاكَ الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ فَالْفَلَطُ فِي هَذَا الْمِثَالِ
بِسَبَبِ سُوءِ إِعْتِبَارِ الْحَمْلِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْأَكْبَرُ
مَحْمُولًا عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ الْأَوْسَطِ فِي الْكُبْرَى وَ
ذَلِكَ كَمَا تَقُولُ كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ وَالْحَيَوَانُ عَامٌّ أَوْ
جِنْسٌ أَوْ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِي الْحَقِيقَةِ
فَيَنْتِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ عَامٌّ أَوْ جِنْسٌ أَوْ مَقُولٌ عَلَى
كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا
وَالسَّبَبُ فِي الْفَلَطِ إِنَّمَا هُوَ إِهْمَالُ كِلَيْتِهِ الْكُبْرَى إِذَا
الْكُبْرَى طَبْعِيَّةٌ فَلَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ -

وَمِنْهَا مَا يَقَعُ بِسَبَبِ مَا تَقَدَّمَ الرُّوَاطِ أَوْ
تَأَخَّرَهَا عَنِ السُّلُوبِ وَكَذَا تَقَدَّمَ الْجِهَةُ عَلَى
السُّلُوبِ وَتَأَخَّرَهَا عَنْهَا نَحْوُ زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ وَ
زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَبِالضَّرُورَةِ أَنْ لَا يَكُونَ وَلَيْسَ
بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ
لَا يَكُونَ وَتَكَثَّرَ السُّلُوبُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ مَرَاتِبَ
الشَّفْعِيَّةِ كَسَلْبِ سَلْبٍ وَسَلْبِ سَلْبٍ سَلْبِ سَلْبٍ
إثْبَاتٌ وَالْوَثْرِيَّةُ كَسَلْبِ سَلْبِ السُّلْبِ وَغَيْرَهَا سَلْبِ

সরল অনুবাদ : ৫. তন্মধ্যে আরও একটি এই যে, গঠনে ক্রটি যা শর্তটি কি মাওযু'-এর অন্তর্ভুক্ত অথবা মাহমুলের অন্তর্ভুক্ত ; এ সন্দেহের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- তাদের উক্তি 'শুধু মানুষই হাসে, আর সমস্ত যারা হাসে তারা প্রাণী। নাতীজা হবে, 'কেবল মানুষই প্রাণী'। এখানে ক্রটি সৃষ্টি হয়েছে এ সন্দেহে যে, শুধু 'ওহদে' শব্দটি মাওযু'-এর অংশ ধরা হয়েছে। আর যদি একে মাহমুলের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় আর বলা হয়, 'মানুষ শুধু হাসে' আর প্রতিটি ঐ বিষয় যা শুধু হাসে- তা প্রাণী। তবে নাতীজা অবশ্য সত্য হতো। কেননা, তখন নাতীজা হবে- মানুষ প্রাণী ; সুতরাং এ উদাহরণে ক্রটি এনেছে حمل ব্যতিক্রমের কারণে।

৬. তন্মধ্যে হতে আরও একটি হলো, কুবরাতে আকবর হদ্দে আওসাতের সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। আর এটি যেমন- তুমি বল 'সমস্ত মানুষ প্রাণী'। আর প্রাণী ব্যাপক অথবা جنس (জাতি) কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক এককের জন্য প্রযোজ্য নয়। অতএব নাতীজা হবে- প্রত্যেক মানুষ عام অথবা جنس কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট একাধিক أفراد-এর জন্য প্রযোজ্য। অথচ এটি স্পষ্টভাবে বাতিল। ক্রটির কারণ হচ্ছে- কুবরা কুলী হওয়ার শর্তকে শূন্য রাখা। কেননা, কুবরা قُضِيَّة طَبْعِيَّة। অতএব, হুকুম কার্যকর হবে না।

৭. তন্মধ্যে আরেকটি হচ্ছে, নেতিবাচক রাবেতার আগে পরে করার দরুন অথবা জিহাত আগে পরে করার দরুন সৃষ্ট ভুল। যেমন- زَيْدٌ وَ زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ এমনভাবে بِالضَّرُورَةِ أَنْ لَا يَكُونَ (হওয়া জরুরি নয়) ও (অবশ্যই হবে না) وَ لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ (হওয়া জরুরি নয়) ও (না হওয়া জরুরি নয়) নেতিবাচক বর্ণের আধিক্যও অত্র অধ্যায়েরই অন্তর্গত। কেননা, জোড় সংখ্যা বিশিষ্টগুলো ইতিবাচক, যেমন- سَلْبٌ না এর না এবং না-এর না, এর না, এর না। আর বিজোড় সংখ্যাবিশিষ্টগুলো নেতিবাচক। যেমন- না এর না এর না এবং এর ন্যায় অন্যান্যগুলোও (নেতিবাচক)।

শাস্তিক অনুবাদ : ৫. তন্মধ্যে আরো একটি এই যে, গঠনে ক্রটি وَقَعَ بِسَبَبِ شَيْءٍ এ সন্দেহের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে بِأَن الْقَيْدَ এভাবে যে, শর্তটি مِنَ الْمَوْضُوعِ কি মাওযু'-এর অন্তর্ভুক্ত অথবা মাহমুলের অন্তর্ভুক্ত

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-আলোচনা : আর ষষ্ঠি কিয়াসে যে **مُغْلَظَةٌ**-এর সৃষ্টি হয়েছে যে, কুবরার মাহমুলের হুকুম মাওযু'-এর এককসমূহের উপর নয়, যেমন- উল্লিখিত উদাহরণে সুগরাতে মানুষের প্রতিটি এককের উপর প্রাণী হওয়ার হুকুম ছাবেত হয়েছে। কিন্তু কুবরা **نُصْبَةٌ طَبَعِيَّةٌ**-এর মধ্যে মাওযু'-এর এককের উপর হুকুম হয় না; বরং মাওযু'-এর হাকীকতের উপর হুকুম হয়। সুতরাং সুগরাতে হদ্দে আওসাত হুকুম বহন করে মাওযু'-এর একক হিসেবে। আর কুবরার হদ্দে আওসাত হুকুম বহন করে হাকীকতের হিসেবে, কাজেই কুবরার **حَدَّ أَرْسَطُ** তার হুকুমকে সুগরার মাওযু' পর্যন্ত পৌছাতে পারবে না। তবে যদি কুবরার **حَدَّ أَرْسَطُ** ও তার সমস্ত এককের উপর হুকুম গ্রহণ করত; তা হলে হুকুম সুগরার দিকে পৌছাতে পারত। মোটকথা, প্রথম শাকলে নাতীজা পাওয়ার জন্য কুবরা কুল্লিয়া হওয়া শর্ত। আর উদাহরণে উক্ত শর্তটি ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, কুবরার হুকুম আরোপ করা হয়েছে প্রাণীর হাকীকতের উপর, কিন্তু তার **أَفْرَادُ**-এর উপর নয়। আর সুগরার হুকুম আরোপ করা হয়েছে 'মানুষের' প্রত্যেক ফরদের উপর। অতএব, উক্ত হুকুম **مُعْتَدَى** হতে পারে না। [অবশিষ্ট আলোচনা পরবর্তী পৃষ্ঠায়]

وَمِنْهَا أَخَذُ الْإِعْتِبَارَاتِ الدِّهْنِيَّةِ
وَالْمَحْمُولَاتِ الْعَقْلِيَّةِ أُمُورًا عَيْنِيَّةً كَمَا إِذَا
قِيلَ إِنَّ الْإِنْسَانَ كُلِّيَّ فَيُظَنُّ أَنَّهُ فِي الْأَعْيَانِ
كَذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ فَإِنَّ الْكَلِمَةَ
إِنَّمَا تَعْرِضُ الْأَشْيَاءَ فِي الدِّهْنِ دُونَ الْخَارِجِ
وَمِنْ هَذَا التَّحْقِيقِ يَنْحَلُّ اغْلُوطَةٌ أُخْرَى -

সরল অনুবাদ : ৮. তন্মধ্যে আর একটি হচ্ছে, কাল্পনিক বিষয় ও আকলীসহ মূলসমূহকে বাস্তব বিষয় ধরে নেওয়া। যেমন- যখন বলা হয় ‘মানুষ কুল্লী’ তখন ধারণা করা হলো যে, সে বস্তু জগতে এরূপ, অথচ এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, কুল্লী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় কল্পনা জগতে, বাহ্যিক ক্ষেত্রে নয়। এ বিশ্লেষণের দ্বারা অন্য একটি ত্রুটির সমাধান হয়ে যাবে।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : তন্মধ্যে আরেকটি হলো গণ্য করা الدِّهْنِيَّةِ কাল্পনিক বিষয় وَالْمَحْمُولَاتِ الْعَقْلِيَّةِ এবং মাহমূলসমূহকে যেগুলো বিবেকসম্মত الْمَوَلِكِ বিষয় হিসেবে إِذَا قِيلَ যেমন- যখন বলা হয় إِنَّ الْإِنْسَانَ كُلِّيَّ মানুষ কুল্লী فَيُظَنُّ তখন ধারণা করা হবে كَذَلِكَ أَنَّهُ সে বস্তুজগতে এরূপ وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ অথচ এ ধারণা ঠিক নয় فَإِنَّ الْكَلِمَةَ কেননা, কুল্লী হওয়ার বিষয়টি تَعْرِضُ الْأَشْيَاءَ সাব্যস্ত করে বস্তুগুলোকে فِي الدِّهْنِ কাল্পনিক জগতে دُونَ الْخَارِجِ বাহ্যিক ক্ষেত্রে নয় وَمِنْ هَذَا التَّحْقِيقِ এ বিশ্লেষণ দ্বারা يَنْحَلُّ সমাধান হয়ে যাবে اُخْرَى অন্য একটি ত্রুটির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

এ-এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে যে غَلَطِي-এর সৃষ্টি হয় তার সপ্তমটি হলো, رَابِعُهُ سَالِبُهُ-কে আগ পর করা অথবা جِهَاتِ سَالِبِهِ-কে আগ পর করা। যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ ; এ বাক্যটির মধ্যে রাবেতাটি (নেতিবাচক বর্ণ) لَيْسَ-এর পরে আসার দরুন মা’দুলায় পরিণত হয়েছে। আর زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ এ বাক্যে রাবেতাটি নেতিবাচক বর্ণের পূর্বে উল্লেখ হওয়ার দরুন সালিবায পরিণত হয়েছে। আর بِالضَّرُورَةِ أَنْ لَا يَكُونَ বাক্যে জিহাত সলবের পূর্বে উল্লেখ হওয়ার দরুন সালিবা হয়েছ। এমনিভাবে لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَكُونَ এটাও সালিবা তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটি مُمْتَنِع-এর ক্ষেত্রে: আর দ্বিতীয়টি مُتَعَيِّن ও مُتَعَيِّن উভয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

একাধিক নেতিবাচক বর্ণের সমাবেশও مُغَالَطَةٌ ضَرُورِيَّة-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিজোড় সংখ্যাবিশিষ্ট নেতিবাচক বর্ণ জোড় সংখ্যাবিশিষ্ট নেতিবাচকের স্থলে নেওয়া হবে না। কেননা, প্রথমটি দ্বারা ইতিবাচক হুকুম লাভ হয়; আর দ্বিতীয়টি দ্বারা নেতিবাচক হুকুম লাভ হয়। سَلْبٌ যদি জোড় হয় তবে তা দুটি হোক বা ততোধিক হোক তার নতীজَاتُ إِنْثَاءٌ-ই হবে। তবে এ إِنْثَاءٌ-এর উপর যদি পুনরায় سَلْبٌ নেওয়া হয়, তখন তার حُكْمٌ নেতিবাচকই হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনিভাবে سَلْبٌ যদি বিজোড় হয়, তবে তা একটি হোক বা একাধিক হোক তার حُكْمٌ নেতিবাচকই হবে। আর উক্ত সলবের উপর পুনরায় سَلْبٌ নেওয়া হলে তা দূরীভূত হয়ে إِنْثَاءٌ অর্জিত হবে।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

এ-এর আলোচনা : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে যে مُغَالَطَةٌ-এর সৃষ্টি হয় তার অষ্টমটি হলো, কাল্পনিক বিষয় ও বিবেক দ্বারা বিবেচ্য বিষয়গুলোকে বাস্তব বিষয় হিসেবে গণ্য করা। যেমন- الْإِنْسَانَ كُلِّيَّ এখানে ইনসানকে كُلِّي মেনে নেওয়া কাল্পনিক বিষয়। جُزْئِيَّةٌ ও كَلِمَةٌ এর সাথে কাল্পনিক গুণ হিসেবে গুণান্বিত যদি কেউ كَلِمَةٌ-কে خَارِجِي মনে করে, তাহলে সে ভুল করবে।

تَقْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ الْمُمْتَنِعُ مَوْجُودٌ لِأَنَّهُ إِنْ
 امْتَنَعَ شَيْءٌ فِي الْخَارِجِ لَكَانَ امْتِنَاعُهُ
 حَاصِلًا فِي الْخَارِجِ فَيَكُونُ الْمُمْتَنِعُ
 مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ فَيَلْزَمُ وَجُودُ الْمُمْتَنِعِ
 وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا وَجْهُ الْإِنْجِلَالِ أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ
 إغْتِبَارَ ذَهْنِيٍّ لَا يَلْزَمُ مِنْ إِيصَافِ شَيْءٍ بِهِ
 وَجُودُهُ فِي الْخَارِجِ لِيَلْزَمَ وَجُودُ الْمُتَصِفِ بِهِ
 فِي الْخَارِجِ - وَمِنْهَا أَخَذَ مِثَالِ الشَّيْءِ
 مَكَانَهُ كَمَا تَقُولُ لِمِثَالِ النَّارِ أَنَّهُ نَارٌ وَكُلُّ
 نَارٍ مُخْرِقٌ فَهُوَ مُخْرِقٌ وَهَذَا الْإِسْتِبَاهُ هُوَ
 الَّذِي اِحْتَجَّ بِهِ الْمُنْكَرُونَ لِلْوُجُودِ الذَّهْنِيِّ
 حَيْثُ قَالُوا لَوْ حَصَلَتْ الْأَشْيَاءُ بِأَنْفُسِهَا
 لَزِمَ اخْتِرَاقُ الذَّهْنِ عِنْدَ تَصَوُّرِ النَّارِ
 وَاخْتِرَاقُهُ عِنْدَ تَصَوُّرِ الْجَبَلِ وَإِيصَافُهُ
 بِالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ عِنْدَ تَصَوُّرِ هِمَا وَهَكَذَا
 وَحَلُّهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ أَخَذِ مَا بِالْعَرَضِ مَكَانَ
 مَا بِالذَّاتِ يَغْنَى أَنْ الْإِحْرَاقَ وَالْخَرَقَ
 وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَلْحَقُ الشَّيْءَ
 إِذَا وَجَدَ بِوُجُودِ أَصْلِي خَارِجِيٍّ وَلَيْسَتْ مِنَ
 الْعَوَارِضِ لِلْوُجُودِ الظَّلِيلِيِّ الذَّهْنِيِّ -

সরল অনুবাদ : তার বিবরণ এই যে, বলা হলো
 (অসম্ভব) বিদ্যমান। কেননা, কোনো বস্তু যদি
 বাস্তব জগতে অসম্ভব হয়, তবে তার অসম্ভব হওয়ার
 বিষয়টা বাস্তব জগতে লাভ হলো। অতএব, অসম্ভব বিষয়
 বাস্তব জগতে বিদ্যমান হবে। এতে অসম্ভব বিষয়ের অস্তিত্ব
 সাব্যস্ত হবে। আর এটি নিশ্চিত বাতিল। সমাধানের নিয়ম
 হলো এই যে, অসম্ভাব্যতা একটি কাল্পনিক বিষয়। এটা
 দ্বারা কোনো বস্তু গুণান্বিত হলে এতে তার বাস্তব জগতে
 বিদ্যমান হওয়া জরুরি নয়, যার ফলে তা দ্বারা গুণান্বিত
 বিষয় বাস্তব জগতে বিদ্যমান হওয়া জরুরি হবে। ৯.
 সংঘটিত ক্রটিসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, কোনো
 বস্তুর সাদৃশ্যকে বস্তুর স্থানে গণ্য করা। যেমন- তুমি বল,
 অগ্নির সাদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে 'এটি আগুন'। আর প্রত্যেক
 আগুন দহন করে। সুতরাং এটি দহন করে। আর এটি
 এমন একটি সংশয়, যা দ্বারা কাল্পনিক অস্তিত্বের
 অস্বীকারকারীগণ প্রমাণ উপস্থাপন করেন। কেননা, তারা
 বলে- যদি বস্তুসমূহ মস্তিষ্কে লাভ হয়, তবে আগুনের
 কল্পনা করার সময় মস্তিষ্ক জ্বালিয়ে দেওয়া অপরিহার্য হবে
 এবং পাহাড়ের কল্পনা করার সময় মস্তিষ্ক ফেটে যাবে।
 আর সাদা এবং কালো কল্পনা করার সময় মস্তিষ্ক ঐগুলো
 দ্বারা গুণান্বিত হয়ে যেত, এমনভাবে (উদাহরণ রয়েছে)।
 আর এ সন্দেহের সমাধান এই যে, অপ্রকৃত বিষয়কে
 প্রকৃত বিষয়ের স্থানে ধারণা করার নামান্তর, অর্থাৎ দাহন
 করা, ফেটে যাওয়া প্রভৃতি এমন কতগুলো গুণাবলি যা
 কোনো বস্তুর সাথে মিলিত হয়, যখন বস্তুটি তার প্রকৃত
 বাস্তব অস্তিত্বের সাথে পাওয়া যায়। আর এগুলো
 এমন গুণ নয়, যা কাল্পনিক অস্তিত্বের সাথে মিলিত হয়।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : إِن كُنَّا لَنَظُنُّ الْمُمْتَنِعَ بِأَنَّهُ مُوجُودٌ بِمَا هُوَ مُوجُودٌ فِي الْخَارِجِ لَكِنَّا نَقُولُ الْمُمْتَنِعُ مَوْجُودٌ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ بِأَنْفُسِهَا لَزِمَ اخْتِرَاقُ الذَّهْنِ عِنْدَ تَصَوُّرِ النَّارِ وَهَكَذَا وَحَلُّهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ أَخَذِ مَا بِالْعَرَضِ مَكَانَ مَا بِالذَّاتِ يَغْنَى أَنْ الْإِحْرَاقَ وَالْخَرَقَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَلْحَقُ الشَّيْءَ إِذَا وَجَدَ بِوُجُودِ أَصْلِي خَارِجِيٍّ وَلَيْسَتْ مِنَ الْعَوَارِضِ لِلْوُجُودِ الظَّلِيلِيِّ الذَّهْنِيِّ -

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দার্শনিকদের পক্ষ হতে উক্ত প্রশ্নের এ উত্তর দেওয়া হয় যে, কোনো বস্তুর মস্তিষ্কে যে আকৃতি লাভ হয় তা **وَفَنِي** বা কাল্পনিক আকৃতি যা **وَعَزْدَ ظَلْمِي** বা পরোক্ষ অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে অস্তিত্বশীল নয়।

وَمِنْهَا أَخَذَ جُزْءَ الْعِلَّةِ مَكَانَ الْعِلَّةِ كَمَا
إِذَا حَمَلَ سَبْعُونَ رَجُلًا حَجْرًا ثَقِيلًا
سَبْعِينَ فَرَسًا مَثَلًا فَيُتَوَهُمُ أَنَّ الْوَاحِدَ
مِنْهُمْ يَحْمِلُهُ فَرَسًا وَاحِدًا وَمِنْهَا إِجْرَاءُ
طَرِيقِ الْأُولَوِيَّةِ عِنْدَ الْإِخْتِلَابِ كَمَا تَقُولُ
الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِأُولَى بِإِضَافَةِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ
مِنَ الْعُضْفُورِ بَعْدَ مَا اشْتَرَكَا فِي
الْحَيَوَانِيَّةِ .

সরল অনুবাদ : ১০. তন্মধ্যে হতে আরেকটি হচ্ছে,
عِلَّة -এর অংশবিশেষকে স্বয়ং عِلَّة -এর স্থলাভিষিক্ত করা।
যেমন- যখন সত্তর জন লোক একটি ভারি পাথর সত্তর ফরসখ
বহন করতে পারে, তখন এ ধারণা হতে পারে যে, তন্মধ্যে
হতে এক ব্যক্তি তা এক ফরসখ বহন করতে পারবে।
১১. আর তন্মধ্যে হতে আর একটি হচ্ছে- মতান্তরের
সময় শ্রেষ্ঠতর পথ অবলম্বন করা। যেমন- তোমার উক্তি-
মানুষ এবং চড়ুই পাখি প্রাণী হওয়ায় মধ্যে শরিক হওয়ায় মানুষ
আত্মার বিবেচনায় প্রাণী হিসেবে উত্তম নয়।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : (সংঘটিত ক্রটিসমূহের) আরেকটি হলো أَخَذَ جُزْءَ الْعِلَّةِ ইল্লতের অংশবিশেষকে স্থলাভিষিক্ত
করা كَمَا ইল্লতের স্থানে যেমনভাবে إِذَا حَمَلَ سَبْعُونَ رَجُلًا যখন সত্তর জন লোক বহন করতে পারে حَجْرًا ثَقِيلًا
একটি ভারি পাথরকে مَثَلًا উদাহরণস্বরূপ سَبْعِينَ فَرَسًا সত্তর ফরসখ তখন ধারণা করা হবে الْوَاحِدَ مِنْهُمْ তাদের
প্রত্যেকেই إِجْرَاءُ পাথরটিকে এক ফরসখ দূরত্ব পর্যন্ত বহন করতে পারে وَمِنْهَا সংঘটিত (ক্রটিসমূহের) আরেকটি
হলো طَرِيقِ الْأُولَوِيَّةِ উত্তমতার পথ অবলম্বন করা عِنْدَ الْإِخْتِلَابِ মতবিরোধের সময় كَمَا تَقُولُ যেমন- তোমার উক্তি
الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِأُولَى মানুষ উত্তম নয় بِإِضَافَةِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ মানবাত্মার বিবেচনায় عُضْفُورٍ চড়ুই পাখি থেকে مَا اشْتَرَكَا
উভয়ে অংশীদার হওয়ার পর فِي الْحَيَوَانِيَّةِ প্রাণী হওয়ার মাঝে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ-এর আলোচনা : قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَخَذَ جُزْءَ الْعِلَّةِ مَكَانَ الْعِلَّةِ الْخ

ক্রটিসমূহের দশম প্রকার : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ক্রটিসমূহের মধ্যে দশমটি হলো, ইল্লতের অংশবিশেষকে
ইল্লতের স্থানে ব্যবহার করা। যেমন- যদি কোনো ভারি পাথরকে সত্তরজন মানুষ সত্তর ফরসখ (দূরত্ব) পর্যন্ত বহন করতে সক্ষম হয়,
তবে স্বাভাবিকভাবেই একটি ধারণা আসে যে, এক ব্যক্তি এক ফরসখ পরিমাণ বহন করেছে। অথচ একজনের পক্ষে তা বহন করা কখনো
সম্ভব নয়। কারণ, এক ব্যক্তি ৭০ ব্যক্তির একাংশ। যে কার্য সকলে মিলে সম্পাদন করে তা সকলের একাংশ দ্বারা সমুদিত হওয়া জরুরি
নয়। অথচ এ কিয়াসে পাথর বহনকারীদের একাংশের জন্য বহন সাব্যস্ত করেছে।

এই আলোচনা : قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَخَذَ إِجْرَاءُ طَرِيقِ الْأُولَوِيَّةِ عِنْدَ الْإِخْتِلَابِ الْخ

ক্রটিসমূহের একাদশ প্রকার : কিয়াসের আকৃতিগত দিক থেকে ক্রটিসমূহের মধ্যে একাদশটি হলো, মতবিরোধের
সময় শ্রেষ্ঠত্বের পথ অবলম্বন করা। যেমন- উল্লিখিত উদাহরণে نَاطِقٍ হওয়ার দিক দিয়ে মানুষ ও চড়ুই পাখি কোনো দিন সমকক্ষ নয়;
বরং চড়ুই পাখির মধ্যে নাভিকের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তারপরও একটিকে উত্তম বলা বা উত্তম না বলার মধ্যে ক্রটি সৃষ্টি করে।

وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مِنْ قِلَّةِ الْمَبَالَاتِ
بِالْحَيْثِيَّاتِ وَتَرْكِ الْأَعْتِنَاءِ بِهَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ
كُلُّ أَبْيَضٍ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَةِ الْبَيَاضِ وَزَيْدٌ
أَبْيَضٌ فَيَلْزَمُ دُخُولُ الْبَيَاضِ فِي حَقِيقَتِهِ
وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِيهِ أَنَّ الْبَيَاضَ دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ
الْأَبْيَضِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ أَبْيَضٌ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ
حَيَوَانٌ وَإِنْسَانٌ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ مُمَائِلُ الْمُمَائِلِ
مُمَائِلٌ نَحْوُ الْإِنْسَانِ مُمَائِلٌ لِلنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَةُ
مُمَائِلَةٌ لِلْحَجَرِ فِي كَوْنِهِ غَيْرَ ذِي نَفْسٍ فَيَلْزَمُ
كَوْنُ زَيْدٍ جَمَادًا وَوَجْهُ التَّغْلِيظِ فِيهِ أَنَّ
مُمَائِلَةَ النَّخْلَةِ لِلْإِنْسَانِ فِي أَمْرِ وَهُوَ الطُّوْلُ
مَثَلًا وَ مُمَائِلَتُهَا لِلْحَجَرِ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَمِمَّا
يُوقَعُ فِي الْغَلَطِ أَخْذُ الْعَدَمِ الْمُقَابِلِ لِلْمَلَكَةِ
مَكَانَ الضِّدِّ وَالنَّقِيضِ كَالسُّكُونِ فَرَأَيْتَهُ عَدَمُ
الْحَرَكَةِ عَمَّا مِنْ شَانِهِ أَنْ يَتَحَرَّكَ كَالْأَعْمَى
فَإِنَّهُ عَدَمُ الْبَصَرِ عَمَّا مِنْ شَانِهِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا
فَيُظَنُّ أَنَّ الْمَجْرَدَاتِ سَاكِنَةٌ وَالْجِدَارُ أَعْمَى .

সম্মত অনুবাদ : ১২. তন্মধ্যে হতে আরেকটি হলো
ঐ মগাল্পতা যা বিভিন্ন দিকসমূহের প্রতি জরুপ কম
করার দরুন এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য না নেওয়ার দরুন
হয়। যেমন- কোনো বস্তুর বক্তব্য, প্রত্যেক সাদা বস্তু
শুভতার হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত। আর যাদের শ্বেতবর্ণ।
অতএব, যাদের মূল সত্তাতে শ্বেত বর্ণতার অন্তর্ভুক্ত
হওয়া অপরিহার্য হবে। এর মধ্যে ভুলের সংকেত
হচ্ছে- শুভতা সাদার বোধগম্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য
যে, তা সাদা এ হিসেবে নয় যে, তা প্রাণী ও মানুষ।

১৩. তন্মধ্যে হতে আরেকটি হলো তাদের উক্তি-
সাদৃশ্যের সাদৃশ্য সাদৃশ্যই হয়। যেমন- মানুষ
খিজুরবৃক্ষের সাদৃশ্য। আর খিজুরবৃক্ষ প্রাণহীন হিসেবে
পাথর সদৃশ। অতএব, যাদের জড় পদার্থ হওয়া
অপরিহার্য হবে। এতে ভুলের কারণ হলো, খিজুরবৃক্ষ
মানুষের সাদৃশ্য কোনো এক বিষয়ে- তা হলো দীর্ঘ
হওয়া। আর পাথরের সাদৃশ্য হওয়া অন্য এক বিষয়ে।

আর যে সমস্ত কারণে ক্রটির মধ্যে পতিত হয়,
তন্মধ্যে একটি হলো عَدَم (অস্তিত্বহীনতা) যা
যোগ্যতার বিপরীত, তাকে বিপরীত ও নকীযের
স্থলাভিষিক্ত করা। যেমন- স্থিরতা। কেননা, স্থিরতা
অর্থ এমন বস্তুর নড়াচড়া না হওয়া, যার নড়াচড়া করার
ক্ষমতা রয়েছে। যেমন- অন্ধ। অন্ধ অর্থ- এমন
ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি না থাকা, যার দৃষ্টিশক্তি থাকার
অধিকার রয়েছে। অতএব, ধারণা করা হবে যে,
দেহহীন বস্তু স্থির এবং দেয়াল অন্ধ।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : তন্মধ্যে হতে আরেকটি (ক্রটি) হলো مَا وَقَعَ যা হয়ে থাকে مِنْ قِلَّةِ الْمَبَالَاتِ চিন্তা কম করার
কারণে বিভিন্ন অবস্থার দিকে تَرْكِ الْأَعْتِنَاءِ মনোযোগ না দেওয়ার কারণে بِهَا সেগুলোর প্রতি الْقَائِلِ যেমন-
কোনো বস্তুর বক্তব্য كُلُّ أَبْيَضٍ প্রত্যেক সাদা বস্তুই অন্তর্ভুক্ত শুভতার হাকীকতের মধ্যে وَزَيْدٌ أَبْيَضٌ আর
যাদের শ্বেতবর্ণ فَيَلْزَمُ অতএব আবশ্যিক হবে دُخُولُ الْبَيَاضِ শুভতার প্রবেশ তার প্রকৃতির মাঝে وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ فِيهِ
আর এতে ভুলের উৎপত্তি হলো أَنَّ الْبَيَاضَ دَاخِلٌ যে শুভতা অন্তর্ভুক্ত শুভতার মাফহমের মধ্যে مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ
এদিক থেকে যে, তা সাদা لَا مِنْ حَيْثُ এদিক থেকে নয় যে أَنَّهُ حَيَوَانٌ وَإِنْسَانٌ তা প্রাণী এবং মানুষ وَمِنْهَا আরেকটি তন্মধ্যে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কারণ, মজারবাদ এ পর্যায়ের নয় যে, এটা দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে পারে। সত্যরাং এটা একমাত্র প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য।

وَمِنَ الْمُغَالَطَاتِ الْمَشْهُورَةِ قَوْلُهُمْ لَا
يُمْكِنُ تَخْصِيلُ مَجْهُولٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ
إِذَا حَصَلَ فَيَسَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مَطْلُوبُكَ فَلَا بُدَّ مِنْ
بَقَاءِ الْجَهْلِ أَوْ وُجُودِ الْعِلْمِ قَبْلَهُ حَتَّى تَعْرِفَ
أَنَّهُ هُوَ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَمْتَنِعُ تَخْصِيلُهُ أَمَّا
عَلَى الْأَوَّلِ فَلِإِسْتِحَالَةِ مَعْرِفَتِهِ إِذَا وَجَدَ وَأَمَّا
عَلَى الثَّانِي فَلِلْمُتَنَاعِ تَخْصِيلِ الْحَاصِلِ وَالْجَوَابُ
أَنَّ الْمَطْلُوبَ مَعْلُومٌ مِنْ وَجْهِ وَمَجْهُولٌ مِنْ وَجْهِ
فَبَعْدَ حُصُولِ الْمَجْهُولِ يُعْلَمُ بِالْوَجْهِ الْمَعْلُومِ
أَنَّ خُصَصَ أَنَّهُ الْمَطْلُوبُ وَهَذَا كَمَثَلِ عَبْدٍ ابْنِ
إِذَا وَجَدَ فَإِنَّهُ كَانَ مَعْلُومَ الذَّاتِ مَجْهُولَ
الْمَكَانِ فَبَعْدَ مَا وَجَدَ عَرَفْتَ بِمَا كُنْتَ عَارِفًا
بِهِ مِنْ ذَاتِهِ وَصُورَتِهِ أَنَّهُ أَبَيْكَ -

اغْلُوطَةٌ : لَوْ لَمْ يَصْدُقْ قَضِيَّةٌ لَمْ يَصْدُقْ
زَيْدٌ قَائِمٌ وَكُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قَائِمٌ صَدَقَ
نَقِيضُهُ أَعْنَى زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ يَنْتِجُ كُلَّمَا لَمْ
يَصْدُقْ قَضِيَّتُهُ صَدَقَ زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ مَعَ أَنَّهَا
قَضِيَّةٌ مِنَ الْقَضَايَا

সরল অনুবাদ : প্রসিদ্ধ মুগালাতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মানতিকীদের উক্তি “অজানা বিষয় জানা অসম্ভব”। কেননা, অজানা বিষয় জানার পর তুমি কিভাবে জানা যাবে যে, এটিই তোমার লক্ষ্য। সুতরাং এখনও সেই অজ্ঞতা থেকে যাবে। অথবা তা লাভ হওয়ার পূর্বেই তার জ্ঞান লাভ হতে হবে, যাতে বুঝায় যায় একমাত্র তাই লক্ষ্য। উভয় অবস্থাতেই তা লাভ করা অসম্ভব। প্রথম অবস্থা হিসেবে এ জন্য যে, লাভ হওয়ার পর তা জানা অসম্ভব। আর দ্বিতীয় অবস্থা হিসেবে এ জন্য যে, অর্জিত বিষয় অর্জন করা অসম্ভব। তার জবাব এই যে, লক্ষ্য কিছুটা জানা ও কিছুটা অজানা। অতএব লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পর বিশেষ জানা পন্থায় অবগত হওয়া যাবে যে, এটিই লক্ষ্য। এর উদাহরণ হলো “পলাতক গোলাম” যখন (পলায়ন করার পর পুনরায়) পাওয়া যায়। কেননা, তা ব্যক্তি হিসেবে জানা ছিল, কিন্তু তার স্থান অজানা ছিল। অতএব তা হস্তগত হওয়ার পর তোমার যে তার সত্তা গঠন প্রকৃতি জানা ছিল; তার সাহায্যে জানতে পারলে যে, এ-ই তোমার পলাতক কৃতদাস। সংশয় একটি যদি কোনো قَضِيَّة সত্য না হয়, তাহলে যাদেদ দণ্ডায়মান আছে কথাটি সত্য হবে না। আর যখন যাদেদ দণ্ডায়মান আছে সত্য না হয়, তাহলে তার نَقِيض অর্থাৎ যাদেদ দণ্ডায়মান নয়, সত্য হবে। এর নাতীজা হবে যখনই قَضِيَّة সত্য না হয় তখনই যাদেদ দণ্ডায়মান নয় সত্য হবে। অথচ এটাও একটি قَضِيَّة।

শাস্তিক অনুবাদ : وَمِنَ الْمُغَالَطَاتِ الْمَشْهُورَةِ আর প্রসিদ্ধ مُغَالَطَة ওলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে قَوْلُهُمْ মানতিকীদের উক্তি لَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় تَخْصِيلُ مَجْهُولٍ অজানা বিষয়কে জানা لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَجْهُولَ কেননা, এ অজানা বিষয়টি إِذَا যখন অর্জিত হবে مِنْ بَقَاءِ الْجَهْلِ অজ্ঞতার অস্তিত্ব থাকা فَلَا بُدَّ সুতরাং জরুরি হবে تَعْرِفَ অর্জিত হওয়ার পূর্বেই যাতে বুঝা যায় أَنَّهُ هُوَ যে একমাত্র উদ্দেশ্য عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ এ উভয় অবস্থায় يَمْتَنِعُ তা লাভ করা অসম্ভব أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ প্রথম অবস্থায় এ জন্য যে فَلِإِسْتِحَالَةِ مَعْرِفَتِهِ তার পরিচয় জানা অসম্ভব إِذَا وَجَدَ লাভ হওয়ার পর وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ জন্য যে فَلِلْمُتَنَاعِ অর্জিত বিষয় পুনরায় অর্জিত হওয়া অসম্ভব وَالْجَوَابُ এর উত্তর হলো أَنَّ الْمَطْلُوبَ উদ্দিষ্ট বস্তুটি

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উত্তর : উত্তরের সারমর্ম হলো, কুবরায় যে সমস্ত অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো যদি বাস্তব হয় তবে এগুলোর সত্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু **حَدَّثَ أَوْسَطُ** টা -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না : কেননা **صُغْرَى** -এর হুকুম আরোপ হয়েছে কাল্পনিক অবস্থার ভিত্তিতে। আর যদি কুবরার অবস্থাগুলোকে ব্যাপক ধরা হয়, যার মধ্যে বাস্তব অবাস্তব উভয় প্রকার शामिल, তবে উক্ত অবস্থায় **حَدَّثَ أَوْسَطُ** টা -এর অন্তর্ভুক্ত হবে বাটে : কিন্তু তখন **كُبْرَى** -এর **كِبَرٌ** হওয়া স্বীকার্য নয়। অতএব, এ অবস্থায়ও নাটীজা প্রকাশ পাবে না। কারণ, কল্পিয়াতে কুবরার শর্ত অপূরণ রয়েছে।

وَالْحَلُّ أَنَّ التَّقَادِيرَ الْمَاخُودَةَ فِي الْكُبْرَى
 أَعْنَى قَوْلِكَ كُلَّمَا لَمْ يَصْدُقْ زَيْدٌ قَائِمٌ صَدَقَ نَقِيضُهُ
 أَعْنَى زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ إِنْ كَانَتْ وَاقِعِيَّةً فَصَدَقَهَا
 مُسَلَّمٌ وَلَكِنْ لَا إِنْ دَرَجَ إِذَا الْحُكْمُ فِي الصُّغْرَى
 إِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّقَادِيرِ الْفَرْضِيَّةِ الْغَيْرِ الْوَاقِعِيَّةِ
 ضَرُورَةٌ أَنْ عَدَمَ صَدَقَ قَضِيَّةٍ مِنَ الْقَضَايَا مِنْ
 الْمُتَمَتِّنَاتِ ضَرُورَةٌ أَنْ قَوْلُنَا الْوَاجِبُ مَوْجُودٌ أَوْ
 سَمِيعٌ أَوْ بَصِيرٌ وَاجِبُ الصَّدَقِ فَيَكُونُ عَدَمُ صَدَقِهَا
 مُحَالًا وَإِنْ كَانَتْ تَقَادِيرُ الْكُبْرَى أَعْمَ مَنَعْنَا الْكُلِّيَّةَ
 إِذَا كَذَبَ الشَّيْءُ إِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ صَدَقَ نَقِيضِهِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ
 فَإِنَّهُ جَازَ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُحَالِ أَنْ يَكْذِبَ النَّقِيضَانِ
 مَعًا لِأَنَّ الْمُحَالَ جَازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَ مُحَالًا آخَرَ -

وَيَقْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْأَغْلُوطَةِ الْمُغَالَطَةُ الْعَامَّةُ
 الْوَرُودُ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ يَثْبُتَ بِهَا أَى مَطْلُوبُ
 أَرَدَتْ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا فَتَقُولُ الْمُدَّعَى ثَابِتٌ
 لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا كَانَ نَقِيضُهُ
 ثَابِتًا وَكُلَّمَا كَانَ نَقِيضُهُ ثَابِتًا كَانَ شَيْءٌ مِنْ
 الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا يَنْتَجِ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُدَّعَى ثَابِتًا
 كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا وَيَنْعَكِسُ بِعَكْسِ
 النَّقِيضِ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا كَانَ
 الْمُدَّعَى ثَابِتًا مَعَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ هَذَا خَلْفُ
 وَتَحْيِرُ الْعُقَلَاءِ فِي حِلِّهِ فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ إِنَّا لَا
 نُسَلِّمُ أَنَّ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةَ تَنْعَكِسُ بِهَذَا الْعَكْسِ
 إِلَى هَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ كَيْفَ وَالشَّيْئَانِ فِي الْأَصْلِ
 وَالْعَكْسِ مُخْتَلِفَانِ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ -

সরল অনুবাদ : মীমাংসা হলো, كُبْرَى তে যে
 সমস্ত বিধি নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমরা উক্তি- যখনই
 'যায়েদ দণ্ডায়মান' এটা সত্য না হয়, তখনই এর
 'যায়েদ দণ্ডায়মান নয়' এটা সত্য হবে।
 অর্থাৎ 'যায়েদ দণ্ডায়মান নয়' এটা সত্য হবে।
 যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু
 এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ,
 যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু
 এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ,
 যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু
 এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ,
 যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু
 এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ,
 যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু
 এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ,
 যদি তা বাস্তবিক হয়, তবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু
 এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার্য নয়। কারণ,

আর উক্ত ধাঁধার-ই পাশাপাশি হচ্ছে-
 الْمُغَالَطَةُ الْعَامَّةُ الْوَرُودُ। যা দ্বারা সত্য হোক বা মিথ্যা
 হোক; যে কোনো লক্ষ্য প্রমাণ করতে পারবে। অতএব তুমি
 বলবে, দাবি প্রমাণিত। কেননা, যদি দাবি প্রমাণিত না হয়,
 তবে তার নَقِيض প্রমাণিত হবে। আর যখনই তার নَقِيض
 প্রমাণিত হবে, তখনই বস্তুসমূহের কোনো একটি বস্তু
 প্রমাণিত হবে। এর নাতীজা হবে যদি দাবি প্রমাণিত না হয়,
 বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয় প্রমাণিত হবে। এর
 عَكْس হবে : যদি বিষয়সমূহের কোনো একটি
 বিষয় প্রমাণিত না হয়, তবে দাবি প্রমাণিত হবে। অথচ তাও
 বিষয়সমূহের একটি বিষয়। তা 'খালফ' তথা বিরোধপূর্ণ
 বিষয়। জ্ঞানীগণ তা সমাধান করতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়
 হয়ে পড়েছেন। কেউ বলেন, আমরা এ কথা স্বীকার করবো
 না যে, উক্ত শর্তিয়া এ আকসের সাথে শর্তিয়ার عَكْس হয়।
 আর তা কিরূপে হতে পারে? অথচ বিষয়দ্বয় উমূম ও খুসুস
 হিসেবে আসল ও আকসের মধ্যে বিপরীতমুখি।

সংশ্লিষ্ট আশোচনা

আর **خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ** অর্থাৎ নাকীষ বিদূরিত হলে এর দাবি প্রমাণিত হবে। অতএব, আকল মিথ্যা হবে, আর এর ফলে নাতীজ্ঞাও প্রমাণিত হবে। উক্ত খালফ কিয়াসের কারণে সৃষ্টি হতে পারে না। যেহেতু উক্ত কিয়াস ফলপ্রসূ হওয়া **بَيِّنٌ**। এমনিভাবে মুকাদ্দমাভয়ের কারণেও হতে পারে না। অতএব তা সুস্পষ্ট যে উক্ত খালফের সৃষ্টি হয়েছে, দাবিকে না মেনে তার নাকীযের দাবি মানার কারণে। যে কারণে সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, উক্ত দাবি সত্য আর নাকীযের দাবি মিথ্যা বা ভ্রান্ত।

بَلْ عَكْسُ هَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ قَوْلُنَا كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ
 ذَلِكِ الشَّيْءُ ثَابِتًا كَانَ الْمُدْعَى ثَابِتًا وَهُوَ حَقٌّ وَإِنْ
 شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ أَنَّ عَكْسَ تِلْكَ الشَّرْطِيَّةِ
 لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ ثَابِتًا فِي ضَمَنِ
 نَقِیْضِ الْمُدْعَى كَانَ الْمُدْعَى ثَابِتًا وَمِنْ مُجِيبٍ
 يُجِيبُ بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ فِي الْعَكْسِ مُحَالٌ وَالْمُحَالُ
 جَازٍ أَنْ يَسْتَلْزِمَ نَقِیْضُهُ فَلَا خَلْفَ وَقَدْ وَقَعَ
 الْإِطْنَابُ فِي تَفْصِيلِ هَذَا الْبَابِ لِمَا أَنَّ الرِّسَائِلَ
 الْمُدَوَّنَةَ فِي هَذَا الْفَنِّ الَّتِي جَرَتْ فِي زَمَانِ هَذَا
 عَادَةً فَرِثَتْهَا خَالِيَةً عَنْ تَفْصِيلِ بَابِ الْمُغَالَطَةِ
 فَرَأَيْتُ أَنْ أُوسِّحَ بِذِكْرِهِ رِسَالَتِي هَذِهِ لِتَكُونَ نَافِعَةً
 لِلْمُتَعَلِّمِينَ مُفِيدَةً لِلطَّالِبِينَ .

فَصَلِّ : وَلَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِحْدَى
 مُقَدَّمَتَي الْقِيَاسِ غَيْرَ بُرْهَانِيَّةٍ بَلْ كَانَتْ جَدَلِيَّةً
 أَوْ خُطَابِيَّةً أَوْ شِعْرِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا كَانَ الْقِيَاسُ أَيْضًا
 غَيْرَ بُرْهَانِيٍّ وَكَذَا الْكَلَامُ فِي الْقِيَاسِ الْجَدَلِيِّ
 وَنَظَائِرِهِ وَبِالْجُمْلَةِ الْمُؤَلَّفُ مِنَ الرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ
 وَهَهُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ الصَّنَاعَاتِ الْخَمْسِ وَبِهِ تَمَّ
 مَقَاصِدُ الْفَنِّ بِنَوْعَيْهِ اعْنَى الْمَوْصِلَ إِلَى
 التَّصَوُّرِ وَالْمَوْصِلَ إِلَى التَّصْدِيقِ .

خَاتِمَةٌ : لِكُلِّ عِلْمٍ ثَلَاثُ أُمُورٍ أَحَدُهَا الْمَوْضُوعُ
 وَهُوَ مَا يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ عَوَارِضِهِ أَوْ لَوَاجِحِهِ
 الذَّاتِيَّةِ كَبَدَنِ الْإِنْسَانِ لِعِلْمِ الطِّبِّ وَالْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ
 لِعِلْمِ النَّحْوِ وَالْمِقْدَارِ الْمُتَّصِلِ لِعِلْمِ الْهِنْدَسَةِ وَالْمَعْلُومِ
 التَّصَوُّرِيِّ وَالْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِيِّ لِصَّنَاعَتِي هَذِهِ -

عَكْسُ : এর উক্ত শর্তিৎ-এর উক্ত হাছে, আমাদের উক্তি- যখনই উক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হবে না, তখনই আমাদের দাবি প্রমাণিত হবে, আর এটাই সত্য। আর যদি চাও তবে অন্য এক পন্থায় বলতে পার যে, উক্ত শর্তিয়ার আকস হাছে যদি দাবির নকিয প্রসঙ্গে বিষয়সমূহের কোনো একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, তবে দাবি প্রমাণিত হবে। আর কোনো জবাবদাতা এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, আকসের মুকাদ্দমা মহাল (অসম্ভব)। আর মহাল (অসম্ভব) দ্বারা এর নকিয সাব্যস্ত হতে পারে। অতএব ‘খালফ’ সাব্যস্ত হবে না। এ অধ্যায়ের আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেছে। কারণ, উক্ত বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ যেগুলো সাধারণত বর্তমানে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে গৃহীত সেগুলোতে আমি দেখেছি মুগালাতা অধ্যায় শূন্য। তাই উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমার এ পুস্তিকাটি সুসজ্জিত করা সমীচীন মনে করলাম, যাতে ছাত্রদের জন্য উপকারী ও বিদ্যাব্বেষীদের জন্য ফলপ্রসূ হয়।

পরিচ্ছেদ : এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, যদি কিয়াসের মুকাদ্দমাঘরের (কিয়াসের দু’ অংশের) এক মুকাদ্দমা (এক অংশ) বুরহানী না হয়, বরং জাদালী অথবা খেতাবী অথবা শে’রী অথবা অন্য কিছু হয়, তবে উক্ত কিয়াস ও গায়রে বুরহানী হবে। এমনভাবে কিয়াসে জদলী ও তার নজীরসমূহের ক্ষেত্রে একই কথা। মোটকথা, راجح (প্রবল) ও مرجوح (অপ্রবল) সমন্বয়ে কিয়াস مرجوح বা অপ্রবল হবে। এখানে পঞ্চ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হলো। আর এর দ্বারাই এ বিষয়ের উভয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ অজ্ঞাত تصور (তাসাক্কুর)-এর দিকে পৌছানকারী এবং অজ্ঞাত تصديق (এর দিকে উপাদানকারী এমন বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হলো।

পারিশিষ্ট আলোচনা : প্রত্যেক শাস্ত্রের জন্যই তিনটি বিষয় রয়েছে, তন্মধ্যে একটি موضوع বা আলোচ্য বিষয়; আর তা ঐ বিষয় যার সত্তাগত অবস্থা সম্পর্কে কোন শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। যেমন- মানবদেহ চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য, শব্দ ও বাক্য নাহশাস্ত্রের জন্য, অবিচ্ছেদ্য পরিমাণ ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের জন্য এবং জানা تصور ও জানা تصديق এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কُلَّمَا لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ الشَّيْءُ أَوْ نَقِصُ الدَّعَى ثَابِتًا كَانَ الدَّعَى ثَابِتًا

অত্র আকসটি সঠিক। কারণ, দাবির নাকীয সাব্যস্ত হওয়ার সময় তার দাবি সাব্যস্ত হতে হয়। নয়তো একই সময় দুটি **نَقِيض** বিদূরিত হওয়া অত্যাশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং আমরা যে আকসের কথা বলেছি তা গ্রহণ করা হলে অভিযোগ বিদূরিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় উত্তর : আমরা যদি স্বীকার করে নেই যে, আকসের শব্দ **عَام** তথা ব্যাপক হয়ে নাটীজার নাকীয এবং তার বিপরীতকে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু **عَام**-এর বাস্তবায়ন কোনো না কোনো খাসের অধীনে থাকা জরুরি: সুতরাং অত্র আমটিও নাটীজার নাকীযের আওতায় বাস্তবায়ন হবে। এ কারণে **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ نَائِبًا كَانَ الْمُدْعَى نَائِبًا** এর মধ্যে **شَيْءٌ** দ্বারা নাটীজার নাকীযকে উদ্দেশ্য করা হবে। সুতরাং **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ** এর অর্থ হবে **لَوْ لَمْ يَكُنْ نَائِبًا** এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ।

তৃতীয় উত্তর : আকসের মুকাদ্দাম অসম্ভব। কারণ, **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ** প্রমাণিত না হওয়া **وَاجِبُ الْوُجُودِ** বিদ্যমান থাকা আর অন্যান্য অনেক কিছু প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) কিভাবে শুদ্ধ হয়। সুতরাং **مَقْدَمٌ مَحَالٌ** ও তার নাকীযের আবশ্যকীয় হওয়া শুদ্ধ হবে। এ কারণে **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ نَائِبًا** মুকাদ্দামটি জরুরি হয়েছে **كَانَ الْمُدْعَى نَائِبًا** যা মুকাদ্দামের নাকীয। কারণ, **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ** দু'টিই এক। সুতরাং যেভাবে **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ** বলার সময় **مَقْدَمٌ** এবং **نَائِبٌ**-এর মধ্যে প্রত্যেকটির একটি অপরটির নাকীয **كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ** বলার সময়ও একটি অপরটির **نَقِيض** হবে। কেননা, সেই দাবিও **لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ**-এর একটি।

فَضِيَّة এর আলোচনা : উল্লেখ্য যে, কiyাসের এক **فَضِيَّة** ইতিবাচক ও অপর **فَضِيَّة** নেতিবাচক হলে নাটীজা নেতিবাচক হবে। তদ্রূপ এক **فَضِيَّة** কুল্লিয়া ও অপর **فَضِيَّة** জুযয়ী হলে নাটীজা জুযয়ী হবে। তদ্রূপ কiyাসের একাংশ যদি বুরহানী হয় আর অপরাংশ বুরহানী না হয়; তাহলে কiyাসের নাটীজা বুরহানী হবে না। অনুরূপভাবে যে যে কiyাসের এক **فَضِيَّة** খেতাবী হয় ও অপর **فَضِيَّة** শেরী হয়; তা হলে এর নাটীজা শেরী হবে। মোটকথা, দুই **فَضِيَّة** দ্বারা কiyাস গঠিত হবে। তন্মধ্যে যা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অপেক্ষাকৃত কম সম্পর্ক রাখে, নাটীজা সে অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ নাটীজা দুর্বল কাযিয়ার অনুপাতে বের হয়।

قَوْلُهُ مُؤَلَّفٌ مِنَ الرَّاجِعِ এর আলোচনা : উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি হলো **صَنَاعَتٌ**-কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক হয়নি। কেননা, উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটিকে অপরটির সাথে মিলালে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাও একটি স্বতন্ত্র প্রকারে পরিণত হবে। অতএব, **صَنَاعَتٌ**-এর প্রকার আরো অধিক হবে। উক্ত প্রশ্নের জবাব এই যে, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুকাদ্দমার সমন্বয়ে গঠিত কiyাস নিকৃষ্ট মুকাদ্দমা হিসেবে আখ্যায়িত হয়। যেমনিভাবে কiyাসের নাটীজা তার নিকৃষ্ট মুকাদ্দমা হিসেবে প্রকাশ পায়। অতএব, ঐটির প্রকার এর চেয়ে অধিক হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক শাস্ত্রেই তিনটি বিষয় অপরিহার্য। তন্মধ্যে একটি হলো, **مَوْضُوع** বা আলোচ্য বিষয়। আদ্যম সিরাজী বলেন, **مَوْضُوع** কোনো শাস্ত্রের অংশ বিশেষ হওয়া প্রশংসনীয় নয়। কারণ, **مَوْضُوع** দ্বারা যদি তার **تَصْدِيق** উদ্দেশ্য হয়, তবে তা শাস্ত্রের অংশবিশেষ এ কথা স্বীকার্য নয়। আর যদি **مَوْضُوع** দ্বারা তার **تَنْصُرُ** উদ্দেশ্য হয়, তবে তা **مَبَادِي**-এর অন্তর্ভুক্ত।

التَّمَرُّنُ : অনুশীলনী

১- أَسْبَابُ الْفَلَطِ كَمْ هِيَ؟ وَمَا هِيَ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا.

২- فَصِّلِ الْأَغَائِطَ الَّتِي تَقَعُ بِسَبَبِ الْمَعْنَى.

৩- مَا مَعْنَى اغْلُوطَةٍ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَبْحَثُ عَنْ وُجُودِ
الْمَوْضُوعِ وَلَا يَبْحَثُ عَنْ مَا هِيَ فِي الْعِلْمِ
الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ فَلَا يَبْحَثُ الطَّبِيبُ عَنْ
بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ أَوْ جِسْمٌ نَامٍ
أَوْ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ وَلَا النَّحْوِيُّ عَنِ حَقِيقَةِ
الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ
عِلْمِ الطَّبِيبِ الْجِسْمَ الْمُطْلَقَ وَكَانَ صَاحِبُ
هَذَا الْفَنِّ يُورِدُ مَبَاحِثَ الْهَيْوَلَى وَالصُّورَةِ فِي
الطَّبَعِيَّاتِ أَشْكَلَ عَلَيْهِ أَنَّ الْهَيْوَلَى وَالصُّورَةَ
مِنْ أَجْزَاءِ الْجِسْمِ وَمَقُومَاتِهِ فَكَيْفَ يُورِدُ هَذِهِ
الْمُبَاحِثُ فِي الطَّبَعِيَّاتِ وَاعْتَذَرَ مِنْ قِبَلِهِ أَنَّ
هَذِهِ الْمُبَاحِثَ اسْتَطْرَادِيَّةٌ .

সরল অনুবাদ : আর তাও জেনে নেওয়া সমীচীন যে, কোনো শাস্ত্রে এর আলোচ্য বিষয়ের অস্তিত্ব এবং এর **مَاهِيَّت** (মূলসত্তা) সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। সুতরাং ডাক্তার মানুষের দেহ সম্পর্কে এ হিসেবে আলোচনা করবেন না যে, তার দেহ অস্তিত্বশীল অথবা বৃদ্ধি পায় এমন দেহ অথবা বিবেকশালী প্রাণী। এমনভাবে নাহবিদরা শব্দ ও বাক্যের হাকীকত নিয়ে আলোচনা করবেন না। এ কারণেই **عِلْمٌ طَبِيعِي** (ইলমে তাবয়ী)-এর আলোচ্য বিষয় যখন **جِسْمٌ مُطْلَقٌ** (সাধারণ শরীর)। আর উক্ত শাস্ত্রবিদগণ **عِلْمٌ طَبِيعِي** (শরীর বিদ্যাতে) **فِيَوَلِي** (মূলধাতু)-এর আকৃতির আলোচনা করেন। তাই তাদের উপর এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে যে, **فِيَوَلِي** এবং **صُورَةٌ** শরীরে অংশ এবং এর উপাদান, তাহলে কিভাবে শরীর বিদ্যাতে এর আলোচনা করা হলো? তাদের পক্ষ হতে এ আপত্তি পেশ করা হলো যে, উক্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَحَدُهُا الْمَوْضُوعُ الْخ -এর আলোচনা : প্রত্যেকটি শাস্ত্রের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য। একটি হলো **مَوْضُوع** তথা আলোচ্য বিষয়। আব্বাসী সিরাজী বলেন, **مَوْضُوع** কোনো শাস্ত্রের অংশবিশেষ হওয়া প্রশংসনীয় নয়। কারণ, যদি **مَوْضُوع** দ্বারা তার **تَصْدِيق** উদ্দেশ্য হয়, তখন এটা শাস্ত্রের অংশবিশেষ হবে; এটা অনস্বীকার্য আর যদি **مَوْضُوع** দ্বারা তার **تَصْوَر** উদ্দেশ্য হয় তখন এটা **مَبَادِي**-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَتَانِيَهَا مَبَادِيهِ وَالْمَبَادِي مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ
الْمَسَائِلُ وَهِيَ إِمَّا تَصَوُّرِيَّةٌ أَوْ حُدُودٌ تُورَدُ
لِمَوْضُوعِ الصَّنَاعَةِ وَأَجْزَائِهِ وَجُزْئِيَّاتِهِ وَأَعْرَاضِهِ
الذَّاتِيَّةِ أَوْ تَصْدِيقِيَّةٌ وَهِيَ الْمُقَدَّمَاتُ الَّتِي
تُؤَلَّفُ مِنْهَا قِيَاسَاتُهُ إِمَّا بِدَيْهِيَّةٍ وَتُسَمَّى
الْعُلُومُ الْمُتَعَارَفَةُ أَوْ غَيْرُ بَدَيْهِيَّةٍ بَلْ نَظَرِيَّةٌ
مُسَلَّمَةٌ فَإِنْ كَانَ التَّسْلِيمُ عَلَى سَبِيلِ حُسْنِ
الظَّنِّ مِمَّنْ أَلْقَاهُ إِلَيْهِ تُسَمَّى أُصُولًا مَوْضُوعَةً
فَإِنْ كَانَ التَّسْلِيمُ مَعَ الْإِسْتِغْنَاءِ يُسَمَّى
مُصَادَرَةً وَتَالِثُهَا الْمَسَائِلُ وَهِيَ الَّتِي اشْتَمَلَ
الْعِلْمُ عَلَيْهَا وَبُحَاوُلُ اثْبَاتِهَا بِالذَّلِيلِ .

সম্মল অনুবাদ : আর দ্বিতীয়টি এর মাবাদী বা ভূমিকা। আর ভূমিকা এমন একটি বিষয় যার উপর গ্রন্থের মাসআলাসমূহের ভিত্তি। আর সূচনা **تَصَوُّرِيَّةٌ** হবে অর্থাৎ এমন বিষয় যেগুলো শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তার অংশসমূহ, তার জুযয়ীসমূহ ও তার সত্তাগত অবস্থার জন্য নেওয়া হয়। অথবা **تَصْدِيقِيَّةٌ** হবে, তাহলে এমন সব উপাদান যা দ্বারা কিয়াসসমূহ বদীহী হবে, তখন এ ধরনের উপাদানসমূহের নাম হবে **عُلُومٌ مُتَعَارَفَةٌ** (পরিচিত জ্ঞান)। অথবা গায়রে বদীহী তথা নাযারী হবে, যা স্বীকার্য। আর যদি যার কাছে উপাদানগুলো পেশ করা হবে, তার কাছে তা উত্তম ধারণার সাথে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তাদেরকে **أُصُولٌ مَوْضُوعَةٌ** বলা হয়। আর যদি তার অপছন্দের সাথে মেনে নেওয়া হয় তাহলে তাদেরকে **مُصَادَرَةٌ** বলা হয়।

আর তৃতীয়টি বিদ্যার মাসায়েল এগুলো এমন বিষয় যেগুলোকে সংযোজিত করে এবং যেগুলো দলিলের সাহায্যে ছাবেত করার ইচ্ছা করা হয়।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : **وَتَانِيَهَا** আর (তিনটি বিষয়ের) দ্বিতীয়টি হলো **مَبَادِيهِ** তার মাবাদী তথা ভূমিকা **وَالْمَبَادِي** আর মাবাদী হলো **مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ** (এমন একটি বিষয়) যার উপর নির্ভর করে **الْمَسَائِلُ** বিধানাবলি **تَصَوُّرِيَّةٌ** সেগুলো হয়তো তাসাক্কুরী হবে অর্থাৎ এমন বিষয় **الصَّنَاعَةِ** যেগুলো আলোচ্য বিষয়ের জন্য নেওয়া হয় এবং তার অংশসমূহের জন্য **وَجُزْئِيَّاتِهِ** এবং তার জুযয়ীয়াতের জন্য **الذَّاتِيَّةِ** এবং তার সত্তাগত বিষয়াবলির জন্য **أَوْ تَصْدِيقِيَّةٌ** অথবা সেগুলো **إِمَّا** তাসাদীকী হবে **الْمُقَدَّمَاتُ** এবং সেগুলো এমন সব উপাদান **مِنْهَا** যা দ্বারা রচনা করা হয় **قِيَاسَاتُهُ** তার কিয়াসসমূহ **أَوْ غَيْرُ** অথবা **بَدَيْهِيَّةٌ** সেগুলো হয়তো বাদীহী হবে **وَتُسَمَّى** আর এর নাম রাখা হয় **الْعُلُومُ الْمُتَعَارَفَةُ** উল্মে মুতা'রিফা হিসেবে **بَدَيْهِيَّةٌ** অথবা গাইরে বাদীহী হবে **بَلْ** বরং **نَظَرِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ** স্বীকার্য নাযারী হবে **فَإِنْ كَانَ** যদি মেনে নেওয়া হয় **عَلَى** **الظَّنِّ** সুধারণা থাকার দরুন **مِمَّنْ أَلْقَاهُ إِلَيْهِ** বক্তার প্রতি **تُسَمَّى** নাম রাখা হয় **أُصُولًا مَوْضُوعَةً** 'উসূলে মাওযু' হিসেবে **مُصَادَرَةً** মুসাদারা হিসেবে **فَإِنْ كَانَ** আর যদি মেনে নেওয়া হয় **مَعَ الْإِسْتِغْنَاءِ** সংকোচ মনে **يُسَمَّى** নাম রাখা হয় **مُصَادَرَةً** মুসাদারা হিসেবে **وَتَالِثُهَا** আর তৃতীয় (অপরিহার্য) বিষয়টি হলো **الْمَسَائِلُ** মাসায়েলসমূহ **وَهِيَ** এ সকল মাসআলা **اشْتَمَلَ** সংযোজিত করে **الْعِلْمُ** যেগুলোকে শাস্ত্র **وَبُحَاوُلُ** এবং ইচ্ছা করা হয় **اثْبَاتِهَا** যেগুলো সাব্যস্ত করার **بِالذَّلِيلِ** দলিলের সাহায্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর আলোচনা : প্রত্যেক শাস্ত্রেরই তিনটি বিষয় অপরিহার্য। তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি মাবাদী। মাবাদী অর্থ-মূল। যার উপর কোনো বিষয় নির্ভর করে। কোনো শাস্ত্রের মাবাদী এই সমস্ত বিষয়, যেগুলোর উপর উক্ত শাস্ত্রের বিধিসমূহ নির্ভরশীল। হয়তো তা **تَصَوُّرِيَّةٌ** হবে অথবা **تَصْدِيقِيَّةٌ** হবে। এ গুলো এমন মুকাদ্দমা যা দ্বারা এর কিয়াসসমূহ গঠিত হয়। এ গুলো হয়তো বাদীহী হবে, এগুলোকে **عُلُومٌ مُتَعَارَفَةٌ** বলা হয়। অথবা গায়রে বাদীহী হবে, বরং নাযারী হবে, যা স্বীকার্য। এ জন্য বলা হয় যেহেতু এ গুলো সর্বজন বিদিত।

فَصَلِّ : فِي الرُّؤُوسِ الثَّمَانِيَةِ اعْلَمْ أَنَّ
الْقَدَمَاءَ كَانُوا يَذْكُرُونَ فِي مَبَادِي الْكُتُبِ
أَشْيَاءَ ثَمَانِيَّةٍ وَيُسَمُّونَهَا الرُّؤُوسَ الثَّمَانِيَّةَ
أَحَدَهَا الْغَرَضُ اعْنَى الْعِلَّةَ الْغَائِبَةَ لِئَلَّا يَكُونَ
النَّاظِرُ عَابِثًا وَثَانِيهَا الْمَنْفَعَةُ لِیَتَسَهَّلَ
عَلَيْهِ الْمَشَقَّةُ فِي تَحْصِيلِهِ وَثَالِثُهَا
التَّسْمِيَةُ اعْنَى عُنْوَانَ الْعِلْمِ لِیَكُونَ عِنْدَ
النَّاظِرِ إِجْمَالُ مَا يُفَصِّلُهُ الْغَرَضُ وَرَابِعُهَا
الْمُؤَلِّفُ لِیَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ وَخَامِسُهَا
أَنَّهُ فِي أَى مَرْتَبَةٍ هُوَ لِيُعْلَمَ عَلَى أَى عِلْمٍ
يَجِبُ تَقْدِيمُهُ وَعَنْ أَى عِلْمٍ يَجِبُ تَاخِيرُهُ .

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আটটি প্রধান বিষয়াবলি প্রসঙ্গ : জেনে রাখো যে, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ কিতাবের শুরুতে আটটি বিষয় উল্লেখ করতেন এবং সেগুলোকে **الرُّؤُسُ الثَّمَانِيَّةُ** বা অষ্টশির নামে আখ্যায়িত করতেন। তন্মধ্যে একটি **الْفَرْصُ** (উদ্দেশ্য) অর্থাৎ **الْعِلَّةُ الْغَايِيَّةُ** (সর্বশেষ কারণ)। যাতে অধ্যয়নকারী অনর্থক কাজ না করে। দ্বিতীয়টি **الْمَنْفَعَةُ** (উপকারিতা)। যাতে তা অর্জন করতে যে কষ্টের সম্মুখীন হয় তা লাঘব হয়। তৃতীয়টি **التَّنْصِيهُ** (নামকরণ)। অর্থাৎ শাস্ত্রের শিরোনাম। যাতে অধ্যয়নকারী উদ্দেশ্যের সাহায্যে যা বিস্তারিত জানতে পারবে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানতে পারে। চতুর্থটি গ্রন্থকার। যাতে ছাত্রের চিন্তা শান্ত হয়। পঞ্চমটি এর স্থান বা মর্যাদা। যাতে জানতে পারে যে, তা কোন শাস্ত্রের পূর্বে আনয়ন করা জরুরি এবং কোন শাস্ত্রের পরে আনয়ন করা জরুরি।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিতাবের প্রারম্ভে আটটি বিষয় উল্লেখ করেন এবং সেগুলো
 -এর আলোচনা : **قَوْلُهُ الرَّؤُوسُ الثَّمَانِيَّةُ** -এর বহুবচন। অর্থ- শির বা মাথা। যেহেতু মাথার ন্যায় উক্ত
 'رؤوس ثمانية' বা 'অষ্টশির' নামে আখ্যায়িত। আর 'رؤوس' শব্দটি 'رأس' -এর বহুবচন। অর্থ- শির বা মাথা। যেহেতু মাথার ন্যায় উক্ত
 বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ অথবা মাথার ন্যায় এগুলোও সর্বাত্মক থাকে, তাই এগুলোকে 'رؤوس ثمانية' বা অষ্টশির বলা হয়। যথা- ১.
 উদ্দেশ্য, ২. উপকারিতা, ৩. নামকরণ, ৪. গ্রন্থকার; যাতে ছাত্রের চিন্তা শান্ত হয়, ৫. স্থান বা মর্যাদা, ৬. এটা কোন প্রকারের শাস্ত্র, ৭.
 বিভক্ত করা, ৮. শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ।

(গ্রন্থকার বলেছেন,) আমি ফযলে ইমাম খায়রাবাদী বলছি যে, পূর্ববর্তী ওলামা এবং পরবর্তী আলিমদের গ্রন্থ ও বাণীসমূহ হতে এ গ্রন্থে আমার যা কিছু একত্রিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, তন্মধ্যে এটাই হলো সর্বশেষ আলোচনা। এ গ্রন্থ সংকলন করার উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের সম্মুখে কোনো বিষয়কে অতি সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপন করা। হে অনুগ্রহী শিক্ষার্থী! তোমরা যদি এ সংক্ষিপ্ত সংকলনটিতে উপস্থিত জ্ঞানের সাহায্যে সামান্য উপকারও লাভ কর, তাহলে আমার জন্য শুভ মৃত্যু এবং জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তির জন্য দোয়া করতে ভুল করো না। অমৃত তা'আলা আমাদের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর প্রারম্ভে পরিসমাপ্তিতে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (সর্ব অবস্থায় করুণার বারি বর্ষা করুন, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি সর্ব বিদ্য প্রতিপালক।

[illegible]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অনুশীলনী : التَّحْرِينُ

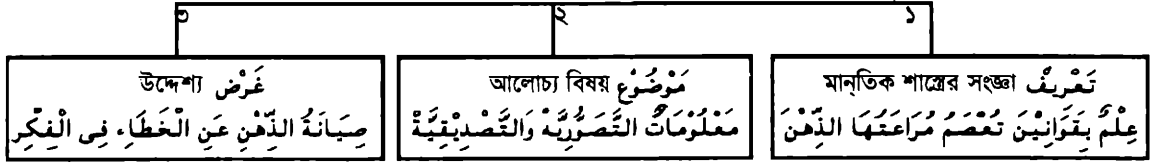
- ١- مَا هِيَ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي لَا بُدَّ لِكُلِّ عَالِمٍ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .
٢- بَيِّنِ الرُّؤُوسَ الثَّمَانِيَةَ مُفَصَّلًا .
٣- بَيِّنْ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ فَضْلِ الْإِمَامِ خَيْرِ أَبَاوَيْ وَخِدْمَاتِهِ فِي عِلْمِ الْمَنْطِقِ .

এক নজরে মিরকাত

১ নং চিত্র

الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَقْدَمَةِ

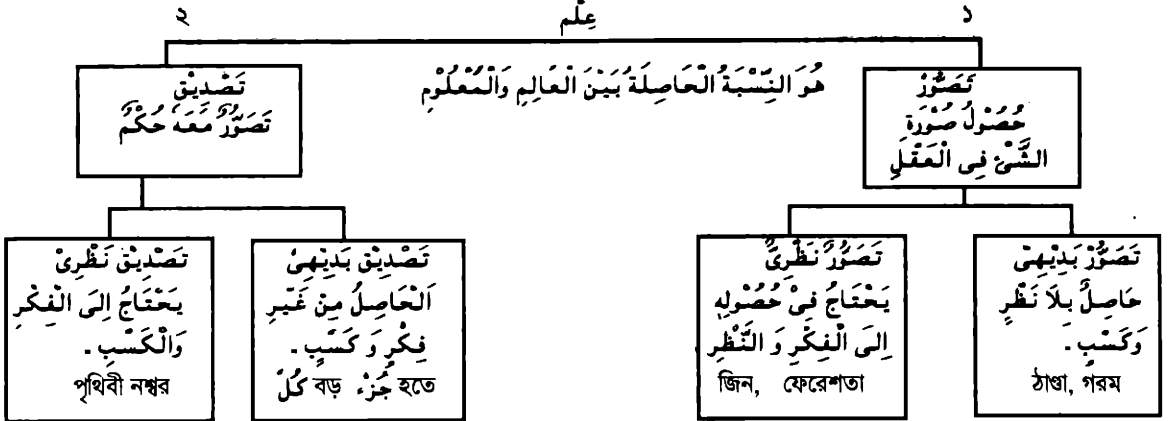
ভূমিকায় বর্ণিত তিনটি বিষয়



২ নং চিত্র

عِلْمٌ

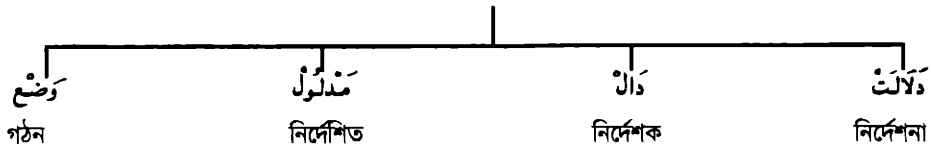
هُوَ النَّسْبَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمَعْلُومِ



৩ নং চিত্র

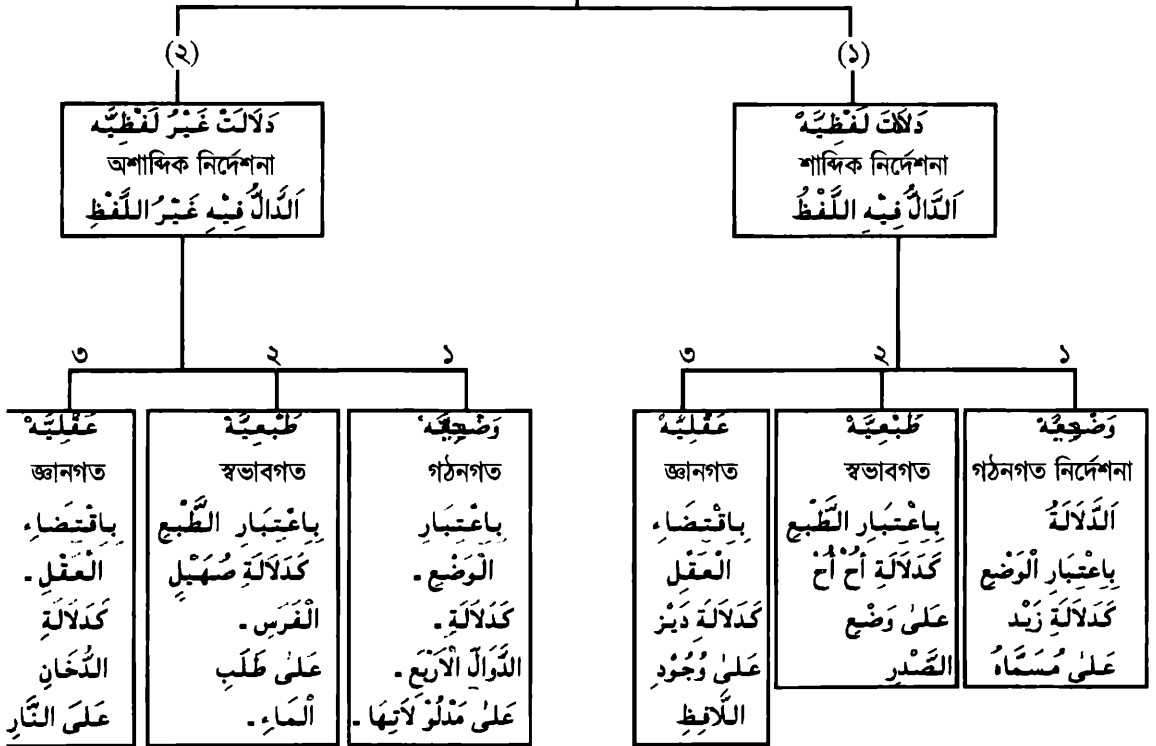
كَلِمَاتٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الدَّلَالَةِ

নির্দেশনায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ

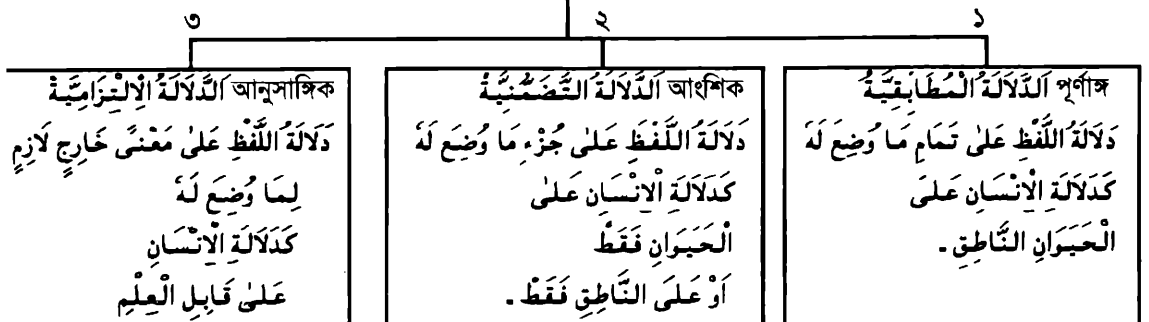


৪ নং চিত্র

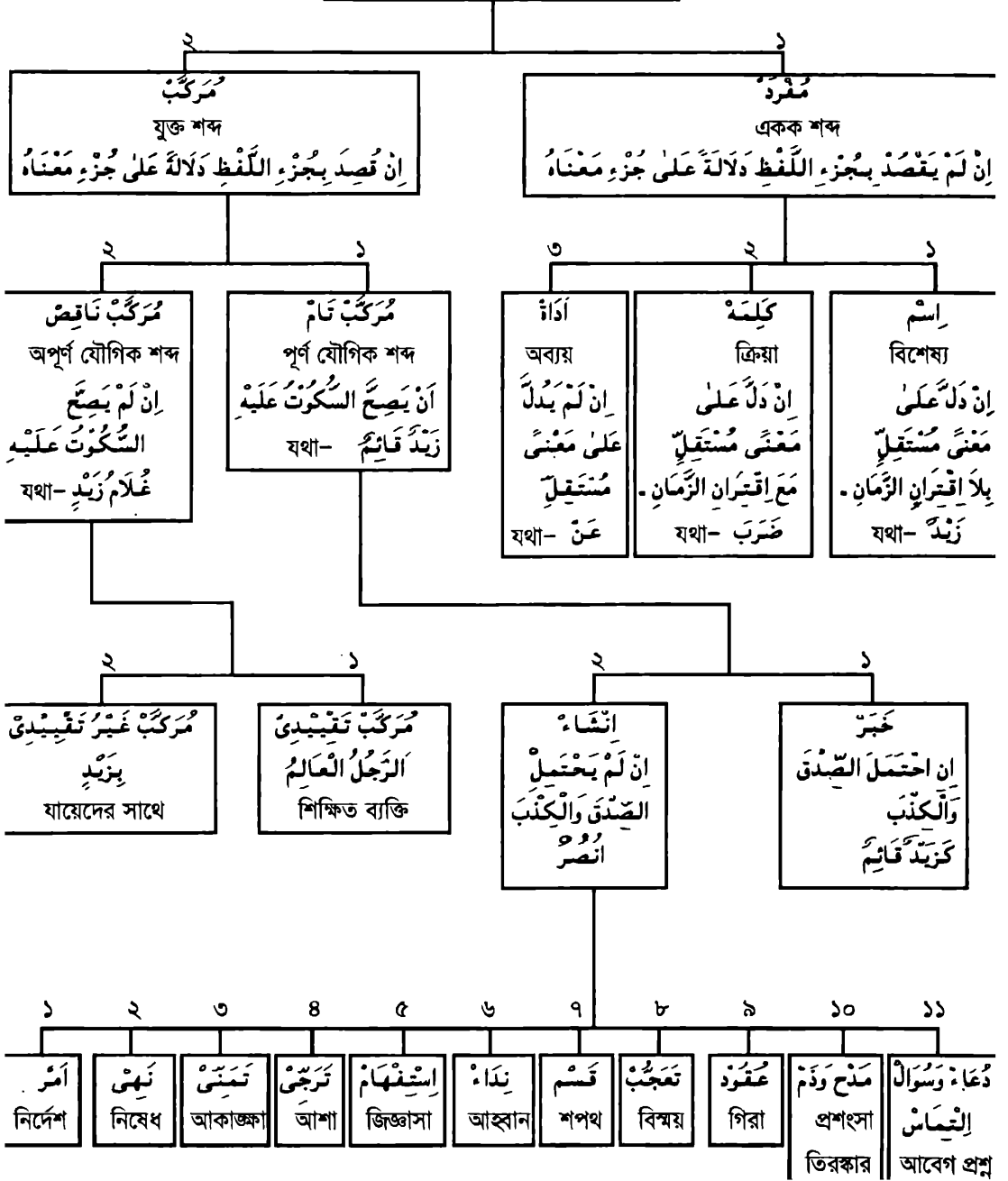
[নির্দেশনা] دَلَالَتُ



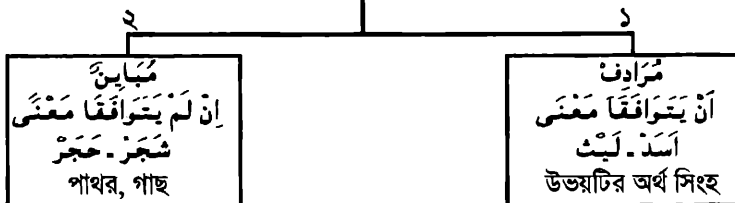
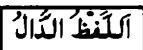
الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ



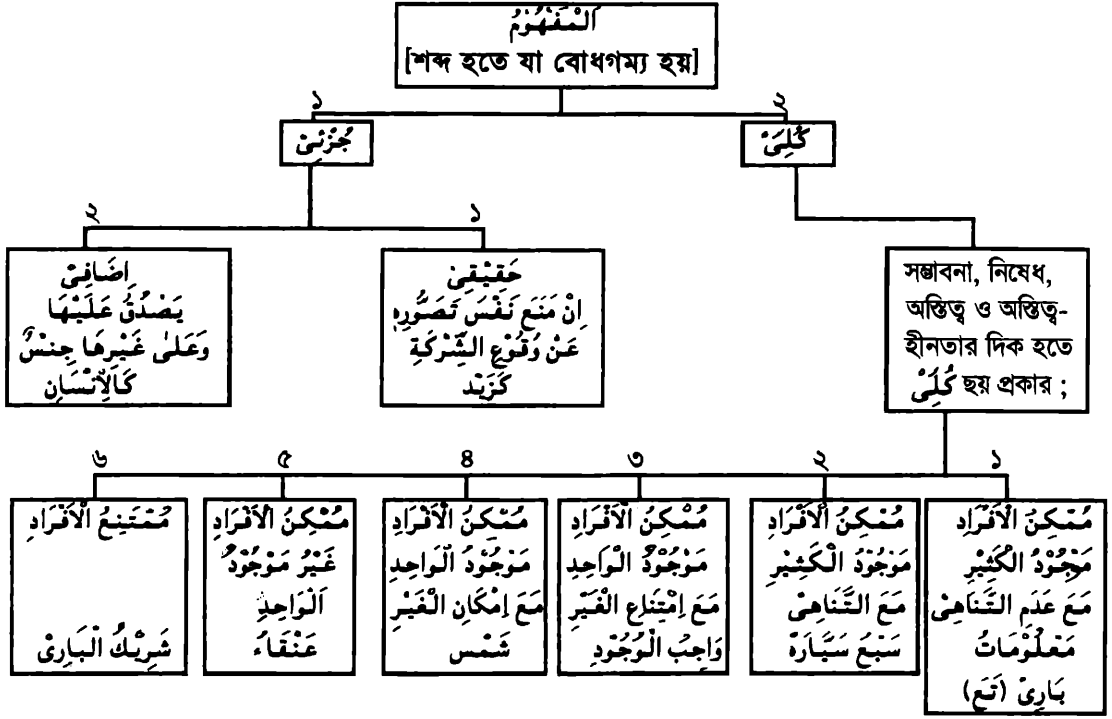
পূর্ণাঙ্গ নির্দেশক - الدَّالُّ بِالْمُطَابَعَةِ



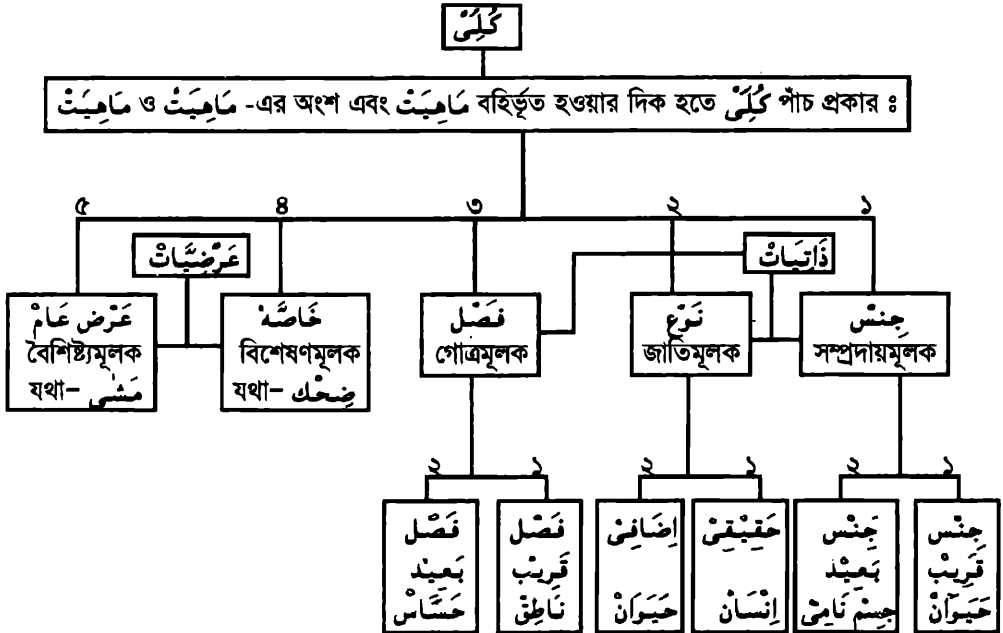
একক বিশেষ্য الْأِسْمُ الْمَفْرَدُ



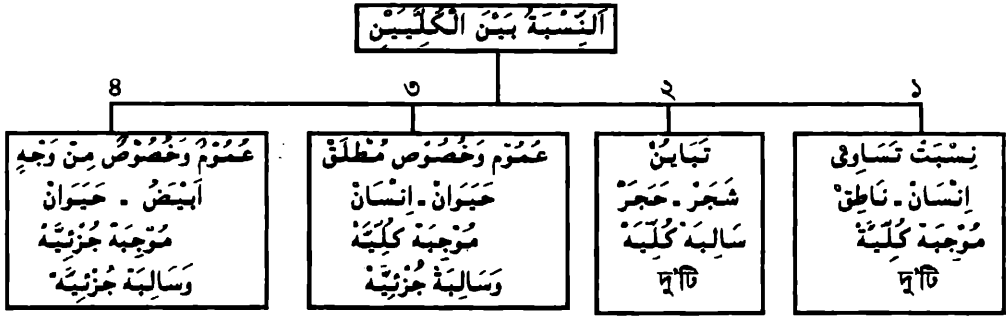
৮ নং চিত্র



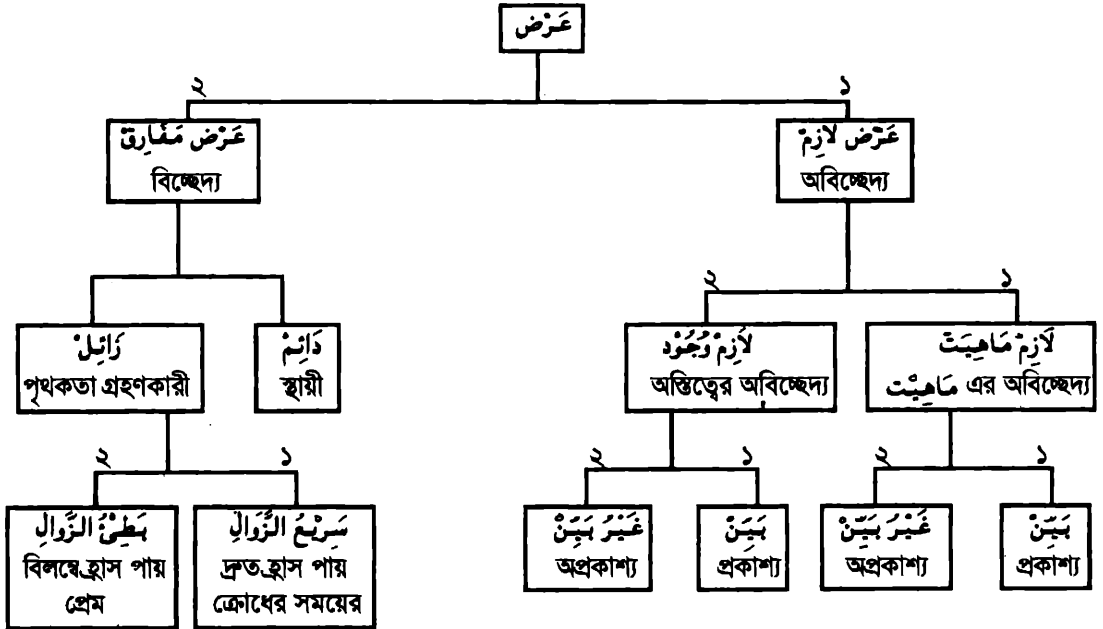
৯ নং চিত্র



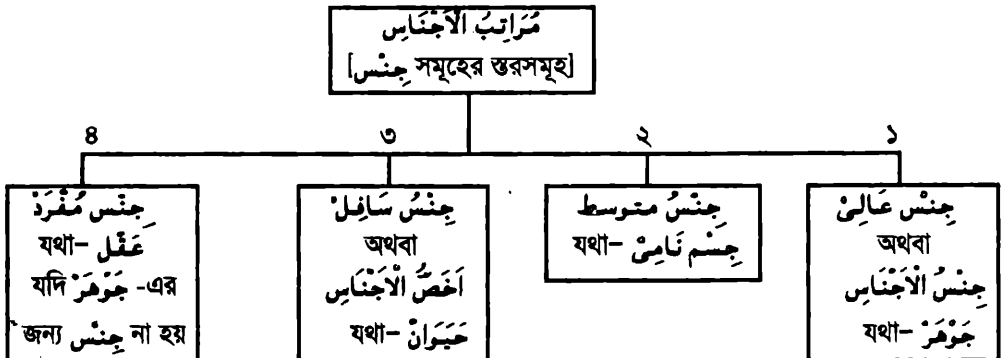
১০ নং চিত্র



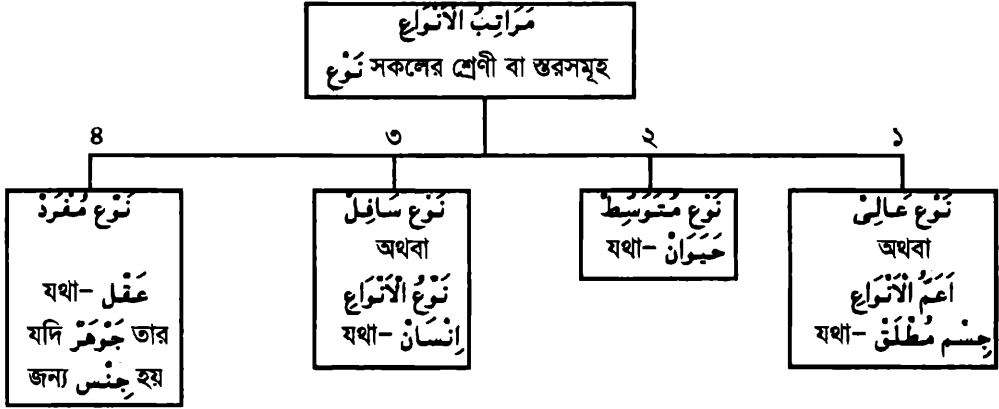
১১ নং চিত্র



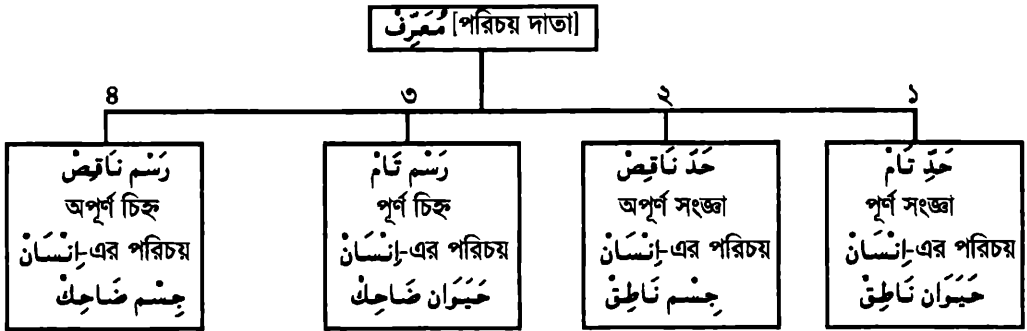
১২ নং চিত্র



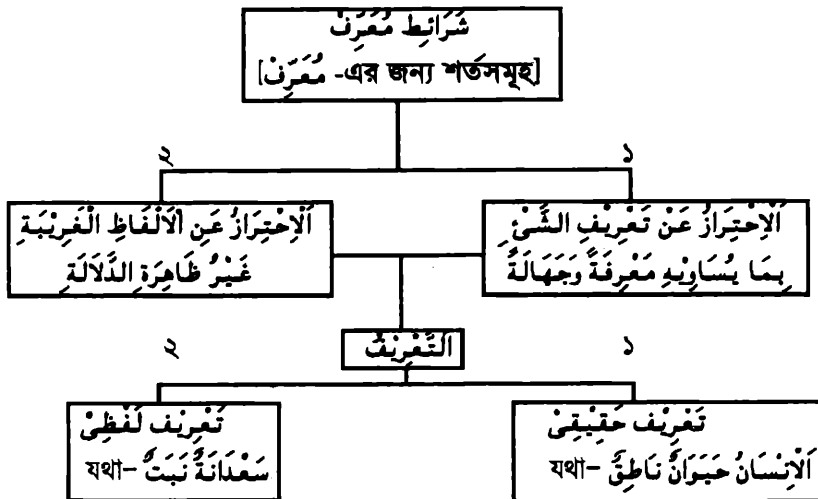
১৩নং চিত্র



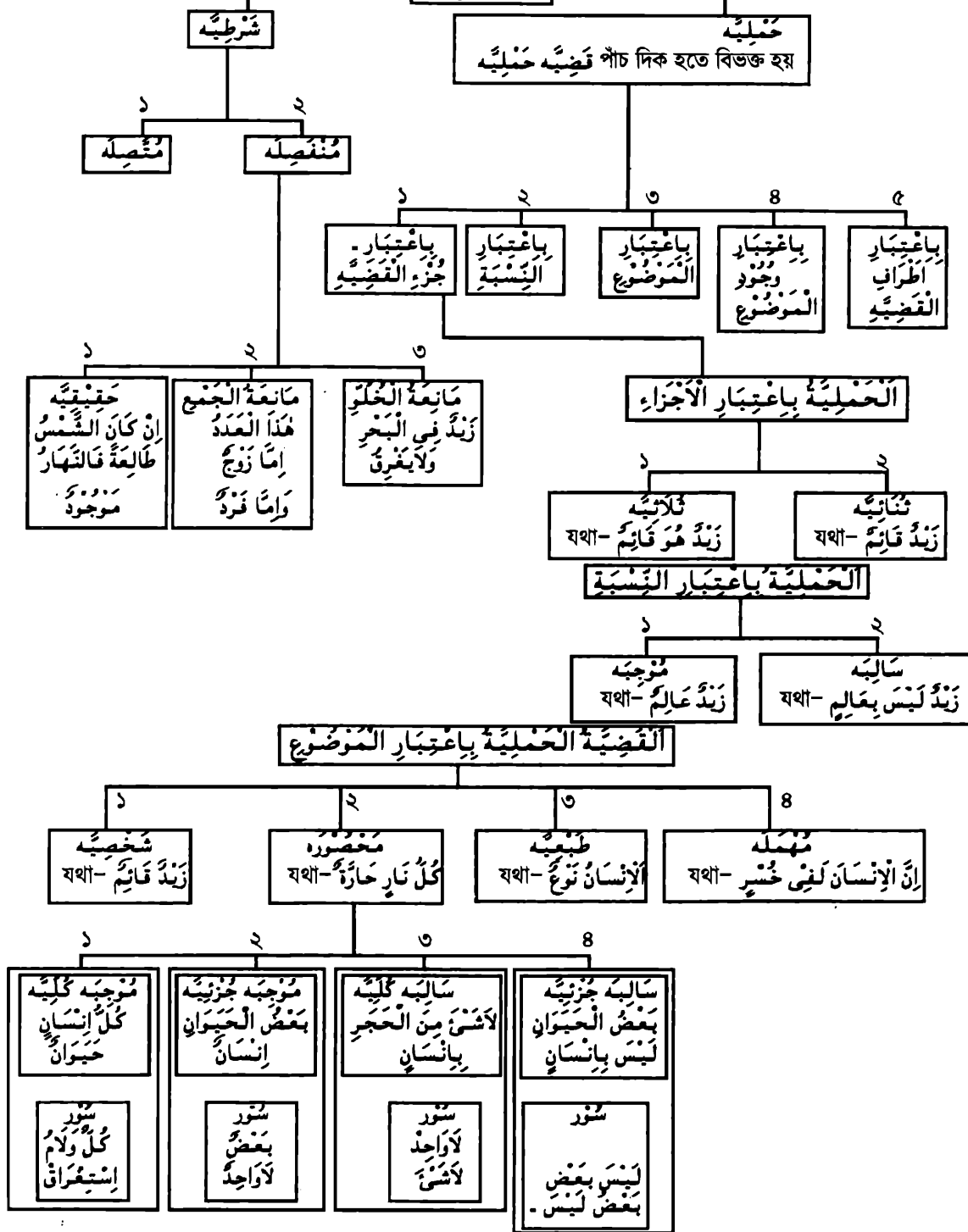
১৪ নং চিত্র

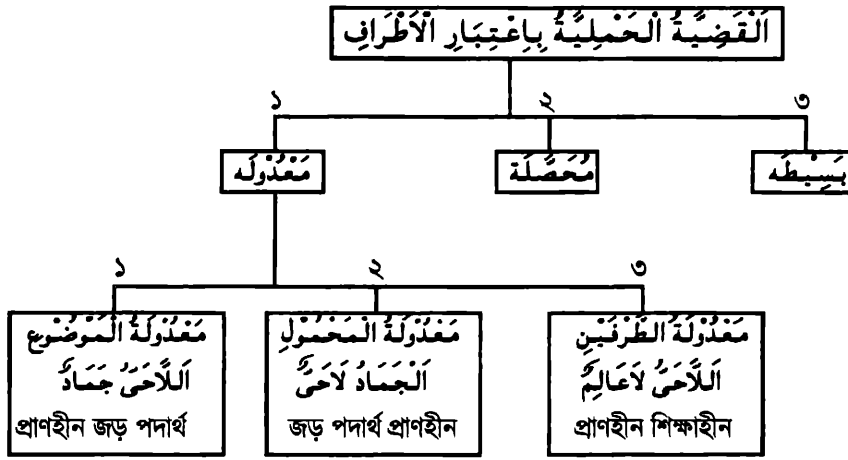


১৫ নং চিত্র

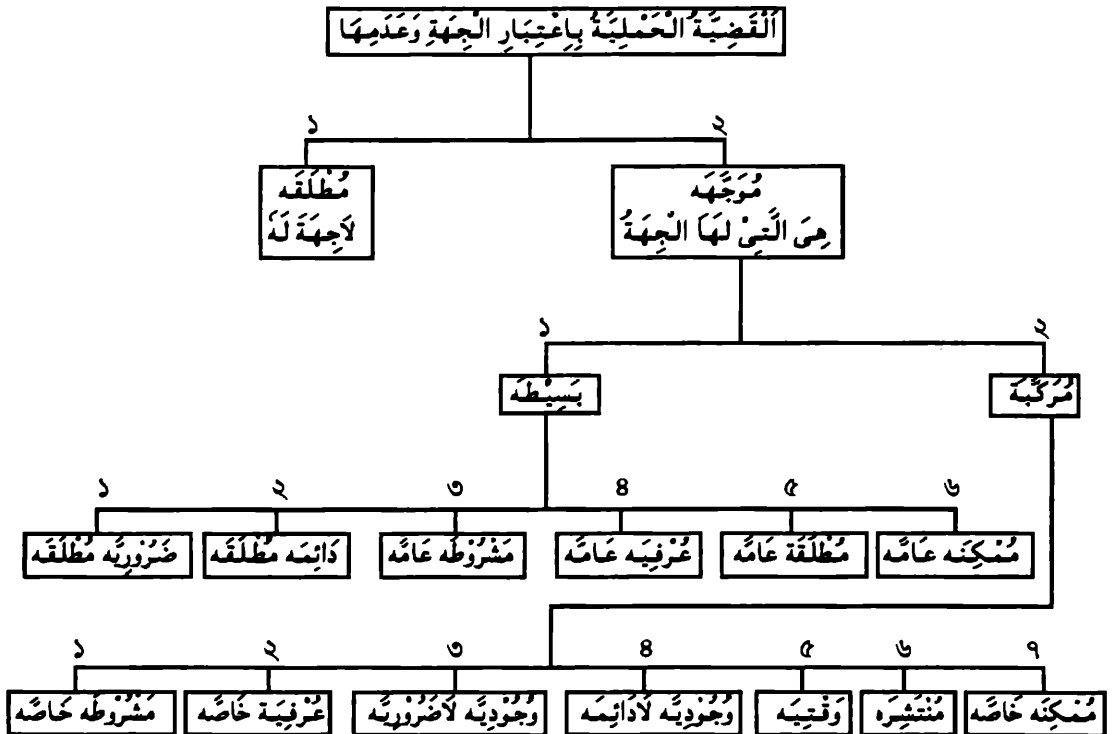


قَضِيَّة [वाक्य]

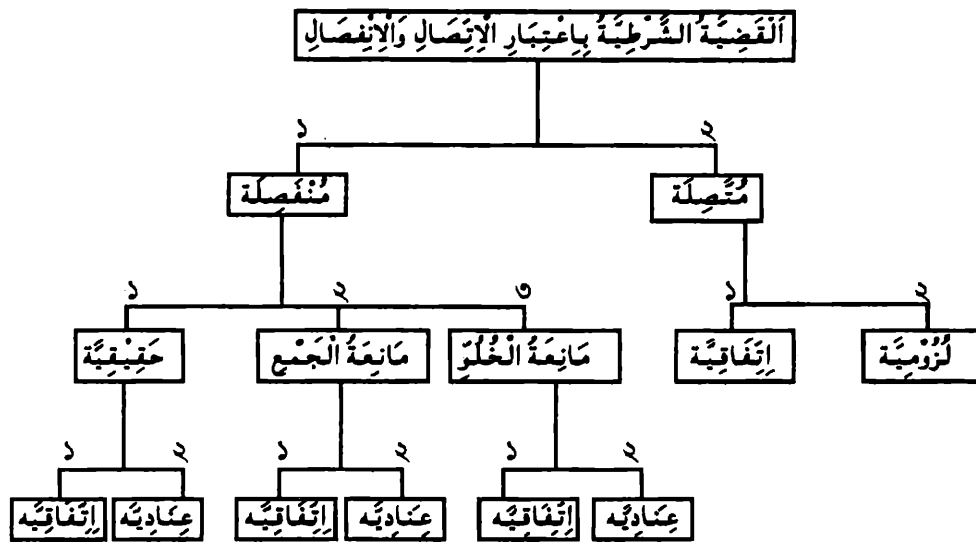




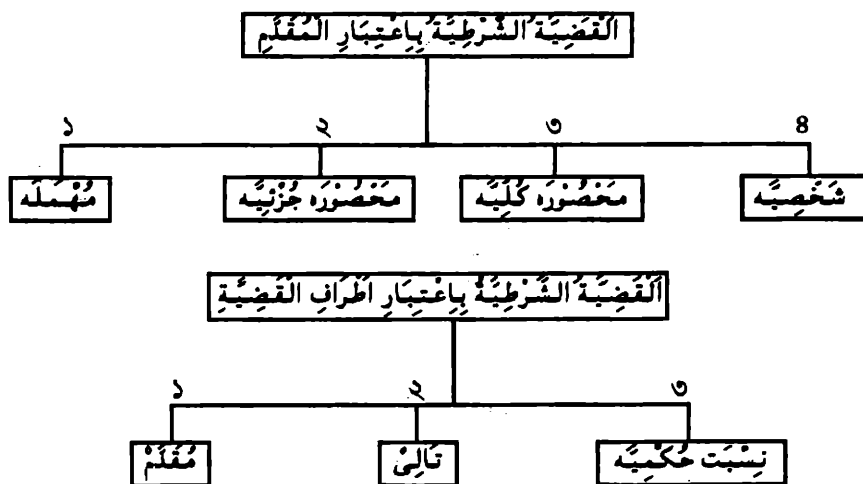
১৭ নং চিত্র



১৮ নং চিত্র

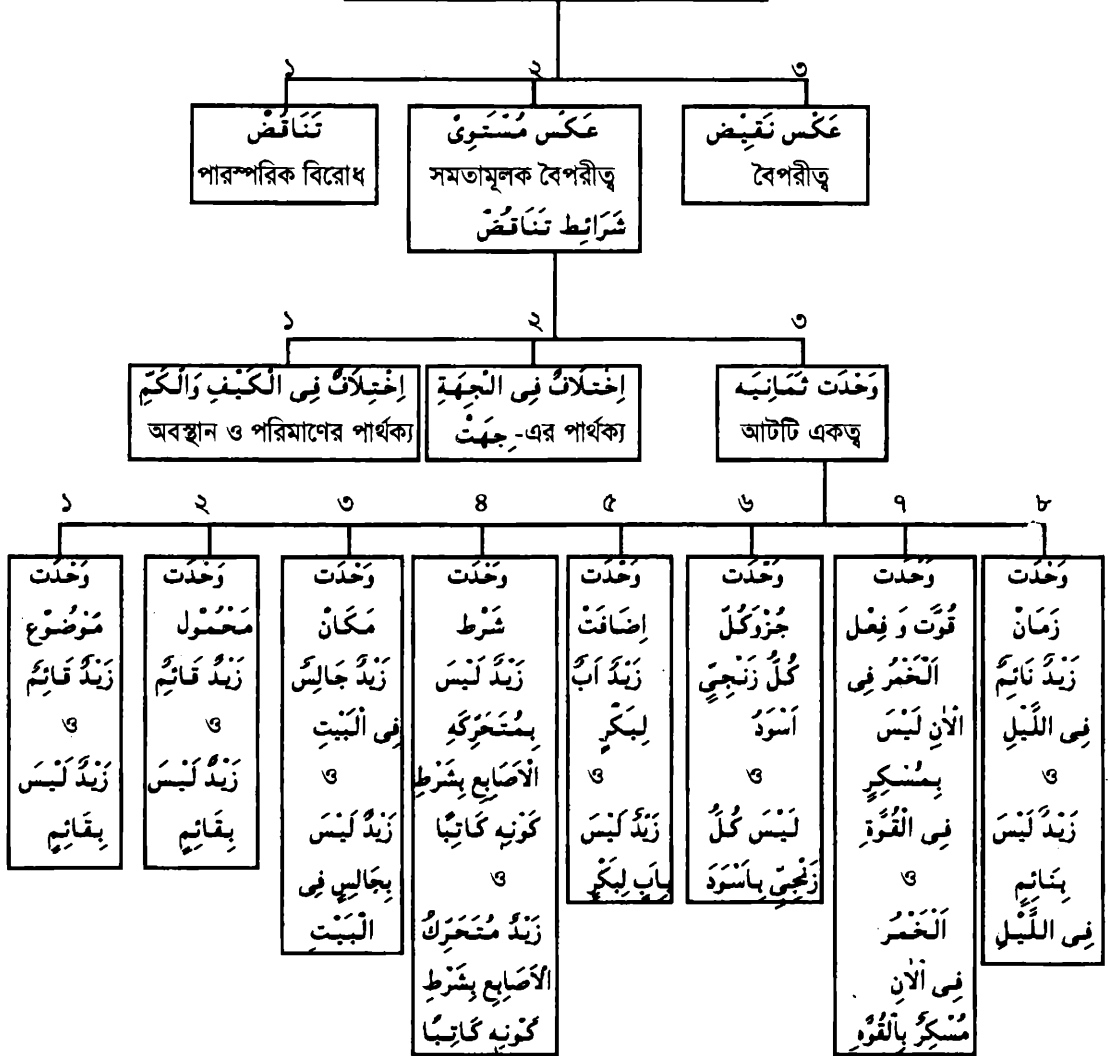


১৯ নং চিত্র



২০ নং চিত্র

[أَحْكَامُ الْقَضَايَا] [বাক্যের হুকুমসমূহ]



২১ নং চিত্র

عَكْسُ مُسْتَوِيٍّ

নাম	উদাহরণ	عَكْسُ مُسْتَوِيٍّ	উদাহরণ
مُوجِبُهُ كُلِّهِ مُوجِبُهُ جُزْئِيَّهِ سَالِبُهُ كُلِّهِ سَالِبُهُ جُزْئِيَّهِ	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ بَعْضُ الْإِنْسَانِ حَيَوَانٌ لَأَشَى مِنَ الْإِنْسَانِ بِحَجَرٍ ×	مُوجِبُهُ جُزْئِيَّهِ مُوجِبُهُ جُزْئِيَّهِ سَالِبُهُ كُلِّهِ	بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ بَعْضُ الْحَيَوَانِ إِنْسَانٌ لَأَشَى مِنَ الْحَجَرِ بِإِنْسَانٍ এর عَكْسُ مُسْتَوِيٍّ হয় না।

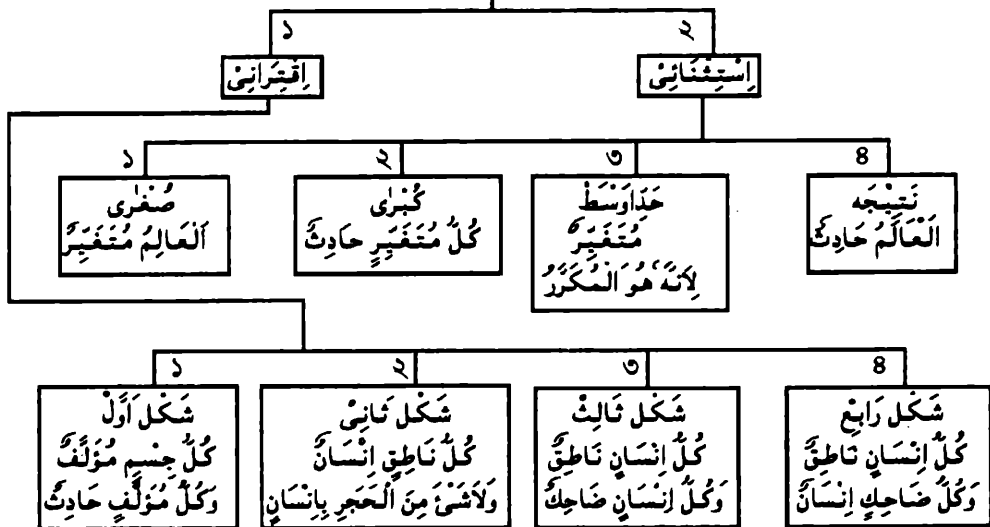
২২ নং চিত্র

عَكْسُ نَقِیْضٍ

মূল فَضْلِهِ এর নাম	উদাহরণ	عَكْسُ نَقِیْضٍ	উদাহরণ
مُوجِبُهُ كُلِّهِ مُوجِبُهُ جُزْئِيَّهِ سَالِبُهُ كُلِّهِ سَالِبُهُ جُزْئِيَّهِ	كُلُّ إِنْسَانٍ حَيَوَانٌ ×	مُوجِبُهُ كُلِّهِ ×	كُلُّ لَاحَيَوَانٍ لَا إِنْسَانٌ এর عَكْسُ نَقِیْضٍ হয় না
	لَأَشَى مِنَ الْإِنْسَانِ بِفَرَسٍ	سَالِبُهُ جُزْئِيَّهِ	بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَا فَرَسٍ
	بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِفَرَسٍ	سَالِبُهُ جُزْئِيَّهِ	لَيْسَ بِلَا إِنْسَانٍ بَعْضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ بِلَا حَيَوَانٍ

২৩ নং চিত্র

الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ صُورِ الْأَشْكَالِ



تَمَّتْ بِالْخَيْرِ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ